এইচ এল ও গ্যারেট এর

দি ট্রায়াল অফ

বাহাদুর শাহ জাফর

অনুবাদঃ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

দি ট্রায়াল অফ বাহাদুর শাহ্ জাফর

মূল : এইচ এল ও গ্যারেট
অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

www.pathagar.com

দি ট্রায়াল অফ বাহাদুর শাহ্ জাফর

মূল : এইচ এল ও গ্যারেট
অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
প্রকাশক : আবুল কাসেম হায়দার, লেখালেখি, ইয়ূথ টাওয়ার ৮২২/২ রোকেয়া সরণী, ঢাকা-১২১৬
প্রচ্ছদ : আবির, গ্রন্থসত্ত্ব: অনুবাদক, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৯, মুদ্রণে : দি ঢাকা প্রিন্টার্স ৬৭/ডি, গ্রীণ রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫, মূল্য : ২৫০ টাকা

The Trail of Bahadur Shah Zafar Translated by Anwar Hossain Manju, H.O.L GRATE, Publisher: Abul Quasem Haider, Lekha lekhi, Youth Tower, 822/2, Rokeya Sarani, Dhaka-1216, Bangladesh
Price: Tk.250.00, US$ 5.00
ISBN : 9847050009758

www.pathagar.com

ভূমিকা

একটি আকাংখার মৃত্যু

এম জে আকবর

ঠিক কবে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছিল? ১৭০৭ সালের মার্চ মাসে আহমদনগরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সাথে? অথবা ১৭১৭ সালে, যখন একটি মোগল ফরমানের অধীনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম প্রজন্মের 'নবাবদের' এদেশে লবন, সোরা (বারুদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত পটাশিয়াম নাইট্রেট), সুপারি, আফিম ও তামাকের ব্যবসা করার উপর থেকে সব ধরণের শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যে নবাবরা তাদের নিজ দেশে ফিরে গিয়ে সম্পদের নতুন অর্থ খুঁজে পেত। এটি ঘটেছিল ফররুখশিয়ারের সময়, যখন তার দরবার 'মর্দ-ই-ময়দান' অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের বীর এর পরিবর্তে পরিচিতি হয়ে উঠেছিল "শের-ই-কালিন' বা গালিচার সিংহে।

মোহাম্মদ শাহ্ ক্ষয়িষ্ণু মোগল সিংহাসনে ছিলেন দীর্ঘ উনত্রিশ বছর এবং তিনি তার বিলাস বাহুল্যের কারণে খ্যাতি লাভ করেন 'রঙ্গিলা' হিসাবে। তার সময়েই কি মোগল সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে? নাকি যখন মেজর হেক্টর মুনরো ১৭৬৪ সালের ২৩ অক্টোবর বক্সারে শাহ আলম, সিরাজ-উ-দৌলা ও মীর কাসিমের বিশাল কিন্তু বিশৃংখল বাহিনীকে পরাজিত করে প্রাচীন রাজবংশের পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন? ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট লর্ড যখন এলাহাবাদে পরাভূত শাহ্ আলমের কাছ থেকে সমৃদ্ধ বাংলার দিওয়ানী গ্রহণ করেন, যার বদৌলতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির দরবারকে বার্ষিক মাত্র সোয়া তিন লাখ পাউন্ড প্রদানের বিনিময়ে পূর্ব ভারতের বিশাল একটি অংশের ভূমি রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে (কোম্পানি লন্ডনের অনুমতি লাভ করেছিল পার্লামেন্টকে বার্ষিক চার লাখ পাউন্ড প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে)। এই সিদ্ধান্তের পরিণতি ছিল চরম – লন্ডনে কোম্পানির শেয়ার মূল্যের পতন ঘটে এবং আন্তর্জাতিক ঋণ সংকটের সৃষ্টি হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। অন্যদিকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের বাড়াবাড়িতে বাংলায় পাঁচ বছর ধরে যে দুর্দশা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তার অনিবার্য পরিণতি ছিল ১৭৭০ সালের মহা দুর্ভিক্ষ। পাঁচ বছরে নতুন প্রভুদের অত্যাচারে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ ক্ষুধা অথবা রোগব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করে। Horace Walpole নামে একজন লেখক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কোম্পানির চাকুরে ও অনুগতদের অত্যাচার ভারতবাসী ও সেসব স্থানে বসতি স্থাপনকারী ইংরেজদের ওপর এতোটাই ছিল যে এ খবর এখন ইংল্যান্ডে পৌঁছেছে এবং এখানে হই চই শুরু হয়েছে। এ ধরনের একচেটিয়াবাদের কারণে বাংলায় দুর্ভিক্ষের

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে ত্রিশ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। এহেন অপরাধের ছিঁটেফোটাই আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট।"

অথবা সাম্রাজ্যের অবসানের ক্ষেত্রে কি আমরা ১৭৮৯ সালের আগস্টে অসহিষ্ণু, রক্তপিপাসু রোহিলা গোলাম কাদিরের দ্বারা বৃদ্ধ শাহ আলমের বুকের ওপর বসে নিজের ছুরি দিয়ে তার চক্ষু উৎপাটনের ঘটনাকে ধরে নেব – যখন শাহ আলম আর্তনাদ করে রোহিলা নেতার করুণা কামনা করেছিলেন যে এই চোখ দু'টি ষাট বছর ধরে পবিত্র কোরআন পাঠে নিয়োজিত ছিল? সম্ভবতঃ মোগল সাম্রাজ্যের যথার্থ মৃত্যুক্ষণ ছিল ১৮০৩ সালের ডিসেম্বর মাস, যখন জেনারেল জেরার্ড লেক তার পূর্বসূরী আর্থার ওয়েলেসলি কর্তৃক আসায়ে'তে সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ধিয়াদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পথ অনুসরণ করেছিলেন। তিনি দিল্লিতে প্রবেশ করে শূন্য প্রাসাদে একজন অন্ধ ব্যক্তির রক্ষাকর্তায় পরিণত হন। এর আগে কোম্পানি আসরিগড়ের মারাঠা দুর্গ দখল করেছিল সেই দুর্গের সৈন্যদের বকেয়া সাত লাখ রুপি বেতন পরিশোধ করে। ১৮১৩ সালে কলকাতায় গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো মোগল সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি হিসেবে দিল্লির দরবারে খিলাত দিতে অস্বীকার করার সময়ে কি মোগল সাম্রাজ্য কফিনে আশ্রয় নিয়েছিল?

সম্ভবতঃ ১৮১৬ সালে, যখন লর্ড হেস্টিংস মোগল টাকশাল বাতিল করে বৃটিশ রুপিকে সাম্রাজ্যের প্রকৃত মুদ্রায় পরিণত করেন। ১৯ শতকের দ্বিতীয় দশকে আকবর ও আওরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্য ব্রিটিশ প্রহরাধীনে যমুনা তীরবর্তী কিছু এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের বংশধর পরিণত হন একজন ভিক্ষুকে এবং কল্পনার রাজ্যে বসবাসকারী মোগল সম্রাট পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে তার ভাতা বৃদ্ধির জন্যে করুণ দরখাস্ত প্রেরণ করতে থাকেন। কিন্তু সে ভাতা বিনিময় ছাড়া ছিল না। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের দ্বারা শাসনের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার শর্তে ভাতার পরিমাণ ১২ লাখ রুপি থেকে ১৫ লাখ রুপিতে উন্নীত করার প্রস্তাব দেয়। মোগল বাদশাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও তা ছিল অযৌক্তিক। ১৮৪৩ সালে লর্ড অ্যালেনবরো সম্রাটের খিলাত প্রদানের অধিকারের অবসান ঘটান এবং এর ক্ষতিপূরণ বাবদ মাসিক অতিরিক্ত ৮৮৩ রুপি প্রদান করেন, যা গৃহীত হয়। ব্রিটিশ করুণার কাছে মোগল মর্যাদার বিনিময় এভাবেই চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। মোগল উত্তরাধিকারী নিয়োগের বিষয়টিও বাতিল করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরামর্শ দেয় যে পরবর্তী মোগল বংশধররা লাল কিল্লা ছেড়ে কুতুব মিনারের নিকটবর্তী বাসস্থানেই ভালোভাবে থাকবেন। ব্রিটিশ কর্তারা চেয়েছিল লাল কিল্লাকে অস্ত্রাগারে পরিণত করতে। ১৮৫৬ সালে মোগল উত্তরাধিকারী ফখরুদ্দিনের মৃত্যু হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে পরবর্তী দাবিদারকে 'বাদশাহ' খেতাবের অধিকার দেয়া হবে না।

মোগল সাম্রাজ্যের মৃত্যু ১৮৫৭ সালে ঘটেনি। সেই বহুল আলোচিত বছরে মৃত্যু ঘটেছিল একটি আকাংখা। এটি প্রচণ্ড শক্তিশালী একটি আকাংখা ছিল। দুই শতাব্দীর সমৃদ্ধপূর্ণ স্থিতিশীলতাই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে মোগল সাম্রাজ্য সব ধরনের সমস্যা, অদক্ষতা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

মৃত্যুশয্যায় থেকেও আরও একশ' বছর টিকে থাকবে। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক, নওয়াব ও রাজাদের শক্তির বলে নয়, যারা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যে হিন্দুস্থানকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছিল, বরং মোগল সাম্রাজ্য টিকে ছিল জনপ্রিয় রহস্যময়তা ও শ্রদ্ধায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থ আদায়ের কড়াকড়িতে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুস্থানের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির নস্টালজিয়া নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল মানুষের মধ্যে। সাম্রাজ্যের আবির্ভাব আকস্মিক হলেও এর টিকে থাকার বিষয়টি কখনও আকস্মিক নয়। একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, রাজকীয় মৈত্রী, ন্যায়বিচারের চেতনা দ্বারা বিকশিত প্রশাসনিক বিধান, স্থানীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল মোগল শাসনের স্তম্ভ। সম্রাট আকবরের শাসনামলের প্রথম বিবরণী 'তারিখ-ই-আকবরী'র বর্ণনা অনুসারে শাহী আস্তাবলে পাঁচ হাজার সুনির্বাচিত হাতির জন্যে দৈনিক এক লাখ রুপির অধিক ব্যয় করা হতো। সমসাময়িক অন্যান্য ইতিহাসবিদও একই ধরনের হিসাব দিয়েছেন।

মোগলরা অবশ্যই যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু একমাত্র যুদ্ধই তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের একমাত্র কৌশল ছিল না। আকবরের এক দরবারী তাকে পরামর্শ দেন তার প্রতিপক্ষ সকলকে ধ্বংস করতে। কিন্তু আকবর উত্তর দেন যে তার হিসাব মতে হিন্দুস্থানে ৩২০ জন রাজা আছেন, যাদের শক্তিশালী বা বিশাল দুর্গ রয়েছে। এক একটি দুর্গ জয় করতে তার ছ'মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সময় লাগবে। সে হিসেবে সমগ্র হিন্দুস্থান জয় করতে তার প্রায় ২৩০ বছর প্রয়োজন। পরিবর্তে তিনি রাজাদেরকে তার নিরাপত্তা ও মিত্রতার প্রস্তাব দেন এবং তারা তার বিকাশমান সাম্রাজ্যে তাদের পছন্দ অনুযায়ী অভিজাত হিসেবে থাকতে পারে এমন আশ্বাসও প্রদান করেন।

তার পুত্র জাহাঙ্গীরের শাসনামলের বিবরণী 'জাহাঙ্গীর নামা'র প্রথম অংশে একটি মিনিয়েচার চিত্রে জাহাঙ্গীরকে দেখানো হয়েছে ফেরেশতা পরিবৃত অবস্থায়, যিনি এক কুৎসিৎ দর্শন বৃদ্ধ লোককে মাথায় তীর বিদ্ধ করে হত্যা করছেন। বীরেরা কখনও অসহায় বৃদ্ধকে হত্যা করে না, তারা যতো কদর্য দর্শনই হোন না কেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৭০৪ সালে হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, তা বিধর্মীদের প্রতি তার ভালোবাসার কারণে নয়, বরং মারাঠাদের সাথে যুদ্ধের সময়ে হিন্দু কৃষকরা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়েছিল বলে। মোগল সম্রাটদের অনেক উপাধির একটি ছিল 'গরিবের সেবক'। সফল বাদশাহারা জানতেন যে তাদের ক্ষমতার ভিত্তিই হচ্ছে এ ধরনের দায়িত্বশীলতা। পর্তুগীজ পরিব্রাজক Fray Marrigue, যিনি ১৬৪০ সালে ঢাকা ভ্রমণ করেন, তিনি মোগল ন্যায়বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন – এক কাজী জনৈক মুসলিমকে হিন্দু গ্রামে দু'টি ময়ূর হত্যা করার জন্যে শাস্তি প্রদান করেন। কাজী ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ১৫৭৫ সালে আকবর যখন বাংলা জয় করেন তখন বাঙালিদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে স্থানীয় আইনে স্থানীয় রীতিপ্রথা ও সংস্কৃতিকে সম্মান দেয়া হবে এবং তার বিচার সে প্রতিশ্রুতিরই বাস্তবায়ন।

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীর তার শাসনামলে এদেশবাসীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার ফলে দারিদ্র দূর হয়নি, কিন্তু এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। Nick Robins তার 'The Corporation that changed the World' গ্রন্থে দুর্ভিক্ষের সময়ে মোগল ও ব্রিটিশ নীতির মধ্যে তুলনা করেছেন, "দুর্ভিক্ষ হাজার বছর যাবত হিন্দুস্থানের সামাজিক বাস্তবতার অংশ ছিল, যা সত্যিকার অর্থে নির্মূল হয়েছে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর।" প্রথম দিকের ইংলিশ পর্যটকেরা ১৬৩১ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মন্তব্য করেছেন, যার ফলে স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। তা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের ঘটনা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, প্রথমতঃ কোম্পানির অধীনে, অতঃপর ব্রিটিশ শাসনাধীনে। বাস্তবে হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়েছিল ১৭৭০ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে এবং শেষও হয়েছিল দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে, সেটিও বাংলায়, ১৯৪৩ সালে।

১৮৮৭ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে কাজ করে Cornelius Watford অনুমান করেছেন যে, সে বছরের দুর্ভিক্ষে এক কোটি মানুষ মারা গেছে এবং তার হিসাব মতে ১২০ বছর ব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের মেয়াদ হিন্দুস্থানে ৩৪টি দুর্ভিক্ষ হয়েছে এবং এর তুলনায় বিগত দুই হাজার বছরের ইতিহাসে হিন্দুস্থানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে মাত্র ১৭ বার। মোগলরা বর্ষা মৌসুমের বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে সত্য, কিন্তু অমর্ত্য সেন যে সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন, মোগলরা সেই সত্য সম্পর্কে জানতো যে 'দুর্ভিক্ষ মুখ্যত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট।' Robins আরও বলেছেন, "দুর্ভিক্ষের বহু কারণের মধ্যে একটি ছিল কোম্পানি কর্তৃক জনবিধি ও বিনিয়োগের মোগল পদ্ধতি পরিহার করা।" ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মোগল শাসনকে বিবেচনা করেছে পুরনো ধাঁচের সুশাসন বলে "মোগলরা কর রাজস্বকে শুধুমাত্র পানি সংরক্ষণের জন্যেই ব্যয় করেননি, বরং এর দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন এবং যখনই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া গেছে তখন তারা খাদ্য রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কর রেয়াত এবং বিনা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করেছে। কিছু নিষ্ঠুর আচরণও করা হয়েছে, যদি কোন ব্যবসায়ীকে দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রির ক্ষেত্রে ওজনে কম দিতে দেখা গেছে, তাহলে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর দেহ থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে কৃষকের কাছে পেশ করা হয়েছে।"

১৭৭০ সালে লাখ লাখ বাঙালি কেন মারা গিয়েছিল? রবিন লিখেছেন, "প্রাকৃতিক চক্রের বিগত বছরগুলোর ব্যর্থতার মতো ১৭৬৯ সালের অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত জনিত ক্ষতি অধিক সংখ্যক জীবনহানির ঘটনা ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো। কিন্তু কোম্পানি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে বাংলার অসহায়ত্বকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করেছিল। বিগত দশকগুলোতে কোম্পানি ও কোম্পানির নির্বাহীরা বাংলাকে নিদারুণভাবে শোষণ করে ভূখন্ড টিকে সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছিল। কোম্পানি বাংলার দিওয়ানী গ্রহণের এক বছর আগে যেখানে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ছয় লাখ ছয় হাজার পাউন্ড, তা থেকে নাটকীয়ভাবে রাজস্ব আদায় দৃদ্ধি পায় দিওয়ানী গ্রহণের পর অর্থাৎ এক বছরের

www.pathagar.com

ব্যবধানে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ লাখ পাউন্ডে। ১৭৬৯ সালে মুর্শিদাবাদে কোম্পানির রেসিডেন্ট রিচার্ড বেচার কিছুটা লজ্জার সাথে স্বীকার করেছেন যে, "এ দেশের মানুষের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে," তিনি আরও বলেছেন, "এই সুন্দর দেশটি সমৃদ্ধি সাধন করেছিল অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী সরকারের অধীনে। কিন্তু এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের সিংহভাগই নিয়ন্ত্রণ করছে।"

এখানেই একটি ঘটনা বিদ্যমান। শাহ্ আলম স্পষ্টভাবেই বার্ষিক সোয়া তিন লাখ পাউন্ড পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন, কারণ তার ধারণা ছিল এটা মোট আয়ের অর্ধেক হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অংক চার গুণের অধিক বৃদ্ধি করে দেশটিকে বিরান করে ছেড়েছিল। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলা ও হিন্দুস্থান কতোটা সমৃদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সমুদ্র পথে বিশ্ব বাণিজ্যের দুই তৃতীয়াংশের ওপরই দখল ছিল হিন্দুস্থান ও চীনের।

লর্ড ক্লাইভ যখন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর, তখন নগরীর সমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, "মুর্শিদাবাদ নগরী লন্ডনের মতোই বিরাট, জনবহুল ও সমৃদ্ধ, পার্থক্যের মধ্যে প্রথম নগরীর বাসিন্দারা দ্বিতীয় নগরীর যে কোন বাসিন্দার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদের মালিক।"

অবসর গ্রহণের পর লর্ড ক্লাইভকে ব্রিটেনের সবচেয়ে বিত্তবান ব্যক্তি বলে সন্দেহ করা হতো। পর্তুগীজরা কেরালার বন্দর নগরী কালিকটে অবতরণ করেছিল, যা লিসবনের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল।

১৭৬৯ সালে বাংলা ছিল চরম দুর্দশাগ্রস্ত। ক্লাইভ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, "ফ্রান্স ও স্পেন মিলিতভাবে যতোটা সমৃদ্ধ, ব্রিটেন তার চেয়েও সমৃদ্ধ, জনবহুল ও সফল একটি ভূখন্ডের সার্বভৌমত্ব লাভ করেছে। তারা দুই কোটি পরিশ্রমী প্রজার মালিক, বার্ষিক পঞ্চাশ থেকে ষাট লাখ পাউন্ড প্রকৃত আয় করতে পারবে এ ভূখন্ড থেকে।" এছাড়াও তার নিজস্ব বর্ণনা অনুসারে কিছু সম্পদের বিবরণ আছে যা তিনি আহরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ১৭৭২ সালে পার্লামেন্টে তিনি বলেন, "আমার সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল ছিল একজন যুবরাজ, একটি সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল আমার কৃপার অধীন, নগরীর ধনী মহাজনরা আমার হাসি উপহার পেতে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতো, আমি তাদের সিন্দুকের সামনে দিয়ে যেতাম, তারা খুলে দিতো সিন্দুকগুলো, সোনা ও মণিরত্নে ঠাসা সিন্দুক। মি. চেয়ারম্যান, এই মুহূর্তে আমি বিস্মিত হচ্ছি আমার সংযম দেখে।"

ব্রিটিশ গবেষক Paul Kennedy' তার 'The Rise and Fall of the Great powers' গ্রন্থে

www.pathagar.com

পলাশী যুদ্ধের পূর্বেকার ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন। ১৭৫০ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের সাত বছর আগে পৃথিবীতে প্রস্তুত পণ্যের ২৪.৫ শতাংশ উৎপাদিত হতো ভারতে, আর সমগ্র ইউরোপের অংশ ছিল ২৩.২ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যের অংশ ছিল মাত্র ১.৯ শতাংশ। অপরদিকে প্রস্তুত পণ্যের ৩২.৮ শতাংশ উৎপাদন করতো চীন, ৩.৮ শতাংশ জাপান, ৫ শতাংশ রাশিয়া, ৪ শতাংশ ফ্রান্স এবং ২.৯ শতাংশ হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য। ১৯০০ সালের মধ্যে এই চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তখন মোট প্রস্তুত পণ্যের ১৮.৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় যুক্তরাজ্যে আর ভারতের অংশ নেমে আসে ১.৭ শতাংশে। পলাশী যুদ্ধ ও ১৮৫৭ সালের দিল্লিতে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের একশত বছরের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাফল্যের সাথে অর্থনৈতিক কৃতিত্ব তাদের অনুকূলে নিতে সক্ষম হয়েছিল দুই প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনীর মধ্যে শক্তির ভারসাম্য যাই হয়ে থাকুক না কেন, কোম্পানির প্রতিরক্ষা ব্যূহ অটল ছিল আর ভারতীয় পতাকার পতন ঘটেছিল। আর্থার ওয়েলসলি, যিনি পরবর্তীতে ডিউক অফ ওয়েলিংটন মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তার হাতে ব্রিটিশ উচ্চাভিলাষ পরিপূরণের পথে আরেকটি প্রধান বাধা মহীশূরের টিপু সুলতান ১৭৯৮ সালে শ্রীরঙ্গপতমের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সাথে অপসারিত হয়। ১৮০৩ সালে কোম্পানির বাহিনী দিল্লিতে উপনীত হওয়ার পর ১৮১৪-১৬ সালে গুর্খাদের দমন করে এবং ১৮১৮ সালের মধ্যে মারাঠা শক্তির পুনর্জাগরণের সকল আশার পরিসমাপ্তি ঘটায়, ১৮৪৩ সালে সিন্ধু দখল করে এবং ১৮৪৮-৪৯ সালে উপর্যুপরি যুদ্ধের পর পাঞ্জাবের বিশাল শিখ সাম্রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে।

ব্রিটিশ প্রশাসনকে প্রতিটি আঞ্চলিক শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে হয় এবং প্রতিটি যুদ্ধে তারা বিজয় লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা ষড়যন্ত্রেরও আশ্রয় নেয় প্রতিপক্ষকে বশীভূত করতে। যুদ্ধের চেয়ে বরং ষড়যন্ত্রই অধিকতর ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়, কারণ ষড়যন্ত্রকেই তখন বিবেচনা করা হতো এশীয় সরকারগুলোর অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে। কিছুটা আঞ্চলিক সহযোগিতার আশ্রয় নিলে মহীশূরের টিপু সুলতান ও মারাঠারা আর্থার ওয়েলেসলি'র মতো প্রতিভাধরের শক্তিকেও দমন করতে পারতো, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চতুরতার সাথে হিন্দুস্থানের শাসকদের অনৈক্যকে কাজে লাগিয়েছিল। এই অনৈক্যের ফাটল প্রসারিত করতে ধর্মকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন হয়নি, বরং অহমিকা ও লোভ অনেক বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আকবর শাহের পুত্র মির্জা আবু জাফরের জন্ম হয়েছিল ১৭৭৫ সালে। তিনি ১৮৩৭ সালে সিংহাসনে আরোহন করে নিজের উপাধি ধারণ করেছিলেন 'আবুল মুজাফফর সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ বাদশাহ গাজী।' নির্জীব, শ্লথ একজন মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের অভিলাষী নাম অর্থহীন ছিল। তিনি যদি মোগল বংশের শেষ উত্তরাধিকারী না হতেন তাহলে হয়তো শুধু একজন সাধারণ কবি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। তার সাহস ছিল না, দৃঢ়তাও ছিল না কিংবা মানুষের নেতা হওয়ার বৈশিষ্ট্যও ছিল না তার মধ্যে। তাছাড়া ১৮৫৭ সালের যুদ্ধেও প্রমাণিত যে তিনি 'জিহাদী' বা ধর্ম যোদ্ধাও ছিলেন

www.pathagar.com

না, যা তার নামের অন্তর্নিহিত অর্থ।

যে মোগল বংশ একসময় বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল তাদের পরবর্তী সময়ের অবক্ষয় ব্রিটিশদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল যে, এই লোকগুলোর শিরায় আসলেই কি তৈমুরের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে? বাস্তবে, কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত অভিযাত্রায় ব্রিটিশ শক্তি যেসব বহু-জাতিক শাসকগোষ্ঠীর মোকাবেলা করেছে তাদের ব্যাপারে ব্রিটিশের শ্রদ্ধাবোধ সামান্যই ছিল। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের সাথে বরং তারা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছে, যারা তাদের নিজ দেশবাসীর ওপর অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছে। এ সময়ে বাংলা ও অযোধ্যার নবাবরা তাদের সমৃদ্ধিকে আরও চরমে নিয়ে গেছে, মারাঠারা বারবার নিস্ফল চেষ্টা চালিয়েছে এবং শেষ যুদ্ধে বারবার ব্রিটিশেরই বিজয় ঘটেছে। অতএব, দেশীয় শাসকদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কিছুতেই আর শ্রদ্ধা রাখতে পারেনি।

আত্মতুষ্টি সবসময় ঘৃণা থেকে কয়েক পদক্ষেপ দূরে অবস্থান করে। অতএব, মিরাট থেকে একদল বিদ্রোহী ১৮৫৭ সালের ১১ মে সকাল আটটায় লালকিল্লার ফটকে উপনীত হওয়ার কমপক্ষে ছয় সপ্তাহ আগে গোটা বাজারে এ নিয়ে কানাঘুষা হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি। চাঁদনী চকের গুজব কেন্দ্রে প্রকাশ্যে আলোচনা হয়েছে যে মোগলদের সাহায্য করার জন্যে রুশ ও পারসিকরা আসছে। ১৮৫৬ সালে আফগান সীমান্তের ওপারে হিরাত দখল করে পারসিকরা উপমহাদেশের দ্বারপ্রান্তে পা রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী মোহাম্মরা বন্দরে গোলা বর্ষণ করে যে চাপ সৃষ্টি করে তাতে পারসিকরা হিরাত থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে। তা সত্ত্বেও বিরাট একটি যুদ্ধের বিষয় আলোচিত হচ্ছিল, যার বিবরণী অনুসারে: "পারস্যের শাহ মোগল বাদশাহ'র অনুরোধে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্থ ও সৈন্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। এ সংক্রান্ত তার ঘোষণা জুমা মসজিদের ফটকে টানিয়ে দেয়া হয়, যেখান থেকে দেশীয়দের কাছে প্রিয় এক খ্রিস্টান রিসালদারের কাছ থেকে অবহিত হয়ে স্যার থিওফিলাস মেটকাফির নির্দেশে তা তুলে ফেলা হয়। পারসিকরা আসছে – এমন খবরে মুসলমানদের মধ্যে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্যার থিওফিলাস এই তথ্যকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। দ্বিতীয়তঃ আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর কলভিনের কাছে মোহাম্মদ দরবেশ নামে জনৈক ব্যক্তির লিখা একটি চিঠিতে বিদ্রোহের ছয় সপ্তাহ আগে পুরো পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছিল। এই সতর্কবাণীকেও এতো গুরুত্বহীন বিবেচনা করা হয়েছিল যে যার কাছে তথ্য পাঠানো হয়েছিল তিনি এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি। তৃতীয়তঃ দিল্লিতে ইউরোপীয়দের হত্যা করা হয়েছে বাদশাহ'র নির্দেশে, তার পুত্র ও রাজ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এবং হত্যা করেছে 'খাসবরদাররা' অর্থাৎ বিশেষ দেহরক্ষীরা।"

www.pathagar.com

এই বিদ্রোহ চলাকালে রাশিয়ার জার সেন্ট পিটার্সবুর্গে এবং শাহ তেহরানে অবস্থান করেন। যিনি লালকিল্লায় আসেন, তার নাম বখত খান, বেরেলিতে অষ্টম পদাতিক গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার। চার দশক ধরে তিনি ব্রিটিশ প্রভুদের অধীনে ছিলেন, যার বয়স তখন ষাট বছর, মোটাসোটা এবং তিনিই হলেন বিদ্রোহীদের নেতা। দলিলপত্রে তাকে বলা হয়েছে 'বিপুল বপুধারী' হিসেবে। ওই গ্রীষ্মে রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে বহু হৃদয়েই ঐশ্বর্যেও ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। যমুনা দাস নামে মুত্তারা'র শাসক লিখেন যে তার অধীনে দুই হাজার সৈন্য ছিল এবং শাহী খাজাঞ্চিতে তিনি দশ লাখ রুপি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কামান, পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী, গুলীগোলা ও কর্তৃত্বের মোহর চেয়ে পাঠান। অর্থের সেই প্রতিশ্রুতি ছিল ভ্রান্ত। জাফর তার পুত্র মির্জা মোগলকে বলেন, "এই লোকটি কি বলতে চাইছে যে কোথাও মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা দশ লাখ রুপি খুঁড়ে তুলি অথবা সে কি এমন কোন উৎসের কথা জানে যেখানে এই অর্থ রয়েছে কিংবা এ অর্থের জন্যে সে কি কাউকে লুট করতে চাইছে?" খুরাজপুরা'র নওয়াব আমির আলী খান নগদ অর্থের প্রতিশ্রুতি দেননি, তিনি একটি লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের ১২ জুলাই তিনি দরখাস্ত করেন যে তাকে যদি যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে তিনি "তিন দিনের মধ্যে শ্বেত চর্মের ও অন্ধকার ভাগ্যের অধিকারী লোকদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবেন।"

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল যে মোগল দরবার কতো দ্রুততার সাথে প্রশাসনের স্বাভাবিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যেন তরবারির একটি মাত্র আঘাতে অতীত পুনর্জাগরিত হয়েছিল। দরখাস্ত আসতে থাকে লালকিল্লায় এবং কিল্লা থেকে নির্দেশ জারি হতে থাকে, যা শেষ পর্যন্ত বাহাদুর শাহ জাফরের বিচারে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করার দলিলে পরিণত হয়। দলিল দস্তাবেজে দেখা যায় যে একশ ত্রিশ দিনের জন্যে মোগল সিলমোহর পুনরায় কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল। এতে একটি প্রচন্ড ঝড়ের মাঝে দুর্বলতাও প্রমাণ করে যে ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল আসলে বিশৃঙ্খল। বিদ্রোহের কোন পূর্ব পরিকল্পনা, কোন কৌশল, কোন অর্থ এবং কোন উপায় ছিল না। বিদ্রোহীদের ছিল শুধু সাহসিকতা এবং প্রচন্ড আস্থা। ২৭ মে আদেশ জারি করা হয় যমুনা সেতুর তত্ত্বাবধায়ক চুনী লালকে সেতু প্রয়োজনীয় মেরামত কাজের জন্যে কিছু সরঞ্জাম সরবরাহের জন্যে। ২৯ মে জেমস স্কিনারের দিল্লীস্থ বাসভবনকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের দফতরে পরিণত করা হয়। ৫ জুন লুণ্ঠিত মালামালের মধ্যে থেকে তিন বোতল স্পিরিট বাদশাহ'র পুরনো ভৃত্য কায়স্থ গোত্রের লোকদের দিতে বলা হয়। কিন্তু ১৮ জুনের মধ্যে প্রথম দিকে আশাবাদে ফাটল ধরতে শুরু করে এবং বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খল আচরণ দেখাতে থাকে। বাদশাহ মির্জা মোগলকে লিখেন, 'সেনাবাহিনীর কাজ হচ্ছে রক্ষা করা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা লুণ্ঠন করা নয়। অতএব, অবিলম্বে সেনাবাহিনীর অধিনায়কেরা তাদের সৈন্যদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত করবে এবং শত্রু বাহিনীর আগমন সংবাদ যেহেতু ভ্রান্ত , অতএব, বিশৃঙ্খল সৈন্যদের কিল্লায় রাখার প্রয়োজন নেই। বরং তাদের জন্য পরিখা নির্মাণ করা যেতে পারে পাঁচ থেকে ছয় মাইল দূরে, যেখানে তারা অবস্থান করবে।"

www.pathagar.com

প্রথম দিকের অর্থাৎ ১৮ মে নজফগড়ের দারোগা মৌলভি মোহাম্মদ জহুর আলীর এক দরখাস্তে একটি সমস্যার উল্লেখ দেখা যায়। তিনি তার আওতাধীন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে বিনয়ের সাথে তহবিলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু পাঠানোর মতো তহবিল ছিল না। যেসব সিদ্ধান্তের সাথে কোন ব্যয় জড়িত ছিল না সেসব সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল সহজ। ২৪ জুন জাফর জুম্মা-উদ-দীন খানকে একটি সংবাদপত্র চালু করার অনুমতি দেন। বকরী ঈদের সময়ে, জাফর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য গরু কোরবানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, বিশেষতঃ প্ররোচনাকারীরা যখন সক্রিয় থাকে। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে অস্বীকৃতি জানান। আকবর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি না করার যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন জাফরও তা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ২৭ জুন বিদ্রোহী বাহিনীর জন্যে সুখবর ছিল, যখন শেও দাস পাঠক ও নারায়ণ সিং নামে ৪৬তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের দু'জন সিপাহি ১৬২টি ভেড়া ও বকরি নিয়ে আসে। তারা দাবি করে যে এগুলো আনতে পাঁচজন ইউরোপীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের চাইতে বরং অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে বড় সমস্যা ছিল। ১৯ জুন জৎসিংপুর ও শাহগঞ্জের প্রশাসক চান্দ খান ও গোলাব খান অভিযোগ করেন যে বিদ্রোহী সিপাহিরা দোকানিদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে জোরপূর্বক তাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে, বিপর্যস্ত, লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করে তাদের বিছানা, তৈজসপত্র সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে এবং গুলী করে তরবারির আঘাতে তাদের আহত করছে। শিগগিরই মোগল শাহজাদাদেরকে লুণ্ঠনে শরীক দেখা গেল। দু'জন ব্যবসায়ী যুগল কিশোর ও শেও প্রসাদের যুক্ত দরখাস্তে অভিযোগ করা হয় যে কিছু সংখ্যক শাহজাদা তাদের বাড়ি লুণ্ঠন করেছেন। তারা বলেন, সাম্রাজ্যের প্রজা ও দরিদ্রদের দায়িত্ব প্রাপ্ত শাহজাদারা যদি স্বয়ং লুণ্ঠনে অংশ নেন ও প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন, তাহলে প্রজাদের নিরাপত্তা আর কোথায় থাকবে?" তারা, এমনকি শাহজাদাদের নাম মির্জা মোগল, মির্জা খিজির, ইত্যাদি উল্লেখ করেন। ৪ জুলাই আহসানুল হক অভিযোগ করেন যে, "বাদশাহ'র আরেক পুত্র মির্জা আবুবকরও শেষ পর্যন্ত এ কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন অনিয়ন্ত্রিত ও বেপরোয়াভাবে। অসৎ উদ্দেশ্যে তিনি শাহজাদী ফারখুন্দা জামানী'র বাড়িতে প্রবেশ করে এমন আচরণ শুরু করে যা মদ্যপানজনিত কারণে ঘটেছে বলে ধরা যেতে পারে।" আহসানুল হক যখন অভিযোগ করেন যে তিনি লুণ্ঠিত হয়েছেন– তার দুই রুপি মূল্যের জায়নামাজ, সাত রুপি মূল্যে বেনারশি ওড়না, দুশ' রুপির একটি ঘোড়া, একশ' রুপির এক জোড়া বলদ, এবং পনের রুপি মূল্যের একটি তরবারি নিয়ে গেছে লুটেরা।

...

১৭ জুলাই এর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জনতা কাশ্মিরী গেটের আশপাশের দোকানগুলোতে প্রতিদিন লুটপাট চালাচ্ছিল। আগস্ট মাসের শেষ দিকে গোটা দিল্লি জুড়ে নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। দুর্দশায় নিপতিত ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি নবী বখশ এক দরখাস্তে উল্লেখ করেন, "বর্তমান নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে আপনার অধম দাসেরা চরম দুর্ভোগের শিকার এবং আমাদের ক্ষতি এতো বিপুল যে কলকাতা, বেনারস, কানপুর, দিল্লি, আম্বালা অথবা লাহোর যেখানেই তা হোক না কেন, আমাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের

www.pathagar.com

দোকানপাট সবই লুণ্ঠিত এবং বিপর্যস্ত, অথচ আমাদের সাবেক ঋণের বোঝা এখনো চেপে আছে আমাদের কাঁধে। এখন আমাদের পরিস্থিতি এমন যে আমাদের পরিবার পরিচালনার ব্যয় সংকুলানের উপায় পর্যন্ত নেই। মির্জা মোগল সাহিব আমাদের কাছে পঞ্চাশ হাজার রুপি দাবি করেছেন। এ অর্থ আমরা কোথা থেকে দেব?" পরবর্তী দলিলটি মির্জা মোগলের তরফ থেকেই এসেছে, যাতে তিনি কোন রাখঢাক না করেই উল্লেখ করেছেন, "সিপাহিদের দৈনিক ভাতা পরিশোধ না করার পরিণতিতে তাদের ক্ষুধা কাটানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।" জরুরি ভিত্তিতে ঋণ সংগ্রহ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ঋণ পাওয়া যাচ্ছিল না, অতএব শিগগিরই বিদ্রোহী বাহিনীর আর অস্তিত্ব থাকবে না। এ কাহিনী দীর্ঘ নয় এবং নিশ্চিতভাবেই কাঁটছাট করে বলা নয়। বাহাদুর শাহ জাফর ব্রিটিশের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হবার বহু আগেই নিজের লোকদের মাঝেই নিজের গুরুত্ব হারিয়ে বসেছিলেন। আগস্ট মাসে দিল্লির উর্দু সংবাদপত্রগুলো 'আটক হয়ে পারসিক বাদশাহ'র আগমন নিয়ে রসিকতা করতে শুরু করেছিল। একটি সংবাদপত্র লিখে, "কিছু লোক আবার বলাবলি শুরু করেছে যে পারসিক বাহিনী বোলান ও বিবি নাররি পাস হয়ে এসেছে এবং আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান প্রফুল্ল- চিত্তে তার ভূখ দিয়ে তাদের অবাধ আগমন নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দুস্থানী প্রবাদ অনুসারে 'একজন ব্রাহ্মণ তখনই ভোজে'র কথা বিশ্বাস করে যখন সে তাতে অংশ নেয়," হিন্দুস্থানের লোকজন পারসিকদের আবির্ভাবের কথা তখনই বিশ্বাস করবে, যখন এর অকাট্য প্রমাণ পাবে। কিছু নিশ্চিত নিদর্শন দেখা গেলে তবুও এ খবরকে কিছু মাত্রায় বিশ্বাস করা যেতে পারতো।" বিদ্রোহী সিপাহিদের মধ্যে যারা অধিকতর বাস্তববাদী, তারা রাণী জিনাত মহল ও হাকিম আহসানউল্লাহ খানকে দোষারূপ করতে শুরু করে, যে কারণে তার বাড়ি লুণ্ঠিত হয়। খোজা মাহবুব আলী খানকেও তারা অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার জন্যে।

সিপাহিদের পক্ষ থেকে বাহাদুর শাহ জাফরকে অপসারণ করে মির্জা মোগলকে বাদশাহ হিসেবে ঘোষণার একটি গুরুতর উদ্যোগ ছিল। ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সকল উদ্যোগের নিষ্পত্তি টেনে দেয় লালকিল্লা দখল করার মাধ্যমে। জাফর আশ্রয় নেন হুমায়ুনের সমাধিতে। একটি সমাধিতে আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে তার একটি ভাবনা কাজ করেছে। তার অবস্থান যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জানতে পারে তখন মর্যাদার সাথে ভাগ্য বরণের মতো আত্মসম্মান তার মাঝে আর অবশিষ্ট ছিল না। ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ও ৮২ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার নিজের জীবন ভিক্ষা করেন, এমনকি ব্রিটিশরা তার পুত্রদের হত্যা করে তাদের মৃতদেহ গাছের ডালে যখন ঝুলিয়ে রেখেছিল। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, মির্জা মোগলের জীবনাবসান বরং অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। তাকে হত্যা করার পূর্বে তিনি মুসলিম ও হিন্দুদের স্মরণ করতে বলেন যে তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থেকে কি অর্জন করা সম্ভব ছিল। বাদশাহ জাফর শুধু নিজের চামড়া রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তার জীবনের সবকিছু কেড়ে নিয়ে তার চামড়া রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যে চারটি অভিযোগে তার বিচার সংঘটিত হয় প্রতিটিতেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

www.pathagar.com

অভিযোগগুলো ছিল– নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম ঘোষণা করা, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, ৪৯ জন ব্রিটিশ মহিলা ও শিশুকে হত্যার আদেশ প্রদান ও বখত খানকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করা।

বাহাদুর শাহ জাফরের বিচার শুরু হয় ১৮৫৮ সালের ২৭ জানুয়ারি, যা চলেছিল ২১ দিন ধরে। এ বিচার ছিল প্রকৃতপক্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্যের মৃত্যু সংবাদ এবং এ ঘটনা এক মহান মুহূর্ত হতে পারতো – একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা এবং ব্যতিক্রমী এক বংশের প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ক্ষণ। কিন্তু এটি ছিল দুঃসহ বিষাদ। বিচারের সময় একটি সম্মানজনক কাজই তিনি করেছেন, তা ছিল মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়া। মাঝে মাঝে তিনি যখন প্রতিবাদ করেছেন যে তার দুর্বল জীবনের ওপর যে নাটক চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তার কিছুই তিনি জানতেন না, তখন তিনি কিছুটা সততার পরিচয় দিয়ে থাকতেও পারেন। কিন্তু মিথ্যা কিছু পরই জলতরঙ্গের মতো আসতে থাকে। ব্রিটিশদের পতন নিয়ে বিদ্রোহের প্রতিপক্ষ দেশীয় সৈন্যদের 'বেঈমান' বলে অভিহিত করতে তিনি কোন আত্মগ্লানি অনুভব করেননি এবং ইউরোপীয়দের হত্যার দায়ভার শান্তভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন পুত্রদের ওপর। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি আদালতে বলেছেন, "তারা আমার নাম ব্যবহার করেছে।" তিনি আরও বলেছেন যে মির্জা মোগলকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগে তাকে বাধ্য করা হয়েছে।

একটি ক্ষেত্রে তিনি যথার্থই সততার পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি আর পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছিলেন না, তখন কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাজার, আজমীর অথবা মক্কায় হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু "বিদ্রোহীরা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি।"

মামলাটির ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল মেজর এফ জে হ্যারিওট দক্ষতার সাথে মামলার কাজ শেষ করেন। বিদ্রোহের অন্যতম একটি কারণ ছিল বন্দুকের গুলীতে শূকর ও গরুর চর্বি ব্যবহারের কারণে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহিদের ক্ষোভে। কিন্তু ব্রিটিশ সাহেবদের খাওয়ার টেবিলে শূকর বা গরুর মাংস পরিবেশন করার ক্ষেত্রে তাদের কোন সমস্যা ছিল না, কিংবা একই গুলী ভরে ব্রিটিশের দিকে বন্দুক তাক করতে হিন্দু বা মুসলিম সিপাহিদের কোন সমস্যা হয়নি। তাদের ধর্মীয় অনুভূতি যদি সত্যিকার অর্থে এতোটাই আহত হয়ে থাকতো তাহলে তারা বিদ্রোহের সহজ বিকল্প চাকুরি থেকে অব্যাহতি চেয়ে দরখাস্ত করার কথা ভাবেনি কেন? ইউরোপীয় সামরিক কমিশনের সামনে মেজর হ্যারিওট বলেছেন, "সকল দিক বিচার বিবেচনার পর আমার মনে হয়েছে যে চর্বিযুক্ত গুলী ব্যবহারের চাইতে গভীরতর ও শক্তিশালী কোন কারণে প্রায় একই সময়ে হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহের কম্পন অনুভূত হয়েছে, দেশীয় সিপাহিরা ইউরোপীয় অফিসারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, নতুন অনেক ক্ষেত্রেই চর্বিযুক্ত গুলীর কোন উল্লেখই ছিল না। একটি মাত্র প্ররোচনাই যে এমন প্রচণ্ড ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ঘটনার স্বাভাবিক প্রবাহে তাই মনে হয়।" চর্বি একটি দৃশ্যত কারণ

www.pathagar.com

ছিল। প্রকৃত কারণ লুকায়িত ছিল, বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে। সেটি কি কোনভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ? ১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জিনাত মহল ও জওয়ান বখতকে সহ তৈমুর বংশের শেষ উত্তরাধিকারী দিল্লি ত্যাগ করেন। কলকাতায় পৌঁছার পর তাদেরকে একটি যুদ্ধজাহাজে তুলে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে সাবেক বাদশাহ ৮৭ বছর বয়সে ১৮৬২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং তার মৃত্যুর সাত বছর পর ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর নতুন আশার আলো জ্বালাতে জন্মগ্রহণ করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

www.pathagar.com

যুদ্ধের সুচনা

দিল্লিতে তৈমুর লং-এর বংশের শেষ বাদশাহ্'র বিচার ও তাকে শাস্তি প্রদান এবং কি কারণে এ ধরনের একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তা অনুসন্ধানের আগে তার বিশ বছর নামে মাত্র শাসনের মেয়াদে ব্রিটিশ সরকারের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল তা মূল্যায়ন করাও আবশ্যক, যে সব কারণে শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হতে হয়েছিল।

দীর্ঘ একুশ বছর ধরে নামে মাত্র শাসন পরিচালনার পর বিরাশি বছর বয়সে ১৮৩৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় আকবর শাহ্ দিল্লির লালকিল্লায় ইন্তেকাল করেন। কুতুব মিনারের কাছে তার পূর্ব পুরুষদের কবরের পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার শাসনামল মূলত মোগল রাজ ক্ষমতার ধীর অবসানই প্রত্যক্ষ করেছে। ১৮১৩ সালে লর্ড মিন্টো উর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে মোগল বাদশাহকে আনুষ্ঠানিক 'নজরানা' প্রদানের রীতি বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র দিল্লিস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্টের জন্যে এ রীতি পালন চালু রেখেছিলেন। ১৮১৬ সালে লর্ড হেস্টিংস দিল্লির শাহী টাকসাল নিষিদ্ধ করে দেন। তাছাড়া বাদশাহ্ ও রাজ পরিবারের অসংখ্য সদস্য, যারা প্রাসাদে বসবাস করতো ও 'সালাতিন' নামে পরিচিত ছিল তাদের চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। এর ফলে অনুমতি ছাড়া সাম্রাজ্যের যত্রতত্র অবাধে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ আর তাদের ছিল না।

শাহী আয় বলতে ছিল ব্রিটিশ সরকারের দেয়া ভাতা এবং ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যমুনা তীরবর্তী একটি ভূখণ্ড হতে লব্ধ রাজস্ব। দ্বিতীয় আকবর শাহের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা আবু জাফর প্রায় চুপেচাপেই তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আবুল মোজাফফর সিরাজ-উদ্দীন মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ্ বাদশাহ্ গাজী উপাধি ধারণ করেন। তার সিংহাসনে আরোহণ বিজ্ঞাপিত হলো দিল্লি ও আগ্রায় তোপধ্বনি করার মধ্য দিয়ে। আগ্রা ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী এবং দিল্লি সে প্রদেশের অধীনস্থ ছিল। বাদশাহ্'র দরবারে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রতিনিধিত্ব করতেন একজন রেসিডেন্ট। এ সময়ের প্রথম ভাগে রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন স্যার থিওফিলাস মেটকাফি। তার স্থলাভিষিক্ত হন সাইমন ফ্রেজার, যিনি ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের শিকারে পরিণত হন।

বাহাদুর শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৫ সালে এবং তিনি যখন সিংহাসনে আরোহন করেন

www.pathagar.com

তখন তার বয়স ছিল বাষট্টি বছর। ব্যক্তি হিসেবে তিনি দুর্বল চিত্তের ও নিরীহ ছিলেন। মাঝারি মানের কবি হিসেবে সাহিত্য চর্চার ঝোঁক ছিল তার এবং তার প্রিয় পত্নী জিনাত মহল ও প্রধান খোজা মাহবুব আলী খানের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন তিনি।

বিদ্রোহ পূর্ববর্তী অবস্থা

বাদশাহ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে চিঠি চালাচালি হয়েছে তা পাঞ্জাব রেকর্ড অফিসে দিল্লি রেসিডেন্সি পেপারসে দেখতে পাওয়া যাবে। এগুলো প্রধানত অর্থের জন্যে পাঠানো দাবি এবং তার অধিক ব্যয়ের ব্যাপারে অভিযোগ। ১৮১১ সালে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস রাজ পরিবারের ভাতা নির্ধারণ করেছিল ১২ লাখ রুপি, যা ১৮৩৩ সালে ১৫ লাখ রুপিতে উন্নীত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল এই শর্তে যে বাদশাহ একটি চুক্তি কার্যকর করবেন যে অতঃপর তিনি অন্য কোন দাবি করবেন না এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাতা বন্টনের বিষয়টি সরকারি তত্ত্বাবধানে হবে। ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাব বাদশাহ আকবর শাহ তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বাহাদুর শাহ সিংহাসনে বসে ভাতা বৃদ্ধির আবেদন করলে তাকেও বলা হয় যে তার পিতাকে যে শর্তগুলো দেয়া হয়েছিল তা প্রতিপালন করলে ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু বাহাদুর শাহও প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন এবং দীর্ঘ অভিযোগনামা পাঠিয়ে দেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু এসব অভিযোগের ব্যাপারে তাদের করণীয় কিছুই নেই বলে ব্রিটিশ সরকার তাকে জানিয়ে দেয়। ১৮৪৩ সালে বাদশাহ আরেকটি আঘাত লাভ করেন লর্ড অ্যালেনবারো কঠোর ভাষায় লিখিত চিঠিতে আনুষ্ঠানিক 'নজরানা' ও 'খিলাত' প্রদানের রেওয়াজ পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। একই সময়ে গভর্নর জেনারেলও নির্দেশ জারি করেন যে তার সুনির্দিষ্ট অনুমোদন ছাড়া সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকারীকে স্বীকৃতি দেয়া হবে না। শেষ পর্যন্ত 'নজরানা' প্রদানের রেওয়াজ বাতিল করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মাসিক ৮৮৩ রুপি হারে দেয়া হলে বাদশাহ প্রথমে তা গ্রহণে অসম্মতি জানালেও পরে গ্রহণ করেন।

উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি একটি অমিমাংসিত বিষয় হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল। জিনাত মহলের প্ররোচনায় বাদশাহ তাদের তরুণ পুত্র মির্জা জওয়ান বখতকে উত্তরাধিকারী নিয়োগের জন্যে ব্রিটিশ সরকারকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু জওয়ান বখতকে তার বড় ভাইদের ডিঙ্গিয়ে উত্তরাধিকারী নিয়োগের প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে অস্বীকার করেন। একই নির্দেশনামায় কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসের বাদশাহ উপাধি অব্যাহত রাখার বিষয়ে এবং বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর লালকিল্লা খালি করে দেয়া ও মোগল রাজ পরিবারকে কুতুব মিনারের আশেপাশে একটি বাসভবনে স্থানান্তরের প্রস্তাবও ছিল। এতে রাজ পরিবার বলতে বাদশাহ'র সরাসরি উত্তরাধিকারীদের বুঝানো হয়েছে। ১৮৫২ সালে বাদশাহ'র জ্যেষ্ঠপুত্র ফখরুদ্দিন এই শর্তগুলো মেনে নিলে ব্রিটিশ সরকার তাকে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

www.pathagar.com

একই সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লালকিল্লা খালি করে দেয়ার ফলে যেসব লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের একটি তালিকা তৈরি করেন। সে তালিকা অনুসারে রাজ পরিবারের সদস্য হিসেবে লালকিল্লায় বসবাসরতদের সংখ্যা ২,১০৪ জনের কম ছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল রাজ পরিবারের সদস্যদের রক্ষিতাদের গর্ভজাত অবৈধ সন্তান। শুধুমাত্র বাদশাহ্ শাহ আলমের অধঃস্তন সংখ্যা ছিল ৮১৫ জন। প্রাসাদে বসবাস করা ছাড়াও এসব ব্যক্তি সরকারি ভাতা লাভ করতো এবং সাধারণ আইনের উর্ধ্বে ছিল তারা। অতএব, লালকিল্লা থেকে তাদের উৎখাত করা হলে আইনের উর্ধ্বে থাকার বিধানটিও বাতিল হবে বলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করেছিল। সে সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি লালকিল্লাকে সেনাবাহিনীর আবাস ও সেখানে বারুদ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দেন। বাহাদুর শাহ যদি তার অসুস্থতাজনিত কারণে এ সময়ে মৃত্যুবরণ করতেন তাহলে ১৮৫৭ সালে দিল্লিতে ব্রিটিশ অবস্থান আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হতো।

কিন্তু বাদশাহ'র মৃত্যু হয়নি, বরং মৃত্যু হলো তার উত্তরাধিকারী ফখরুদ্দিনের। ১৮৫৬ সালের ১১ জুলাই মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ। ইতোমধ্যে গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড ডালহৌসির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন লর্ড ক্যানিং। তিনি মোগলদের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, 'বাদশাহ' উপাধির অবসান ঘটানোর সময় এসেছে।

ফখরুদ্দিনের মৃত্যুর পর জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মোহাম্মদ কোয়েশ শিকোহ বাদশাহ'র মৃত্যু হলে পরিবারের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাকে সরকারি ভাতা প্রদান করা হবে, কিন্তু 'নামে মাত্র এবং অর্থহীন উপাধি' এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বাহুল্য অতঃপর আর অব্যাহত থাকবে না।

এ পরিস্থিতিতে জিনাত মহল তার পুত্র মির্জা জওয়ান বখতকে উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সম্মত করানোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন, যাকে বিচারের সময় আদালতে পেশকৃত সাক্ষ্য প্রদানে তরুণ বখাটে হিসেবে দেখানো হয়েছে। জিনাত মহল বাদশাহকে সম্মত করান তার পুত্রের পক্ষে উকালতি করতে টিসি ফেনউইক নামে এক ইংরেজকে কলকাতায় একটি স্মারকলিপিসহ পাঠাতে। এটি এতো বাজে ভাষায় লিখিত ছিল যে ব্রিটিশ সরকার তা নিয়ে আলোচনা করতে পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানান। তারা জানান যে, উত্তরাধিকারী হিসেবে মির্জা জওয়ান বখতের দাবি গভর্নর জেনারেল বহু আগেই নাকচ করে দিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত তৎপরতার মধ্য দিয়েই বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের বেতনভোগী হিসেবে ফেনউইকের কাজের অবসান ঘটে। কিন্তু বাদশাহ তার প্রিয় পুত্রের পক্ষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সম্মত করানোর চেষ্টা করেননি। এর প্রেক্ষিতে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকার নির্দেশ দেয় যে বাদশাহকে যাতে এ ব্যাপারে কোন উত্তর না দেয়া হয়।

www.pathagar.com

ফলে যে মাসে বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিষয়টি অমিমাংসিতই ছিল।

নির্বাচিত বাদশাহ

১৮৫৭ সালের ১১ মে মিরাট থেকে একদল বিদ্রোহীর আগমনে দিল্লির রাজপ্রাসাদের ঘুমন্ত নিরবতা খান খান হয়ে গেল এবং বিরাশি বছর বয়স্ক হতচকিত বৃদ্ধ বাদশাহ দেখলেন যে তাকে বলপূর্বক সিংহাসনে বসানো হয়েছে, তার সিংহাসনে আরোহনকে উদযাপন করা হয়েছে দিল্লিসহ বিভিন্ন স্থানে শাহী অভিবাদন জানানোর মাধ্যমে। বিচারের অধিকাংশ প্রমাণ পেশ করা হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে, এটা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে বাহাদুর শাহ বাস্তবে রাজকীয় কার্যাবলী পালন করেছেন। তিনি নামে মাত্র তা করেছেন। বিদ্রোহি সেনা কর্মকর্তা ও শাহজাদাদের দ্বারা গঠিত একটি পরিষদের হাতে তিনি ছিলেন পুতুল মাত্র। মূল সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে বখত খান কর্তৃক, যাকে প্রধান সেনাপতি উপাধি দিয়ে শাহী ফরমান জারি করা হয়। বখত খান ছিলেন বেরেলিতে অষ্টম পদাতিক গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার। তার সাবেক উর্ধ্বতন অফিসার বেঙ্গল হর্স আর্টিলারির ক্যাপ্টেন ওয়াদি তার বর্ণনা দিয়েছেন, "লোকটির বয়স ষাট বছর এবং বলা হয়ে থাকে যে কোম্পানির চাকুরিতে তিনি চল্লিশ বছর ধরে নিয়োজিত ছিলেন। তার উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, বুকের মাপ চুয়াল্লিশ ইঞ্চি, বিপুল বপু ও মোটা উরুর কারণে তিনি অশ্বারোহণে পটু ছিলেন না। কিন্তু তিনি চতুর ছিলেন এবং কুচকাওয়াজেও তার দক্ষতা ছিল।"

বেঙ্গল হর্স আর্টিলারির আরেক অফিসার কর্নেল বোরশের বখত খান সম্পর্কে বলেছেন, 'নানা সাহেবের মতো বখত খান ও ইংরেজদের প্রিয়ভাজন ছিলেন। আমি যখন ফারসি শিখছিলাম, তখন তিনি দিনে দু'বার আমার বাড়িতে আসতেন, আমাকে ফারসি শিখাতেন ও কথা বলতেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি, কিন্তু তার চেয়ে ভয়ঙ্কর ধরনের ভণ্ড পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" অষ্টম পদাতিক গোলন্দাজ যখন বেরেলিতে বিদ্রোহ করে তখন বখত খান সেখানকার সব কামান দিল্লিতে নিয়ে আসেন, কিন্তু নজফগড়ে নিকলসনের বাহিনীর সাথে যুদ্ধে সবগুলো কামান হারান। এরপর বিদ্রোহী নেতাদের আনুকূল্য তার ওপর থেকে কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। দিল্লির পতন ঘটলে তিনি দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যান এবং ১৮৫৮ সালে নওয়াবগঞ্জে নিহত হন।

বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দী করা ও তার বিচার প্রক্রিয়াই যেহেতু এ গ্রন্থের মূখ্য আলোচ্য বিষয়, অতএব দিল্লি অবরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। বহু লেখক এ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। বিদ্রোহ চলাকালে বাহাদুর শাহের সংক্ষিপ্ত মেয়াদে ক্ষমতায় আসীন হওয়া সূচিত হয়েছিল ১১ মে মিরাট থেকে বিদ্রোহিদের দিল্লিতে উপনীত হওয়ার দিনে এবং এ ক্ষমতার অবসান ঘটে ২২ সেপ্টেম্বর হডসন কর্তৃক তাকে বন্দী করার মধ্য দিয়ে। ওই সময়ের মধ্যে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহই বিচারের যথেষ্ট আলামত ছিল যে তার প্রশাসন পুরো সময় জুড়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল। তখন সিপাহিদের বেতন দেয়ার মতো অর্থ ছিল না, এমন কি জমি বিক্রি করেও অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অতএব, তাদেরকে মাঝে মাঝে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বর্জিত নগরীতে জীবন কিছুতেই উপভোগ্য ছিল না। ফলে ব্রিটিশ প্রতি আক্রমণ সফল হওয়ায় অধিকাংশ বেসামরিক নগরবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

গণ মাধ্যমে বিচার

দিল্লির ওপর ব্রিটিশ আক্রমণ শুরু হয় ১৮৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এবং ২০ সেপ্টেম্বর তা শেষ হয় লালকিল্লা দখল ও কুতুব মিনারের দিকে পলায়নরত বাদশাহ ও রাজ পরিবারকে আটক করার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ বাহাদুর শাহ তার জীবন রক্ষা করার শর্তে ২২ সেপ্টেম্বর ক্যাপ্টেন হডসনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তার দুই পুত্র ও নাতি, যাদেরকে বেশ কিছু সংখ্যক ইউরোপীয়কে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, হডসন তাদেরকে নিজে গুলী করে হত্যা করেন। বাহাদুর শাহকে তার স্ত্রী জিনাত মহলসহ দিল্লিতে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয়, যদিও তাকে মিরাটে পাঠানোর ব্যাপারে প্রথমে প্রস্তাব করা হয়েছিল।

অতঃপর প্রশ্ন আসে বিচার অনুষ্ঠানের। জেনারেল উইলসন সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা একটি আদালত গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা স্যার জন লরেন্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এতে বলা হয়, "একটি কমিশন কর্তৃক সকল উপায়ে তার বিচার করে তার অপরাধ অথবা নির্দোষিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত দিতে হবে। কিন্তু কোন রায় প্রদান করবে না।"

এই পর্যায়ে এসে ভারতে ব্রিটিশ সরকার তার ভূমিকা রাখতে শুরু করে এবং নির্দেশ দেয় যে, বাদশাহকে যদি তার জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়ে থাকে তাহলে কড়া নিরাপত্তায় তাকে এলাহাবাদে পাঠাতে হবে। আর যদি প্রতিশ্রুতি না দেয়া হয়ে থাকে তাহলে মন্টগোমারি, বার্নেস ও মেজর লেক সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ কমিশনের সামনে ১৮৫৭ সালের চতুর্দশ আইনের আওতায় তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। তিনি যদি দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে গভর্নর জেনারেলকে আর অবহিত করা ছাড়াই অবিলম্বে সাজা কার্যকর করতে হবে। তার আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতির জন্যে তাকে এক সপ্তাহ সময় প্রদান ও তার আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে।"

এই নির্দেশে জন লরেন্স আপত্তি জানান, কারণ যে অফিসারদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি তাদেরকে এ কাজে নিয়োগের পক্ষে ছিলেন না। ইতোমধ্যে মির্জা জওয়ান বখতকে তার পিতামাতার সাথে আটক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাকে জেনারেল উইলসনের উত্তরাধিকারী জেনারেল পেনি বর্ণনা করেছেন, 'বিষধর সাপের প্রায় কাছাকাছি' বলে। রাজ

www.pathagar.com

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামরিক আদালতে বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এ সময়ে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ক্যাপ্টেন হডসন বাদশাহ জাফরকে গ্রেফতার করে জেনারেল উইলসনের আদেশের আওতায় তার জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। বেসামরিক প্রশাসনের দাবি ছিল যে দিল্লির কমিশনার সনডার্সই এ ব্যাপারে যথার্থ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সনডার্স তার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং এ বিষয়ের ওপর চালাচালি করা চিঠিপত্র থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে জীবন রক্ষার নিশ্চয়তার আওতায় মধ্যে ছিলেন বাদশাহ, রাণী জিনাত মহল ও তাদের পুত্র মির্জা জওয়ান বখত এবং প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়টি ছিল হডসনের এখতিয়ারে, যা তিনি দিয়েছিলেন জেনারেল উইলসনের নির্দেশে এবং উইলসনও তা স্বীকার করেছেন। এ নিয়ে চিঠিপত্র বিনিময়ের প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘ। কিন্তু ইতোমধ্যে হডসন লক্ষ্মৌর এক যুদ্ধে নিহত হলে এ সম্পর্কে আর কোন কিছু এগোয়নি।

১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে বাদশাহকে বিচারের সম্মুখীন করার প্রস্তুতি শুরু হয়। জেনারেল পেনিকে বলা হয় একটি সামরিক কমিশনের মনোনয়ন দেয়ার জন্যে এবং পরামর্শ দেয়া হয় যে ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল মেজর হ্যারিওট বাদশাহ'র বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও মামলার কার্য পরিচালনা করবেন। জন লরেন্স অভিযোগ গঠনের ব্যাপারে কিছুটা সন্দিগ্ধ এবং যতো অধিক সম্ভব প্রমাণ সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল সুনির্দিষ্ট অভিযোগ গঠনের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন এবং তার উদ্যোগে জেনারেল পেনি ও সামরিক কমিশন সমর্থন দেয়। অতঃপর সামরিক কমিশন বিচার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জন লরেন্স শেষ পর্যন্ত বিষয়টি কমিশনের হাতে ছেড়ে দেয় এবং ভারতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে বিচারের অনুমোদন প্রদান করে। এছাড়া আর কোন কিছু করা তখন সম্ভব ছিল না, কারণ ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল কিছুটা অসাবধানতাবশতঃ বাদশাহ'র বিরুদ্ধে গঠন করা অভিযোগপত্র, যা বাদশাহ'র কাছে পাঠানো হয়েছিল তা উত্তর ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে চলে যায়, যে কাজটির ব্যাপারে জন লরেন্স ও সরকার বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বাহাদুর শাহ জাফর এই পর্যায়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মনে হয় যেন মৃত্যু তার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ গ্রহণের পথ রহিত করবে। কিন্তু তিনি বেশ ভালোভাবে সেরে উঠেন এবং তাকে আদালতে হাজির করার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা ছিল না। ১৮৫৮ সালের ২৭ জানুয়ারি বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। বিচারের বিবরণী মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে যে বাদশাহ'র বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়িয়েও পরিস্থিতি আরও বেশিদূর গড়িয়েছিল এবং এ কারণে কমিশন সিপাহি বিদ্রোহ ও তার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল।

www.pathagar.com

কাঠগড়ায় মোগল বাদশাহ

১৮৫৮ সালের ২৭ জানুয়ারি বিচার শুরু হয় এবং বিরতিসহ দীর্ঘ একুশ দিন ধরে চলে বিচার কার্য। এ সংক্রান্ত বিবরণীর অধিকাংশই নেয়া হয়েছে বিদ্রোহের সমসাময়িক ইতিহাস থেকে। বেলা ১১টায় বসে আদালত, কিন্তু আদালত গঠনের ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন ঘটায় কাজ শুরু হতে বিলম্ব ঘটে। আদালতে একজন সদস্য ব্রিগেডিয়ার শাওয়ারকে জরুরি অভিযানে চলে যেতে হয় বলে আদালতের কার্যক্রম শুরু হয় বেলা সাড়ে বারটায়। তখনই বন্দীকে বিচারকদের সামনে হাজির করা হয়, যদিও তাকে আগেই তার বন্দীশালা থেকে এনে রাইফেলধারী সৈনিকদের কড়া প্রহরাধীনে দিওয়ান-ই-খাসের বাইরে অপেক্ষায় রাখা হয়।

অবশেষে বন্দীকে আদালতে পেশ করার আদেশ দেয়া হয় এবং মোগলদের মহান দরবার কক্ষে যারা উপস্থিত ছিল বৃদ্ধ লোকটি এক পাশে একমাত্র জীবিত পুত্র জওয়ান বখত ও আরেক পাশে তার ভৃত্যদের একজনের সাহায্যে স্খলিত পদে হাজির হলে সকলের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি তখনই বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠে যখন তার বংশের গর্বিত পূর্বসূরীদের সাথে তার করুণ পরিস্থিতির তুলনা করা হচ্ছিল। আদালতের প্রেসিডেন্ট ও সরকারি উকিলের মধ্যবর্তী নির্ধারিত স্থানে বন্দীকে পৌছানোর পরপরই তিনি আসন গ্রহণ করেন। পুত্র জওয়ান বখত দাঁড়িয়েছিল তার বাম পাশে এবং পিছন দিকে ৬০তম রাইফেলস এর সদস্যদের কঠোর প্রহরা ছিল।

আদালতের সদস্যবৃন্দ, উকিল ও দোভাষীর রীতিমাফিক শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মামলার কার্যক্রম শুরু হলো। এরপর সরকারি উকিল বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো পাঠ করে আদালতের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেন এবং তার বক্তব্য সমাপ্ত করলেন এই বলে যে, যদিও আদালত বন্দীকে পুরো সাজা দিতে পারে, কিন্তু আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না, যেহেতু জেনারেল উইলসন তার জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যা একটি প্রতিশ্রুতি হিসেবে ক্যাপ্টেন হডসনের মাধ্যমে বন্দীর কাছে পৌছানো হয়েছে। এরপর তিনি দোভাষীর মাধ্যমে বন্দীকে আনুষ্ঠানিক প্রশ্নটি করলেন, 'দোষী অথবা নির্দোষ?' কিন্তু বন্দী হয় বুঝতে পারেননি অথবা প্রশ্নটি দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হননি, ফলে উত্তর খুঁজে পাওয়ার আগে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। অবশেষে তিনি নিজেকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ধরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তাছাড়া তাকে যারা প্রশ্ন করছে তাদের কর্তৃত্ব সম্পর্কেও তিনি সন্দিহান ছিলেন, যদিও অভিযোগের একটি অনূদিত কপি তাকে প্রায় বিশদিন আগে সরবরাহ করা হয়েছিল। আরো কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, দোভাষীর মাধ্যমে অনেকক্ষণ ধরে বুঝানো ও ব্যাখ্যা দেয়ার পর বন্দী শেষ পর্যন্ত উত্তর দিলেন, 'নির্দোষ।' আদালতের কার্যক্রম আবার শুরু হলো।

www.pathagar.com

সরকারি উকিল বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন গুরুত্বের দলিলপত্র পাঠ করলেন, যেগুলো প্রধানতঃ সকল শ্রেণীর দেশীয় লোকদের পক্ষ থেকে 'জাঁহাপনা'কে লিখা দরখাস্ত। এসব দরখাস্তের কিছু কিছু কৌতুহলোদ্দীপক, কোন কোনটি নগরী ও নগরীর বাইরে থেকে আগত ঘোড়সওয়ার ও সিপাহিদের ক্ষোভে পরিপূর্ণ, অন্যগুলো যুবরাজ, সাবেক বাদশাহ'র পুত্রদের অপকর্মের অভিযোগ সম্বলিত, যারা পরিস্থিতির সুযোগে নগরীর বিত্তবানদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ ও মূল্যবান সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক দলিল 'নতুন শাসনামলের' উদ্যোক্তাদের বিষয়ের সাথে জড়িত এবং প্রতিটি দরখাস্তে উপসংহার ছিল যতোদিন পৃথিবী টিকে থাককে 'নতুন শাসন'ও ততোদিন টিকে থাকবে। এসব রাষ্ট্রীয় দলিলের অধিকাংশই বন্দীর আদেশ ও স্বাক্ষর সম্বলিত; তার স্বাক্ষর প্রতিটি দরখাস্তের ওপরিভাগে এবং উপযুক্ত সাক্ষী শপথ উচ্চারণ করে বলেছেন যে বন্দীর নিজ হস্তাক্ষরই অকাট্য প্রমাণ যে তিনি বিদ্রোহের সক্রিয় সহযোগী ছিলেন। দিনের অধিকাংশ সময় জুড়ে রাজকীয় বন্দী আদালতের কর্মকা কে সম্পূর্ণভাবে গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করেছেন বলে তাকে দেখে মনে হয়েছে এবং তিনি এটি বিরক্তিকর বলে ভেবেছেন। এই যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে তিনি মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। তার পুত্রকে আরও যান্ত্রিক মনে হয়েছে, সে হাসিতামাশা করেছে, এবং কিছুমাত্র বিব্রতভাব প্রকাশ না করে পিতার পরিচারকের সাথে কথাবার্তা বলেছে। বাস্তবে, লোকগুলোর কেউ উদ্ভূত পরিস্থিতি দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয়নি, বরং বিপরীতে তারা পরিস্থিতিকে গ্রহণ করেছে তাদের ভাগ্যের পরিণতি হিসেবে, যার প্রতি তাদের প্রতিরোধ বা অনুশোচনা কোনকিছুই ছিল না।

প্রতিটি দলিল পাঠ করার পর সেগুলো বন্দীর উকিলকে প্রদর্শন ও তার দ্বারা সনাক্ত করানো হচ্ছিল; যদিও বাদশাহ স্বয়ং তার স্বাক্ষরকে অস্বীকার করে এ ধরনের দলিলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন এবং আপত্তি জানানোর ভঙ্গি করে আদালতকে বুঝাতে চাইছিলেন যে পরিস্থিতির সাথে তার কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

দ্বিতীয় দিবসে একটি দলিল পাঠ করা হয় যেটিতে জনৈক নবী বক্স খান বন্দীর কাছে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন এবং তার প্রতি নিবেদন জানিয়েছেন প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণকারী ইউরোপীয় নারী ও শিশুদের হত্যা করার ব্যাপারে সিপাহিদের অনুমতি দেয়ার অনুরোধ নাকচ করে দিতে। দরখাস্তকারী তার নিবেদনে উলে-খ করেছেন যে, এ ধরনের হত্যাকা ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এ সম্পর্কে উপযুক্ত ধর্মীয় আইনবিদের ফতোয়া লাভের পূর্বে তাদেরকে হত্যা করা সঙ্গত হবে না। সরকারি উকিলের মতে এই দলিলটি বিপুল সংখ্যক নথির মধ্যে মাত্র একটি যার মধ্যে ইউরোপীয়দের প্রতি ক্ষমা ও দয়াশীলতার চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। এবং আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সকল দলিলের মধ্যে এটিই একমাত্র দলিল, যাতে বন্দী তার কোন মন্তব্য লিখেননি।

তৃতীয় দিবসে আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়, বেলা এগারটায়। বন্দীকে আদালতে হাজির

www.pathagar.com

করা হয় একটি পালকিতে করে, তার সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস, দু'জন ভৃত্য এবং শাহজাদা মির্জা জওয়ান বখত। প্রথম দিনের শুনানির সময় আদালতের প্রতি জওয়ান বখতের শালীনতা বর্জিত ও অসম্মানজনক আচরণের জন্যে তাকেও আটকাবস্থায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। দিনের একটি অংশ পুনরায় অনেকগুলো দলিল পাঠের মধ্যে দিয়ে কাটে, যার প্রতি বন্দী সামান্য মনোযোগই দিয়েছেন, বরং তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। বুঝাই যাচ্ছিল যে তাকে ঘিরে যা কিছু হচ্ছে সে সবের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে দলিলের কোন নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করার সময়ে তার নিষ্প্রভ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো এবং তার আনত মাথা কয়েক মুহূর্তের জন্যে সোজা হয়ে উঠতো, পরক্ষণেই মাথা আবার পূর্বাবস্থায় ঝুলে পড়তো।

আদালত বসে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত, মাঝে মাঝে বয়োবৃদ্ধ বন্দীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আদালত মুলতবী করতে হয়েছে। শুনানির দশম দিবসে স্যার থিওফিলাস মেটকাফি আদালতে ১৮৫৭ সালের ১১ মে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে দেশীয়দের মধ্যে বিরাজমান অনুভূতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার ছয় সপ্তাহ পূর্বে নগরীতে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে কাশ্মিরী গেটে হামলা চালিয়ে অবস্থানটি ব্রিটিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। এই গুজব বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আরেকজন সাক্ষী ছিল ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাজে নিয়োজিত পিয়ন বক্তাওয়ার, যে ১১ মে'র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয় মিরাট থেকে আগত বিদ্রোহি সিপাহিদের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে চীফ কমিশনার ফ্রেজার, ক্যাপ্টেন ডগলাস, বেসামরিক অফিসার হাচিনসন, পাদ্রি জেনিংস ও তার দুর্ভাগা কন্যার হত্যাকা পর্যন্ত। এই সাক্ষীর বয়ান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ক্যাপ্টেন ডগলাস, হাচিনসন ও নিক্সন কলকাতা গেটের কাছাকাছি ছিলেন, যেখান থেকে রাস্তা নৌকার সেতু পর্যন্ত গেছে। চার বা পাঁচজন বিদ্রোহী সিপাহি এগিয়ে এসে ছোট্ট দলটির ওপর গুলীবর্ষণ করলে নিক্সন নিহত হন এবং হাচিনসন গুরুতর আহত হন।

ইউরোপীয়রা হতচকিত হয়ে রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে লালকিল্লা বেস্টনকারী পরিখায় পড়েন এবং এ অবস্থায় ডগলাস আহত হন। পরিখা ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে তারা কিল্লার ফটকে পৌছেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন। কিছু পরই আসেন ফ্রেজার ও ভিতরে প্রবেশ করেন। হামলার এক পর্যায়ে তিনি ফটকে এক সিপাহির বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে তাকে গুলি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে সিপাহিরা অল্প সময়ের জন্যে পিছু হটে গিয়েছিল। পাদ্রি জেনিংসের পরামর্শে ক্যাপ্টেন ডগলাসকে ফটকের ওপরে তার আবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। এর কিছু পরই প্রাসাদের ভিতর থেকেই একদল লোক 'দীন, দীন' আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রাসাদ রক্ষীদের একজন দেশীয় কর্মকর্তার নেতৃত্বে ভিড় জমে যায় এবং তারই নির্দেশে ক্যাপ্টেন ডগলাস ও তার সঙ্গীদের খুঁজে বের করে নৃশংভাবে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

পারসিকরা আসছে

বিচারের একাদশ দিনে চুন্নী নামে একজন সংবাদ লেখক এক সাক্ষীর বয়ানের অনুরূপ ফ্রেজার ও ডগলাসকে হত্যার বিবরণ পেশ করেন। তিনি বলেন যে, নগরীর মুসলিম বাসিন্দাদের মধ্যে পারসিকদের সম্পর্কে অহংকারের সাথে বলার অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল, তারা বলতো যে রুশদের সহায়তায় পারসিকরা আসছে ইংরেজদের হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়ন করতে এবং আরও বলতো যে বিদ্রোহের আগে যেসব চাপাতি প্রেরণ করা হয়েছিল, সেগুলো এক সাথে বিপুল সংখ্যক লোক আনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। দিল্লি থেকে ৭০ মাইল উত্তর পশ্চিমে কর্ণালের কাছে আবার চাপাতি বিতরণ শুরু হয়েছে।

নগরী বিদ্রোহিদের দখলে আসার পাঁচ বা ছয়দিন পর চুন্নী শুনতে পান যে প্রাসাদে ভয়াবহ গোলযোগ হয়েছে। গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানে গিয়ে তিনি জানতে পান যে, কিছু সংখ্যক সিপাহি ও বন্দীর কিছু সশস্ত্র ভৃত্য ইউরোপীয় পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে। বিপুল সংখ্যক লোক সমাগম হয়েছিল সেখানে এবং ভিড়ের মধ্যে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু দেখতে পাননি। কিন্তু হত্যাকা শেষ হবার পর তিনি মৃতদেহ অপসারনের কাজে নিয়োজিত মেথরদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, বায়ান্ন জন লোককে হত্যা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয়জন পুরুষ, আর বাদবাকিরা মহিলা ও শিশু। ঠেলাগাড়িতে তুলে মৃতদেহগুলো নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। তিনি যখন মৃতদেহগুলো পড়ে থাকতে দেখেন তখন সেগুলো বৃত্তাকারে ছড়িয়ে ছিল। মির্জা মোগলের প্রাসাদের ছাদে অনেক মুসলিম জড়ো হয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। তাদের মধ্যে শাহজাদাও ছিলেন। ১১ থেকে ১৬ মে'র মধ্যে অর্থাৎ হত্যাকা র পূর্ব পর্যন্ত এই ভাগ্যহত লোকগুলোকে জঞ্জাল রাখার জায়গায় আটকে রাখা হয়েছিল, যেখানে বাদশাহ'র নিম্নশ্রেণীর বন্দীদের রাখা হতো।

শুনানির দ্বাদশ দিবসে চুনী লাল নামে এক ফেরিওয়ালা, যে লোকটি ১১ মে দিল্লিতে ছিলেন এবং কয়েক দিন পর নগরী ত্যাগ করেন। তিনি পূর্ববর্তী সাক্ষীর বয়ানকে নিশ্চিত করেন। এর সাথে তিনি যোগ করেন যে দামামা বাজিয়ে বন্দীকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করা হয় এবং ১১ মে মধ্যরাতে প্রাসাদে তোপধ্বনি করে তাকে শাহী কায়দায় অভিবাদন জানানো হয়। গুলাব নামে এক দূত ইউরোপীয়দের হত্যাকা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ দেন। অর্থাৎ তিনি হত্যাকা র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি জানান যে, দু'দিন আগেই জানা গিয়েছিল যে সেদিন ইউরোপীয়দের হত্যা করা হবে এবং এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে বিপুল জনসমাগম ঘটে। পুকুর পাড়ে বন্দীদের সার বেঁধে দাঁড় করানো হয় এবং একটি সংকেত দেয়ার সাথে সাথে বিদ্রোহি সিপাহি ও প্রাসাদের সশস্ত্র ভৃত্যেরা বন্দীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারির আঘাতে তাদেরকে টুকরা টুকরা করে ফেলে। তাদের লক্ষ্য করে গুলিও ছোঁড়া হয়, কিন্তু একটি গুলি একজন সিপাহিকেই আঘাত করে। অতঃপর তরবারিই ব্যবহৃত হয় হত্যাকা । এই কাপুরুষোচিত কাজে বাধা দেয়ার উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করেনি,

www.pathagar.com

হত্যাকা , থামাতে বাদশাহ'র পক্ষ থেকে কোন দূত আসেনি এবং সাক্ষীর মতে তিনি এমন কিছু শোনেননি, যা থেকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন যে এ কাজে মুসলমানদের গৌরব বৃদ্ধি পেতে পারে।

সাক্ষী আরও বলে যে, দিল্লি ব্যাংকের ম্যানেজার বেরেসফোর্ড ও তার স্ত্রীর হত্যাকা র সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্রোহের শুরুতেই এই ভদ্রলোকের একটি হাত গুলির আঘাতে ভেঙে যায়। কিন্তু তার হাতে একটি তরবারি ও তার স্ত্রীর হাতে একটি বর্শা থাকায় তারা হামলাকারীদের কিছু সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে আর হামলাকারীদের সাথে পেরে উঠা সম্ভব হয়নি। পাঁচ কন্যাসন্তানসহ তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পাদ্রি হুবার্ড ও অন্যান্য মিশনারিদেরও হত্যা করা হয়, যারা নিরাপত্তার আশায় ব্যাংকে আশ্রয় নিয়েছিল। সাক্ষীর মতে, "বাড়িটি, যেখানে তাদের হত্যা করা হয় সেখানে এখনো হুড়োহুড়ি ও আতংকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত আন্দাজ করা যায়।"

একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য পাওয়া যায় বিচারের ত্রয়োদশ দিবসে, যে সাক্ষ্য প্রদান করেন কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের সাবেক অফিসার আলেকজান্ডার অল্ডওয়েলের স্ত্রী, যিনি লালকিল্লায় বন্দী হিসেবে থাকলেও হত্যাকা র শিকার হওয়া থেকে নিজেকে এড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছেন ভান করে। তার সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় যে বন্দীদের হত্যা করায় নিয়োজিত হয়েছিল সিপাহিরা, তবে বাদশাহ'র নিজস্ব ভৃত্যদের মধ্যে থেকেও হত্যাকা অংশ নিয়েছিল।

বন্দী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অতি প্রামান্য সাক্ষ্য প্রদান করেন তার সাবেক একান্ত সচিব মুকুন্দ লাল। তিনি আদালতে প্রথমবার হাজির হয়ে এক ধরনের উদ্ধত ভাব প্রদর্শন করেন, যার ফলে জজ অ্যাডভোকেট তাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। বন্দী তার সচিবের উপস্থিতি অথবা তার আচরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি এবং সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ছিলেন। সাক্ষ্যের এক পর্যায়ে তিনি মাত্র একবার সাক্ষীকে যে চিনতে পেরেছেন তা বুঝতে দেন। মুকুন্দ লাল খর্বাকৃতির ধার্মিক হিন্দু, আদালত তাকে সামলে উঠার সামান্য সুযোগ দেয় এবং তিনি তার নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দাঁড়ান। দু'হাত যুক্ত করে অত্যন্ত বিনয়ী ভঙ্গিতে তিনি সাক্ষ্য দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন যে, মিরাটে বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার দুই বছরেরও বেশি পূর্বে বন্দী ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তার অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন অংশত রাজকীয় জাঁকজমক রহিত করার কারণে, যার প্রতি কিল-ার বাসিন্দাদের একটি অভ্যাস গড়ে উঠেছিল এবং অংশত: বন্দী কর্তৃক তার ইচ্ছানুযায়ী মনোনীত উত্তরাধিকারীকে স্বীকৃতি দিতে সরকারের অস্বীকৃতির কারণে।

তার বর্ণনা অনুসারে উলে-খিত সময়ে লক্ষ্মৌ থেকে একটি রাজ পরিবারের দিল্লি আগমন পারস্যের সাথে বন্দীর যোগাযোগের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। দেশীয় সিপাহিদের

www.pathagar.com

ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ বিদ্রোহের পূর্বের কয়েক মাস জুড়ে বন্দীর প্রাসাদের অন্দর মহলে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এবং এর প্রস্তুতি হিসেবে দিল্লি থেকে দেশীয় সেনা কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়েছিল মিরাটে তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে। তাছাড়া প্রাসাদ রক্ষীদের প্রতি সপ্তাহে পরিবর্তন করা হতো দিল্লি সেনানিবাসের তিনটি রেজিমেন্টের মধ্য থেকে। মুকুন্দ লাল বিদ্রোহ শুরুর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তার সাক্ষ্যে ইউরোপীয় বন্দীদের হত্যার বিবরণও ছিল। তিনি বলেন, বিদ্রোহিরা যখন ইউরোপীয়দের হত্যা করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠে, তখন বন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মোগল অন্য এক যুবরাজ সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ'র সম্মতি গ্রহণ করতে যান দিওয়ান-ই-খাসে। তাদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়, অবশিষ্ট বিদ্রোহিরা বাইরে অবস্থান করে। প্রায় বিশ মিনিট দুই যুবরাজ বের হয়ে আসেন এবং মির্জা মোগল উচ্ছাসের সাথে ঘোষণা করেন যে বন্দী তার সম্মতি প্রদান করেছেন। অতঃপর হত্যাকা শুরু হয়, যুবরাজরা ঘটনাস্থলের ঠিক ওপরে একটি বারান্দা থেকে দৃশ্য অবলোকন এবং তাদের হাতের ইশারা ও হাসির মাধ্যমে ঘাতকদের উৎসাহিত করেন।

পরবর্তী কার্যদিবস অর্থাৎ বিচারের পঞ্চদশ দিনে মুকুন্দ লালকে আবারও জেরা করা হলে তিনি বলেন যে, সাবেক প্রধান উজির মাহবুব আলী খানই তার জানামতে বন্দীর একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং মুকুন্দ লালকেও তার মনিব এসব গোপন আলোচনায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দেননি। এ ধরনের একান্ত আলোচনায় মাহবুব আলী খান, হাসান আসকারি, বেগম জিনাত মহল এবং সাধারণত বন্দীর দুই কন্যা উপস্থিত থাকতেন এবং তিনি তাদের পরামর্শ দ্বারাই পরিচালিত হতেন।

বাদশাহ বরাবর একই ধরনের আচরণ করে আসছিলেন, যার সাথে তিনি যে গুরুতর একটি অবস্থানের অধিকারী তার কোন সামঞ্জস্য ছিল না। সাক্ষ্যের সময়ে কখনো তিনি শালের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতেন এবং তার সুবিধার জন্যে দেয়া কুশনে গা এলিয়ে দিতেন। চারপাশের কর্মকা সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হতো না। আবার কখনো তিনি সোজা হয়ে বসতেন যেন স্বপ্ন ভাঙ্গার পর জেগে উঠেছেন এবং উচ্চকণ্ঠে কোন সাক্ষীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করতেন। এরপর বাস্তবে ফিরে হেলাফেলায় কোন প্রশ্ন করতেন অথবা হেসে কোন সাক্ষ্যের ব্যাখ্যা দিতেন। একবার একটি প্রশ্নের উত্তরে পারস্যের সাথে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ব্যক্ত করে পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, "পারসিক ও রুশরা কি একই লোক?" বেশ ক'বার তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগের ব্যাপারে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন। কখনও তিনি ক্রীড়ামগ্ন শিশুর মতো একটি রুমাল দিয়ে নিজের মাথা পেচাচ্ছিলেন আবার খুলছিলেন।

আদালতে শুনানির মধ্যে দিয়ে যে বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো হচ্ছে, প্রথমতঃ বিদ্রোহের বিষয়টি পারস্যের শ.হের জানা ছিল এবং তিনি এতে উৎসাহ দিয়েছেন, বাদশাহ'র অনুরোধে তিনি বিদ্রে হের সাফল্যের জন্যে অর্থ ও সৈন্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি

www.pathagar.com

দিয়েছেন, এ সংক্রান্ত তার ঘোষণা জুমা মসজিদের গেটে সাটানো হয়। ঘোষণাটি স্যার থিওফিলাস মেটকাফির নির্দেশে তুলে ফেলা হয়। দেশীয়দের মধ্যে জনপ্রিয় এক খ্রিস্টান রিসালদার মেটকাফিকে জানিয়েছিলেন যে তাকে যথেচ্ছ ঘুরাফিরা করতে নিষেধ করা হয়েছে পারসিকরা আসছে বলে এবং মুসলমানরা এ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছসিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মেটকাফি এ তথ্যকে গুরুত্ব দেননি। দ্বিতীয়তঃ এটি প্রমাণিত যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর কেলভিনকে লিখা মোহাম্মদ দরবিশের একটি চিঠিতে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার ছয় সপ্তাহে আগে এর পুরো পরিকল্পনা জানানো হয়েছিল। এ সতর্কতাকেও গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে, সেজন্যে সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায়ে এ বিষয়ে জানানো হয়নি। তৃতীয়তঃ দিল্লিতে ইউরোপীয়দের হত্যাকা সংঘটিত হয়েছে বাদশাহ'র আদেশে এবং তার পুত্র ও রাজ পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে। তার খাস বরদার, অর্থাৎ বিশেষ রক্ষীরা এ হত্যাকা কার্যকর করেছে।

বিদ্যমান সকল চুক্তি লংঘন করে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করে হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন করার কোন সুযোগই ছিল না। অতএব, বন্দীকে উল্লেখিত চারটি অভিযোগের প্রতিটিতেই দোষী সাব্যস্ত করে তাকে একজন বিশ্বাসঘাতক ও অপরাধ সংঘটনকারী দুর্বৃত্ত হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি লাভের উপযুক্ত বিবেচনা করা।

শেষ মোগলের শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস

আদালত কর্তৃক রায় ঘোষণার পর মামলার বিস্তারিত বিবরণী পাঠানো হয় স্যার জন লরেন্সের কাছে। যিনি রায় পর্যালোচনা করে ভারত সরকারের কাছে তার দীর্ঘ মতামত লিখে পাঠান। তিনি সাবেক বাদশাহকে দ্বীপান্তরে পাঠানোর সুপারিশ করেন এবং জিনাত মহল ও মির্জা জওয়ান বখত তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য যেতে পারে বলে অভিমত দেন। তার আরেকটি সুপারিশ ছিল দ্বীপান্তরিত করা না হলে সাবেক বাদশাহকে বাংলায় বন্দী হিসেবে আটকে রাখা। হিন্দুস্থান সরকার এতে সম্মত হয় এবং কড়া প্রহরায় তাকে কলকাতায় পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। সেখান থেকে তার পরবর্তী গন্তব্যের বিষয় জানানো হবে বলেও ইঙ্গিত দেয়া হয়।

১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জিনাত মহল ও জওয়ান বখত সমভিব্যহারে তৈমুর বংশের শেষ উত্তরাধিকারী দিল্লি থেকে বিদায় নেন। কলকাতায় পৌঁছার পর বন্দীকে একটি যুদ্ধজাহাজে তোলা হয়, যেটির গন্তব্য ছিল রেঙ্গুন, যেখানে ১৮৬২ সালে সাতাশি বছর বয়সে সাবেক বাদশাহ'র জীবনাবসান ঘটে।

www.pathagar.com

বিচারের বিবরণী

১৮৫৮ সালের ২৭ জানুয়ারি দিল্লিতে ইউরোপিয়ান মিলিটারি কমিশনের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্সের নির্দেশে ব্রিটিশ সেনা ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল পেনি এ কমিশন গঠনের আদেশ দিয়েছিলেন। কমিশনের গঠন ছিল নিম্নরূপ :

প্রেসিডেন্ট	:	লে. কর্নেল ডাওয়েস, গোলন্দাজ বাহিনী
সদস্য	:	মেজর পামার, ৬০ তম রেজিমেন্ট
		মেজর রেডমন্ড, ৬১ তম রেজিমেন্ট
		মেজর সয়ার্স, ৬৯ ক্যারাবাইনার্স
		ক্যাপ্টেন রথনি, ৪র্থ শিখ পদাতিক
দোভাষি	:	জেমস মারফি
সরকারি উকিল	:	মেজর এফ জে হ্যারিওট, ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল

আদালতের প্রথম কর্মদিবস

লালকিল-ার দিওয়ান-ই-খাসএ আদালতের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৫৮ সালের ২৭ জানুয়ারি বেলা ১১টায়।

আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল সকলে উপস্থিত। বন্দী দিল্লির সাবেক বাদশাহ মোহাম্মদ বাহাদুর শাহকে আদালতে হাজির করা হয়।

আদালতের গঠন ও লে. কর্নেল ডাওয়েসকে সভাপতি হিসেবে নিয়োগের দলিলাদি পেশ ও পাঠ করা হয়। বন্দীকেও জানানো হয় যে আদালতে বিচারক হিসেবে কাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়; "এই সামরিক কমিশনে আসীন সভাপতি ও নিয়োগকৃত কোন সদস্য কর্তৃক বিচারের সম্মুখীন হতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?"

উত্তর : না।

অতঃপর সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল রীতি অনুযায়ী শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন।

সকল সাক্ষীকে আদালত কক্ষ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তারা চলে গেলে বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো পাঠ করা হয়।

www.pathagar.com

প্রথম অভিযোগ : ব্রিটিশ সরকারের একজন ভাতাভোগী হয়ে বন্দী ১৮৫৭ সালের ১০ মে থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোলন্দাজ রেজিমেন্টের সুবেদার মোহাম্মদ বখত খান এবং কমিশনপ্রাপ্ত দেশীয় অফিসার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত অজ্ঞাতনামা সৈনিকদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটানোর মতো অপরাধে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ : ১৯৫৭ সালের ১০ মে থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বন্দী ব্রিটিশ সরকারের প্রজা তার নিজ পুত্র মির্জা মোগল এবং দিল্লি ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোর আরো বহু অজানা বাসিন্দাদের, যারা সকলেই ব্রিটিশ সরকারের প্রজা, তাদেরকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ শুরু করতে উৎসাহ, সহযোগিতা ও উস্কানি দিয়েছেন।

তৃতীয় অভিযোগ : হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ সরকারের একজন প্রজা হওয়া সত্ত্বেও বন্দী তার আনুগত্যের কর্তব্য সম্পর্কে বিবেচনা না করে ১৮৫৭ সালের ১১ মে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেকে বাদশাহ ও হিন্দুস্থানের সার্বভৌম শাসক বলে ঘোষণা করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দিল্লি নগরী অবৈধভাবে দখলে নিয়ে নেন এবং ১৮৫৭ সালের ১০ মে থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তার পুত্র মির্জা মোগল, গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার মোহাম্মদ বখত খান এবং অন্যান্য অজ্ঞাত পরিচয় বিশ্বাস ঘাতকের সাথে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ লড়ার জন্যে ষড়যন্ত্র, মন্ত্রণায় লিপ্ত হন এবং ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত ও ধ্বংস করে তার চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দিল্লিতে সশস্ত্র সৈনিকদের জড়ো করে ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন।

চতুর্থ অভিযোগ : ১৮৫৭ সালের ১৬ মে দিল্লিতে প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে ইউরোপীয় ও ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত মিশ্র জাতির ৪৯ জন মানুষ, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু, তাদের হত্যার ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করার জন্যে বন্দী অভিযুক্ত। তদুপরি ১৮৫৭ সালের ১০ মে থেকে ১ অক্টোবর সময়ের মধ্যে বন্দী খুনীদের চাকুরি, পদোন্নতি ও খেতাব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু সৈন্য ও অন্যান্যদের ইউরোপীয় অফিসার, নারী শিশুসহ অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। এছাড়া বন্দী বিভিন্ন দেশীয় শাসকের প্রতি আদেশ জারি করেছেন খ্রিস্টান ও ইংলিশ জনগোষ্ঠীকে যখন যেখানে তাদের ভূখণ্ডে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করার জন্য। এ ধরনের সম্পূর্ণ ও আংশিক আচরণ ১৮৫৭ সালের ভারতের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের চতুর্দশ আইনের আওতায় জঘন্য অপরাধ।

দিল্লি
জানুয়ারি ১৮৫৮

মেজর ফ্রেড জে হ্যারিওট
সরকারি উকিল

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ, আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগসমূহ আনা হয়েছে, সে সবের প্রেক্ষিতে আপনি কি 'দোষী' অথবা 'নির্দোষ'।
উত্তর : নির্দোষ।

আদালতে সরকারি উকিল অতঃপর তার বক্তব্য পেশ করেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, এই মামলার কার্যপ্রক্রিয়া আরও অগ্রসর হওয়ার আগে এটি উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করছি যে আপনাদের সামনে যে আলামত পেশ করা হবে তা এই মাত্র উত্থাপিত অভিযোগের সাথে অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট নাও হতে পারে। বিদ্রোহের সাথে সংশি-ষ্ট সকল পরিস্থিতি, যদিও অভিযোগের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, কিন্তু এখানে যথোপযুক্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। একটি বিলম্বিত তারিখে বাদশাহ'র জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে বলে এই অভিযোগগুলোর তদন্ত হবে না এমন নয়, বরং সংগৃহীত চিঠিপত্র এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তথ্যসহ সকল বিষয় আদালতে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

"আমি জানি না যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অনুপস্থিতিতে আদালত কোন অভিমত লিপিবদ্ধ করতে চাইতে পারে কি না। কিন্তু বন্দীর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনকিছুর তদন্ত কাজ অবশ্যই সন্তোষজনক হতে হবে, বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং যদি এর অংশ হয়ে থাকেন এবং দলিলপত্র বা অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ করার সুযোগ নিতে পারেন। এ ধরনের অভিযোগ যেহেতু তার স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমি পরামর্শ দেব যে অভিযোগসমূহকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট আকৃতি দেয়াই উত্তম হবে, যাতে এমন ক্ষেত্রে অপরাধ বা নির্দোষিতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ ব্যাপারটি মেনে নেয়া হয়েছে এবং যেহেতু অভিযোগসমূহ, যা এইমাত্র আদালতে পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে এটাও বুঝতে হবে যে তদন্তের আওতা কোনভাবেই কৌশলগতভাবে সীমাবদ্ধ নয়, বিশেষ করে অধিকতর আনুষ্ঠানিক ও নিয়মিত বিচারের ক্ষেত্রে।

"আমি মেজর জেনারেল পেনিকে সম্বোধন করে যে চিঠিতে বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার নিবেদন করেছিলাম তাতে তার অনুমোদন পাওয়ার পর আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে তাদের অবগতির জন্যে।"

৫৯৩ম দলিল
দিল্লি, ৫ জানুয়ারি, ১৮৫৮
মহোদয়, আপনার সদয় অবগতির জন্যে আমি জানাতে চাই যে বল-ভগড়ের রাজার বিচার কাজ সমাপ্ত করে আমি এখন সদ্য পরিসমাপ্ত বিদ্রোহে দিল্লির সাবেক বাদশাহ'র সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে তদন্ত কার্য শুরু করার জন্যে প্রস্তুত। এ ধরনের তদন্তের সন্তোষজনক ফল পাওয়ার জন্য আমার মতে এটি জরুরি যে এই বিচার সরাসরি হওয়া উচিত অর্থাৎ অভিযোগ গঠন করা হবে এবং সাবেক বাদশাহকে তলব করা হবে অভিযোগ সম্পর্কে বলতে।

www.pathagar.com

আমি ধারনা করতে পারি না যে অন্য পরিস্থিতিতে সাবেক বাদশাহ'র অপরাধ বা নির্দোষিতা প্রমাণিত হলে তা একতরফা ও অন্যায় বলে কিভাবে আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে। কোন একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে যদি রায় দেয়ার প্রশ্ন আসে তাহলে সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হতে পারে। এটি অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত যে মামলায় উভয় পক্ষের বক্তব্যই শোনা হবে ও সমভাবে বিবেচনা করা হবে। এ ধরনের একটি রায় তা সাজা প্রদান বা রেহাই দেওয়া যাই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃত্বের সিলমোহর থাকতে হবে এবং চূড়ান্ত দলিল হতে হবে, হয় বন্দীর পক্ষে অথবা বিপক্ষে। অতএব, আমি নিবেদন করতে চাই যে একটি সন্তোষজনক উপসংহারে উপনীত হওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে এই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক। এমনটি করতে আমাকে আপনার সম্মতি নিতে হবে, তাহলে আমি অবিলম্বে অভিযোগ গঠন করবো, যার ওপর ভিত্তি করে সাবেক বাদশাহকে আদালতে হাজির করা যাবে এবং এ ধরনের মামলায় প্রচলিত রীতি অনুসারে তার বিচার কার্যে অগ্রসর হওয়া যাবে। আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি।

আপনার একান্ত বাধ্য সেবক
ফ্রেড জে হ্যারিওট, মেজর
ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল

ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত

মেজর জেনারেল এন পেনি
কমান্ডিং, দিল্লি ফিল্ড ফোর্স

এই চিঠি দিলি-র অফিশিয়েটিং কমিশনার মি. সনডার্সের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এর পরামর্শগুলো অনুসরণ করা হবে। অতএব, সে অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করা হয় এবং বিচার কার্যও সেভাবে শুরু হয়। কিন্তু বিদ্রোহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর পরিপূর্ণ তদন্ত করার মূল উদ্দেশ্যের অংশটুকু পরিহার করা হয়নি।

মামলার একমাত্র আসামির এক সময়ের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, যা তার জন্ম ও বংশধারার সাথে জড়িত, তা এখনো রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে রেখেছে, এবং যে অবস্থান থেকে তার ওপর আরোপিত অপরাধ সংঘটনের ব্যাপক অভিযোগ অথবা ঘটনার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা, যা চিরদিনের জন্যে ইতিহাসের জাতীয় উৎকীর্ণ থাকবে। সেটিও সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। এই বিচার, বাস্তবিক পক্ষেও অস্বাভাবিক একটি বিষয়, কারণ বিচারের রায় ঘোষণার সাথে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু সেই রায়টিকে হাজারো মানুষ এমন অনুভূতি নিয়ে দেখবে যেন ফৌজদারি মামলার পরিচালনায় নিয়োজিত আদালতের কার্যক্রমে হঠাৎ তারা জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালের ২৬ নভেম্বর মি. সনডার্স দিল্লি ফিল্ড ফোর্সের কমান্ডার মেজর জেনারেল পেনিকে এক চিঠিতে জানান যে আদালতের কার্য পরিধি একটি রায় ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে রায়ে বন্দীকে মৃত্যুদ প্রদান করা হবে না, কারণ মেজর জেনারেল উইলসন বন্দীর জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছেন; এমনকি বন্দী চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত হলেও না।

সনডার্স চিঠিটি লিখেন পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্সের নির্দেশে, যার মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

> "একই সময়ে আমি আপনাকে অবহিত করতে চাই যে মেজর জেনারেল উইলসনের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে ক্যাপ্টেন হডসন সাবেক বাদশাহ'র জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করায় সামরিক কমিশনের আওতার মধ্যে বন্দীকে শাস্তি প্রদানের এখতিয়ার নেই, এমনকি মামলায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেও।
> আমি মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট এ ধরনের দালিলিক প্রমাণ, যা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা আপনার কাছে পাঠাতে চাই এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাকে সহযোগিতা দেয়ার ক্ষেত্রে আমি সবসময় প্রস্তুত, বিশেষতঃ সাক্ষীদের হাজির করার ব্যাপারে।
> দেশীয় ভাষার দলিলগুলো আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দিল্লিস্থ ডেপুটি কালেক্টর অফ কাস্টমস জেমস মারফি কর্তৃক অনুবাদ করিয়েছি, যিনি চমৎকার এক ভাষাবিদ এবং আপনি অনুমোদন করলে একজন দোভাষী হিসেবে তার চাকুরি আপনার অধীনে ন্যস্ত করতে পারি।"

দালিলিক প্রমাণের আওতা ব্যাপক এবং এসব দলিলকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে আমি পাঁচটি বিভিন্ন শিরোনামে এগুলো বিভক্ত করেছি। প্রথমতঃ বিবিধ কাগজপত্র, দ্বিতীয়তঃ যেসব দলিল ঋণ গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট, তৃতীয়তঃ সিপাহিদের বেতন পরিশোধের সাথে জড়িত, চতুর্থতঃ সামরিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং পঞ্চমতঃ হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট, বিশেষত বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত চতুর্থ অভিযোগের সাথে জড়িত বিষয়গুলো। এসব দলিলের উল্লেখযোগ্য একটি অংশে বন্দী স্বয়ং নিজ হাতে লিখে আদেশ প্রদান করেছেন বলে মনে হয় এবং এ ব্যাপারে বন্দীকে জেরা করা যেতে পারে। অন্যান্য দলিলপত্রের অকাট্যতা এমইভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু কিছু কিছু দলিল সম্পর্কে আমার ভয় হচ্ছে যে, সেগুলো আপনার কাছে সরাসরি প্রমাণ ছাড়াই উপস্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে আদালতকে মনে রাখতে হবে যে পূর্ণ তদন্ত কার্য সকলেরই কাঙ্ক্ষিত। মৌখিক সাক্ষ্য সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলতে চাই না। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে আমি এসব সাক্ষ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আদালতের সামনে আমি যেসব দেশীয় সাক্ষীকে হাজির করতে সক্ষম হবো, তাদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে তার নিজের অনুকূলে এবং পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার স্বার্থে রং চং দিয়ে বর্ণনা করার প্রবণতা থাকবে, যা বিদ্রোহের ঘটনাবলীর সাথে জড়িত এবং ইতোমধ্যে আমাদের সকলের জানা বিষয়। আমি এখন দালিলিক প্রমাণ ও আমার প্রথম সাক্ষীকে পেশ করবো। যিনি বন্দী

www.pathagar.com

ও অন্যান্যের হস্তান্তর শনাক্ত করতে পারবেন।

মেজর এফ জে হ্যারিওট
ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল ও
সরকারি উকিল

দিনের অবশিষ্ট সময় বিবিধ কাগজপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, যে কাগজপত্রগুলো প্রথম সাক্ষী শনাক্ত করেন। এগুলো প্রথম পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে।

বেলা আড়াইটা বেজে যাওয়ায় বন্দীর বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে এবং আগামীকাল বেলা ১১টা পর্যন্ত আদালত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

বিবিধ শিরোনামে তালিকাভুক্ত দলিলপত্র

দলিল নং-১। বাদশাহ'র বিশেষ আদেশে তার সিলমোহরযুক্ত।

১৪ মে, ১৮৫৭।

"বরাবর
বিশিষ্ট সেবক মোহাম্মদ আলী বেগ
অধঃস্তন ভূমি রাজস্ব আদায়কারী
জেলার দক্ষিণ অঞ্চল।

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, এই আদেশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাকে অবিলম্বে বাদশাহ'র খেদমতে হাজির হওয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সংগৃহীত রাজস্বও আপনি সঙ্গে আনবেন। আরও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, আপনার আওতাধীন এলাকায় বাদশাহ'র আদেশ প্রতিপালনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। এই আদেশকে আপনি অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করবেন।"

দলিল নং-২। নজফগড়ের দারোগা মৌলভি মোহাম্মদ জহুর আলীর পক্ষ থেকে প্রেরিত দরখাস্ত। ১৮ মে, ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।
পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, শাহী আদেশ নজফগড়ের ঠাকুর, চৌকিদার, কানুনগো ও পাটোয়ারীদের কাছে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া আপনার নির্দেশের সাথে একমত হয়ে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এই জেলায় সংগৃহীত রাজস্ব থেকে তাদের ভাতা পরিশোধ করা হবে। এ ব্যাপারে আপনার সেবকের আশ্বাস অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু সংখ্যক গাজী, যারা সম্প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তারা এসে না পৌঁছায়। নাগলি কাকরওয়ালা, ডাকাও এবং সংলগ্ন অন্যান্য গ্রামের ব্যাপারে উল্লেখ করতে চাই যে, আপনার খাদেমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতির ভয়াবহতায় নিয়ন্ত্রণহীন গ্রামবাসীরা মুসাফিরদের লুণ্ঠন করতে শুরু করেছে। এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আচরণ সম্পর্কে জানিয়ে ইতোমধ্যে দু'টি দরখাস্ত পাঠানো হয়েছে এবং আমি আশা করে আছি যে সুখ্যাতি ও

www.pathagar.com

সামর্থের অধিকারী কোন শাহজাদাকে উপযুক্ত সংখ্যক অশ্বারোহী, পদাতিক ও গাজীদের নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হবে, আপনার দরখাস্তকারীর আওতাধীন দেশের এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। অতঃপর আপনার সেবক এসব উচ্ছৃঙ্খল গ্রামবাসীকে খুঁজে বের করবে এবং ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা বিধান করে অপরাধ দমন করতে সক্ষম হবে। যদি কোন ধরনের বিলম্ব বা সিদ্ধান্তহীনতার ব্যাপার ঘটে তাহলে বহু জীবনহানির ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকবে। এখানে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এতোই নাজুক যে এগুলো ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। অতএব, যদি সদয় বিবেচনার সাথে কিছু তহবিল মঞ্জুর করা হয়, তাহলে এর একটি অংশ যাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের জন্যে ব্যয় করা হবে এবং তাহলেই অশ্বারোহী ও পদাতিকরা শৃঙ্খলা বিধানের কাছে অবতীর্ণ হতে উৎসাহিত হয়ে উঠবে। কিন্তু মহান প্রভু ও মনিব, আপনার সমীপে এই দরখাস্ত প্রেরণ করা হলো গাড়ি চালকদের মাধ্যমে, যারা সম্প্রতি বেআইনি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শিকার হয়েছে। আমি মহামহিমের করুণা ভিক্ষা করছি, এই লোকগুলোর মাধ্যমেই আদেশ প্রেরণ করা হোক। মহান বাদশাহর সমৃদ্ধি কামনায়,

সেবক মোহাম্মদ জহুর আলী

নজফগড়ের দারোগা ”

দরখাস্তের ওপরিভাগে বাদশাহ'র স্বাক্ষর সম্বলিত আদেশ,

“মির্জা মোগল অতি শীঘ্র সেনা অধিকর্তাদের নেতৃত্বে নজফগড়ে একদল পদাতিক সেনা প্রেরণ করবে।”

দলিল নং-৩। ক্যাপ্টেন দিদার আলী খানের দরখাস্ত, ২৩মে, ১৮৫৭।

“বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আপনার খাদেমের বাসভবন রক্ষার্থে যে প্রহরীদের মোতায়েন করা হয়েছিল তাদেরকে গত চার পাঁচ দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে নগরীর দুষ্ট বদমাশরা দলে দলে হানা দিচ্ছে লুটতরাজ করার উদ্দেশ্যে। এই বাড়িতেই আপনার খাদেমের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি বাস করে এবং সে কারনে আপনার কাছে নিবেদন করছে যে বাড়িটি রক্ষার জন্যে প্রহরী মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হোক। বাদশাহ'র সমৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করছি।

দরখাস্তকারী আপনার একান্ত খাদেম

ক্যাপ্টেন দিদার আলী খান

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষর সম্বলিত আদেশ :

“মির্জা মোগল ২০তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্ট থেকে দরখাস্তকারীর বাসভবনে প্রহরী মোতায়েনের ব্যবস্থা করবে।”

www.pathagar.com

দলিল নং-৪। দিল্লির বারুদখানার জমাদার রজব আলীর দরখাস্ত, ২৪ মে ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,

সশ্রদ্ধ চিত্তে নিবেদন করছি যে, আমরা আপনার নগন্য ভৃত্য, যারা আপনার নিমক খেয়ে লালিত হয়েছি, তারা নিজ নিজ বাড়িঘর ত্যাগ করে, আপনার আদেশের সাথে একাত্ম হয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিদিন বারুদখানায় নিয়োজিত রয়েছি। নগরীর মাঝে চরম গোলযোগ ও বিশৃংখলা সত্ত্বেও আমরা শাহী দরজায় উপনীত হয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে দারোগাদের কাছে আদেশ পাঠানোর প্রার্থনা করছি যে তারা দক্ষ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুক, তাদের ব্যবস্থার আওতায় বারুদখানার ভৃত্যদের বাড়িঘরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক। তাছাড়া আপনার যেসব ভৃত্য নিগমবোধ থানার অধীন খালাসি লাইনে বাস করছে এবং অন্যান্য বাসিন্দা, যারা তাদের জীবন নিয়ে আশঙ্কার মধ্যে পড়েছে এবং বাড়াবাড়িমূলক নিপীড়নে ভোগান্তির শিকার হয়েছে তাদের যাতনা দূর করার লক্ষ্যে সেখানকার বর্তমান দারোগাকে নগরীর বাইরে অন্য কোন থানায় বদলি করা হোক, যাতে দরখাস্তকারী শান্ত ও নিশ্চিত থাকতে পারে।

নগন্য দরখাস্তকারী রজব আলী

দিল্লি বারুদখানার জমাদার।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষর সম্বলিত আদেশ :

"বুলন্দশহর থেকে যারা তহবিল এনেছে মির্জা মোগল তাদেরকে বারুদখানায় মোতায়েন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ অনুমতি ছাড়া শাহী খাজাঞ্চিখানার কোন সৈনিককে বারুদখানা থেকে কিছু নিতে দেয়া হবে না।"

দলিল নং-৫। ২৫ মে ১৮৫৭ তারিখে বাদশাহ'র সিলমোহরযুক্ত আদেশ :

"বরাবর

সৈয়দদের আশ্রয়দানকারী

সৈয়দ আবুল হাসান

জেনে রাখুন, যেদিন থেকে আপনি রোহতাক ত্যাগ করেছেন, সেদিন থেকে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আর কোন খবর জানতে পারিনি। অতএব, আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, এই বিশেষ পত্র লাভ করার পর আপনি এই এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি অবিলম্বে জানাবেন যে আপনার পক্ষে এলাকাটিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে কিনা। কালবিলম্ব না করে এ ব্যাপারে আপনার দরখাস্ত পেশ করুন। এই আদেশকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করুন।"

এর উল্টো পৃষ্ঠায় লিখা ছিল, 'আদেশ গ্রহণ করা হয়েছে।"

দলিল নং-৬। পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র সাংকেতিক হস্তাক্ষরে লিখিত আদেশ ২৭ মে, ১৮৫৭।

www.pathagar.com

"বরাবর
মির্জা মোগল
পুত্র, কীর্তিমান ও বীর মির্জা জহুর-উদ্‌দীন, ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। জেনে নাও যে, নিম্নে বর্ণিত জিনিসগুলো, যা গুদামে আসছে সেগুলো যমুনা নদীর ওপর সেতু মেরামতের জন্যে প্রয়োজন। অতএব, তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে গুদামের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে ওইসব জিনিস সেতুর তত্ত্বাবধায়ক চুনী লালের কাছে হস্তান্তর করতে।

দীর্ঘ তার	- যতটুকু প্রয়োজন
বড় বড় তক্তা	- যতগুলো প্রয়োজন
রশি	- যতটুকু প্রয়োজন
কুঠার	- ২টি
রাইস	- ২টি
করাত	- ২টি
বাটালি	- ২টি
গজাল	- ১০০টি

দলিল নং-৭। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক স্বাক্ষর সম্বলিত আদেশ। ২৯ মে ১৮৫৭।
"বরাবর
মর্যাদার প্রতীক
জং বাজ খান
আলাপুর থানার দারোগা
জেনে নিন যে, আপনাকে আলাপুর থানার দারোগা হিসেবে মনোনীত ও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আপনি আপনার সততা, মনোযোগসহকারে এই নিয়োগের কর্তব্য যথাযতভাবে পালন করবেন এবং আপনি সকল পরিস্থিতিতে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যাতে লুণ্ঠন, পথেঘাটে ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটতে না পারে।"

দলিল নং-৮। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক স্বাক্ষর সম্বলিত আদেশ। ২৯ মে ১৮৫৭।
"বরাবর
খাদেম, দৃঢ়তার প্রতীক
মোহাম্মদ আলী বেগ
আপনি নিজেকে অনুগ্রহভাজন বিবেচনা করে জেনে নিন যে, শাহী আদেশের আওতায় আপনাকে বাদশাহ'র একান্ত রাজস্ব দফতর প্রতিষ্ঠার জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং জেমস স্কিনার বাহাদুরের বাসভবনে জেলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের প্রধান অধীনস্থ দফতর স্থাপনের জন্যেও বলা হচ্ছে, যেটি সম্প্রতি জেমস বাহাদুরের স্ত্রী ক্রয় করেছিলেন। আমার আনুকূল্যের বিষয়ে আশ্বস্ত থাকুন।"
দলিল নং-৯। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক হস্তাক্ষরে লিখিত আদেশ। ৩১ মে ১৮৫৭।

www.pathagar.com

বরাবর

হেত রাম

গোরামরা গ্রামের জোতদার

রাষ্ট্রের প্রশাসনের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমাদের শাহী প্রশাসন কর্তৃক আপনি যথোপযুক্তভাবে পুরস্কৃত হবেন।"

দলিল নং-১০। বাদশাহ'র সিলমোহর ব্যবহারের মাধ্যমে স্বীকৃত আদেশ। ৫ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

রাজকীয় বাহিনীর সসদ্যবৃন্দ ও ব্রিটিশ দেশীয় পদাতিক বাহিনীর একটি কোম্পানি যারা লাহোর দরওয়াজা রক্ষার কাজে নিয়োজিত।

কিছু সংখ্যক সুরাসারের (মদ) পিপা, যা দেখাও ন্যাক্কারজনক এবং ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ, সেগুলো লুণ্ঠিত হয়েছিল, সেসব পিপার মধ্যে বড় আকৃতির তিনটি রাখা হয়েছে বারুদখানায় বারুদ তৈরির জন্যে, একটি পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে এবং অবশিষ্টগুলো বর্তমানে বাদশাহ'র পুরনো ভৃত্য কায়স্থ জাতের লিপিকারদের কাছে দেয়া হয়েছে, নিম্নে যার বিবরণী দেয়া হলো। অতএব, এটি অবশ্য পালনীয় যে কিল্লার ফটক থেকে লিপিকারদের বাড়িতে পিপাগুলো বয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। সেগুলো এই আদেশের পর রাজ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সরিয়ে নেয়া যাবে এবং এ ব্যাপারে বাধা সৃষ্টির জন্যে কেউ আর প্রশ্ন করবে না।

মুনশি মুকুন্দ লাল	- ১ পিপা
শেও, বাদশাহ'র দফতরের কেরানী	- ১ পিপা
সাম্মান, ফরাশখানার সাবেক পরিদর্শক	- ১ পিপা
সুখান লাল ও জুয়ালা প্রসাদ	- ১ পিপা
সন্ত লাল, লক্ষ্মন দাস, বেতন বিভাগের কর্মকর্তা	- ১ পিপা
হাসপাতালের ডাক্তার	- ১ পিপা

দলিল নং-১১। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক সিলমোহরযুক্ত আদেশ। ৬ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

মর্যাদার প্রতীক

মুহাম্মদ তাকি খান, সম্মানিত শাসক

আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে আপনি আমাদের বিশেষ খাদেম, যাকে দিওয়ান-ই-আমের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল, আপনাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনার উচ্চ প্রতিভা এবং আপনার সততা ও মর্যাদার জন্য শাহজাহানাবাদের সদর আমিনের দফতরে নিয়োগের জন্যে মনোনীত করা হয়েছে। সেখানকার কেরানীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আপনি এই পদের কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করবেন, যা মৌলভি সদর উদ্দিন বাহাদুর ইতোপূর্বে দক্ষতার সাথে পালন করেছেন।

www.pathagar.com

দলিল নং-১২। বসন্ত থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত জাবতাই খানের দরখাস্ত। ১৬ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ

পৃথিবীর সৌন্দর্য

এর আগে এখানকার সিপাহিদের মধ্যে থেকে চল্লিশজন পদাতিক সম্পর্কিত আপনার আদেশ পৌঁছেছে। ওই লোকগুলোকে পাহাড়গঞ্জে পাঠাতে হবে। কিন্তু আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব ঘটেছে বিভিন্ন কারণে। আজ আপনার এই নগন্য ভৃত্য দ্বিতীয় আদেশ লাভের সম্মান লাভ করেছে, যাতে প্রথম আদেশেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আপনার আদেশের সাথে সম্মতি প্রকাশ করে আপনার ভৃত্য আগামীকাল তার অধীনস্থ লোকদের মধ্যে থেকে চল্লিশ জন পদাতিককে নিয়ে আপনার খেদমতে হাজির হবে। তাদেরকে পাহাড়গঞ্জে স্থলাভিষিক্ত করা হবে। সেনাধ্যক্ষ নাথিয়া খানের উপস্থিতিতে এই লোকগুলো কুচকাওয়াজ করেছে।

দরখাস্তকারী জাবতাই খান

বসন্ত থানার সাথে সংশ্লিষ্ট

দলিল নং-১৩। পেন্সিল দ্বারা বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ। ১৮ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

মির্জা মোগল

পুত্র, কীর্তিমান ও বীর, মির্জা জহুর উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। গতকাল আমার স্বাক্ষরে একটি আদেশ জারি করা হয়েছে, পুরনো কিল্লার বাসিন্দাদের একটি আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে। এই আদেশে দরখাস্তকারীদের বিরুদ্ধে যাতনা সৃষ্টিকর তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দরখাস্তটি তোমার বরাবরে পাঠানো হলো। এটি অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি এবং তুমি নিষেধাজ্ঞা জারির আদেশের প্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী পাঠিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করোনি। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব হলো রক্ষা করা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন করা নয়। সেনা কর্মকর্তারা অতঃপর তাদের লোকদেরকে অবিলম্বে এ ধরনের অসমাঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকা থেকে বিরত করবে এবং আরও বলা প্রয়োজন যে, দুশমন বাহিনীর সৈন্যদের এগিয়ে আসার গোয়েন্দা তথ্য যেহেতু ভুল, অতএব, এই আইন বহির্ভূত বীরত্ব এখন পুরনো কিল্লার মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে এবং তাদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির কাজে লাগানো উচিত প্রতি পাঁচ/ছয় মাইল দূরত্বে। এবং তাদেরকে সেখানে মোতায়েন করা প্রয়োজন, যাতে আমাদের প্রজারা কঠোর আচরণের শিকার হওয়া থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে। একই সাথে দুশমনের বিরুদ্ধে এটি একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে। আশা করি তুমি অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কোন অবহেলার সুযোগ দেবে না। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করো।"

(সন্দেহ নেই পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

লিখা।)

দলিল নং-১৪। পাহাড়গঞ্জ নামে পরিচিত শাহগঞ্জ ও জয়সিংপুরের বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে চান্দ খান ও গুলাব খানের দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।
অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে আমরা জয়সিংপুর ও পাহাড়গঞ্জ নামে পরিচিত শাহগঞ্জ এবং অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারা মিলেমিশে আপনার আলো বিচ্ছুরণকারী রাজকীয় মর্যাদার অধীনে সব ধরনের অভিযোগের ঊর্ধ্বে বসবাস করে আসছিলাম। পাহাড়গঞ্জ এলাকাটি সবসময় শাহী নামের সাথে যুক্ত। রাষ্ট্রের সিপাহিরা যখন তখন আজমেরী গেট থেকে পাহাড়গঞ্জে এসে ইদানিং দোকানিদের হয়রানি করছে, বলপূর্বক তাদের মালামাল নিয়ে যাচ্ছে এবং মূল্য পরিশোধ করছে না। তারা গরিব দুঃস্থদের বাড়িতে প্রবেশ করে তাদের বিছানা, বাসনকোসন ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও তরবারি দিয়ে যারা তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে আসছে তাদেরকে আহত করছে। সিপাহিদের নিপীড়নে অতীষ্ট আমরা নিরুপায় হয়ে আপনার খেদমতে এই দরখাস্ত পেশ করছি ন্যায়বিচারের আশায় এবং আমাদের অবস্থা সহৃদয়তার সাথে বিবেচিত হবে এই আশায়। সিপাহিদের কর্মকর্তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে বলা হোক এবং তাদের অধীনস্থরা যে আমাদের নিপীড়ন করছে তা রহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।
আপনার অধম খাদেম
চান্দ খান ও গুলাব খান"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :

"এ ধরনের নিপীড়কদের বিরুদ্ধে মির্জা মোগল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যাতে তারা লুণ্ঠন বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং আমাদের প্রজারা ক্ষুব্ধ ও নিপীড়িত না হয়।"

দলিল নং-১৫। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ। ২০ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল
কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা জহুর উদ্দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুরের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি যে, উকিল মীর তোফাজ্জল হাসানের পুত্র আবুল হাসান ওরফে মীর নওয়াব সন্দেহজনক চরিত্রের ব্যক্তি এবং আমার ইচ্ছা যে তাকে প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি দেয়া না হোক। আমি সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে, লোকটি তোমার সাথে মেলামেশা করছে। এ প্রেক্ষিতে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে তাকে অনতিবিলম্বে তোমার সঙ্গ থেকে বাদ দাও এবং দুই ফটকেই আদেশ জানিয়ে দাও যে কোনভাবেই যাতে তাকে ভবিষ্যতে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেয়া না হয়। এই আদেশকে অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচনা করবে।

www.pathagar.com

তাছাড়া এই লোকটির পক্ষে অন্য কেউ বললেও সে সবের প্রতি কর্ণপাত করো না। তোমার প্রতি আমার আনুকূল্য রয়েছে।

দলিল নং-১৬। বাদশাহ'র শাহী সিলমোহরাঙ্কিত আদেশ। ২৪ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

ক্ষমতার প্রতীক, খাদেম

জুম্মা-উদ-দীন খান

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, একটি সংবাদপত্র মুদ্রণ যন্ত্র চালু করার ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করে প্রেরিত আপনার দরখাস্ত হস্তগত হয়েছে এবং তা পাঠ করেছি এবং আপনার অনুরোধ মঞ্জুর করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে আপনাকে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে একটি সংবাদপত্র চালু করার কর্তৃত্ব প্রদান করা হচ্ছে। তবে আপনাকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বলা হচ্ছে, যাতে মিথ্যা কোন তথ্য অথবা বিবৃতি, স্থান না পায় যার দ্বারা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি অথবা নগরীর বাসিন্দাদের চরিত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কালিমা লেপন করা হতে পারে।"

দলিল নং-১৭। বাদশাহ'র সাংকেতিক হস্তান্তর সম্বলিত সিলমোহরযুক্ত আদেশ। তারিখ ২৬ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

মির্জা মোগল,

কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, অশ্বারোহী বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রতি দিনের পর দিন আদেশ জারি করা হচ্ছে যে তারা যাতে উদ্যান খালি করে দেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা সে ব্যাপারে কিছুই করেনি, বরং নানা অজুহাত দেখাচ্ছে ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। সে জন্যে এখন সুনির্দিষ্ট আদেশ দেয়া হচ্ছে এই মর্মে যে, তুমি আমার পুত্র, কর্মকর্তাদের তলব করে তাদেরকে বলবে যে তারা যদি নিজেদেরকে রাষ্ট্রের সেবক বলে বিবেচনা করে তারা কাল পল্টনে যাবে না, বরং উদ্যান পরিত্যাগ করে তাদের ছাউনি সরিয়ে প্রাসাদের অধীনস্থ কীতুরের বাসভবনে গিয়ে বসবাস শুরু করবে, যেখানে প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং প্রচুর বৃক্ষের ছায়া আছে। উত্তরে তারা কি বলবে তা আমাকে জানাবে।"

দলিল নং-১৮। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ। তারিখ ২৭ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

মির্জা মোগল ও মির্জা খিজির সুলতান

কীর্তিমান ও সাহসী পুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর ও মির্জা খিজির সুলতান বাহাদুর। তোমাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, চার অথবা পাঁচজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক সম্পর্কে তোমাদের দরখাস্ত পাঠ করেছি, যারা কোম্পানির দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সিপাহিদের পোশাক পরিধান করে ছদ্মবেশে নগরীর বাসিন্দাদের লুণ্ঠনে

www.pathagar.com

নিয়োজিত হয়েছিল এবং বর্তমানে তারা গ্রাম এলাকার দিকে চলে গেছে। তারা সরকারের সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং এ ধরনের তৎপরতা বন্ধ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেছো, যাতে লোকগুলোকে তোমরা পাকড়াও করতে পারো। এটি নেহায়েত বিস্ময়ের ব্যাপারে যে মাত্র চার-পাঁচজন লোকের বেআইনি কর্মকাণ্ডে নগরীতে এতো লুণ্ঠন ও বিপর্যয় সম্ভব হতে পারে, সাধারণভাবে জনগণের এতো সর্বনাশ সাধিত হতে পারে। এবং শুধু তাদেরকে গ্রেফতার করা হলেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব! সিপাহিদের আগমন ও নগরীতে ছাউনি ফেলার পর একদিনও এমন যায়নি যে সিপাহিদের দ্বারা নগরবাসীর ওপর বাড়াবাড়ির কথা জানিয়ে দরখাস্ত পেশ করা হয়নি, যাদের সম্পর্কে ছদ্মবেশ ধারনের কোন সন্দেহমাত্র নেই এবং দিনের পর দিন কি আদেশ জারি করা হয়নি যে সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক বিশৃঙ্খলা দমনের উদ্দেশ্যে? সবকিছু বিবেচনা করে এখন মনে হচ্ছে যে নগরীতে সিপাহিরা মোতায়েন থাকার শৃঙ্খলা ফিরে আসবে তা আশা করার কারণ নেই। আমার পুত্রদ্বয়, তোমাদেরকে তবুও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে আমাদের উপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করার জন্য, দুষ্ট লোকদের শনাক্ত করতে পারে এমন একজনকে আমাদের নিজস্ব অশ্বারোহী ও পদাতিকদের সাথে প্রেরণ করা যেতে পারে, সেই সাথে থাকবে নগরীর দারোগা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষীরা। তারা ওইসব দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের গ্রেফতার করে অবিলম্বে আমার সামনে হাজির করবে এবং যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে গ্রেফতারকৃতরা লুণ্ঠন ও লুণ্ঠনের প্ররোচনা দানের সাথে জড়িত তাহলে তারা তাদের অপরাধের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি লাভ করবে। কিন্তু পুত্রদ্বয়, সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যাতে তোমাদের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সিপাহিদের যারা লুণ্ঠন ও নগরীকে বিপর্যস্ত করার কাজে জড়িতরা বিরত হতে বাধ্য হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে এক একটি ঘটনা প্রমাণিত হলে অথবা কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত বাসস্থানে যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাহলে কর্মকর্তারা অপরাধীদের শাস্তি বিধান করবে, যাতে এসব অশুভ চরিত্রের অত্যাচার দমিত হয়। তোমাদের প্রতি আমার আনুকূল্যের আশ্বাস রইলো।"

দলিল নং-১৯। মোহাম্মদ খায়ের সুলতান। তারিখ ২৭ জুন, ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে ১৬২টি ভেড়া ও বকরি, যেগুলো ইংরেজদের কাছে নেয়া হচ্ছিল, সেগুলো ৪৬তম দেশীয় পদাতিক পল্টনে কর্মরত সিপাহি শেও দাস পাঠক ও নারায়ণ সিংহ আটক করে আনয়ন করেছে। এর ফলে উদ্ভূত সংঘর্ষে পাঁচজন ইউরোপীয় সৈনিক নিহত হয়েছে। এ তথ্য আপনাকে অবহিত করার জন্যে পেশ করা হলো।

পেন্সিলে বাদশাহ'র স্বাক্ষরে লিখা, '১৬২টি ভেড়া ও বকরি পাওয়া গেছে।'

দলিল নং-২০। ফিরোজাবাদের কৃষক বলদেও এর দরখাস্ত। তারিখ ২৮ জুন, ১৮৫৭।

www.pathagar.com

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ'
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, এ সময়ের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে নগরীর দরওয়াজাগুলো বন্ধ থাকে বলে আপনার ভৃত্য ১২৬৪ কৃষি বছরে উৎপাদিত শীতকালীন শস্য পুরনো কিল্লায় এক আত্মীয়ের আঙ্গিনায় মজুত করে রেখেছে। সেখানে যে পল্টন মোতায়েন আছে তার কর্মকর্তারা এখন এই খাদ্যশস্য সরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে এবং আপনার ভৃত্যকে তার জমিদার, সৈয়দ আবদুল্লাহ্ উল্লিখিত বছরের ভাড়া প্রদানের জন্যে চাপ সৃষ্টি করছে। অতঃপর আপনার একান্ত ভৃত্য বিশ্বাস করে যে, আপনার স্বাক্ষরযুক্ত একটি আদেশ যদি পুরনো দিল্লিতে অবস্থানরত কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয় যে তারা যাতে নগরীর দিকে শস্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা না দেয়। তাহলে আপনার ভৃত্য শস্য বিক্রি করে তার ভাড়া পরিশোধ করতে পারে। দরখাস্তকারী শরীফ হযরত মোহাম্মদ চিশতির মাজারের জমি ইজারায় নিয়ে চাষবাসকারী কৃষক ফিরোজাবাদ খাদির গ্রামের কৃষক বলদেও।"

পেন্সিল দিয়ে দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আহসান উল্লাহ খান এ ব্যাপারে একটি আদেশ তৈরি করবেন।

দলিল নং-২১। হযরত শেখ মোহাম্মদ চিশতির মাজারের খাদেম সৈয়দ আবদুল-াহর দরখাস্ত। তারিখ - ২৯ জুন ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
এর আগেও আপনার কাছে এই দরখাস্তকারী অপর এক দরখাস্তে নিবেদন করেছিল যে, লাখেরাজ গ্রাম ফিরোজাবাদ খাদিরের কিছু সংখ্যক কৃষক কৃষি বছর ১২৬৪ সালের শীতকালীন শস্যের ওপর কোন খাজনা দেয়নি এবং দরখাস্তকারী অনুরোধ করেছিল যে, কর বহাল করার জন্য যাতে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। ওই সময় পর্যন্ত ফসলের কোন ক্ষতি হয়নি, যার কারণে কৃষকরা বিলম্বের কোন অজুহাত দেখাতে পারে। এখন কৃষি বছর ১২৬৫ সালের শরতকালীন শস্য, ইক্ষু ও অন্যান্য ফসল পুরোপুরিই বিনষ্ট হয়েছে। তদুপরি কৃষি সরঞ্জাম, যেমন লাঙ্গল ও পানি উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত কাঠের চাকা ইত্যাদি সিপাহিরা লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে কর অবশ্যই আদায় হয়নি এবং এই গ্রামের রাজস্ব যেহেতু একটি আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রদত্ত, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্বয়ং দরখাস্তকারীর, অতএব, সে আপনার আনুকূল্য, বিবেচনা ও আস্থার ওপর নির্ভর করছে। এ বিষয়ও নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোন সিপাহি কৃষকদের ক্ষতির কারণ না হয়। কৃষকদের পক্ষ থেকেও একটি দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে। সৈয়দ শাহ সবুর আলী চিশতির পুত্র নির্জনবাসী সৈয়দ আবদুল্লাহর দরখাস্ত। মাজারের সিলমোহর।"

www.pathagar.com

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ। অস্পষ্ট।

দলিল নং-২২। ব্যবসায়ী যুগল কিশোর ও শেও প্রসাদের যৌথ দরখাস্ত। তারিখ বিহীন।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।
মহামহিম, আপনার আদেশের সাথে সম্মতি প্রকাশ করে ১,২০০ রুপি শাহী খাজাঞ্চিতে পেশ করার পর আপনার বিশেষ স্বাক্ষরযুক্ত একটি দলিল পেয়েছি, যাতে আমাদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে ভবিষ্যতে আমরা রাজ কর্মকর্তা, উচ্চ বংশজাত শাহজাদাবৃন্দ, সিপাহি ও অন্যান্যের দ্বারা বিরক্তি উৎপাদন ও যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকবো। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু সিপাহি লুণ্ঠন কার্যে নিয়োজিত, এখনো প্রতিদিন আপনার অধম দাসদের বাড়িতে হানা দেয় শাহজাদাদের নামে এবং আমাদের জীবন নাশ অথবা আমাদেরকে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কোন উপায় না থাকায় গত তিন চারদিন আত্মগোপন করে আছি এবং আমাদের ভৃত্য ও অনুচরেরা সকল ধরনের দুর্দশা ও কঠোরতার মধ্যে কাটাচ্ছে। আমাদের করণীয় কি তা আমাদের জানা নেই। আমাদের নিজ নিজ বাড়িতে প্রবেশ করতে ও বাড়ি থেকে বের হতে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, দৃশ্যতঃ আমরা গৃহহীন হয়ে পড়েছি এবং আমাদের পারিবারিক গোপনীয়তা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। যদি রাজ পরিবারের যুবরাজরা, যাদের ওপর রাষ্ট্রের প্রজা ও দরিদ্রদের রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত, তারা যদি নিজেরাই লুণ্ঠন ও নির্যাতন শুরু করেন, তাহলে প্রজারা কোথায় খুঁজে পাবে নিরাপত্তা। মহামহিমের মহত্ত্ব, ক্ষমাশীলতা, ও নওশেরওয়ানের ন্যায়পরায়নতা ও সমতার গুণাবলীর কারণে আমরা আশা করি যে, ঐতিহ্যের অধিকারী বংশের যুবরাজবৃন্দ মির্জা মোহাম্মদ মোগল বাহাদুর, মির্জা খায়ের মোহাম্মদ সুলতান বাহাদুর, মির্জা মোহাম্মদ আবুবকর বাহাদুর, মির্জা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বাহাদুর ও অন্যান্যের প্রতি লিখিত আদেশ জারি করা হবে যে ভবিষ্যতে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কোন সিপাহিকে আপনার ভৃত্যের বাসভবনে প্রবেশের অনুমতি পাবে না এবং আগ্রাসী কর্মকা পরিচালনা করবে না এবং এখন সেখানে যে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে তা অপসারণ করা হবে, কারণ নগরীর দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রহরী পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে আপনার ভৃত্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। আমরা আরও আশা করি যে, মহানুভবের দয়াশীলতা ও বিবেচনায় নগরীর প্রধান থানা থেকে আমাদের বাড়িতে প্রহরী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে আমরা ও আমাদের ভৃত্যেরা বাড়িতে প্রবেশ করতে ও বাড়ি থেকে বের হতে কোন বাধার সম্মুখীন না হই এবং নগরীর বজ্জাত লোকদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। আমরা আপনার কাছে নিবেদন করি যে, প্রধান দারোগাকে এই মর্মে একটি লিখিত আদেশ দেয়া হবে যে দুষ্ট প্রকৃতির কোন লোক আপনার ভৃত্যদের কোন বিঘ্ন সৃষ্টির সুযোগ পাবে না। দরখাস্ত কারী ভৃত্য যুগল কিশোর ও শেও প্রসাদ, ব্যবসায়ী। তারিখ বিহীন, হিন্দিতে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

পেন্সিলে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ।

www.pathagar.com

"মির্জা মোগল বাহাদুর দরখাস্তকারীদের বাড়িতে প্রহরী মোতায়েনের ব্যবস্থা করবে।" দরখাস্তের উল্টো পিঠে লিখা হয়েছে, "মহান বাদশাহ'র পল্টন ১৮৫৭ সালের ১ জুলাই এ মর্মে লিখিত আদেশ দিয়েছে।"

দলিল নং-২৩। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ২ জুলাই, ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।
পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, নগরবাসীদের পক্ষ থেকে আজ একটি দরখাস্ত হস্তগত হয়েছে, যাতে বেরেলি থেকে সিপাহি কর্মকর্তাদের আগমনের প্রেক্ষিতে প্রধান দারোগা নগরবাসীদের সশস্ত্র অবস্থায় দলবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশের উদ্দেশ্যে বুঝা যাচ্ছে না। আপনার সমীপে দরখাস্তকারী অতএব নিবেদন করতে চায় যে, এ ধরনের নির্দেশ প্রয়োজন হতে পারে, যদি কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং তারা সে অনুযায়ী কাজও করতে পারে। আপনার সেবক মির্জা মোহাম্মদ জহুর উদ-দীন বাহাদুরের দরখাস্ত। প্রধান সেনাপতির সরকারি সিলমোহরযুক্ত।

এ সংক্রান্ত কোন আদেশ জারির উল্লেখ নেই।

দলিল নং-২৪। সৈয়দ মোহাম্মদের দরখাস্ত। তারিখ- ৪ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিবেদন করছি যে, কাশ্মীরি গেটের নিকটে স্কিনারের বাসভবনের একেবারে কাছে নবম দেশীয় পদাতিক পল্টনের সিপাহিরা ছাউনি স্থাপন করেছে, যারা আইলখন্দ খান থানার কাছাকাছি ও স্কিনারের বাড়ির পিছনের দিকের বাড়িঘরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। একটি বর্গাকৃতির জায়গায় কিছু বাড়ি, যার কিছু ইটপাথরে তৈরি ও কিছু মাটির ঘর এবং কাঁচা ইটে তৈরি ঘর, যেগুলো দরবেশ ও তপস্বীদের বাসস্থান, সেগুলোও সেখানেই অবস্থিত। উল্লিখিত সিপাহিরা আগেই এসব বাড়ির দরজা ও চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে এবং এখন তারা ছাদ ধ্বংস করছে। যেহেতু মহানুভব সকলের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে থাকেন, সে কারণে দরখাস্তকারী আপনার সহৃদয়তা ও আনুকূল্যের ওপর নির্ভর করছে এবং প্রার্থনা করছে যে সিপাহিদের দ্বারা বাড়িঘরগুলোর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন বন্ধ করে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা তাদের আগ্রাসী হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এটি অতীব প্রয়োজনীয় বলে দরখাস্ত পেশ করা হলো। বাদশাহ'র সমৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করছি। অধম সৈয়দ মোহাম্মদের দরখাস্ত।

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ:
"মির্জা মোগল বাহাদুর নবম দেশীয় পদাতিক পল্টনের কর্মকর্তাদের কাছে কঠোর নির্দেশ পাঠাবে দরখাস্তে উল্লেখিত ধ্বংসযজ্ঞ হতে বিরত থাকতে।"

www.pathagar.com

দলিল নং-২৫ । আহসান-উল-হকের দরখাস্ত । তারিখ ৪ জুলাই ১৮৫৭ ।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ ।

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, যুবরাজ মির্জা আবুবকর সাহিব অনিয়ন্ত্রিত বাড়াবাড়ি ও বেপরোয়ার অভ্যাসে উপনীত হয়ে অসদুদ্দেশ্যে বাহরাম খান তেরাহার (দরখাস্তকারীর বাড়িও নগরীর একই এলাকায় অবস্থিত) শাহজাদী ফারখুন্দা জামানীর বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছেন এবং তিনি এমন আচরণ ও কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছেন যা মদ্যপানজনিত উপসর্গ হতে পারে । তার নিয়ম অনুসারে তিনি গতকাল দ্বিপ্রহরের আগে শাহজাদীর বাসভবনে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করে মদ্যপান করতে থাকেন ও দিনের অবশিষ্ট সময় ধরে গান শোনেন । সূর্যাস্তের প্রায় দেড় ঘন্টা পর তিনি বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি নেন । কিন্তু দুর্ঘটনাবশতঃ দারোয়ান চাবি নিয়ে যাওয়ায় রাস্তার দিকের গেটটি বন্ধ ছিল এবং তিনি সহসাই বের হয়ে যেতে পারেননি এবং মির্জা সাহিবের যেতে বিলম্ব হয়েছে । এর ফলে মির্জা সাহিব ক্রুদ্ধ হয়ে তার পিস্তল বের করে আপনার ভৃত্যকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে, যে তার কয়েকজন বন্ধুর সাথে তখন দরজায় বসা অবস্থায় ছিল । আপনার সেবক নিরবতা বজায় রাখে এবং যদিও সহিংসতার কোন সুযোগ ছিল না, তথাপি মির্জা সাহিব তার জিহবার লাগামহীন ব্যবহার করেন এবং আপনার সেবকের বাড়িতে প্রবেশের কথা এবং বাড়ি লুণ্ঠন ও বাড়ির সমস্ত কিছু নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । আপনার সেবক অবশ্য, দরজা বন্ধ করে শিকল টেনে ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল । মির্জা সাহিব আপনার সেবককে হত্যার ইচ্ছায় তার পিস্তল তাক করে রাখে ও গুলী ছুঁড়ে । কিন্তু যেহেতু আপনার এই ভৃত্যের জীবনের সামান্য অংশ অসম্পূর্ণ ছিল, সে কারণে নিক্ষিপ্ত গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় । দরজা বন্ধ করে দেয়ার পর মির্জা তরবারি বের করে দরজার ওপর কয়েক দফা হামলা চালান এবং তার ভৃত্যদের নির্দেশ দেন প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ ও দরজার ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতে । তিনি আরও নির্দেশ দেন যে গোলন্দাজ, পদাতিক ও অশ্বরোহীরা বাড়ি লুণ্ঠন করে এর বাসিন্দাদের হত্যা করবে । ফৈয়াজ বাজারে প্রহরায় নিয়োজিত প্রহরী এসে উপস্থিত হলে মির্জা বলপূর্বক তাকে মাটিতে ফেলে দেন এবং এটাও সম্ভব ছিল যে তিনি প্রহরীর মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন । কিন্তু তা ঘটেনি, কিন্তু মির্জা তার পিঠ ও মাথায় এমন আঘাত করেছেন যে সে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে থাকে । এছাড়া মির্জা তার খোলা তরবারি সকল দিকে ঘুরাতে থাকেন এবং পিস্তল দিয়ে কয়েক দফা গুলী নিক্ষেপ করে দরজার বিশেষ ক্ষতি সাধন করেন । অতঃপর তিনি সিপাহিদের বাজারে ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন লুণ্ঠন ও হত্যা চালাবার । সে সময় রাস্তা দিয়ে যারা অতিক্রম করছিল তাদের অনেক গুলীর আঘাতে আহত হয় । একটি গুলী বিদ্ধ হয় নগর দারোগার সহকারীর শরীরে । এ সময় বাড়ির সামনের চত্বরে যেসব মালামাল ছিল তা লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দরজায় একজন প্রহরী মোতায়েন করে মির্জা চলে যান । এই হাঙ্গামায় আপনার ভৃত্য রোজ কিয়ামতের দিনের আলামত দর্শন করেছে । যা কিছুই ঘটার তা ঘটেছে এবং এখন আপনার দয়াশীলতার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে এর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হবে । তা না হলে আগামীকাল

www.pathagar.com

আজ থেকে খুব দূরে নয় এবং উল্লেখিত বিশ্ব অধিকারী মির্জা আবুবকর অসদুদ্দেশ্যে সুনিশ্চিতভাবেই কামান, বন্দুক ও তরবারি নিয়ে আসবেন এবং তার উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করবেন। আমরা অসহায় প্রজারা যে যাতন' ভোগ করবো তা হবে বর্ণনাতীত। আপনার সমৃদ্ধি কামনা করছি।

লুণ্ঠিত মালামালের তালিকা :

পাঁচ গজ দীর্ঘ সূতী গালিচা, মূল্য ৭ রুপি	- ১টি
পিতলের পাত্র (লোটা)	- ২টি
পিতলের রিকাব ও ঢাকনা, মূল্য ১ রুপি	- ২টি
জায়নামাজ, মূল্য ২ রুপি	- ১টি
বেনারশী ওড়না, মূল্য ৭ রুপি	- ১টি
একটি ঘোড়া, মূল্য ২০০ রুপি	- ১টি
ছোট একটি হুকা	- ১টি
দু'টি বলদ, মূল্য ১০০ রুপি	- ২টি
একটি তরবারি, মূল্য ১৫ রুপি	- ১টি

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক স্বাক্ষরে মোহাম্মদ আহসান-উল-হকের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশ। তারিখ ৫ জুলাই, ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল।
পুত্র, কীর্তিমান ও বীর মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে মির্জা আবুবকর বাহাদুরের ভৃত্যদের কাছ থেকে একটি তরবারি ও গোলাপি রং এর একটি পাগড়ি, কামদার খানের লুণ্ঠিত সম্পত্তি খুঁজে উদ্ধার করা। ফৈয়াজ বাজারের প্রহরী, যে আহত হয়েছে তাকেসহ সমুদয় মালামাল উদ্ধার করে আমার সামনে হাজির করবে। এছাড়া মুফতি ইকরাম উদ্দিনের পুত্র মোহাম্মদ আহসান-উল-হকের সম্পত্তি খুঁজে বের করবে যেগুলো মির্জা আবুবকরের লোকজন লুণ্ঠন করেছে, যার দরখাস্ত সাথে যোগ করা হলো। উদ্ধারকৃত মালামাল, দারোগার সহকারীর মালামাল সবই আমার কাছে হাজির করবে। আমার দয়াশীলতার আশ্বাস রইলো।"

দলিল নং-২৬। পেন্সিলে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ। তারিখ ১১ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মির্জা মোগল,
কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আমি মৌখিকভাবেও নির্দেশ দিচ্ছি একটি ঘোড়া, একটি পিস্তল ও অন্যান্য সম্পত্তি অনুসন্ধানের জন্যে। যেগুলো নগরীর প্রধান দারোগার সহকারীর

www.pathagar.com

মালিকানাধীনে ছিল। আজ প্রধান দারোগা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসায় তার কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে এলেনবরো ট্যাংকের কাছে অশ্বারোহী বাহিনীর ছাউনিতে দারোগার সহকারীর ঘোড়াটিকে শনাক্ত করে জুগা সহিস সদ্য ফেরত এসেছে। অতএব, পুত্র, তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে আগামীকাল অবশ্যই ঘোড়াটি চিহ্নিত করে সিপাহিদের থেকে সেটি উদ্ধার করে দারোগার কাছে সমর্পণ করতে। আমার দয়াশীলতার আশ্বাস দিচ্ছি।"

পত্রের উল্টো পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর বা সিলমোহর ছাড়াই দৃশ্যতঃ মির্জা মোগল আদেশ দিয়েছেন যে, অশ্বারোহী বাহিনীর কর্মকর্তাদের একটি আদেশ দেয়া হোক ঘোড়াটির ব্যাপারে তদন্ত পরিচালনার জন্যে। যদি প্রমাণিত হয় যে শনাক্তকৃত ঘোড়াটি দারোগার সহকারীর, তাহলে সেটি অনতিবিলম্বে এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারিখ ১২ জুলাই ১৮৫৭।
আদেশটির নিচে আরো লিখা রয়েছে যে, "এ আদেশ ভিন্ন একটি কাগজে লিখা উচিত ছিল। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবেই এখানে লিখা হয়েছে।"

দলিল নং-২৭। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। তারিখ ১১ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।
পরম শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, ইউসুফ বেগের মাধ্যমে প্রেরিত পিস্তলটি হস্তগত হয়েছে। মহানুভব মৌখিকভাবে যে আদেশ আপনার দরখাস্তকারীর পালক পিতার মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার খাদেম জানাতে চায় যে আপনি আপনার খাদেমের আচার আচরণের খুঁটিনাটি অবহিত এবং এর আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। মহানুভবের কাছে কোনকিছুই গোপনীয় নেই। আপনার ভৃত্য, অতি নিষ্ঠার সাথে শপথ উচ্চারণ করে নিশ্চিত করছে যে, আপনাকে পূর্বে না জানিয়ে কোন আদেশ জারি করা হয়নি এবং যদি কোনটি জারি করা হয়েও থাকে তাহলে সবসময়ই অন্ততঃ সে সম্পর্কে হাকিম সাহেবকে জানানো হয়েছে। আপনার এই দাস, আপনার অজ্ঞাতে কোন রকম আদেশ জারি করেনি। সিপাহিদেরকে অর্থ প্রদান সম্পর্কে আপনার খাদেম নিবেদন করতে চায় যে, এ ব্যাপারে বিন্দি মহাজনকে তলব করা যেতে পারে এবং শপথের অধীনে তিনি ঘোষণা করতে পারেন যে আপনার ভৃত্য সবসময় অর্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পর্যন্ত, এমনকি এক লাখ রুপির মতো নগন্য পরিমাণ অর্থ তসরুফ করেছে কিনা। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। অধম দাসের দরখাস্ত। জহুর-উদ-দীন। প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সিলমোহরযুক্ত।
পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ: 'তদন্তের ব্যবস্থা করা হোক।'

দলিল নং-২৮। যমুনা দাস, মুতরা'র বাসিন্দা জোতদারের দরখাস্ত। তারিখ ১৪ জুলাই ১৮৫৭।

www.pathagar.com

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধেয় মহানুভব। আপনার অধম দাস বেশ কয়েক বছর যাবত কোন কাজকর্ম ছাড়া নিজ বাড়িতে বাস করে আসছে এবং তার পক্ষে যতোটা ভালোভাবে সময় কাটানো সম্ভব কাটিয়েছে। এখন জীবিকার সন্ধানে সে আপনার দরজায় উপনীত হয়ে প্রার্থনা করছে যে আপনার পক্ষ থেকে তাকে দিল্লি- থেকে মুতরায় গিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দিয়ে একটি আদেশ দেয়া হোক, এবং সেখান থেকে আগ্রায়। আপনার দাস যেহেতু মুতরার অধিবাসী এবং এর ফলে সে পুরো অঞ্চলের সাথে ভালোভাবে পরিচিত। অতএব, সে আপনার পৃষ্ঠপোষকতা ও ভগবানের কৃপায় সেখানে ভালোভাবে ব্যবস্থা করে নিতে সক্ষম হবে, যা যথার্থই কার্যকর প্রমাণিত হবে। এছাড়া আপনার দাস সে এলাকায় প্রায় দুই হাজার লোককে জানে, যারা আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারে। তার যা প্রয়োজন তা হলো আপনার আদেশ। অতঃপর সে দিল্লি থেকে মুতরা পর্যন্ত প্রতিটি শহর ও জনপদের ডাক ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। মুতরায় পৌঁছার দশ বা পনের দিনের মধ্যে আপনার দাস শাহী খাজাঞ্চিতে আনুমানিক দশ লাখ রুপি প্রেরণ করবে রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্যে। অতএব, সে নিবেদন করতে চায় যে বিষয়টি সদয় বিবেচনার জন্যে গ্রহণ করে একটি কামান ও বারুদ এবং কিছু পদাতিক তার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। সে এলাকায় উপনীত হয়ে আপনার দাস ভগবানের কৃপায় অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এর ফলে আপনার সরকারের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনার শাহী কর্তৃত্ব ছাড়া আপনার দাস কোনকিছু করতে অক্ষম এবং এরপর যা কিছু অর্জিত হবে তাতে আপনার খেদমতেই পেশ করা হবে। এর বাইরে অন্য সবকিছু ভগবানের ইচ্ছার অধীন। এটি অতীব প্রয়োজনীয় বলে আপনার কাছে নিবেদন করা হলো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি।

বারুদ ও গোলাসহ কামান	- ১টি
অশ্বারোহী ও পদাতিকসহ পল্টন	- ১টি
নিবেদনকারীর কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য বাদশাহ'র কর্তৃত্ব দানের সিলমোহর	- ১টি

উপরোল্লিখিত জিনিসগুলো ছাড়া বাদশাহ' যা কিছু বিবেচনা মনে করেন তা দিতে পারেন। অধম ভৃত্য যমুনা দাসের দরখাস্ত, যে মহান বাদশাহ'র নিমক খেয়ে লালিত, বর্তমানে দিল্লিতে বসবাসকারী মুতরার বাসিন্দা।" দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর হিন্দিতে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু দরখাস্তটির ব্যাপারে কোন আদেশ দেয়া হয়নি। কিন্তু পৃথক একটি কাগজে বাদশাহ'র পক্ষ থেকে মির্জা মোগলকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পৃথক স্থানে তরজমা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দলিল নং-২৯। শাহী উদ্যান ও বাদশাহ'র জমিজমার দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত, সাহিবাবাদের সাথে সংযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক রতন চাঁদের দরখাস্ত। তারিখ বিহীন।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে চাঁদনী চকে যেসব সিপাহি তাদের আস্তানা গেড়েছে তারা দোকানপাটের সামনে তাদের ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। এর ফলে অনেক দোকানি তাদের দোকান পরিত্যাগ করে চলে গেছে এবং যারা এখনো আছে, তারাও একইভাবে সিপাহিদের ভয়ে দোকান ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। এর ফলে দোকান থেকে আদায়কৃত ভাড়ার ক্ষতি ও দোকানেরও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যে দোকানগুলোতে সদ্য পলেস্তারা লাগানো হয়েছিল সেগুলো এখনো মেরামত করা হয়নি। আপনার দরখাস্তকারী অতএব প্রার্থনা করছে যে, আপনি অনুগ্রহ করে আদেশ দিন যাতে এ অবস্থার অবসান ঘটে। দরখাস্তকারী শাহী নিমকভোগী ভৃত্য রতন চাঁদ। শাহী উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক।"

উপরোক্ত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বাদশাহ'র স্বাক্ষর ও সিলমোহর বিহীন আদেশ। ১৬ জুলাই, ১৮৫৭।

"বরাবর

মির্জা মোগল'

পুত্র, কীর্তিমান ও বীর মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। সাহিবাবাদ উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক রতন চাঁদের একটি দরখাস্তের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, যোধপুর থেকে আগত অশ্বারোহী সিপাহিরা তাদের ঘোড়া দোকানপাঠের সামনে বেঁধে রাখছে এবং অনেক দোকান দখলও করেছে। এর ফলে কিছু সংখ্যক দোকানি তাদের দোকান ছেড়ে চলে গেছে। আর যারা আছে, তারাও চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। এ পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যক্তিগত আয়ে ক্ষতি হতে বাধ্য। অতএব, পুত্র তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে সিপাহিদেরকে তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে সরিয়ে দিতে এবং অন্য কোন স্থানে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে। এর ফলে আমাদের যে ক্ষতির আশঙ্কা তা দূর হতে পারে। আমার অনুগ্রহের আশ্বাস দিচ্ছি।"

দলিল নং-৩০। ব্যবসায়ী শেও দয়াল শাদিরামের দরখাস্ত। ১৭ জুলাই, ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জানাচ্ছি যে, বিপুল সংখ্যক জনতা প্রতিদিন কাশ্মিরী গেটে অবস্থিত আপনার সেবকদের দোকানে আসে এবং দাঙ্গামূলক কর্মকা চালায়। কখনো কখনো তারা নগরীর প্রধান দারোগাকে এবং কখনো সিপাহিদের সাথে নিয়ে আসে ও তাদের আচরণের জন্য অপানার ভৃত্যদের দোষারূপ করে যে আমরা দুশমনদের কাছে মালামাল পাঠাচ্ছি। মহানুভব, আপনার কাছে নিবেদন করছি যে আমরা আপনার ঐশ্বর্যশালী বংশের আজন্ম ও বংশানুক্রমিক ভৃত্য। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের শিকার হয়ে আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি এবং

www.pathagar.com

আমাদের দারিদ্র নিশ্চিত। সেজন্যে আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আমাদের দোকানগুলো রাষ্ট্রের অধীনে তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকুক, যাতে দোকানগুলো রক্ষা পায় এবং আমরাও অভিযোগ করার উর্ধ্বে অবস্থান করি। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। দোকানি শাদিরাম ও শেও দয়ালের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"মির্জা মোগল দরখাস্তকারীদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"
দরখাস্তের উল্টো পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর বা সিলমোহর ছাড়া দৃশ্যত মির্জা মোগলের আদেশ, যা বাদশাহ'র আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া হয়েছে;
"এই দরখাস্ত শাহী হস্তাক্ষর সম্বলিত একটি আদেশ, যাতে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশসহ আজ এই দফতরে হস্তগত হয়েছে। দরখাস্তকারীরা নিবেদন করেছে, যাতে তাদের দোকানগুলো রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে তালাবদ্ধ থাকে, তাহলে সেগুলো নিরাপদে থাকবে। অতএব, নগরীর প্রধান দারোগার কাছে একটি লিখিত আদেশ পাঠানো হোক, যাতে দরখাস্তকারীদের অনুরোধের প্রতি সাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং দারোগা তাদের দোকান তালাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করবেন এবং যাতে দোকানের কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। এখানে পানীয় প্রেরণের কোন প্রয়োজন নেই। তারিখ ১৮ জুলাই ১৮৫৭।

দলিল নং-৩১। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরের দেয়া আদেশ। তারিখ ১৭ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মির্জা মোগল
পুত্র, কীর্তিমান ও বীর মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। জেনে রাখো যে, আলীগঞ্জ, মাল্লানজি, হাসানগড় ও আলাপুরের গুজ্জারদের সহিংস হাতে একজন জমাদার ও থানার কিছু রক্ষী আহত হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে পাহাড়গঞ্জের দারোগা সৈয়দ হোসেন আলকি খান যে দরখাস্ত দিয়েছেন তার প্রতিবিধানের জন্যে তোমাকে একটি বিশেষ আদেশ পাঠানো হচ্ছে, সাথে দরখাস্তের মূল কপিও সংযুক্ত করে দেয়া হলো। আজ সাহরোওয়ালির দারোগার আগমনে তার কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে, একই গুজ্জাররা এখন সড়কপথে দস্যুতায় লিপ্ত হয়েছে এবং পল্লী এলাকায় লুণ্ঠন চালাচ্ছে। এ ধরনের বিশৃঙ্খলা অবিলম্বে দমন করা প্রয়োজন। অতএব, তোমাকে অবিলম্বে এক পল্টন পদাতিক ও পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী পাঠানোর জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে উলি-খিত গুজ্জারদের পাকড়াও কারার জন্যে। সেই সাথে তাদের গ্রামের দলপতিদেরও ধরতে হবে। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলে তাদের অপকর্মের জন্যে তারা অবশ্যই শাস্তি লাভ করবে এবং পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।" প্রাপ্তির তারিখ ২৭ জুলাই ১৮৫৭।

www.pathagar.com

দলিল নং-৩২ । পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ।

"বরাবর

মির্জা মোগল

কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমাকে জানাচ্ছি যে, বর্তমানে দিলি-তে বসবাসরত মুতরার বাসিন্দা ও জোতদার যমুনা দাসের দরখাস্ত হতে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে তার অধীনে ২,০০০ সিপাহি আছে, যারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞ এবং তিনি শাহী খাজাঞ্চিতে দশ লাখ রুপি আদায় করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, দিলি- থেকে আগ্রা পর্যন্ত সড়কে তিনি দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এবং সেজন্যে তার প্রয়োজন সামরিক শক্তির সহযোগিতা, যার মধ্যে থাকবে গোলন্দাজ, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং সেই সাথে গোলাবারুদ ও কর্তৃত্বের সিলমোহর। সেজন্যে কিছু বিষয়ে তদন্ত করা আবশ্যক; যেমন, লোকটি কিভাবে উপরোল্লিখিত কাজগুলো পরিচালনা করবেন এবং তিনি যা বলছেন তা যে বাস্তবায়ন করবেন তা কিভাবে প্রমাণ করবেন। অতএব, পুত্র তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে সেনাবাহিনীর সকল প্রধান কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি দরবারের আয়োজন এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে আলোচনা করে আমার বিবেচনার জন্যে পেশ করতে। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে তিনি যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছেন যে সেসব বিষয়ে তিনি সফল হবেন, আসলে সেগুলো গ্রহণযোগ্য কিনা বা সফলতা আদৌ সম্ভব কিনা। তিনি যদি সফল হতে পারেন, তাহলে তিনি কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন। তুমি অবশ্যই জানাবে যে এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা কি? অথবা এ ব্যাপারে লোকটির সামর্থ আছে কিনা অথবা লোকটি কি নিজেই লুণ্ঠন কার্যে অবতীর্ণ হবে কিনা। পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট এই সকল বিষয়, কর্মপন্থা ও যে প্রক্রিয়ায় তিনি দরখাস্তে উলি-খিত কাজগুলো করতে চান সে বিষয়গুলো তুমি সুস্পষ্টভাবে বিবেচনার জন্যে পেশ করবে এবং অতঃপর সুনির্দিষ্ট আদেশ জারি করা হবে। মূল দরখাস্ত এর সাথে যুক্ত করে দেয়া হলো এবং তুমি উল্লেখিত প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে দেখবে এবং যে বিষয়েই সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে তা আমার কাছে পেশ করবে। আমার অনুগ্রহের ব্যাপারে আশ্বাস দিচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ এই লোকটি কি দশ লাখ রুপি লুকিয়ে রাখা স্থান খুঁড়ে বের করবে অথবা লোকটি কি এমন কোন জায়গার কথা জানে যেখানে অর্থ গচ্ছিত আছে অথবা এ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্যে কি লোকটি কাউকে লুণ্ঠন করবে? এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা অত্যন্ত জরুরি।

দলিল নং-৩৩। ইমাম বখশ চৌধুরী ও বরফ ঘরের সকল ব্যক্তির দরখাস্ত। তারিখ বিহীন। চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ ১৮ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।

পরম শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, আমরা স্মরণাতীতকাল থেকে আপনার ভৃত্য, আপনার মহান বংশের নিমক খেয়ে লালিত পালিত হয়েছি। যে সিপাহিরা এখন উপস্থিত হয়েছে

www.pathagar.com

তারা আপনার দাসদের বাড়ির কাছেই ছাউনি ফেলেছে, যা তুর্কমেন গেটের বিপরীত দিকে বরফ ঘরের একেবারে লাগোয়া। এর ফলে আপনার ভৃত্যেরা উদ্বিগ্ন ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। আমাদের ঘরের ছাদের কাঠগুলো খুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বহু বাসিন্দা তাদের জীবন বিপদাপন্ন মনে করে স্থান পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনার অধম দাস রয়ে গেছে এই বিবেচনায় যে আপনার পরিচারকরা আপনার জন্যে যে বরফ ব্যবহার করে তা এই বরফ ঘর থেকেই সরবরাহ করা হয়। মহানুভব, আপনি আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল ও রক্ষাকারী। অতএব, আপনার দাস সবিনয়ে নিবেদন করছে যে, তুর্কমেন গেটের সন্নিকটে রাজা জয়সিংয়ের মানমন্দির সংলগ্ন জয়পুরের রাজার সম্পত্তি মধুগঞ্জে প্রাচীর বেষ্টিত একটি জায়গা এখনো সংরক্ষিত রয়েছে তা মেহেরবাণী করে ভৃত্যের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হোক। বেরেলি থেকে আগত সিপাহিদের উদ্দেশ্যে একটি আদেশ জারি করা যেতে পারে যে, তারা যাতে কোন বিরোধিতা বা বাধার সৃষ্টি না করে, যাতে আপনার ভৃত্যেরা নিরাপত্তা লাভ করে আপনার সমৃদ্ধির জন্যে দিনরাত প্রার্থনা করতে পারে। আমরা আরো নিবেদন করছি যে আপনার বিশেষ স্বাক্ষরে সেনা কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করা হোক। ইমাম বখশ ও বরফ ঘরের কর্মীদের দরখাস্ত।

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"মির্জা মোগল বাহাদুর মানমন্দিরে দরখাস্তকারীদের জায়গার ব্যবস্থা করে দেবে এবং এ ব্যাপারে লিখিত আদেশ প্রদান করবে।"
দরখাস্তের উল্টো পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর ও সিলমোহর বিহীন আদেশ, দৃশ্যতঃ বাদশাহ'র আদেশ অনুসারে মির্জা মোগলের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থা সম্বলিত। তারিখ ১৮ জুলাই ১৮৫৭।

দলির নং-৩৪। নাজিবাবাদের নওয়াজ মোহাম্মদ খানের প্রতি দিল্লি থেকে প্রেরিত ফরমানের তরজমা
সিলমোহর

আবুজাফর-সিরাজুদ্দিন মোহাম্মদ
বাহাদুর শাহ
পাদশাহ-ই-গাজি ১২৫৩ হিজরি ও
শাসনের প্রথম কাল

আমির-উদ-দৌলত, জিয়া-উল-মুলক, মোহাম্মদ মাহমুদ খান বাহাদুর, মোজাফফর জং, আমার বিশেষ খাদেম, আমার দয়াশীলতা ও নিরাপত্তা লাভের যোগ্যতার অধিকারী, আমার আনুকূল্যের পাত্র।
জেনে রাখুন। লুটেরা ও দুষ্ট লোকদের কর্মকা দ্বারা ওই জেলার সকল পরগনার বিপর্যস্ত ও গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি ও তা দমনের ব্যাপারে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের গৃহীত ব্যবস্থাবলী, আমার রাজবংশের প্রতি বিশ্বস্ত একজনের বংশানুক্রমিক সেবার কথা মনে রেখে ও জিলার বিষয় সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়সহ দরখাস্তে উল্লেখিত সকল

www.pathagar.com

বিষয় আমি অবহিত হয়েছি। সেই বিশেষ খাদেমের পূর্বপুরুষদের আস্থা সাবেক সম্রাটদের আনুকূল্যের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং সেই বিশেষ খাদেমকে আমরাও সবসময় বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করে এসেছি। এবং যেহেতু আপনি আমার শাহী দৃষ্টির আলো জান্নাতবাসী মির্জা শাহরুখের শেষকৃত্যের ব্যাপারে কোন কাজই অসম্পূর্ণ রাখেননি (বাদশাহ'র পুত্র মির্জা শাহরুখ দশ বার বছর পূর্বে রোহিলাখণ্ডে বন্দুকবাজি করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন।)
অতএব, আপনি আমার বিশেষ দয়াশীলতার যোগ্য।
আপনি যদি আপনার অতীতের ভালো কাজগুলো ছাড়াও আরও কার্যকর সেবা প্রদান করতে আগ্রহী হন, তাহলে আপনার প্রতি শাহী আনুকূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার অনুরোধ অনুযায়ী সমগ্র জিলার দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত করা হবে। যতোদিন পর্যন্ত একটি সমন জারি না করা হয়, ততোদিন আপনি জিলার আদায়কৃত কর আপনার কাছে গচ্ছিত রাখবেন, যা সেনাবাহিনীর সদস্য ও কর আদায় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের পর উদ্বৃত থাকবে। অবশিষ্ট অর্থ আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

বিপুল পরিমাণ অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি ও ঘোড়া, যা ব্রিটিশ অফিসারদের পলায়নের পর আপনার করতলগত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে জানাচ্ছি যে, সেসবের একটি হিসাব তৈরি করে মথুরা দাস ও দুজন ঘোরসওয়ারের মাধ্যমে অবিলম্বে প্রেরণ করবেন, যাতে আপনার কাজের যথার্থতারও মূল্যায়ন হয়ে যায়। আপনি আপনার দায়িত্ব পালনের ২১তম বছরে ২৮ জিলকদ অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের ২১ জুলাই আপনার পদোন্নয়ন সংক্রান্ত ফরমান লাভ করবেন।"

তরজমা
জেসি উইলসন
মুরাদাবাদের বিচারক, সিনিয়র কমিশনার, মিরাট

দলিল নং-৩৫। করিম বখশ ওরফে নাথুয়া'র তারিখ বিহীন দরখাস্ত। বাদশাহ'র আদেশ প্রদানের তারিখ ২২ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, চিরন্তন ও ক্ষমাশীল!
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে এক সপ্তাহ বা দিন দশেক পূর্বে জওয়াহের বখশ নামে ১১তম পদাতিক পল্টনের সিপাহি আপনার অধম ভৃত্যের মালিকানাধীন একটি কালো রং-এর মাদী খচ্চর কাজী-কা-হাউজ নামক রাস্তা থেকে চুরি করেছে। পাঁচ দিন ধরে অনুসন্ধানের পর আপনার ভৃত্য অনেক কষ্টের পর খচ্চরটির সন্ধান পেয়েছে। জওয়াহের বখশ এগার রুপির বিনিময়ে খচ্চরটি ফিরিয়ে দেয়। তিনদিন পর সেই সিপাহি আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে তুর্কমেন থানার অধীন আপনার ভৃত্যের বাড়িতে এসে তাকে তস্কর হিসেবে ধরে নিয়ে যায় ১১তম পদাতিক পল্টনের ডাক্তার মির্জা সুলতানের কাছে,

www.pathagar.com

ডাক্তার আপনার ভৃত্যকে আটকে রেখে বলেন যে, খচ্চরটি তার, অতএব, হয় আপনার ভৃত্যকে পশুটি তার কাছে আনতে হবে, অথবা কয়েদখানায় আটক থাকতে হবে। জীবন এক জটিল অবস্থায় পতিত হবে বলে ভীত হয়ে খচ্চরটি তার কাছে হস্তান্তর করে এবং খচ্চরের জন্য আগে সে যে এগার রুপি পরিশোধ করেছিল তা তাকে ফেরত দেয়া হয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, প্রায় পাঁচ মাস আগে আপনার ভৃত্য প্রশ্নের অধীন এই প্রাণীটি খরিদ করেছিল অষ্টম অনিয়মিত অশ্বারোহী পল্টনের রিসালদার রমজান খানের কাছ থেকে, যিনি দিলি-র বাসিন্দা। আপনার দাস প্রার্থনা করছে যে দরিদ্রের নিরাপত্তার প্রতি যত্নশীল মহানুভব উপরোলি-খিত রিসালদার এবং ওই পল্টনের আরো চার পাঁচজন কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যাতে আপনার অধম ভৃত্য ন্যায়বিচার পেতে পারে এবং আপনার শাসনের সমৃদ্ধি চিরদিন কামনা করতে পারে। এটি প্রয়োজনীয় ছিল বলে পেশ করা হলো। ন্যয়বিচারের দাবিদার ও খচ্চরের মালিক ভৃত্য করিম বখশ ওরফে নাথুয়া'র দরখাস্ত।"

কালি দিয়ে লিখা বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশঃ
"১১তম পদাতিক পল্টনের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে একটি আদেশ লিখা হোক।" দরখাস্তের উল্টো পৃষ্ঠার এক কোণায় লিখা রয়েছে, 'এ ব্যাপারে লিখিত কোন আদেশ দেয়া হয়নি।'

দলিল নং-৩৬। পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ। ২২ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মির্জা মোগল
কীর্তিমান ও বীরপুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, ইতোপূর্বে কিছু সিপাহি হায়াত বখশ ও মাহতাব উদ্যানে ছাউনি ফেলেছিল এবং এর ফলে উদ্যান দু'টির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অবশেষে শাহী ফরমান জারি করে তাদেরকে উদ্যান থেকে অপসারণ করা হয়েছে। কিন্তু এখন ৫৪তম দেশীয় পদাতিক পল্টনের প্রায় দু'শ সিপাহি এবং একজন ডাক্তার, তার পরিবারসহ সেখানে ডেরা বেঁধেছে। যদি তারা সেখান থেকে চলে না যায়, তাহলে উদ্যান দুটির ব্যবস্থাপনা আগের মতো দশায় পড়বে। তাছাড়া আমার অনুচরেরা প্রায়ই উদ্যানে যাতায়াত করে থাকে এবং তারা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। অতএব, তুমি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ওইসব সিপাহি ও দেশীয় ডাক্তারকে উদ্যান থেকে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ কাজের মাধ্যমে তুমি আমার পরম আশির্বাদ লাভ করবে।"

www.pathagar.com

আদালতের
দ্বিতীয় দিবস

বৃহস্পতিবার, ২৮ জানুয়ারি ১৮৫৮

গত দিবসের মুলতবীর পর লালকিল্লার দিওয়ান-ই-খাস এ বেলা ১১টায় আদালত পুনরায় বসে।

আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত। বন্দীকে আদালতে আনা হয়। আহসান উল্লাহ খানকে তলব করা হয় এবং তার হলফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

বন্দী এবার আদালতকে অনুরোধ করেন যে তাকে সহায়তা কারার জন্য গোলাম আব্বাস নামে এক উকিলকে আদালতে হাজির হওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। আদালত এতে সম্মত হয় এবং গোলাম আব্বাস আদালতে এসে আসন গ্রহণ করেন।

গতকাল জজ এডভোকেট আদালতে যে দলিলগুলোর ইংরেজি তরজমা পাঠ করেছিলেন দোভাষি সেগুলোর মূল ফারসি কপি আদালতে পেশ করেন এবং বন্দীর সহকারীকে ব্যাখ্যা করা হয় যে প্রতিটি দলিলের প্রেক্ষিতে সাক্ষী গতকাল কি সাক্ষ্য দিয়েছে। দোভাষি দলিলের ফারসি মূল কপিগুলোর ৩৬ নম্বর পর্যন্ত পাঠ করার পর জজ এ্যাডভোকেট ৫৬ নম্বর দলিল পর্যন্ত ইংরেজি তরজমা আদালতে পাঠ করেন।

এ দিন বিবিধ কিছু দলিলও পাঠ করা হয়, যেগুলো আহসান উল্লাহ খান শনাক্ত করেন। পরিশিষ্ট-২ এ এগুলো মুদ্রিত হয়েছে।

বন্দী তার মুর্চ্ছাভাবের কথা বললে বেলা ২টা বাজার ২০ মিনিট আগে আগামীকাল বেলা ১১টা পর্যন্ত আদালত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

দলিল নং-৩৭। শাহী আদালতের সিলমোহরযুক্ত আদেশ। তারিখ ২২ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

সাহসিকতার প্রতীক

দিল্লির প্রধান দারোগা

নিম্নে বর্ণিত পাঁচজন আসামির মধ্যে দুজন আসামির মামলা সংক্রান্ত আপনার প্রেরিত দস্তাবেজ এই দফতরে মওজুদ আছে। কিন্তু বাকি তিনটি পাঠানো হচ্ছে না। আপনার কাছে যদি ওই তিনটি হারানো দস্তাবেজের কোন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র থাকে তাহলে তা পেশ করার জন্যে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এবং ভবিষ্যতের জন্যেও এটা জরুরি যে যেসব বন্দীকে আদালতে পাঠানো হবে তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে একইভাবে পৃথক পৃথক অভিযোগপত্র পাঠাতে হবে।

মামলার তালিকা :

যে মামলাগুলোর দস্তাবেজ পাওয়া গেছে

১. গুমানীর মামলা, অভিযুক্ত

২. রহম উল্লাহ'র মামলা, অভিযুক্ত

যে মামলাগুলোর দস্তাবেজ পাওয়া যায়নি

১. হরসুখ

২. গোলাম আলী

৩. খোদা বখশ

দিল্লির প্রধান দারোগা মোবারক শাহের দরখাস্ত, উপরোক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে তারিখ ২৪ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ

এই আদেশ দ্বারা যে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে একটি পৃথক দরখাস্তে তা পেশ করা হয়েছে, যা এর সাথে যুক্ত করা হলো। দিল্লি নগরীর প্রধান দারোগা, আপনার খাদেম মোবারক শাহের দরখাস্ত।"

www.pathagar.com

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহের দরখাস্ত, উপরোক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে। তারিখ ২৪ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাহাপনাহ

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, দিল্লির প্রধান দারোগার দফতর থেকে পাঁচজন বন্দীকে প্রেরণ সংক্রান্ত আপনার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। গুমানী ও রহম উল্লাহ'র মামলার দস্তাবেজ শাহী আদালতে মওজুদ আছে, কিন্তু হরসুখ, গোলাম আলী ও খোদা বখশের মালার নথিগুলো পাওয়া যায়নি এবং এর প্রেক্ষিতে আদেশ দেয়া হয়েছে যে এই দফতরে যদি শাহী আদালতের এ সংক্রান্ত কোন প্রাপ্তি স্বীকারপত্র থাকে, তাহলে সেটি যাতে পেশ করা হয় এবং ভবিষ্যৎ মামলার ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক অপরাধপত্র, ফরিয়াদী এবং অপরাধের প্রমাণও যেন বন্দীদের সাথে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মহানুভব, নিবেদনের বিষয় হচ্ছে যে, হরসুখকে এলাহাবাদের ছোট দারোগা সন্দেহবশত গ্রেফতার করেন যে সে মন্দ কর্মের মাধ্যমে তার জীবিকা নির্বাহ করছে এবং এ ধরনের অপরাধে যুক্ত অভিযোগে তাকে অত্র থানায় প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যেহেতু কোন ফরিয়াদী নেই এবং তার কাছে চুরি করা কোন মালামালও পাওয়া যায়নি, সেজন্য এই মামলাটির ক্ষেত্রে কোন অভিযোগপত্র তৈরি করা হয়নি। গোলাম আলীর ব্যাপারে দেখা যায় যে, তাকে চাঁদনীচক থানা থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে মামলার বিবরণীসহ এবং তার কাছ থেকে নিম্নেবর্ণিত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে:

> পিতলের কয়েকটি কলসি, যেগুলো জাম্মানজি কাশ্মিরীর জিনিস, ভেড়া ও বকরির চামড়া দিয়ে তৈরি জুতা, যেগুলো জুতা দোকানি মোহাম্মদ আলীর দোকান থেকে চুরি করা এবং আরও কিছু মালামাল, যেগুলো গোলাম হায়দার খানের সম্পত্তি।

প্রধান থানায় অভিযুক্তকে জেরা করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং ছোট দারোগার লিখিত বিবৃতি, সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও গোলাম আলীর নিজস্ব স্বীকারোক্তিতেও তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। চুরি করা মালামাল প্রাপ্তি স্বীকারপত্র নিয়ে দাবিদারদের ফেরত দেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর এবং এ সংক্রান্ত বয়ান এবং অধঃস্তন থানা থেকে প্রেরিত নথিসহ আপনার কাছে প্রেরণ করা হলো। এ মামলার কয়েদি সম্পর্কে বিশেষভাবে আমার বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে লোকটি নগরীর তুর্কমেন নামে পরিচিত এলাকার প্রহরীর কাজে নিয়োজিত ছিল, কিন্তু চাঁদনী চক থানার কেরানী তার নিজ এখতিয়ারে তাকে শরফি-কা-কাটরার সামনে প্রহরার জন্যে বদলি করে। সম্ভবতঃ ওই কেরানী প্রহরীদের চাকরির দেখাশুনা করে থাকেন। সে অনুসারে এ বিবৃতির একটি কপি থানার ১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই এর দরখাস্তের নথিতে সংযুক্ত রয়েছে। থানার খাতায় খোদা বখশের মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ১৮৫৭ সালের ১৭ জুলাই তারিখের বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত আছে যে খোদা বাদশা নামে এক সিপাহি বন্দীকে

www.pathagar.com

পাকড়াও করেন, যেহেতু সে জীবিকার জন্যে মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। তাকে এই থানায় এনে সিপাহি জানান যে তিনি কাউলিয়া খান নামে এক ভিক্ষুকের পুত্র নানেহকে একটি পিস্তল ধার দেন এবং তার কাছ থেকে বন্দী বলপূর্বক পিস্তলটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং সেদিন থেকেই সে আত্মগোপন করে ছিল এবং এখন তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। সিপাহির অভিযোগ কাউলিয়া খানের সাক্ষ্য দ্বারা নিশ্চিত হওয়া গেছে। মামলার বিবরণী প্রধান সেনাপতি মির্জা মোগল বাহাদুর সাহিবের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্যে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। আরও নিবেদন করা হচ্ছে যে থানায় অনুসন্ধান করেও এই মামলা সম্পর্কে শাহী আদালতের কোন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পাওয়া যায়নি। এর কারণ হচ্ছে, শাহী আদালতে যখন দলিল দস্তাবেজ প্রেরণ করা হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই কোন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দেয়া হয় না, অতএব, এ ব্যাপারে করণীয় কিছু থাকে না। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং যখন কোন বন্দীকে পাঠানো হবে, একই সঙ্গে অভিযোগপত্র, ফরিয়াদী ও প্রমাণপত্রও পাঠানো হবে। নগরীর সকল অধঃস্তন কর্মকর্তাকে এ সম্পর্কিত আদেশের বিষয় অবহিত করা হয়েছে এবং সতর্কতার সাথে তা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার খাদেম দিল্লি নগরীর প্রধান দারোগা সৈয়দ মোবারক শাহের দরখাস্ত হুকুমতের মূল কেন্দ্র শাহজাহানবাদের প্রধান থানার সিলমোহরযুক্ত।

দলিল নং-৩৮। স্বাক্ষর বিহীন শাহী ঘোষণা। তারিখ ২৩ জুলাই ১৮৫৭।

॥ রোহতাক শহরের সকল বাসিন্দার উদ্দেশ্যে ॥

ঘোষণা জারি করা হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দিকে সহিংস হস্ত প্রসারিত করবে না এবং সকলে প্রধান জোতদারদের কর্তৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণভাবে অনুগত থাকবে, তাদের প্রতি যারা রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষী। সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বেসামরিক প্রশাসন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সামরিক শক্তি অতি শিগগির পাঠানো হচ্ছে। প্রজাদের কল্যাণ ও আরাম আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখা মহান বাদশাহ'র কর্তব্য। কিন্তু যারা আইনগত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ ও আনুগত্যহীনতা প্রদর্শন করবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। জনগণের অবগতির স্বার্থে এই ঘোষণা জারি করা হলো।"

দলিল নং-৩৯। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ২৪ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আজ চৌদ্দটি মাঝারি আকৃতির ঘোড়া, যার সাথে কামানবাহী গাড়ি চালকও রয়েছে, সেগুলো আটক করে কিছু সংখ্যক পদাতিক সিপাহি আমার কাছে হাজির করেছে। চালকরা দাবি করছে যে ঘোড়াগুলো তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। তদন্ত ছাড়া তাদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। দরখাস্ত

www.pathagar.com

কারী আপনার কাছে নিবেদন করতে চায় যে, তাকে যদি নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে সে কোনরূপ তদন্তে না গিয়েই এই ঘোড়াগুলোকে শাহী গোলন্দাজ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। কিছু ঘোড়া কামান টানার উপযুক্ত, কিন্তু অন্যগুলো আকৃতিতে ছোট ও দুর্বল এবং কর্মোপযোগী নয়। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে এখন ঘোড়াগুলো এখানে রাখা যায়, বিশেষ করে নিয়মিত তদন্ত পরিচালনা পর্যন্ত, যখন সেগুলোকে আপনার খেদমতে হাজির করা হবে। আপনার যেমন ইচ্ছা হয় অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করবেন আপনার স্বাক্ষরসহ, যাতে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বিষয়টি আবশ্যকীয় বলে পেশ করা হলো, আপনার সেবক জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"তদন্ত করে তার ফলাফল বাদশাহ'র কাছে পেশ করা হোক। আদেশের নিচে লিখা - ২৭ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে প্রাপ্ত।

দলিল নং-৪০। নগরীর প্রধান দারোগা মোবারক শাহের দরখাস্ত। তারিখ ২৫ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে আজ দ্বিপ্রহরে খবর এসেছে যে পদাতিক সেনাদের বিরাট একটি দল জড়ো হয়ে আলোপি প্রসাদ ও রুরমলের বাড়িতে প্রবেশ করেছে ইউরোপীয়দের খোঁজার অজুহাতে। আমি তৎক্ষনাৎ আমার সহকারীকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেছি যাতে মন্দ প্রকৃতির লোকদের দ্বারা কোন বাড়াবাড়ি না হয় এবং প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় আমি অন্যান্য লোকদেরও পাঠিয়েছি। সহকারী ফিরে এসে আমাকে অবহিত করেছে যে, পল্টনের কর্মকর্তা তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছে যে তিনি শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন এবং সেখানে সহকারীর উপস্থিতির কোন আবশ্যকীয়তা নেই। আমি এইমাত্র জানতে পেরেছি যে এই অনুসন্ধানে কোন সন্দেহজনক সম্পত্তি বা ইউরোপীয়কে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তথাপি বাড়ির মালিকেরা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, বাড়ির দু'জন মালিককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে আটক করে রাখা হয়েছে। যে পদ্ধতিতে কোথাও অনুসন্ধান পরিচালিত হয় এক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে এবং এমন ধরনের অনুসন্ধানে প্রজারা ক্ষুব্ধ ও নিপীড়িত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে গুপ্তচরদের দেয়া তথ্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়, যারা অপরাধী নয় তাদের ওপর কোন নিপীড়ন বা আবমাননা হয় না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যদি থানা প্রশাসনের সঙ্গে চার বা পাঁচজন বিশ্বস্ত লোক দ্বারা অনুসন্ধান চালানো হয় তাহলে সমস্যার আর কিছু থাকে না। এ বিষয় নিষ্পত্তির জন্যে আমি আপনার খেদমতে দরখাস্ত করছি। এটি প্রয়োজনীয় বলে পেশ করা হলো। আপনার সেবক প্রধান দারোগা সৈয়দ মোবারক শাহ খানের দরখাস্ত।" শাহজাহানাবাদের প্রধান দারোগার

www.pathagar.com

সিলমোহরযুক্ত।

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষর সম্বলিত আদেশ :
"মির্জা মোগল অবিলম্বে পল্টনের কর্মকর্তাদের প্রেরণ করবে এবং নিরীহ লোকদের কয়েদ থেকে মুক্তি প্রদান করবে।"

দলিল নং-৪১। সিপাহি ইমাম উল্লাহ খানের দরখাস্ত। ২৬ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে আপনার ভৃত্যের ঘোড়াটির পায়ের একটি খুর কেটে যাওয়ার কারণে সেটি আর কাজের উপযোগী নেই। এ পরিস্থিতির কারণে আপনার আজন্ম এই দাস আপনার সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার ওপর নির্ভর করছে যে তাকে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হলে সে খোঁজখবর নিয়ে আরেকটি ঘোড়া আনতে পারে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার দাসানুদাস ইমাম উল্লাহ খান, অনিয়মিত অশ্বারোহী দলের সদস্য, বেতন বিভাগের সাথে যুক্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"বেতন বিভাগের কর্মকর্তারা দরখাস্তকারীর এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করবেন।"

দলিল নং-৪২। গরুরি গাড়ি বহরের মালিক সালিগ্রামের তারিখবিহীন দরখাস্ত। বাদশাহ'র আদেশ প্রদানের তারিখ ২৮ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাহাপনাহ,
শ্রদ্ধা নিবেদন করে জানাচ্ছি যে, আপনার সেবকের গরুর গাড়ির বহর, যা যাত্রী ও মালামাল নিয়ে দিল্লি ও মুতরা'র মধ্যে যাতায়াত করে আসছিল। যখন সিপাহিদের বিদ্রোহ শুরু হলো তখন তার সকল ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং তার একটি বহর, যেটি মুতরা থেকে আসছিল, সেটি দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে আরব কি সরাই এ আটকা পড়ে। যেসব লোকের দায়িত্বে গাড়িবহর ছিল, তারা এখন এর নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে এবং এর গুরুত্বের কারণে আপনার দাস খবরটি দিলি-তে নিয়ে এসেছে। এখন এই দাস শুধু আপনার দয়াশীলতা ও সদয় বিবেচনার ওপর নির্ভর করছে যে তাকে যাতে একজন হরকরার সহায়তা প্রদান করা হয় গাড়িবহরটি নিরাপদে আরব-কি-সরাই থেকে আনার জন্যে। আমি মহামহিমের জীবন ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করছি। অতি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে বিষয়টি আপনার খেদমতে পেশ করা হলো। দারিবার বাসিন্দা, বাদশাহ'র প্রজা, গরুর গাড়ি বহরের মালিক, আপনার সেবক সালিগ্রাম।"

দরখাস্তের উল্টো পৃষ্ঠায় বাদশাহ'র সরকারি সিলমোহরযুক্ত আদেশ :

www.pathagar.com

"একজন দারোগাকে এ সম্পর্কে বিবরণ জানানোর আদেশ দেয়া হলো। তারিখ ২৭ জুলাই ১৮৫৭। আদেশের মূল বিষয়বস্তু; "মির্জা মোগল গরুর গাড়ির বহরের মালিক সালিগ্রামের সাথে একজন হরকরা পাঠাবে, যাতে গাড়িবহরটি নিরাপদে নগরীতে আনা যায়।"

দরখাস্তের ব্যাপারে প্রদত্ত আদেশের প্রেক্ষিতে দারোগার রিপোর্ট :
"বরাবর
মহান বাদশাহ, গরীবের পালনকর্তা,
মহামহিম, শাহী ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে গাড়িবহরটি দাবিদারের পক্ষে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত তারার কাছে হস্তান্তর করেছি এবং এ ব্যাপারে স্বীকারপত্রও পেশ করা হয়েছে ২৯ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে। আরব-কি-সরাই এ অবস্থানরত পুরো দারোগা খাজা নাজির-উদ-দীন খানের দরখাস্ত। দরখাস্তকারীর ব্যক্তিগত সিলমোহর ও ভদ্রপুর থানার সিলমোহরযুক্ত।

সালিগ্রামের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দারোগার রিপোর্টের সাথে সংযুক্ত :

"আমি মোতিরামের পুত্র, সালিগ্রাম, জাতিতে ব্রাহ্মণ ও দিল্লির বাসিন্দা, ব্রাহ্মণ তারার তত্ত্বাবধানে আরব-কি-সরাই এ গাড়িবহর রেখে এসেছিলাম, এখন তা ভদ্রপুরের দারোগার মাধ্যমে বাদশাহ'র আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমার হস্তগত হয়েছে। অতএব, আমি লিখিতভাবে এ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দিচ্ছি, যাতে এটি একটি সাক্ষ্য হিসেবে থাকে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারিখ ২৮ জুলাই, ১৮৫৭ সাল। হিন্দিতে চাজ্জু ও মায়দা'র স্বাক্ষর সাক্ষী হিসেবে।" সালিগ্রামের প্রতিস্বাক্ষর।

দলিল নং-৪৩। পুরনো কিল-ার কৃষক ভুল্ভি খানের তারিখবিহীন আদেশ। চূড়ান্ত আদেশের তারিখ ৩০ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করতে চাই যে, আপনার কাছে দরখাস্তকারী একজন দরিদ্র কৃষক এবং মহানবতারের পুরনো প্রজা। শরতকালীন শস্যের উৎপাদনের হিসেবে সে তার অধীনস্থ ভূমি চাষকারীদের কাছে কর লাভের দাবিদার, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারছে না। তাদের কাছে কর চেয়ে অনুরোধ জানালে তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন কালক্ষেপণ করছে। অতএব, সে এখন আপনার অনুগ্রহ, সদাশীলতার ওপর নির্ভর করছে এবং আশা করছে যে পুরনো কিল্লার কর্মকর্তাদের কাছে একটি আদেশ পাঠানো হবে, যাতে আপনার দাস তার পাওনা অর্থ পেতে পারে এবং যাতে সে সরকারি রাজস্বে তার কিস্তি পরিশোধ করতে পারে। আপনার দরখাস্তকারী আরও নিবেদন করছে যে তাকে যদি কর্তৃত্ব দেয়া হয় তাহলে সে পুরনো কিল্লা সংলগ্ন গ্রামগুলোর কর আদায় করে শাহী খেদমতে জমা দিতে পারে। কারণ এখন সেখান থেকে কোন কর আদায় হচ্ছে না। শাহী খাজাঞ্চিতে কর পৌঁছে দিয়ে আপনার ভৃত্য মর্যাদার অধিকারী

www.pathagar.com

হওয়ার সুযোগ পাবে। তাছাড়া দরখাস্তকারী আরো নিবেদন করতে চায় যে, যখন সে চাষীদের সাথে তাদের চাষবাস চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কথা বলে ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়, চাষীরা তার কথায় কর্ণপাতও করে না। যদি তাদের অধীনস্থ জমি চাষ করানোর ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নেয়ও সেনাবাহিনীর লোকজন, উটচালক ও অন্যান্যেরা ফসল ধ্বংস করে। তাদের এহেন কর্মকা দেখে রাখালেরাও তাদের গরুর পাল শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দেয় এবং আপনার ভৃত্য যদি ভর্ৎসনা করে তাহলে উটচালকরা এগিয়ে এসে তাকে বলপূর্বক বাধা দেয়। অতএব, ভৃত্যকে রক্ষা বা ধ্বংস করা এখন পুরোপুরি মহানুভবের হাতে। সে কারণে আপনার ভৃত্য নিবেদন করছে যে, পাঁচজন সিপাহি ও অশ্বারোহী বাহিনীর ছোটখাট একজন কর্মকর্তাকে তার সাহায্য বা তাকে রক্ষার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হলে কৃষি তৎপরতা অব্যাহত রাখা সম্ভব। কাজের কিছু অগ্রগতি হলে, একমাস অথবা পনের দিন পর মহামহিম ইচ্ছা করলে সিপাহিদেরকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। তা না হলে, আমরা, কৃষকরা কি করে বর্তমান মৌসুমের জন্যে সরকারের কর পরিশোধ করতে সক্ষম হবো অথবা আমাদেরকে, আমাদের পরিবারের ভরনপোষণ করবো। আমরা পুরোপুরি ধ্বংস ও গৃহহীন হয়ে পড়বো। আপনি আমাদের মনিব। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহা মহিমের নিমকে লালিত ভৃত্য, পুরনো কিল্লার বাসিন্দা, কৃষক ভুন্ডিয়া খান।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ' স্বাক্ষরিত আদেশ :
"মির্জা মোগল পুরনো কিল্লায় অবস্থানরত পদাতিক পল্টনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেবে। যাতে আমাদের প্রজাদের চাষ করা ফসলের কোন ক্ষতি না হয়।"

স্বাক্ষর বা সিলমোহরবিহীন আদেশ, দৃশ্যত মির্জা মোগলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত : "পুরনো কিল্লার কৃষকদের তলব করা হোক।" তারিখ ২৮ জুলাই ১৮৫৭। একই দরখাস্তের মার্জিনে লিখা, "বাদশাহ'র আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে। কৃষকদের তলব করার কোন প্রয়োজন নেই।" তারিখ ৩০ জুলাই ১৮৫৭।
আদেশের নিচের অংশে পৃথক একটি নোট : "পুরনো কিল-ায় অবস্থানরত পদাতিক ও ৭ম অশ্বারোহী পল্টনের অফিসারদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়েছে।"

দলিল নং-৪৪। মির্জা মোগল ও মির্জা খায়ের সুলতানের দরখাস্ত। তারিখ ৬ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, সকল ধরনের অর্থ প্রাপ্তি স্থগিত হয়ে যাওয়ার ফলে বর্তমানে অর্থের মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে। মুদ্রা তৈরির জন্য যদি একটি টাকশাল চালু না করা যায় তাহলে শিগগিরই সংকট আরও বৃদ্ধি পাবে। সেজন্যে আমরা আপনার পক্ষ থেকে আদেশ চাই যে, আমাদেরকে মুদ্রা তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হোক। দরখাস্তের সাথে আমরা জনৈক ব্যক্তির একটি দরখাস্ত সংযুক্ত করছি যিনি টাকশাল প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে উপনীত হওয়ার প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং আমরা মহানুভবের দয়াশীলতা ও আনুকূল্যের আশা করছি যে এই চুক্তির প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হোক। এটি অতীব প্রয়োজনীয় বলে আপনার সদয় বিবেচনার জন্যে পেশ করছি। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। দরখাস্তকারী আপনার সেবক মির্জা মোহাম্মদ জহুর-উদ-দীন ও মির্জা মোহাম্মদ খায়ের সুলতান।
পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ : "প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলো।"

দলিল নং-৪৫। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরে লিখা আদেশ। তারিখ ৭ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
বদর-উদ-দীন আলী খান
সিলমোহর প্রস্তুতকারক
আপনাকে রাষ্ট্রের উপদেষ্টা, দেশের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, আমার বিশেষ সেবক, লর্ড গভর্নর বাহাদুর, সামরিক ও বেসামরিক সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী মোহাম্মদ বখত খানের উপাধিসহ সর্বোত্তম মান ও নকশার একটি সিলমোহর প্রস্তুত ও তা পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। যাতে স্বাভাবিকভাবেই আমার শাসনের ২১তম বর্ষের উল্লেখ থাকবে।"
আদেশের মার্জিনে লিখা, "শাহী সিলমোহরের অনুরূপ।" সম্ভবতঃ বাদশাহ'র সিলমোহরের সম আকৃতির সিলমোহর তৈরির কথা বুঝানো হয়েছে।

দলিল নং-৪৬। বাদশাহ'র পক্ষ থেকে মির্জা মোগলের বক্তব্য। প্রধান সেনাপতির সিলমোহর দ্বারা সত্যায়িত। বক্তব্যের ধরণ থেকে বুঝা যায় যে, বাদশাহ'র প্রত্যক্ষ নির্দেশে লিখিত। তারিখ ৯ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
স্বেচ্ছাসেবী পল্টন ও ৩৬তম দেশীয়
পদাতিক পল্টনের কর্মকর্তাবৃন্দ
নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বাদশাহ'র আদেশ জারি করা হলো,
প্রথমতঃ লক্ষ্য করার বিষয় যে আমার নিজের জীবনকে পর্যন্ত সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমি সকল ব্যাপারে সিপাহিদের সন্তুষ্ট রাখতে আমার সকল ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছি। এর কারণ ছিল, আমি সেনাবাহিনীকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে আমি তাদেরকে আমার নিজের সন্তান হিসেবে বিবেচনা করবো। কারো নিজ সন্তানের বদমেজাজ ও অবাধ্যতা যেমন সহ্য করতে হয়, অনুরূপ আমি আপনাদের সবকিছু সহ্য করেছি এবং আপনাদের মর্জি অনুসারে কাজে বাধা দেইনি। কিন্তু এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে, আপনারা আমার জীবনের ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপই করেননি এবং আমার বৃদ্ধ বয়সের কথা পর্যন্ত বিবেচনা করেননি। এখন আপনাদের অবশ্য কর্তব্য আমার অসুস্থতা ও যখন তখন আমার স্বাস্থ্যের পরিবর্তনের বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা। আমার স্বাস্থ্যের যত্নের ক্ষেত্রে আমাকে

www.pathagar.com

হাকিম আহসান উল্লাহ্ খানের ওপর নির্ভর করতে হয়, যিনি সর্বক্ষণ পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। এখন একমাত্র আল-াহ্ ছাড়া আমাকে দেখার আর কেউ নেই। আর আমার স্বাস্থ্যের পরিবর্তনগুলোও এমন যে আমি নিজেই ধারণা করতে পারি না। এখন সকল সিপাহি ও কর্মকর্তাদের উচিত আমি যেভাবে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় সাড়া দিয়েছি, অনুরূপ এ ব্যাপারে আমাকে বাধিত করা এবং এজন্য হাকিমের বাড়িতে মোতায়েন করা প্রহরী অপসারণ করে আটকাবস্থা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া, যাতে তিনি তার ইচ্ছামত আসতে ও যেতে পারেন, যখন খুশী এসে আমার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। উপরন্তু আমার কোন দুশমন যদি আপনাদের প্ররোচিত করে থাকে, তাহলে তাতে কান দেবেন না। কেউ যদি হাকিমের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক কিছু পেয়ে থাকে তাহলে তাকে আপনাদের বলা উচিত তার সিলমোহরযুক্ত কোন চিঠি আটক করে আপনাদের কাছে আনার জন্যে। তাহলে আপনারা প্রমাণ পেতে পারেন যে তিনি একজন দুশমন, তখন আপনারা স্বয়ং তাকে শাস্তি দিতে পারেন। তাছাড়া হাকিম আহসান উল-াহ্ খানের বাড়ি থেকে যে সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়েছে, তা বাদশাহ'র মালিকানাধীন। অতএব, এটাই যথার্থ যে এগুলো সন্ধান করে উদ্ধার করা হোক এবং আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোক এবং ওইসব লোক, যাদের প্ররোচনায় বাড়ি লুণ্ঠন করা হয়েছে, তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হোক, অবশ্যই আদালতের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে। আপনারা যদি এই অনুরোধ প্রতিপালন না করেন, তাহলে খাজা সাহেবকে তা জানাতে দিন (কুতুব মিনারের কাছে মাজার)। আমি সেখানে একজন ঝাড়ুদারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবো এবং আমাকে যদি তা করতে দেয়া না হয়, তাহলে আমি আমার সকল সংশি-ষ্টতা পরিত্যাগ করে চলে যাব। যারা ভাবে যে তারা আমাকে আটকে রাখতে পারবে, তারা সে উদ্যোগ নিয়ে দেখতে পারে। ইংরেজদের হাতে নিহত না হলেও আমি আপনাদের হাতে মরতে প্রস্তুত। তদুপরি, বর্তমানে জনগণের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তা আসলে তাদের ওপর নয়, আমার ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অতএব, এ পরিস্থিতির অবসান ঘটানো আপনাদের অবশ্য কর্তব্য। অথবা আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিন, তা না হলে আমি হীরক গলধঃকরণ করে নিজের জীবন বিসর্জন দেব। উপরন্তু হাকিমের বাড়ি লুণ্ঠনের সময় আমার সিলমোহর ভর্তি ছোট্ট একটি বাক্সও লুণ্ঠিত হয়েছে।"

দলিল নং-৪৭। বাদশাহ'র স্বাক্ষর বা সিলমোহর ছাড়া আদেশ ১১ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
চির বিশ্বস্ত মোহাম্মদ আকবর আলী খান বাহাদুর, পাটনাহি'র শাসক।

আপনি আমাদের আনুকূল্য লাভ করছেন তা বিবেচনায় রেখে দুর্গা প্রসাদের, যিনি পাটনাহি' জিলার ভূমি অধিকার বিষয়ক অধিকর্তা, তার আর্জির প্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে আপনার বিরুদ্ধে মোহাম্মদ খান রিসালদারের অপরাধমূলক আচরণ ও পাটনাহিতে আপনার অনুপস্থিতির সুযোগে রংঘুর জাতির কৃষকদের দ্বারা তার হত্যাকা এবং আপনার সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি ও সম্পত্তি লুণ্ঠনসহ সকল বিষয় আমার গোচরীভূত হয়েছে। এ

www.pathagar.com

বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেছে যে রিসালদার এবং তার সঙ্গে যে সিপাহিরা ছিল তাদের আহত ও হত্যা করার ঘটনা তার আচরণজনিত কারণ ছাড়া আর কোন কারণ ঘটেনি। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, আপনি আবাসে প্রত্যাবর্তন করে পূর্ণ আস্থার সাথে আপনার পূর্বের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন এবং শান্তি স্থাপন করে আমার আদেশ বাধ্যবাধকতার সাথে পালন অব্যাহত রাখবেন। আপনার গৃহীত সকল পদক্ষেপ আপনার কল্যাণই নিশ্চিত করবে। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস রইলো আপনার প্রতি।"

দলিল নং-৪৮। মির্জা মোগলের তারিখবিহীন দরখাস্ত। দফতরের তারিখ ১৮ আগস্ট ১৯৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেতু মেরামতের জন্য ২০০ রুপি পরিশোধ করতে। কিন্তু শ্রমিকদের প্রতিদিনের মজুরি হিসেবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরিশোধ করা হয়েছে। অতএব, এই ২০০ রুপি পরিশোধের কোন প্রয়োজন নেই। সেতু মেরামতের সাথে সংশি-ষ্ট কোন চুক্তি ছিল না যে অর্থ প্রদান করতে হবে। মজুরি প্রতিদিন শ্রমিকদের পরিশোধ করা হয়েছে, এবং এখন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় তা দেয়া হবে। বিষয়টি জরুরি বলে আপনার জ্ঞাতার্থে নিবেদন করা হলো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি।"

দরখাস্তকারী মির্জা জহুর-উদ-দীন।

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষর সম্বলিত আদেশ :

"মির্জা মোগল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" ১৮ আগস্ট ১৮৫৭ তারিখে হস্তগত।

দলিল নং-৪৯। বাদশাহর সাংকেতিক হস্তাক্ষরে ২০ আগস্ট ১৮৫৭ তারিখে প্রদত্ত শাহী আদেশ :

বরাবর

আমার পুত্রবৃন্দ– ওয়াসিহ আলী শাহ, সাফি উদ-দীন সুলতান মোহাম্মদ, মির্জা বাহাদুর, বখত বাহাদুর, মির্জা মোজাফফর বখতের পুত্র, মির্জা তৈমুর শাহ, সুলতান হোসেন, মির্জা সফরি সুলতান জয়নুল আবেদীন, মির্জা শাফি, সুলতান, সাফি-উদ-দীন ওয়াসিহ মোহাম্মদ মির্জা, সাফি সুলতান হায়দার মির্জা, সাফি তেহমানসেব মির্জা, মির্জা জিয়া-উদ-দীন বখত ও মির্জা ওসমান কাদিরের পুত্র মির্জা খুরশিদ কাদের।

তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলছি যে, অযোধ্যায় ধ্বংসজনিত নির্মমতা ও যাতনা তোমাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে, তা তোমাদের দরখাস্ত থেকে সুস্পষ্ট এবং আমিও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। এখন অদ্ভুত সব পরিবর্তন ঘটছে এবং সবই মহান

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায়। তথাপি, এসব ঘটনা জেনে আশংকার সৃষ্টি হয়, কারণ এসব বিপদজনক ব্যাপার এবং আমি দুঃখবোধ করছি ও মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। মহান আল্লাহ তার সীমাহীন ও বিশ্বজনীন ক্ষমাশীলতায় যা চেয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা কল্যাণের জন্যেই চেয়েছেন, এ পৃথিবীর অবসানেও তা ঘটতে পারতো। সকল পরিস্থিতির মধ্যে তোমাদের নিজেদের মাঝে ঐক্য বজায় রেখে আমিনাবাদ নামে পরিচিত লক্ষ্ণৌর আবাসে বাস করো এবং বর্তমান বিপদ এড়িয়ে নিরাপত্তা ও আস্থার সাথে সময় যাপন করো। চির শ্রদ্ধেয় মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো। তার ঐশ্বরিক সাহায্য ও মহিমায় বর্তমান দুর্যোগ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান শিগগিরই ঘটবে। তোমরা তোমাদের মনের আয়নায় শিগগিরই সামগ্রিক আস্থা ও বিশ্বাসের কারণ দেখতে পাবে। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।"

দলিল নং-৫০। ঝালাই মিস্ত্রি মালিক পীরবখশ বেগের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, কিল-ার অনতিদূরে আমার একটি ঝালাই এর দোকান আছে, সেখানে শাহী পরিবারের হাঁড়িবাসন ও অন্যান্য পাত্রের মেরামত কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু পদাতিক সিপাহিরা আমার জায়গাটি কব্জা করে নিয়েছে এবং আমার বাড়ির দখলও তারা নিয়েছে। এখন তারা জায়গাটি খালি করে দিতে চাচ্ছে না। আপনার ভৃত্য নিরুপায় হয়ে আপনার সহৃদয় ও বিবেচনার ওপর নির্ভর করছে যে আপনি এ ব্যাপারে মির্জা মোগল বাহাদুরকে আদেশ দেবেন, যাতে তিনি আমার দোকান খালি করানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং আপনার ভৃত্য পুনরায় তার মেরামতি কাজ শুরু করতে পারে। বিষয়টি অতি জরুরি বিবেচনা করে আপনার কাছে নিবেদন করছি। রাষ্ট্রের ভৃত্য, ঝালাই মিস্ত্রি পীরবখশ বেগের দরখাস্ত।"

দলিল নং-৫১। মির্জা মোগলের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

নিবেদন করছি যে ইংরেজি পাঠ করতে সক্ষম একজন লোক দ্বারা তরজমা করে নেয়ার পর নিশ্চিত হওয়া গেছে যে সহিস খাবরু'র কাছে তিনটি ইংরেজি কাগজ পাওয়া গেছে, যেগুলো এনেছে কিছু অশ্বারোহী সিপাহি যা তার সন্তোষজনক কাজের প্রমাণপত্র। ইংরেজরা তাদেরকে এই কাগজগুলো দিয়েছে। ১৮৫৩ সালে হ্যারিয়েট দুটি সচ্চরিত্রের সনদ প্রদান করেছে।

আরেকটি সনদ দিয়েছে লেফটেন্যান্ট (নাম অস্পষ্ট) এবং সেই একই খাবরুর নামে ১৮৫৬ সালে।

আপনার আজন্ম সেবক জহুর উদ-দীনের দরখাস্ত।"

www.pathagar.com

দলিল নং-৫২। চাট্টার দোকানিদের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,

পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে একদল সিপাহি আমাদের দোকানপাটের ঠিক সামনে তাদের ছাউনি ফেলেছে। ফলে আপনার ভৃত্যেরা দোকান খুলতে পারছে না। সেজন্যে আমরা প্রার্থনা করছি যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে আপনি রাষ্ট্রের অধিকর্তাদের প্রতি আদেশ জারি করবেন, যাতে তারা সিপাহিদের ছাউনি বর্তমান স্থল থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করে। তা না হলে আপনার সরকারের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আমাদের মালামাল সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। চাট্টার দোকানদারদের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ–

"মির্জা মোগল এই দোকানগুলো সংশ্লিষ্ট দোকানিদের বুঝিয়ে দেবে।"

দলিল নং-৫৩। আহমদ খান ও মোহাম্মদ খানের দরখাস্ত। তারিখবিহীন।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আমরা আপনার অধম দাস, অ্যালেনবরো ট্যাংকের কাছে, কিল্লার বাইরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমিতে নিজেদের ব্যয়ে একটি খোলা বড় কক্ষ ও একটি সাধারণ কক্ষবিশিষ্ট বাড়ি তৈরি করে বিগত দশ বারো বছর যাবত সেখানে বসবাস করে আসছি। এ জন্য আমরা যথাবিহিত ভূমি কর পরিশোধ করেছি। কিন্তু গতকাল ঘোড়সওয়ার পল্টনের সিপাহিরা, যারা হায়াত বখশ উদ্যান পরিত্যাগ করে কিল্লা ছেড়ে এসেছে, তারা আপনার ভৃত্যদের বাড়ি জবরদস্তিমূলকভাবে দখল করে নিয়েছে। আমরা সুদূর অতীত থেকেই আপনার আজন্ম দাস এবং সে কারণে আপনার সদয় বিবেচনার ওপর নির্ভর করছি যে, সিপাহিদের ওপর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন বলপূর্বক দখলের বিরুদ্ধে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। বর্শাধারী, বাদশাহ'র ভৃত্য আহমদ খান ও মোহাম্মদ খান।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ:

"মির্জা মোগল একটি আদেশ জারি করতে যে সিপাহিরা শহরের বাইরে শিবির সংস্থাপন করবে। অতএব, তারা শহর থেকে চলে যাবে। তাদের যদি ছাউনি বা তাবুর প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেগুলোর সরবরাহ তাদের দেয়া হবে। কিন্তু পুরনো বাসিন্দাদের তারা অবশ্যই নিপীড়ন করবে না। তারা তাবু ও ছাউনির জন্য সরকারের কাছে তাদের চাহিদা প্রেরণ করুক।"

দলিল নং-৫৪। ফরিদাবাদের ভূ-মালিক ভুটিয়ার তারিখবিহীন দরখাস্ত।

www.pathagar.com

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
মহামহিম, এই দাস ফরিদাবাদের একজন সামান্য ভূ-মালিক এবং পেশায় রৌপ্যকার। তার নিবেদনের বিষয় হচ্ছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের কমবেশি পঞ্চাশ হাজার রুপি বর্তমানে পাওয়ালের অধঃস্তন ভূমি রাজস্ব দফতরে গচ্ছিত রয়েছে। বল-ভগড়ের রাজার কিছু কর্মকর্তা সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার ভূমি মালিক তাদেরকে সে অর্থ নিতে দেয়নি। সেজন্যে আপনার দাস নিবেদন করছে যে তার সাথে একশ' ঘোড়সওয়ার ও পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্য দেয়া হোক, তাহলে সে এই অর্থ এনে শাহী খাজাঞ্চিতে জমা দিতে পারে। আপনার ঈর্ষাপরায়ন দাস এজন্যে কাজটি করতে চায়, যাতে তার জীবিকার বন্দোবস্ত হয়।

বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি বলে আপনার কাছে পেশ করা হলো। এই দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশ জারি করা হলে ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকদের অনুরূপ আপনার ভৃত্যের জন্যেও একটি বাহনের ব্যবস্থা করতে আজ্ঞা হয়। ফরিদাবাদের ভূমি মালিক ভুটিয়ার দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"মির্জা মোগল সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সংশি-ষ্ট অর্থের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"

দলিল নং-৫৫। নবী বখশ খানের তারিখবিহীন দরখাস্ত।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদন করছি মহানুভবের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হোক। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং বেআইনি নিষ্ঠুরতার নিন্দা করেছেন। অতএব, আমার প্রার্থনা হচ্ছে যে, মহামহিমের বিবেচনায় কর্মটি যদি যথার্থ হয়, তাহলে আপনি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা, যারা মহিলা, শিশু ও অন্যান্য বন্দীদের হত্যা করার জন্য আপনার অনুমতি চায় এবং আশা করে যে তাদের অনুমতি মঞ্জুর করা হবে এবং আপনি তাদের মাথায় হস্ত স্থাপন করেন ও বিশ্বাসের কারণে তাদের সাথে যোগ দেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বন্দীদের হত্যা করা হলে আপনি আপনার ধর্মের পথে পরিত্যাগ করলেন। এম ধরনের কোন কাজ করতে হলে প্রথমে তাদেরকে একটি ফতোয়া ও আইনগত মতামত গ্রহণ করতে হবে। এ সবের মাধ্যমে যদি হত্যা অনুমোদিত হয় তাহলে তারা বন্দীদের হত্যা করতে পারে। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে কোন আদেশ দিতে পারেন না, বিশেষত যা নবী করিম (সঃ) এর আইনের পরিপন্থী। কর্মকর্তারা যদি এ ব্যাপারে অনুমোদন না নেয় তাহলে তারা আপনার ওপরই প্রথমে রোষ ডেকে আনবে। আমার বিশ্বাস, আপনার আদেশের জন্য যে দরখাস্ত করা হয়েছে, আশা করি আমার উপরোক্ত বক্তব্য বিবেচনায় রেখে তা একটি সিদ্ধান্তের সুরে কর্মকর্তাদের প্রতি জারি করা হবে। বিষয়টি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে আমি মহানুভবের কাছে বিষয়টি

www.pathagar.com

নিবেদন করলাম। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার সেবক আরশ আরামগাহের প্রতিনিধি নবী বখশ খানের দরখাস্ত।”

দলিল নং-৫৬। বাদশাহ'র সাংকেতিক হস্তাক্ষর সিলমোহর যুক্ত তারিখবিহীন আদেশ।
“বরাবর
বিশেষ খাদেম, দয়াশীলতা ও আনুকূল্যের যথার্থ দাবিদার। রাষ্ট্রের সিংহ! দেশে সম্মানিত। মোহাম্মদ আবদুর রহমান খান বাহাদুর।
যুদ্ধের ব্যাঘ্র, আমার দয়াশীলতার বিষয় জেনে রাখবেন। বিদ্যমান বহু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি, এবং আমার অতি বার্ধক্য ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে সরকার ও দেশের কর্মকাণ্ড সংশি-ষ্ট হতে না পারায় এখন আল-াহ্র অনুমোদনযোগ্য ও জনহিতকর কাজে জড়িত হওয়া ভিন্ন আমার মাঝে আর কোন আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট নেই। এবং বাকি জীবন আমি আল-াহ্র সেবা ও প্রার্থনার মাঝে কাটাতে চাই। আমার বর্তমান দুঃখ ও যাতনার মধ্যে আমি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি শিগগিরই তীর্থযাত্রা করার। এ জন্যে প্রথমে আমি তৈমুর বংশের সকল মহিমান্বিত ব্যক্তিদের মাজার, এরপর মহান খাজা কুতুব উদ-দীনের মাজার জিয়ারত করবো এবং সেখানে পৌঁছে পবিত্র স্থানের (মক্কা ও মদিনা) উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করবো, কারণ এই নশ্বর পৃথিবীর ওপর ভরসা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। অতএব, আমার একান্ত খাদেম আপনাকে আমার কাছে অবিলম্বে হাজির হওয়ার জন্য লিখছি যে, আপনার যেসব অনুচর ও সহচরদের ওপর আপনার আস্থা রয়েছে, তাদেরকেসহ উপস্থিত হওয়ার জন্য। যে কোনভাবে আপনার আগমন ও আমাকে আমার পরিবারের সদস্য ও সম্পত্তিসহ উক্ত মাজারে নিরাপদে পৌঁছার জন্যে সঙ্গ দেবেন। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ওইসব ভারি সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শাহজাদাদের পক্ষেও সম্ভব হবে না বলে সেগুলো কিল-ার বিভিন্ন ভবনে ছেড়ে আসবে এবং সেগুলোর নিরাপত্তার জন্য শাহী ভৃত্যদের সাথে আপনি সেখানে কিছু সিপাহি মোতায়েন করবেন এবং কিছুদিনের জন্য খাজা কুতুব-উদ-দীনের মাজারেও পর্যাপ্ত সংখ্যক সিপাহির প্রয়োজন পড়বে পবিত্র মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত আমার নিরাপত্তার জন্য। অতঃপর আপনি আপনার নিজ স্থানে ফিরে যাবেন। এই দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে আপনি আমার সম্পূর্ণ আনুকূল্য ও ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হবেন এবং আপনার খ্যাতি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে যে আপনাকে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষিদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতির মতো এক জটিল সময়ে। সার্বভৌম শাসক ও প্রজার মধ্যে সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। এ কাজ করতে যতোটা তড়িঘড়ি করতে পারেন তা হবে যথার্থ ও এ মুহূর্তের জন্য প্রয়োজনীয়। আমার দয়াশীলতার আশ্বাস প্রদান করা হলো। দ্বিতীয়তঃ এখানে কোন ধরনের বাহন নেই, যা সংগ্রহ করা সম্ভব। অতএব, অবশ্যই আপনার সাথে চারশ' অথবা পাঁচশ' গরুর গাড়ি, পাঁচশ' অথবা ছয়শ' উট আনবেন।

www.pathagar.com

আদালতের তৃতীয় দিবস

শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারি ১৯৫৮ সাল।

এদিন বেলা ১১টায় দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাস এ পুনরায় আদালত বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে আদালতে হাজির করা হয়। গোলাম আব্বাস তার সহকারী হিসেবে সাথে আসেন। দোভাষি মূল ফারসি কাগজগুলো পাঠ করেন, যার ইংরেজি তরজমা ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল গত দিবসে আদালতে পাঠ করেছেন।

গোলাম আব্বাসকে যথাবিহিত শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় সাক্ষী হিসেবে। ডেপুটি এ্যাডভোকেট জেনারেল মেজর এফ জে হ্যারিওট তাকে জেরা করেন।

প্রশ্নঃ ১৮৫৭ সালের ১০ মার্চ সকালে বিদ্রোহি সিপাহিরা যখন মিরাট থেকে আগমন করে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর : আমি এই দিওয়ান-ই-খাস এর প্রবেশ পথে ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি তখন যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা বিস্তারিতভাবে বলুন।

উত্তর : সকাল ৮টায় আমি কোম্পানির পাঁচ অথবা ছয়জন অশ্বারোহী সিপাহির উপস্থিতির বিষয় জানতে পারি। তারা বাদশাহ'র খাস কামরার উজ্জ্বল গম্বুজের সামনে ছিল। তারা একযোগে চিৎকার করতে থাকলে বাদশাহ নিকটস্থ পরিচারকদের দেখতে বলেন যে কারা এমন শোরগোল করছে। তাদের একজন বারান্দায় যায় এবং সিপাহিদের সাথে কথা বলে এবং ফিরে এসে বাদশাহকে অবহিত করে। আমি জানি না যে সে বাদশাহকে কি বলেছে। কিন্তু বাদশাহ খাস কামরা সংলগ্ন কামরায় এসে আমাকে তলব করেন। বাদশাহ অতঃপর আমাকে বলেন যে এইসব সিপাহিরা বলছে যে তারা বিদ্রোহ করেছে এবং মিরাট থেকে এসেছে। তারা তাদের ধর্মের জন্যে লড়ছে এবং ইউরোপীয়দের হত্যা করেছে। তিনি আমাকে অবিলম্বে ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন, বিষয়টি তাকে জানানোর জন্যে এবং তাকে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে। একই সময়ে বাদশাহ একজন ভৃত্যকে নির্দেশ প্রদান করেন তার খাস কামরার নিচের ফটকটি বন্ধ করে

www.pathagar.com

দিতে। নির্দেশ মতো আমি ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাছে গিয়ে বাদশাহ'র বার্তা তাকে ব্যাখ্যা করি। ক্যাপ্টেন ডগলাস সাথে সাথে আমাকে সাথে নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, তিনি নিজে দেখবেন যে ব্যাপারটি কি। তিনি দিওয়ান-ই-খাস এ উপস্থিত হলে বাদশাহ বের হয়ে এসে তার সাথে যোগ দেন। বাদশাহ এ সময় কোন ছড়ির সাহায্য ছাড়াই চলাফেরা করার মতো যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন। বাদশাহ ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাছে জানতে চান যে ব্যাপারটি সম্পর্কে তিনি জানেন কিনা এবং কি করে সম্ভব হলো যে এই সিপাহিরা এখানে এসেছে। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে। আহসান উল্লাহ খান ও আমি দু'জনই এ সময়ে উপস্থিত ছিলাম। ক্যাপ্টেন ডগলাস বাদশাকে অনুরোধ জানালেন তার খাস কামরার নিচের ফটক খুলে দেয়ার নির্দেশ দিতে, তাহলে তিনি সেদিক দিয়ে নিচে গিয়ে সিপাহিদের সাথে কথা বলতে পারেন। কিন্তু বাদশাহ বললেন যে, তিনি তাকে একাজ করার অনুমতি দিতে পারেন না, কারণ ওরা খুনি এবং তাকেও হত্যা করতে পারে। ক্যাপ্টেন ডগলাস আবারও বাদশাহকে পীড়াপীড়ি করেন ফটক খুলে দিতে। কিন্তু বাদশাহ সম্মতি না দিয়ে ডগলাসের হাত ধরে বলেন, "আমি আপনাকে সেখানে যেতে দেব না।" আহসান উল-হ খান এ সময় ক্যাপ্টেন ডগলাসের আরেক হাত ধরে বলেন, "আপনি যদি এই লোকগুলোকে দেখতে ও তাদের সাথে কথা বলতে চান তাহলে আপনি তা বারান্দা থেকে করতে পারেন।" একথা বলার পর ক্যাপ্টেন ডগলাস বাদশাহ'র খাস কামরা ও দিওয়ান-ই-খাস এর মধ্যবর্তী স্থানে রেলিং এর কাছে যান, যেখান থেকে নিচে সিপাহিরা যেখানে জড়ো হয়েছিল সে জায়গা পরিস্কার দেখা যায়। আমিও ক্যাপ্টেন ডগলাসের সাথে রেলিং এর কাছে যাই এবং দেখতে পাই যে নিচে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন সিপাহি জড়ো হয়েছে। তাদের অনেকের হাতে খোলা তরবারি, অন্যদের হাতে পিস্তল ও বন্দুক। যমুনার ওপর সেতুর দিকে থেকে আরও সিপাহি আসছিল। তাদের সাথে মাথায় বোঝা বহনকারী আরও লোক ছিল। ক্যাপ্টেন ডগলাস সিপাহিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা এখানে এসো না, এগুলো রাজ পরিবারের মহিলাদের খাস কামরা, এর উল্টো দিকে তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকা বাদশাহ'র প্রতি অসম্মান প্রদর্শন।" এ কথায় তারা ধীরে ধীরে সেখান থেকে রাজঘাট ফটকের দিকে যায় এবং সকলে চলে গেলে ক্যাপ্টেন ডগলাস আবার বাদশাহ'র কাছে গেলে তিনি তাকে বলেন, "কিল্লা-র সকল দরজা এবং নগরীর সকল দরজা বন্ধ করে দিন, যাতে এই লোকগুলো ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।" ক্যাপ্টেন ডগলাস বাদশাহকে আশ্বস্ত করেন যে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই, এসব বিষয় দেখা তার কর্তব্য এবং তিনি গিয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। অতঃপর বাদশাহ ও ক্যাপ্টেন ডগলাস নিজ নিজ কামরায় চলে যান। আমি এবং হাকিম আহসান উল্লাহ খান বাইরে এসে দিওয়ান-ই-খাস এ আসন গ্রহণ করি। প্রায় আধঘন্টা পর আমরা দু'জনই কিল্লায় আহসান উল্লাহ খানের কামরায় যাই। সেখানে আমরা প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত করেছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন ডগলাসের একজন ভৃত্য দৌড়ে এসে জানায় যে আহসান উল্লাহ খানকে অবিলম্বে প্রয়োজন। তার অনুরোধে আমিও তার সাথে যাই। যে লোকটি আমাদের কাছে এসেছিল সে জানায় যে ক্যাপ্টেন ডগলাস চাবি ঘরে আছেন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর জানতে

www.pathagar.com

পারি যে তিনি তার নিজ কামরায় ফিরে গেছেন। এ সময়েই আমি লক্ষ্য করি যে দরিয়াগঞ্জ নামে পরিচিত নগরীর একটি এলাকা থেকে ধোঁয়া কু লি পাকিয়ে ওপরে উঠছে এবং সামনে যারা পড়ে তাদের কাছ থেকে জানতে পারি যে সিপাহিরা ইংরেজদের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা কিল-ার লাহোর দরওয়াজার ওপরে ক্যাপ্টেন ডগলাসের কামরায় গমন করি। তার কামরায় গিয়ে আমি দেখতে পাই যে ক্যাপ্টেন ডগলাস তৃতীয় কামরায় গেছেন এবং আমরা মধ্যবর্তী কামরায় সাইমন ফ্রেজারের সাথে সাক্ষাৎ করি। আহসান উল্লাহ্ খান যান ডগলাসের সাথে দেখা করতে। আমি ফ্রেজারের সাথে আলোচনার পর তার অনুরোধে ফিরে আসি, যিনি আমাকে বাদশাহ'র কাছে গিয়ে দুটি কামান ও কিছু পদাতিক সৈন্য দেয়ার জন্য বলতে বল্লেন, যারা ডগলাসের বাসভবন পাহারা দেবে। আমি এবং ফ্রেজার সিঁড়ি দিয়ে ফ্রেজারের সাথে থাকা আরেকজন ভদ্রলোকের সাথে নেমে আসি। ফ্রেজারের হাতে খাপে ভরা একটি তরবারি ছিল এবং অপর ভদ্রলোক, যার নাম আমি জানি না, তার এক হাতে একটি পিস্তল এবং আরেক হাতে একটি বন্দুক ছিল। মি. ফ্রেজার চাইছিলেন যে আমি দ্রুত গমন করি। তিনি নিজেও বাদশাহ'র কাছে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি তার আগেই গেলাম। আমি দিওয়ান-ই-খাস এ গিয়ে বাদশাহ'র কাছে খবর পাঠালাম এবং তিনি তার খাস কামরা থেকে বের হয়ে এলে আমি তাকে ফ্রেজারের অনুরোধ সম্পর্কে বললাম। বাদশাহ তখনই উপস্থিত লোকদের আদেশ দিলেন দু'টি কামানসহ সেখানে উপস্থিত সকল সিপাহিকে ক্যাপ্টেন ডগলাসের আবাসের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যেতে। এ সময়ে আহসান উল্লাহ খানও সেখানে পৌঁছলেন এবং বাদশাহকে বললেন যে ক্যাপ্টেন ডগলাস অনুরোধ জানিয়েছেন তার আবাসে অবস্থানরত মহিলাদের জন্য দুটি পালকি পাঠাতে, যাতে তাদেরকে এনে প্রাসাদের জেনানা মহলে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। বাদশাহ আহসান উল্লাহ খানকে বললেন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে এবং ভৃত্যদের আদেশ দিলেন দুটি পালকি মার্জিত স্বভাবের বেহারাসহ পাঠিয়ে ডগলাসের মহিলাদের নিয়ে আসতে। তবে সোজা পথে নয়, উদ্যান হয়ে ঘোরা পথে, যাতে বিদ্রোহি সিপাহিদের ভিড়ের মুখোমুখি হতে না হয়, কারণ ইতোমধ্যে বিদ্রোহিরা কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। বাদশাহ কামরার ভিতর থেকেই এ আদেশ দিচ্ছিলেন দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার তাগিদসহ। আহসান উল্লাহ এ সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অল্প কিছুক্ষণ পরই যে ভৃত্যরা পালকি আনতে গিয়েছিল তাদের একজন ফিরে এসে বললো যে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। খুব শিগগিরই পালকির সাথে পাঠানো পরিচারক ফিরে এসে বললো যে মি. ফ্রেজার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনা দুপুর একটার সামান্য আগের। এ খবর পাওয়ার পর আহসান উল্লাহ খান অন্য লোকগুলোকে পাঠালেন তথ্যটি সত্য কিনা তা দেখতে এবং কি ঘটছে তার বিস্তারিত এবং ক্যাপ্টেন ডগলাস কোথায় জানতে। লোকগুলো চটজলদি ফিরে এসে জানালো যে শুধু মি. ফ্রেজারই নন, ক্যাপ্টেন ডগলাস এবং তাদের সাথে ববাসরত সকল ইউরোপীয় নিহত হয়েছেন। এ খবর শুনে বাদশাহ অন্দরে প্রবেশ করলেন এবং আমি ও আহসান উল্লাহ খান পুরোপুরি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দিওয়ান-ই-খাসে ফিরে এলাম, ভাবছিলাম আমাদের করণীয় কি। কিছুক্ষণ পর, লালকিল্লার ফটকগুলোতে প্রহরারত দুই কোম্পানি পদাতিক সৈন্য এবং মিরাট থেকে

www.pathagar.com

আগত বিদ্রোহি অশ্বারোহী সৈন্য দিওয়ান-ই-খাসের সামনের চত্বরে কুচকাওয়াজ করে উপস্থিত হলো এবং তাদের বন্দুক ও পিস্তল দিয়ে আকাশ পানে গুলি ছোড়ার সাথে সাথে উল্লাস ধ্বনি করতে লাগলো। শোরগোল শুনে বাদশাহ ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন এবং দিওয়ান-ই-খাসের দরজায় দাঁড়িয়ে তার পাশের পরিচারককে বললেন সৈন্যদের নির্দেশ দিতে যে তারা যাতে হৈ হুল্লা বন্ধ করে এবং দেশীয় কর্মকর্তাদের তলব করতে, যাতে তারা ব্যাখ্যা করতে পারে যে এহেন কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি। অতঃপর শোরগোল বন্ধ হলো এবং অশ্বপৃষ্ঠে আসীন সেনা কর্মকর্তারা সামনে এগিয়ে এসে ব্যাখ্যা করলেন যে তাদেরকে বন্দুকের গুলিতে কামড় দেয়ার প্রয়োজন পড়ে, যার ব্যবহার হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের ধর্মের জন্যেই আপত্তিকর, কারণ গুলিতে গরু ও শূকরের চর্বি মাখা। এ কারণে তারা মিরাটে ইউরোপীয়দের হত্যা করেছে এবং এ ব্যাপারে নিরাপত্তা দাবি করতে এসেছে। বাদশাহ বললেন, "আমি তোমাদের ডেকে আনিনি, তোমরা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক কাজ করেছো।" এরপর মিরাট থেকে আগত একশ বা দুশ' বিদ্রোহি পদাতিক সৈন্য সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে দেওয়ান-ইখাসে উঠে আসে এবং বলতে থাকে, "আপনি যদি আমাদের সাথে যোগ না দেন, তাহলে আমরা সকলে মৃত মানুষ এবং সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের বাঁচাতে যা করতে পারি তাই করবো।" বাদশাহ তখন একটি আসনে বসলেন এবং সৈন্য ও কর্মকর্তারা একে একে তার কাছে এগিয়ে এসে মাথা নত করে তাকে বললো তার হাত তাদের মাথায় স্থাপন করতে। বাদশাহ তাদের কথামত তাদের মাথায় হাত স্পর্শ করে তার মনে যা আসছিল তাই উচ্চারণ করলেন। ভিড় বেড়ে গেলে আমি অন্যত্র চলে গেলাম। উত্তেজনা ও গোলযোগ সে সময় ছিল তুঙ্গে, সকলে একত্রে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিল। অল্পক্ষণ পর বাদশাহ তার নিজস্ব কামরায় গেলেন, বিদ্রোহি সৈন্যরা ইত্যবসরে তাদের ঘোড়া চত্তরে ছেড়ে দিয়েছিল ও নিজেরা দিওয়ান-ই-আমে বিছানা মেলে গা ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিল্লার সর্বত্র ইতোমধ্যে তারা প্রহরাও বসিয়েছিল। এরপর আমি হাকিম আহসান উল্লাহ খানের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। বিকেল চারটায় অথবা চারটার পরে, সন্ধ্যায়ও হতে পারে আমি প্রচন্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই এবং বাইরে গিয়ে বারুদখানার দিক থেকে কুণ্ডলি পাকানো ধূলি উড়তে দেখি। লোকজন এ সময় বলাবলি করছিল যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা বারুদখানায় হামলা চালিয়েছে, কিন্তু পরে আমি জানতে পারি যে ব্রিটিশ অফিসাররাই সেখানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাদরুখানা উড়িয়ে দিয়েছে। বিকেল পাঁচটার দিকে আমি শুনলাম যে বিদ্রোহীরা কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় পুরুষ, নারী ও শিশুকে আটক করেছে, যাদের সংখ্যা সাত বা আটজন হবে এবং তারা তাদেরকে হত্যার জন্যে বাদশাহ'র অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেছে। কিন্তু বাদশাহ সিপাহিদের বলেছেন বন্দীদেরকে তার কাছে হস্তান্তর করতে, তাহলে তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা হেফাজতে রাখবেন। তারা বন্দীদেরকে বাদশাহ'র কাছে হস্তান্তর করলেও শর্ত দেয় যে তাদেরকে তারাই প্রহরা দেবে। বাদশাহ তাদেরকে কিছু কামরায় আবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করেন এবং আদেশ জারি করেন যে বন্দীদের খাবার নিয়মিত সরবরাহ করা হবে এবং তিনি স্বয়ং এই ব্যয় নির্বাহ করবেন। সন্ধ্যার পর আমি নগরী মাঝে আমার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা করছিলাম। দিওয়ান-ই-আমের কাছে পৌছে সেখানে বিপুল

www.pathagar.com

সংখ্যক সিপাহি দেখতে পেলাম এবং জানতে পারলাম যে তারা দিল্লি পল্টনের সিপাহি। এরপর আমি আমার ঘোড়ায় উঠে বাড়ি গেলাম। পরদিন সকালে কিল্লায় এসে শুনলাম যে গত রাত ১০টা অথবা ১১টায় দিল্লির দেশীয় পল্টনের সৈন্যরা কামান দেগে বাদশাহকে সালাম জানিয়েছে। আমি বলতে পারি না যে এটা তার দ্বারা সরকারের লাগাম ধরার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে ঘটেছে। আমি দিওয়ান-ই-খাসে এলে সেখানে আহসান উল্লাহ খানের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তার কাছে জানতে চাইলাম যে বাদশাহ গোলযোগ দমনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা। তিনি আমাকে বললেন যে, বাদশাহ বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়ে আগ্রায় লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে উটের পিঠে বার্তাবাহককে পাঠিয়েছেন এবং প্রায় পনের দিন পর আমি পুনরায় তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে কোন উত্তর পাওয়া গেছে কি না। তিনি বলেছেন, যে উট চালক কোন প্রাপ্তি স্বীকারপত্র বা উত্তর ছাড়াই ফিরে এসেছে। কিন্তু সে জানিয়েছে যে সে চিঠি হস্তান্তর করেছে এবং তাকে বলা হয়েছে যে, উত্তর পরে পাঠানো হবে। প্রথম দিনের ঘটনার পর আমি কিল্লায় নিয়মিত যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যে তিনচার দিনে মাত্র একবার আসা হতো এবং তখনও শুধুমাত্র আমি বাদশাহ'র কাছে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলে আসতাম। অতএব, এরপর কি ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না।

প্রশ্ন : আপনি কি শুনেছিলেন যে মি. ফ্রেজারকে কে হত্যা করেছিল? বাদশাহ'র ভৃত্যদের দ্বারা কি হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল অথবা কার দ্বারা?

উত্তর : সে সময় বলা হয়েছে যে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছে এবং মি. ফ্রেজার উদ্ভূত দাঙ্গায় নিহত হয়েছেন। কিন্তু পরে আমি শুনেছি যে, তাকে একটি লোক হত্যা করেছে যে পেশায় পাথর খোদাইকারী এবং বাজারে ক্যাপ্টেন ডগলাসের বাসভবনের ঠিক নিচেই তার একটি দোকান ছিল। লোকটির নাম কি অথবা সে এখন কোথায় আছে তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : বাদশাহ যখন দেশীয় অফিসার ও সৈন্যদের মাথায় তার হাত স্থাপন করেন, তখন এ কাজের অর্থ কি ছিল। এটি কি তাদের চাকুরি গ্রহণ করার স্বীকৃতি?

উত্তর : এটি তাদের আনুগত্য ও চাকুরি গ্রহণের সমতুল্য। কিন্তু সে সময় বাদশাহ'র মনে কি ছিল আমি তা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : দিল্লিতে প্রকাশ্যে বাদশাহ'র কর্তৃত্ব কখন ঘোষণা করা হয় অথবা কখন জানা যায় যে তিনি সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : আমি জানি না যে এ ধরনের কোন নিয়মিত ঘোষণা জারি করা হয়েছিল কি না, যদিও আমার জানার বাইরেও তা করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যেদিন বিদ্রোহ ঘটে সেদিনই বাদশাহ'র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন : এ উপলক্ষেই কি তাকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে তোপধ্বনি করা হয়েছিল?

উত্তর : আমি জানি না, আমি শুধু শুনেছি যে, তারা আবার বাদশাহ'র শাসনের অধীনে এসেছে এবং এ উপলক্ষে গোলন্দাজরা তোপধ্বনি করেছে।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন এ উপলক্ষে কতবার তোপধ্বনি করা হয়েছিল?

উত্তর : আমার মনে হয়, স্বাভাবিক শাহী সালাম একুশ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে করা

www.pathagar.com

হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : বাদশাহ ঠিক কবে প্রথম দরবার আহ্বান করেন?

উত্তর : বিদ্রোহের প্রথম দিন থেকেই তিনি দরবার অনুষ্ঠান করতে থাকেন। সিপাহিদের তিনি প্রথম যখন সাক্ষাৎ দেন সেটিকেই প্রথম দরবার বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের আগে আপনি বাদশাহ ও তার পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহযোগী ছিলেন?

উত্তর : আমি প্রতিদিনই কিল্লায় আসতাম এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রতিনিধি ও বাদশাহ'র মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম আমিই ছিলাম। আমি ছিলাম বাদশাহ'র কর্মচারি, কিন্তু আমার নিয়োগ হয়েছিল স্যার থিওফিলাস মেটকাফির প্রভাবে।

প্রশ্ন : প্রাসাদে কি হতো অথবা বিদ্রোহের আগে প্রাসাদে সাধারণতঃ কি ধরনের আলাপ-আলোচনা হতো তা কি জানার সুযোগ আপনার হয়েছিল?

উত্তর : আমার তেমন সুযোগ ছিল, কিন্তু আমি উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ে শুনিনি।

প্রশ্ন : আপনি কি বাদশাহর অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন অথবা যারা তাদের আস্থাভাজন ছিলেন তাদের সাথে, যাদেরকে গোপন কিছু বলে বিশ্বাস করা যায় অথবা এমন কোন পদক্ষেপ, যা তারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল?

উত্তর : যাদের সাথে আলোচনা করা বা কিছু জানানো প্রয়োজন আমি তাদের মধ্যে গন্য ছিলাম না, কিন্তু আহসান উল-াহ খান ও খাজা মাহবুব উদ্দিন খান অনেক বেশি আস্থাভাজন ও বিশ্বাসী ছিলেন।

আদালত বিকেল চারটায় মুলতবী ঘোষণা করা হয় আগামীকাল বেলা ১১টা পর্যন্ত।

www.pathagar.com

আদালতের চতুর্থ দিবস

শনিবার, ৩০ জানুয়ারি ১৮৫৮ সাল

এদিন বেলা ১১টায় পুনরায় আদালত বসে লালকিল্লা'র দিওয়ান-ই-খাসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে আদালতে আনা হয়। সাক্ষী গোলাম আব্বাসকে পুনরায় তলব করে তাকে শপথ পাঠ করানোর পর ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল তার জেরা অব্যাহত রাখেন।

প্রশ্ন : বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার আগে কি বন্দীর হাতের লিখার সাথে আপনার পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি প্রায়ই তার হাতের লিখা দেখতে পেতাম এবং তার লিখা আমি ভালোভাবে চিনতে পারি।

প্রশ্ন : আদালতের সামনে যেসব কাগজপত্র পেশ করা হয়েছে এবং যে কাগজগুলোতে বন্দীর স্বাক্ষর, তার সিলমোহর রয়েছে, সেগুলো কোন কারণে প্রকৃত নয় বলে কি আপনার আপত্তি উঠানোর কোন কারণ আছে?

উত্তর : কাগজগুলোর সাধারণতঃ বাদশাহ'র হাতের লিখার প্রমাণ বহন করে। দু'একটি কাগজের ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ থাকতে পারে।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত মহিলা ও শিশুদের যখন কিল্লায় হত্যা করা হয়, তখন আপনি কি উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : না, আমি কিল্লায় ছিলাম না। কিন্তু পরে আমি শুনেছি যে কিছু লোককে হত্যা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে কাদের দ্বারা তারা নিহত হয়েছে? হত্যাকা কি সৈন্যরা ঘটিছে, না কি বন্দীর নিজস্ব ভৃত্যরা?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারি না। কিন্তু দুই অথবা তিনদিন পর আমি যখন কিল্লায় আসি তখন হাকিম আহসান উল্লাহ খানকে বলি যে তিনি এই হত্যাকা থামাতে তার প্রভাব কেন কাজে লাগাননি। তিনি বলেন যে তার পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল সবই তিনি করেছেন, কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহিরা কোনকিছুতে কর্ণপাত করেনি।

প্রশ্ন : আহসান উল্লাহ খান কি আপনাকে এমন ধারণা দিয়েছেন যে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : না, তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি যে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি না?

প্রশ্ন : সেদিন কতোজন ইউরোপীয় হত্যা করা হয়েছিল?

উত্তর : সংখ্যা সম্পর্কে আমি আগে জানতে পারিনি। হতে পারে যে সংখ্যাটি আমি শুনেছিলাম এবং হয়তো ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন অর্থাৎ গত দশ বা পনের দিনে আমি শুনেছি যে সংখ্যাটি ছিল প্রায় পঞ্চাশ, যার মধ্যে মহিলা ও শিশুরাও ছিল।

প্রশ্ন : এইসব মহিলা ও শিশুদেরকে কি বন্দীর সম্মতিতে হত্যা করা হয়েছে?

উত্তর : আহসান উল্লাহ খানের কাছে আমি যা শুনেছি, তার বাইরে এ বিষয়ে আমি আর কিছুই জানি না। তিনি আমাকে বলেছেন যে, বাদশাহ হত্যাকা নিষেধ করেছেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন, বাদশাহ'র অনুচরদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহ চলাকালে ঘটনার বিবরণী লিপিবদ্ধ করে রাখতো কি না। যদি লিখে থাকে তাহলে কাজটি কে করতো?

উত্তর : আমি জানি না যে কেউ সে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছে কিনা, তবে বিদ্রোহের আগে একজন বিবরণী লিখে রাখতো।

প্রশ্ন : বাদশাহ'র পুত্র মির্জা মোগল কি দিল্লিতে বিদ্রোহি সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, যদি হয়ে থাকেন তাহলে কার দ্বারা ও কখন নিয়োগ লাভ করেছিলেন?

উত্তর : এটি সুনিশ্চিত যে মির্জা মোগল সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে সেনাবাহিনীর অনুরোধ মেনে বাদশাহ তাকে নিয়োগ দেন।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের আগে কি আপনি কখনও দেশীয় সেনাবাহিনীতে কোন অসন্তোষের কথা শুনেছিলেনে?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম যে চর্বিযুক্ত গুলী ব্যবহারের কারণে কলকাতায় দুটি পল্টন বিদ্রোহ করেছিল, যাদেরকে পরে নিরস্ত্র করা হয়।

প্রশ্ন : দিল্লিতে বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার আগে এখানে মোতায়েনকৃত পল্টনে কোন ধরনের অসন্তোষের বিষয় সম্পর্কে কি শুনেছিলেন?

উত্তর : না।

এই পর্যায়ে আদালত সাক্ষীকে প্রশ্ন করে;

প্রশ্ন : ইউরোপীয়দের হত্যা করার পর কোন সময়ে আপনি কি কোন মৃতদেহ, রক্ত বা হত্যাকা সংঘটিত হওয়ার সাথে জড়িত কোন আলামত দেখেছেন?

উত্তর : আমি ওই ধরনের কোনকিছুই দেখিনি।

প্রশ্ন : মহিলা ও শিশুদের যেখানে হত্যা করা হয়েছে সেই জায়গাটি কি আপনি

www.pathagar.com

চিনেন?

উত্তর : আমি শুনেছি যে তাদেরকে প্রথম চত্তরটিতেই হত্যা করা হয়েছে, লাহোর ফটক দিয়ে লাল কিল্লায় প্রবেশের পর পুকুরের কাছাকাছি জায়গায়। লোকজন সে জায়গাটির কথাই বলাবলি করেছে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট জায়গা বলতে পারেনি।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে মৃতদেহগুলো কি করা হয়েছে?

উত্তর : আমি জানি না যে শেষ পর্যন্ত মৃতদেহগুলোর কি বিহিত করা হয়েছিল, কিন্তু আমি শুনেছি গরুর গাড়িতে তুলে সেগুলো অপসারণ করা হয়।

জজ এডভোকেট জেনারেল পুনরায় সাক্ষীকে জেরা করেন:

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে হত্যা করার পূর্বে এইসব মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল কিনা? বন্দী করে রাখা হয়ে থাকলে কোথায় রাখা হয়েছিল?

উত্তর : আমি শুনেছি যে তাদেরকে বন্দী হিসেবে রাখা হয়েছিল এবং বাদশাহ'র রন্ধনশালায় অথবা রন্ধনশালা সংলগ্ন কোন কামরায় কয়েদ করে রাখা হয়েছিল।

প্রশ্ন : ক'দিন ধরে তাদের আটকাবস্থায় রাখা হয়েছিল?

উত্তর : প্রায় এক সপ্তাহ অথবা দশ দিন ধরে।

প্রশ্ন : বিদ্রোহ চলাকালে বন্দীর রাষ্ট্রীয় সিলমোহর কার তত্ত্বাবধানে থাকতো?

উত্তর : সেগুলো বন্দীর খাস কামরায় থাকতো।

প্রশ্ন : সেই সিলমোহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ কি পুরোপুরি বন্দীর অধীনে ছিল?

উত্তর : বাদশাহ'র কর্তৃত্ব ছাড়া সিলমোহরগুলো কখনোই যুক্ত হতো না।

বন্দী জেরার মুখোমুখি হতে অস্বীকার করেন। সাক্ষী তার আসন গ্রহণ করে বন্দীর সহকারী হিসেবে।

বিবিধ শিরোনামে দলিল নং ৫৭ থেকে ৭৮ পর্যন্ত কাগজপত্র ফারসিতে লিখা, যেগুলো বল-ভগড়ের রাজার বিচারে আদালত কর্তৃক খাঁটি দলিল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, এবং সেই দলিলগুলো কোন ধরনের যাচাইবাছাই ছাড়াই গৃহীত হয়েছে, যার ইংরেজি তরজমা পাঠ করা হয়েছে। মূল ফারসি কাগজগুলো বন্দীর কাছে পাঠ করা হচ্ছে। হাকিম আহসান উল্লাহ খানকে তলব করে পুনরায় শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। ঋণগ্রহণের সাথে সংশি-ষ্ট বেশ কিছু কাগজ তিনি শনাক্ত করেন।

বিকেল চারটায় আদালত মুলতবী ঘোষণা করা হয় ১লা ফেব্রুয়ারি সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - তৃতীয়

রাষ্ট্রীয় সিলমোহরযুক্ত বাদশাহ্'র তারিখবিহীন আদেশ :

বরাবর
বিশেষ খাদেম, আনুকূল্য ও দয়াশীলতা যার জন্যে প্রযোজ্য
রাজা নহর সিং বাহাদুর
আপনাকে বিশেষভাবে জানাচ্ছি যে, আপনি একজন দারোগা নিয়োগ করেছেন বলে আমি জানতে পেরেছি। নাজির উদ্দীন খান নামে একজন লোককে ইতোপূর্বে সরকার ভদ্রপুরের জন্য নিয়োগ দিয়েছে এবং বর্তমানে তিনি আরব সরাই এ উপস্থিত আছেন। আপনি আমার সেবক এবং আপনার খেদমতের বিষয় স্মরণে রেখে আপনার নিয়োগকৃত লোকটিকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।"

দলিল নং-৫৮। বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং-এর তারিখবিহীন দরখাস্ত।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাহাপনাহ
ন্যায়ের প্রতিপালক
পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, দিল্লি-মুখী রাস্তার পরিস্থিতি যেহেতু স্থিতিশীল নয়, সেজন্যে আপনার সেবক, আপনার নির্দেশ অনুসারে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। অবশ্য এখনো বল-ভগড় সংলগ্ন পালি গ্রামের আইন অমান্যকারী বাসিন্দারা অবাধ্য ও সহিংসতায় জড়িত হয়ে নানা অপকর্মে নিয়োজিত হয়েছে। গ্রামটি ফৌজদারির সময় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবাধ্য লোকগুলো সড়কে দস্যুতা, লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে, এর ফলে সমগ্র এলাকার মানুষ দারুণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তবুও এ পরিস্থিতিতে আমি ধীরে ধীরে তাদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যদিও আমি আমার কাজ পুরোপুরি চালাচ্ছি না, এ জন্যে আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। আমাকে যদি আপনার পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করবো, যার ফলে এই দুষ্কৃতকারী ও বিদ্রোহিরা তাদের বর্তমান কর্মকা আর অব্যাহত রাখতে পারবে না এবং বল্লভগড় থেকে দিল্লির পথে নিরাপত্তা ফিরে আসবে। আপনাকে আরও জানাতে চাই যে, কিছু লোকের কাছ থেকে আমি শুনেছি, যারা আমাকে আপনার সমীপে হাজির দেখতে চায় এবং জানাতে চায় যে, বল-ভগড়ের প্রধান দু'জন ইংরেজকে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরসহ লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভগবান সাক্ষী যে, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত। আপনার এই সেবকের পক্ষে কি করে এমন একটি কাজ

www.pathagar.com

করা সম্ভব, আপনার আদেশ ও ইচ্ছার বাইরে কি করে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব। তবে একজন দেশীয়, যে ইতোপূর্বে একজন খ্রিস্টান ছিল, সে গত বার বছর ধরে আমার চাকুরিতে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু আপনার অসন্তুষ্টির ভয়ে তাকে চাকুরি থেকে বিদায় দিয়েছি। এই লোকটি বর্তমানে খ্রিস্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এ কারণে সে ক্ষমা লাভের যোগ্য। মহানুভব যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আমি তাকে পুনরায় কাজে ফিরিয়ে আনতে পারি। আপনার শাসনের সমৃদ্ধ কামনা করছি। আপনার পুরনো দাস বল-ভগড়ের প্রধান নহর সিং-এর দরখাস্ত। রাজা নহর সিং বাহাদুরের সিলমোহর।"

দলিল নং-৫৯ : বল্লভগড়ের প্রধান নহর সিং এর তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, মানবতার প্রভু,
জাঁহাপনাহ
পরম শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার দরবারে হাজির হওয়ার জন্য এবং দিলি- নগরী ও এর আশপাশের এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে নির্দেশ, এবং একই সাথে রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পথচারিদের চলাচলের ও মালামাল সরবরাহের নিরাপত্তা বিধান করা সম্পর্কিত আপনার দ্বিতীয় আদেশটিও আমি পেয়েছি। আমি যথাযথভাবে নিবেদন করছি যে আপনার আদেশ লাভ করে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি এবং আপনার শোকর আদায় করছি এবং এ সম্মান লাভের জন্য আমি মহান ভগবানের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি আমার মধ্যরাত্রির প্রার্থনা গ্রহণ করুন এবং আপনার সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য সংরক্ষণ করুন।

আমার প্রভু, যদিও আপনার প্রভাবে ও শাসনের মহিমায় আপনার এই সেবকের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। এ জন্য আমি দিনরাত নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, যাতে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে কোন ব্যত্যয় না ঘটে, তা সত্ত্বেও বল্লভগড়ের সীমানা সংলগ্ন পালি গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকে দুষ্কর্মে নিয়োজিত রয়েছে এবং একইভাবে পালওয়াল শহরের কিছু বিদ্রোহি ও বদমাশ লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকর কর্মকা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সড়কপথে দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন চালাচ্ছে, তা আমার পক্ষে কিভাবে বর্ণনা করা সম্ভব? যদিও আমার কিছু সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ থেকে এবং রাজস্ব কর্মকর্তা, দারোগা ও ভূমি মালিকানার অধিকার প্রদানকারী বিভাগের দায়িত্বশীলদের অনুরোধের ভিত্তিতে আমি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, তাদেরকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহি দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে; কিন্তু মহামহিমের আদেশ ব্যতিরেকে আমি এমনভাবে হস্তক্ষেপ করতে চাই না, যা কোনভাবেই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। বল্লভগড় থেকে দিল্লি পর্যন্ত সড়কে কার্যকর নিরাপত্তা বিধানের জন্যে আমি নতুন ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করেছি এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার কাজে আমি দিনরাত নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি। আমি আপনার অতি পুরনো ও

www.pathagar.com

বংশানুক্রমিক দাস এবং আমাকে যেভাবে আদেশ করা হবে, আমি তদনুরূপ কাজ করবো এবং ঈশ্বরেরও সেটাই ইচ্ছা। আমি শিগগিরই আপনার খেদমতে হাজির হওয়ার সম্মান লাভ করবো বলে আশা করছি, এবং তা দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শান্তি নিশ্চিত হওয়ার পর। বর্তমান পরিস্থিতি সত্যিই ন্যাক্কারজনক এবং এর মাঝে মহানুভবের অসন্তোষ সৃষ্টির আশঙ্কাও বিদ্যমান। বিষয়টি জরুরি বিবেচনা করে আপনার খেদমতে পেশ করলাম। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনার আজন্ম ভৃত্য বল্লভগড়ের প্রধান নহর সিং এর দরখাস্ত।"

দলিল নং-৬০। বল্লভগড়ের রাজার গুপ্তচর আহমদ আলীর তারিখবিহীন দরখাস্ত।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ।
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার আদেশ অনুসারে রাজা তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখাশুনার উদ্দেশ্যে কিছু সময় পূর্বে চলে যাওয়ার সময় কাপড়চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলে গেছেন, যেগুলো পুনরায় তিনি চেয়ে পাঠিয়েছেন। সেজন্যে আমি প্রার্থনা করছি যে আমাকে এ সংক্রান্ত একটি অনুমতিপত্র দেয়া হোক বল্লভগড় থেকে আগত গরুর গাড়ি যাতে কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এবং জিনিসগুলো যখন পাঠানো হবে তখন দিল্লি গেটে কোন সৈনিক যাতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার কায়িক দাস, বল-ভগড়ের রাজার গুপ্তচর আহমদ আলীর দরখাস্ত।"

দলিল নং-৬১। বল-ভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ২০ মে ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, এই দরখাস্তের আগেও আমি আরও কিছু দরখাস্ত পেশ করেছি। কিন্তু কোন একটির উত্তর দ্বারা আমি সম্মানিত হইনি। আমি পুনরায় পালি গ্রামের দুষ্ট প্রকৃতির বাসিন্দাদের ব্যাপারে আপনাকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে এ দরখাস্ত করছি। ওই লোকগুলো সর্বত্র রাজপথে দস্যুতা ও লুণ্ঠনের মতো হীন কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে জনগণ ও প্রজা সাধারণের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। যদিও গ্রামটিতে আমি একটু একটু করে কিছু শৃঙ্খলা এনেছি, কিন্তু মহামহিমের আদেশ ছাড়া কোন ব্যাপারে আস্থার সাথে পদক্ষেপ নিতে পারছি না। আমি নতুন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহের জন্যে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি। এছাড়া প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমার স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তা সত্ত্বেও আমি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং জেলার দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছি। পরিস্থিতি শান্ত হলে আমি আপনার দরবারে হাজির হবো। আপনার আদেশ পালনার্থে আমি আপনার খেদমতে হাজির হওয়ার জন্যে রিসালদার কালান্দার খানকে প্রেরণ করেছি কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ। তাকে যেমন নির্দেশ দেয়া

www.pathagar.com

হবে, তিনি সেখানে নির্দেশ পালন করবেন। আপনার বংশানুক্রমিক ভৃত্য বল্লভগড়ের প্রধান শাসক রাজা নহর সিং।

দলিল নং-৬২। বল্লভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ মে ২১, ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাহাপানাহ।

সশ্রদ্ধ চিত্তে নিবেদন করছি যে দিল্লিমুখী রাজপথের নিরাপত্তা ও ভদ্রপুর থানার ব্যবস্থাপনার সাথে সংশি-ষ্ট সকল বিষয় দেখাশুনার জন্যে আপনার নিবেদিতপ্রাণ দরখাস্তকারীর ওপর আদেশ জারি করেছেন। তথাপি, আপনি যেহেতু অন্য একজন দারোগাকে নিয়োগ দিয়েছেন, সে কারণে আমি আপনার আদেশের সাথে সঙ্গতি রেখে উলে-খিত থানার পুরো লোকবলকে বরখাস্ত করেছি এবং আপনার মনোনীত দারোগার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছি। আপনার আদেশ অনুযায়ী রিসালদার কালান্দার বখশ খানকে কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করার জন্য প্রেরণ করেছি। কিন্তু তারা যখন দিল্লির দরওয়াজায় উপনীত হয় তখন তাদেরকে নগরীতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হয়েছে এবং দ্বার রক্ষীরা তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলেছে। মহানুভব, আপনি জানেন যে, একজন সৈনিকের অস্ত্রই তার সাজসজ্জা ও অলংকার এবং অস্ত্রশূন্যভাবে তার উপস্থিতি অর্থহীন এবং সৈনিকের পেশার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, তারা ফিরে এসেছে এবং সাময়িকভাবে পুরনো কিল-ায় আশ্রয় নিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আপনার পক্ষ থেকে আদেশ জারি করা হোক যে, এই লোকগুলো আপনার খেদমতে হাজির হবে এবং আপনার জন্যে তাদের জীবন নিবেদন করবে, সকল প্রয়োজনীয় কর্মে ঈর্ষার সাথে নিয়োজিত হবে। আমি আপনার পুরনো সেবক মনে করি যে, আপনার আদেশ প্রতিপালনের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমার মর্যাদা। ভদ্রপুর থানার কেরানীর কাছে এ ব্যাপারে জানার পর বিষয়টি আপনার অবগতির জন্যে পেশ করছি যে আপনি যে দারোগাকে নিয়োগ দিয়েছেন তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনার সেবক ও পুরনো ভৃত্য বল্লভগড়ের প্রধান রাজা নহর সিং এর দরখাস্ত।"

দলিল নং-৬৩। বল-ভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ২২ মে ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে মহানুভবের আদেশ দ্বারা আমি সম্মানিত বোধ করি, সে আদেশ বল্লভগড় থেকে ভদ্রপুর, এবং সেখান থেকে দিল্লি দরওয়াজা পর্যন্ত রাজপথের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা সম্পর্কিত হোক অথবা পালি গ্রাম এবং পালওয়াল ও ফতেহপুর শহর, অন্যান্য জায়গার ব্যাপারে হোক না কেন ঈশ্বরের কৃপায় ও মহামহিমের আর্শিবাদে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় এবং সর্বত্র নিরাপত্তা রক্ষী ও কর কর্মকর্তাদের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আপনার সেবকের গৃহীত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলে সাধারণভাবে

www.pathagar.com

অবগত এবং ইতোমধ্যে তা আপনার গোচরীভূত হয়েছে বলেও আমি আশা করি। পৃথিবীর ভালোবাসার উৎস! চিন্তা করতে অক্ষম কিছু বদ চরিত্রের লোক, রাষ্ট্রের দুশমন ও বিদ্রোহী, যারা অপরাধ সংঘটন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তাদের মধ্যে যারা বর্তমানে রাজ দরবারে হাজিরা দিচ্ছে, তারা উল্লেখিত ব্যবস্থার সাফল্যের কথা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারছে না এবং তারা আশা করছে যে আমার সুখ্যাতির সাথে কুখ্যাতি যুক্ত হোক। এমনকি তারা নগরীর দ্বারে মোতায়েন নিয়মিত পদাতিক সৈন্যদেরকে আমার ও আমার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে। আমি তাদের অপকর্মের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পুরোপুরিই বিশ্বাস করি। এমনকি তারা আপনার এই বংশানুক্রমিক দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। কিন্তু তাদের অভিযোগে আপনি আশা করি বিশ্বাস করবেন না। কারণ, শত্রুতার অনুভূতি থেকে আপনার দাসের বিরুদ্ধে বলার অভ্যাস আগেও তাদের মধ্যে ছিল। তাদের আরোপিত অপবাদের প্রতিও মনোযোগ না দেয়াই শ্রেয়। অতএব, আমি প্রার্থনা করি যে, যথাবিহিত বন্দোবস্ত করার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি সুবিবেচনা সহকারে নিয়মিত পদাতিক সৈন্যদের প্রতি অবশ্য পালনীয় আদেশ জারি করবেন যে নগরীর দরওয়াজায় যাতে বল-ভগড়ের কর্মচারীদের কোন অবস্থাতেই বাধা দেয়া না হয় অথবা আপত্তি উত্থাপন করা না হয়। তাহলে মহানুভবের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তার পরিপন্থী কাজের সূত্রপাত হতে পারে। আপনাকে আরও জানাতে চাই যে, আপনি আমাদের প্রভু, আর আমি আপনার পুরনো ভৃত্য। আপনার আদেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যাতে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে তা নিশ্চিত করতে আমি বদ্ধপরিকর। সে কারণেই অশ্বারোহী ও পদাতিক নিয়োগের মাধ্যমে শৃঙ্খলা বিধান করতে আমি সচেষ্ট। অল্প সময়ের মধ্যে আমি আরও কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করছি নিরাপত্তা রক্ষার্থে ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জন্য। আপনার দাস সকল পরিস্থিতিতে হৃদয়মন দিয়ে আপনার সেবায় নিয়োজিত। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনায় দরখাস্তকারী পুরনো ভৃত্য বল-ভগড়ের প্রধান নহর সিং বাহাদুর।

দলিল নং-৬৪। বল্লভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ২৪ মে ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে মহামহিমের পত্র লাভ করে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করেছি। পত্রে আমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের নগর দ্বারে প্রহরীদের বাধা প্রদান না করা, প্রাসাদের জানালার নিচে তাদের ছাউনি স্থাপনের অনুমতি প্রদান এবং একই সময়ে আমার অপার দয়াশীলতার দরবারে আমার উপস্থিতির নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই আদেশ দ্বারা আমার ওপর বিশেষ সম্মান অর্পন করায় আমি অবণত হয়ে আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভগবান আপনার প্রতি তার করুণা বর্ষণ অব্যাহত রাখুন।

পৃথিবীতে কল্যাণ নিশ্চিতকারী। আপনার অনুগত দাস হিসেবে আমি আপনার আদেশ প্রতিপালনকেই আমার সুখ বলে বিবেচনা করি। কিন্তু পালি গ্রামের বিদ্রোহি আচরণকারী

www.pathagar.com

দুষ্ট লোকদের দমনের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছুটা অসহায় ছিলাম ও দরবারে নিয়মিত হাজির হতে পারিনি। কিন্তু ভগবান সাক্ষী, আপনার দরবারে উপস্থিত হতে পারার মধ্যে আমার সকল সুখ নিহিত এবং আশপাশের গ্রামগুলোর শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারীদের কার্যকরভাবে দমন করার পর আমি অবশ্যই দরবারে নিয়মিত হাজির হবো। হে প্রভু, আজ রবিবার, এবং আমার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে আমি দিলখুশা উদ্যানে বায়ু সেবন করতে গিয়েছিলাম। সেখানে থাকা অবস্থায় ঈদের নতুন চাঁদ আকাশে উদিত হয় এবং ওই স্থানের সকল বাসিন্দা এখন স্পষ্টভাবে চাঁদ দেখেছে। আপনার আজন্ম দাস হওয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে আমি এই শুভ সংবাদে আপনাকে আনন্দ উৎসব ঈদ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে ঈদ আপনার জন্যে সৌভাগ্য ও আনন্দ বয়ে আনুক। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। বল্লভগড়ের প্রধান রাজা নহর সিং এর দরখাস্ত।"

দলিল নং-৬৫। বল্লভগড়ের দরখাস্ত। তারিখ ২৫ মে ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে জানাচ্ছি যে গতকাল রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সাথে জড়িত একটি দরখাস্ত আপনার খেদমতে পেশ করেছি, যা পাঠ করে আপনি নিশ্চয়ই সবকিছু সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার আশির্বাদে দিল্লি দরওয়াজা এবং এই জিলার গ্রামগুলোতে যথাবিহিত বন্দোবস্ত গৃহীত হয়েছে। এখন আমার দৃষ্টিতে নিম্ন পর্যায়ের একজন দারোগা, দশজন সিপাহি হনুমান কেন্দ্রে, একজন দারোগা ও পঁচিশজন সিপাহি মেহরুলিতে মোতায়েন করা প্রয়োজন। তাহলেই আপনার শাহী মর্যাদার মাধ্যমে সকল ব্যবস্থা সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। আপনি যদি এ ব্যাপারে আদেশ জারি করেন, তাহলে উভয় স্থানেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা সম্ভব। বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং এর দরখাস্ত।"

দলিল নং-৬৬। বল্লভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ মে ২৭, ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

যথাবিহিত শ্রদ্ধা নিবেদন করে জানাচ্ছি যে আপনার আদেশ লাভ করে আমি অত্যন্ত সম্মান বোধ করছি, যে আদেশে হত্যা ও লুণ্ঠনের মতো অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ এবং মুন্ডকা ও শাহদারি থানায় বিশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত ও মর্যাদাশীল মনে করে ভগবানের সামনে অবনত হয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি। পৃথিবীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র! আপনার নির্দেশ অনুযায়ী অশ্বারোহী সিপাহি দ্রুত প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আমি, কিন্তু এ সময়ের মধ্যে আমার কিছু ভৃতকে সেখানে পাঠাচ্ছি দেখাশুনার জন্য, যা আপনার আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপরাধ দমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

www.pathagar.com

আমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির গুজ্জার, মেওয়াটি ও অন্যান্য জাতির লোকজনকে আরও বেশি সহিংস স্বভাবের দেখা যাচ্ছে। তারা প্রতিদিন ফরিদাবাদ শহর, এমনকি বল্লভগড়ের ওপর পর্যন্ত আকস্মিক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের অশেষ কৃপা এবং মহামহিমের মর্যাদার প্রভাব যেহেতু আমার ওপর আছে, অতএব, অবশ্যই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবো এবং এরপর শিগগিরই আপনার খেদমতে হাজির হবো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার আজন্ম দাস বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং-এর দরখাস্ত।"

দলিল নং-৬৭। বল্লভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ৩০ মে ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধেয়। কিছুদিন গত হয়েছে, আপনার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে পারিনি এবং এ জন্যে আমি উদ্বিগ্ন অবস্থায় কাটাচ্ছি। ঈশ্বর আপনার সুখ ও সমৃদ্ধি বজায় রাখুক। মৌলভি আহমদ আলীর কাছে পাঠানো মহানুভবের আদেশে আজ আমি ভদ্রপুরে কিছু গরুর গাড়িতে লুণ্ঠনের বিষয়ে জানতে পেরেছি। সে অনুসারে আমি ভদ্রপুরের দারোগাকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছি অনুসন্ধান চালিয়ে লুণ্ঠিত মালামাল ও অপরাধীদের বের করতে। বিষয়টির চুলচেরা তদন্ত হবে। আমি আপনার কাছে আরো বিশজন ঘোড়সওয়ার পাঠালাম, যাতে তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত হতে পারে। আমি আপনার অবগতির জন্যে বিষয়টি জানালাম। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার আজন্ম দাস বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহর স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ;

"দরখাস্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হলাম। দরখাস্তকারী সেবক আমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

দলিল নং-৬৮। বল্লভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ২৮ মে, ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে আপনার চিঠির উত্তর আমি গতকাল প্রেরণ করেছি এবং ইতোমধ্যে তা নিশ্চয়ই আপনার হস্তগত হয়েছে। ঈশ্বরের কৃপা ও আপনার আর্শিবাদে আজ আমার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। ঈদুল ফিতরের উৎসব উপলক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন উপলক্ষে আমি পাঁচটি সোনার মোহর প্রেরণ করছি। আপনার আজন্ম ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে আমার এই নগন্য উপহার গ্রহণ করবেন। আজন্ম ভৃত্য বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং-এর দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ।

দলিল নং-৬৯। বল্লভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ৩১ জুলাই ১৮৫৭।

www.pathagar.com

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধেয়, আপনি পুরোপুরি অবগত আছেন যে আমার সাবেক কর্মকর্তারা প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব ভোগ করেছে এবং কিভাবে প্রতিটি বিষয় তাদের ওপর নির্ভর করে ন্যস্ত করা হয়েছে। এই লোকগুলো তাদের অদূরদর্শিতার কারণে ও ধনলিপ্সায় লাখ লাখ রুপির সম্পত্তি আত্মসাত করেছে। তাদের অসততার গোপনীয়তা ধরা পড়লে আমি তাদের হিসাব দাখিল করতে বাধ্য করার পদক্ষেপ নিয়ে তহবিলের ঘাটতি পূরণে বাধ্য করি। তারা একজন একজন করে নানা অজুহাত ও ফন্দিফিকিরে দিল্লিতে চলে গিয়ে নিজ নিজ আবাসে বাস করছে। আপনার কর্মকর্তাদের দ্বারা তাদের হিসাব তদন্তের ক্ষেত্রে খুব দুঃসাহস প্রদর্শন না করলেও তারা অকৃতজ্ঞতামূলক কাজ করার জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করেছে এবং রাষ্ট্রের সাথে জড়িত সকল ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতি সাধনের জন্যে তাদের জঘন্য উপায়ের প্রয়োগ করতেও পিছ পা হবে না এবং আপনার সরকারের জন্যে তা পূরণীয় ক্ষতির শামিল হতে পারে। যেমন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মহামহিম আমার ওপর থেকে তার অনুগ্রহ প্রত্যাহার করলেন এবং এই লোকগুলো তাদের মিথ্যা ও অবাস্তব কথাবার্তা বলে আমাকে আপনার ক্ষোভের পাত্রে পরিণত করলো এবং আপনাকে বিশ্বাস করাতে সফল হলো যে আমি রাষ্ট্রের প্রকাশ্যে সেবক হলেও মনে মনে আমি ইংরেজদের বন্ধু এবং চক্রান্ত মূলক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমি বিপুল পরিমাণে সীসা ও বারুদ সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত রয়েছি এবং মুসাফির ও পরিবহনের জন্যে রাজপথ বন্ধ করে দিয়েছি। ফলে ক্রোধ, অসন্তুষ্টি ও বিতৃষ্ণার কারণে আমার প্রতি আপনার মহানুভব সহৃদয়তা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আপনার অবিশ্বাসী দাসের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি আহমদ আলী, যে আপনার দরবারে উপস্থিত থাকে, সে অপমান বোধ করে এমন এক সময়ে ফিরে এসেছে যখন রিসালদার কালান্দার বখশ খান, যে আপনার আদেশ কার্যকর করার কাজে নিয়োজিত ছিল, সে তার বরখাস্তের আদেশ পেয়েছে। মহামান্য বাদশাহ, আমার দুশমনেরা আমার স্বার্থের পরিপন্থী যেসব অভিযোগ করেছে তার সবই মিথ্যা এবং তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের এহেন আচরণ দ্বারা তারা আপনাকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবে এবং তাদের ব্যগ্রতা ও ভক্তি দ্বারা তারা সব ধরনের প্রশ্ন ও তদন্তের উর্ধ্বে থাকতে পারবে এবং তারা রাষ্ট্রের সাথে প্রতারণা করে যে বিপুল সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে তা নির্বিঘ্নে ভোগ করতে সক্ষম হবে। আমার পূর্বপুরুষেরা এবং আমি এই মহান ঐশ্বর্যমণ্ডিত রাজবংশের প্রাচীন ও উত্তরাধিকারসূত্রে নিবেদিত দাস ও সেবক এবং আপনার বিরুদ্ধে অনুগত্যহীনতার ধারণা পর্যন্ত কখনো আমার মাথায় আসেনি। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার জন্যে আমি রৌপ্যতূল্য, যা পুংখানুভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। আপনি যদি শতবারও আমাকে পরীক্ষা করেন, আমি কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হবো না। এটাই হলো এই পেশার প্রমাণ ও বক্তব্য। বর্তমান গোলযোগের আগে আমি কিছু কার্যোপলক্ষে দিল্লিতে ছিলাম। আমি যদি তখন আন্তরিকভাবে আপনার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা অনুভব না করতাম, তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে আমি তত্ত্বাবধায়ক মীর ফাত্তাহ আলী সাহেবের মাধ্যমে আপনার সাথে

www.pathagar.com

সাক্ষাতের সম্মান লাভের প্রস্তাব পাঠাবো? আমার হৃদয়ের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বলতম রং এ যদি আপনার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা যদি কোন প্রভাব সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে কি করে সম্ভব যে এই গোপনীয়তা ও দীর্ঘ লালিত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাবে এবং শব্দ মালায় ব্যক্ত হবে? আমার দুশমনেরা যা খুশি তাই করুক। আমি আপনার পুরনো ভৃত্য এবং সকল পরিস্থিতিতে আপনার নিবেদিতপ্রাণ শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই থাকবো।

"আমার চোখ আপনার মুখ ছাড়া আর
কোনকিছু দেখে না, আমার আয়নায়
কোন অপরিচিতের ছবি প্রতিফলিত হয় না"

"তদুপরি, যদিও আমি আপনার পুরনো ভৃত্য, হিন্দু ধর্মাবলম্বী। যারা বলে যে 'আল-াহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদের আচার আচরণ প্রত্যক্ষ করার পর আমিও মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশনার আওতায় রয়েছি এবং আমার ওপর তাদের এতোটাই প্রভাব যে, যদিও শহরে প্রথম থেকে মুসলমানদের কোন মসজিদ ছিল না; কিল্লার অভ্যন্তরেও না, অথবা বাইরে বাজারেও না। অতএব, একসাথে প্রার্থনা করার সুবিধার্থে আমি পাথর দিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে একটি মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া একটি ঈদগাহের বন্দোবস্ত করেছি, যেখানে শুধুমাত্র ঈদ উপলক্ষে প্রার্থনার আয়োজন করা হয় এবং সেটি আমার দিলখুশা নামের উদ্যানের নিকটবর্তী। আমি আপনার পুরনো ও চিরন্তন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সবসময় কামনা করেছি যে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচারিত হোক। মহানুভব, আমার প্রতি আপনার যে অসন্তোষ তা উদারতার অনুভূতিতে পরিবর্তিত হোক এবং আপনার দয়াশীলতার পাত্র আমাকে পূর্বের মতোই আনুকূল্য ও কল্যাণের নতুন দৃষ্টিতে বিবেচনা করুন এবং মহানুভতার আমার শত্রু ও প্রতিপক্ষের মিথ্যা অবাস্তব বক্তব্যকে আদৌ কোন গুরুত্ব প্রদান করবেন না।

"দায়িত্বে অধিষ্ঠিত আপনার সহযোগীর প্রতি সতর্ক থাকুন,
কারণ, পানি খাঁটি হলেও তা আয়নার দুশমন।"

"আপনি আপনার অপরিমিত আনুকল্য ও মহানুভবতায় আপনার সরকারের সেবকদের প্রতি আদেশ প্রদান অব্যাহত রাখুন। উল্লেখিত শত্রু ও শত্রুবৎ চরিত্রগুলোকে পাকড়াও করতে আমার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করুন, যাতে তাদের প্রতিপক্ষমূলক কর্মকাণ্ডে সমাপ্তি ঘটাতে পারি এবং মহানুভবের অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের মেঘ অপসারিত হয়ে যায় এবং আমার লাখ লাখ রুপি ক্ষতির দায় তাদের ওপর আরোপ করতে পারি। কুরাওলির বাসিন্দা রুস্তম আলী কর্তৃক লর্ড সাহিব বাহাদুর বরাবর দাখিল করা দরখাস্তের বক্তব্য হচ্ছে, গেইনদাসহ এগার ব্যক্তি দুটি গরুর গাড়ি ভর্তি গম ও ময়দা নিয়ে দিল্লিতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাজার দারোগা সেগুলো আটক করে বল্লভগড়ে পাঠিয়ে দেয় এবং গাড়ির মালামাল বাজেয়াপ্ত করা হয়। আমি নিবেদন করছি যে, দরখাস্তকারীর বক্তব্য পুরোপুরিই মিথ্যা এবং

www.pathagar.com

বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে কোন অতিরঞ্জিত না করেই বলা যায় যে, গেইনদা বদমাশ ও রাজপথের দস্যুদের নেতা, সে তার নিজ গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে বেপরোয়াদের নিয়ে নাগলি গ্রামে লুটপাট চালিয়েছে। এলাকাটি ভদ্রপুরের আওতাধীন। সে লুণ্ঠিত মালামাল নিজস্ব ও সংলগ্ন গ্রামের লোকদের মাঝে বিতরণ করেছে। পরে তারা লুটপাটের প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও বল্লভগড়ের আরো একটি এলাকা মাগরোলিতে হামলা চালায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফরিদাবাদের থানা প্রহরী ও কর কর্মকর্তারা টহল অভিযানে মাগরোলিতে এসে উপস্থিত হয় এবং দেখতে পায় যে সেখানে কি ঘটছে। লুটেরা ও দস্যুরা নিরাপত্তার আশায় কেটে পড়তে থাকে। কিন্তু কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারীকে পাকড়াও করা সম্ভব হয় এবং তাদের অস্ত্র কেড়ে রেখে এই জায়গার ফৌজদারি আদালতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই মামলার কাগজপত্র আসছে। এখানে যা বর্ণনা করা হলো তার প্রমাণ হিসেবে যদি কোন কাগজপত্র তলব করা হয় তাহলে সেগুলোর মূল অথবা নকল আপনার কাছে পেশ করা হবে, তাহলে আপনি এ ব্যাপারে সবকিছু জানতে পারবেন। একটি গাড়ি ও ব্যবসায়ী নবী বখশ এর মধ্যে ঘটনাটিও অনুরূপ। আসল ঘটনাটি হচ্ছে, আমার ভৃত্য গাড়িটি ক্রয় করেছিল, যা একাদশ দেশীয় পদাতিক পল্টনের এক ব্রাহ্মণের সাথে যুক্ত ছিল, আর ব্যবসায়ী নবী বখশ যাচ্ছিল বল-ভগড়ের দিকে। অতএব, আমি নিবেদন করছি যে এ ব্যাপারে অবশ্যই তদন্ত করে দেখবেন। গাড়ির ভিতরে দু'একটি ইংরেজি চিঠি পাওয়া গেছে, কিন্তু আমি ভগবানের কসম কেটে বলছি যে আমি অথবা আমার ভৃত্যের এ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। কে এর লেখক, কাকে তা লিখা হয়েছে অথবা এর উদ্দেশ্য কি কোন কিছুই আমার জানা নেই। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট যে ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে জানে এমন কেউ চিঠি গাড়ির ভিতর রেখে দিয়েছে। আপনি সত্যের প্রতিপালক এবং যা লিখলাম তার সত্যতা যাচাই করার মালিক আপনি। মোহাম্মদ শাহ নিজাম-উদ-দীনের মাজারের ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য মানা যেতে পারে। আমি প্রার্থনা করছি যে আমার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে অনুকূল উত্তর লাভে সম্মানিত হবো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। বল-ভগড়ের রাজা নহর সিং বাহাদুরের দরখাস্ত।"

দলিল নং-৭০। বল্লভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ৫ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ

শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, তারাই আর্শিবাদধন্য ও সুখী, যারা আপনার উপস্থিতিতে অবস্থানের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। যদিও আমি এই সুখ ভোগ করতে পারিনি এবং এখনো বেশ দূরে আছি, কিন্তু আমার সদিচ্ছার শত প্রতিশ্রুতি রয়েছে আপনার প্রতি এবং আমার বিশ্বস্ততার হাজারো স্বীকৃতি স্মরণাতীতকাল থেকেই রয়েছে এবং আমি সবসময় মনে করি যে আপনার ঐশ্বর্যময় সিংহাসনের কাছাকাছি যারা আছে আমি তাদেরই একজন। আমি বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে আমার অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ঈদ উপলক্ষে আটটি সোনার মোহর আপনার খেদমতে পাঠাচ্ছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে সেগুলো

www.pathagar.com

আপনার শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থান থেকে গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করবেন। বাদশাহ'র সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে অভিশাপ ও তিক্ততা প্রার্থনা করছি।

মহামহিম বাদশাহ'র জন্য	- ৫টি সোনার মোহর
মহামান্য রাণীর জন্য	- ২টি সোনার মোহর
শাহজাদা মির্জা জওয়ান বখতের জন্য	- ১টি সোনার মোহর

আপনার ভৃত্য বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং-এর দরখাস্ত।"

দলিল নং ৭১। বাদশাহ'র স্বাক্ষর ও সিলমোহর বিহীন আদেশ। তারিখ ৮ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
রাজা নহর সিং
আটটি সোনার মোহর নজরানাসহ আপনার দরখাস্ত হস্তগত হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস ও আস্থার ওপর আপনার সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে। আপনি যেহেতু আমাদের বংশের পুরনো একজন সেবক, সেজন্যে আপনি বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটাবেন না, এটিই কাম্য। আমার অনুগ্রহের আশ্বাস রইলো।

আমার জন্য	- ৫টি সোনার মোহর
রাণীর জন্য	- ২টি সোনার মোহর
মির্জা জওয়ান বখত বাহাদুরের জন্য	- ১টি সোনার মোহর

দলিল নং-৭২। বাদশাহ'র স্বাক্ষর ও সিলমোহরবিহীন আদেশ। তারিখ ৯ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
বিশেষ খাদেম, দয়া ও অনুগ্রহের যথার্থ প্রাপক
রাজা নহর সিং বাহাদুর
আপনার ওপর শাহী আনুকূল্য রয়েছে বলে বিবেচনা করবেন এবং ঈদুল আজহা উপলক্ষে অভিনন্দন হিসেবে আপনি যে আটটি সোনার মোহর নজরানা হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাতে আমার অসন্তোষ দূরীভূত হয়নি। যেহেতু নজরানা ফিরিয়ে দেয়া এই দরবারের রীতি নয়, অতএব সোনার মোহরগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। আপনার পিতা ও পিতামহের পথ অনুসরণ করে আপনিও হৃদয় ও মন থেকে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবেন, এটাই কাম্য। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।"

দলিল নং-৭৩। বল্লভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ১৪ আগস্ট ১৮৫৭।

www.pathagar.com

"বরাবর

মহান বাদশাহ, ঈশ্বরের প্রতিনিধি

পরম শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে ঈদ উৎসব উপলক্ষে আমার সামান্য নজরানার প্রাপ্তি জানিয়ে পাঠানো মহানুভবের চিঠি লাভের সম্মান অর্জন করেছি। আমি নিজেকে সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান বলে বিবেচনা করছি; কিন্তু আপনার মহত্ত্বের প্রশংসা করার মতো কোথায় আমার সেই জিহবা অথবা কোথায় আমার ভাষা। আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে আপনার মন থেকে এখনো আমার প্রতি অসন্তুষ্টির মেঘ পুরোপুরি অপসারিত হয়ে যায়নি। আপনার কাছে আমাকে নিবেদন করতে দিন যে, আমি ইতোমধ্যে আপনার কাছে সুপরিচিত, একজন অতি পুরনো, বৃদ্ধ, সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত সেবক। আপনার আদেশ প্রতিপালনের ইচ্ছা প্রতিটি মুহূর্তে আমি পোষণ করি এবং তা কার্যকর করতে ব্যতিব্যস্ত থাকি। এমন একটি দিনও এমন যায় না যেদিন আমার হৃদয় থেকে আপনার অনুগ্রহের কথা বিস্মৃত হই, এমন একটি মুহূর্ত যায় না যখন আমার জিহবা আপনার মহত্ত্বের প্রশংসা করে না। আমি প্রার্থনা করি যে, সকল পরিস্থিতিতে আপনি আমাকে আপনার দাস বলে বিবেচনা করবেন, আপনার অধমতম দাস এবং মহত্ত্ব ও আনুকূল্যের দৃষ্টিতে আমাকে দেখবেন। কারণ ফেলে আসা সুদীর্ঘ অতীতেও আমার পূর্বপুরুষেরা আপনার সীমাহীন দয়া ও সহযোগিতা পেয়ে এসেছে, যাদের সকলেই আপনার একনিষ্ঠ সেবক ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার ওপরও মহামহিমের সদয় দৃষ্টি ও বিভিন্নভাবে নিরাপত্তা দেয়ার বিষয়গলোও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। ফেলে আসা দিনগুলোতে যে দয়াশীলতা, ক্ষমা ও আনুকূল্য ছিল, আমি বিশ্বাস করি সে সবের ধারাবাহিকতায় আমার শত্রুদের মিথ্যা ও অবাস্তব বক্তব্যের ফলে সৃষ্ট অসন্তুষ্টির মেঘ সূর্যের মতো উজ্জ্বল আপনার মনের আয়নাকে ঝাপসা করে দিয়েছে, তা এখন দূরীভূত হবে বলে আমি আশা করি। তাছাড়া আমার প্রতি ক্রোধ ও অসন্তোষের যে ধূলি আপনার মনের প্রান্তে জড়ো হয়েছিল তা উড়ে গিয়ে স্বচ্ছ হয়েছে। তাছাড়া, আপনার দরবারে আমার বিশ্বস্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি কিছুদিন যাবত বন্ধ রয়েছে এবং আমি নিবেদন করি যে তাকে পুনরায় দরবারে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আমার অশ্বারোহী বাহিনীর রিসালদারকেও আমি একই অনুরোধ করেছি। আমি আরো প্রার্থনা করছি যে আমাকে দামামা ও নিশান বহনের দায়িত্ব দিয়ে আনুকূল্য প্রদর্শন করা হোক, যাতে মহামহিমের খ্যাতি ও মহত্ত্ব সাম্রাজ্যের চার কোণায় এবং বিশ্বের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘোষিত হতে পারে এবং একই সময়ে আমার কৃতিত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আপনার নিবেদিত প্রাণ নিশান বরদার সকল শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করার একটি শুভ আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে ভর করে আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি এতো দুর্ভাগা যে আমার এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি। কারণ নানা ধরনের শারীরিক অসুস্থতা আমাকে আঁকড়ে ধরেছে দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর থেকেই এবং এখন পর্যন্ত আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠিনি। মহামহিমের বিজয়ী পতাকা সদাসর্বদা সমুন্নত থাকুক এবং আপনার দুশমনেরা পরাজয় বরণ করুক। বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং বাহাদুরের দরখাস্ত।"

www.pathagar.com

দলিল নং-৭৪। স্বাক্ষর, সাংকেতিক হস্তাক্ষর বা সিলমোহর বিহীন আদেশ। দৃশ্যত মির্জা মোগলের। তারিখ ১৬ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
বিশেষ সেবক, সদিচ্ছার প্রতীক
বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং
আপনি নিজেকে সম্মানিত বিবেচনা করুন। মৌখিকভাবে বেশ কিছু উপলক্ষে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আমাদের বিশ্বস্ত অনুচরদের বিশ্বাসী প্রতিনিধিদের উপস্থিতির। অতএব, এটা জরুরি যে আপনার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকুক। সেজন্যে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে আপনার বিশ্বস্ত দু'জন অনুচর মনোনীত করতে এবং তাদেরকে শাহী দরবারে প্রেরণ করতে। তাহলে যখনই কোন মৌখিক আদেশ জারি করা হবে, তা কোন সমস্যা ছাড়াই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। সকল গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং প্রতিনিধি প্রেরণে কোন বিলম্ব করবেন না। আল্লাহর কৃপায় দরবারের পক্ষ থেকে কোন কারণেই ভীতির উদ্রেক হবে এমন সম্ভাবনা নেই।"

দলিল নং-৭৫। বল-ভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ২২ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, আল্লাহর প্রতিনিধি
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে মহামহিমের মনে স্থায়ীভাবে গাঁথা আছে যে, আপনার কাছে দরখাস্তকারী আপনার গৌরবান্বিত বংশের পুরাতন ও আজন্ম সেবক। আমি ও আমার পূর্বপুরুষেরা আপনার অধম দাস এবং এখনো আমি তাই। আপনার আদেশের প্রতি আমি চির অনুগত এবং সবসময় নিবেদিতপ্রাণ ও আনুগত্যের কাজে জড়িত ছিলাম। অতএব, আমি আপনার দরবারে হাজির হওয়ার দীর্ঘলালিত আশা এখন ব্যক্ত করছি। আমার বক্তব্যের প্রমাণ ও স্বীকৃতি হচ্ছে যে, আমি যদি নিজেকে আপনার হাতে লালিতপালিত বলে বিবেচনা না করতাম এবং আমি যদি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে ব্যগ্র না হতাম এবং যদি না জানতাম যে এই সাক্ষাতে আমি কি সীমাহীন কল্যাণ লাভ করবো, তাহলে ইংরেজ সরকারের সময়েও আমি কিভাবে মীর ফতেহ আলীর মাধ্যমে আপনার কাছে অপেক্ষার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেছি। আমি যখন তা করেছি, তখন আপনি আনন্দ চিত্তে আমার হৃদয় মথিত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার প্রকাশ দেখেছেন। কিন্তু অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায়, যা তখনকার সময়ের জন্যে প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ আপনার সমীপে আমার উপস্থিতি সঙ্গত ছিল না, যা কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারতো। আপনার সেই দাস এখন আপনার দরবারে হাজির হওয়ার সুখ লাভ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর পিছনে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ দিল্লি থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের দিন থেকে আমি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা ধরনের দৈহিক অসুস্থতায় ভুগছি। দ্বিতীয়তঃ আমার শত্রুরা তাদের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দ্বারা আপনার করুণা থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করার কারণে আমার দিল্লি গমনে তারা কিছুটা ভীত। তারা আমাকে অপদস্ত ও অসম্মান করার কিছু উপায় ভেবে থাকতে পারে এবং আপনার ক্রোধের আগুনে আমাকে জ্বালাতে পারে

www.pathagar.com

এবং তাতে ঢালতে পারে মিথ্যাচারের তেল এবং ধৃস্টতার সাথে তাদের পরিকল্পনা বাস্ত বায়নে অগ্রসর হতে পারে। এবং বর্তমান ক্রোধকে দ্বিগুণ উসকে দিতে পারে। তাছাড়া আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানা জটিলতায় আকীর্ণ এবং তারা এখন আমার কাছ থেকে অর্থ ও উপঢৌকন দাবি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদিও আমার আয় অত্যন্ত সীমিত। মহামহিম, আপনি সকল অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। আপনার সরকারি ও বেসরকারি অনুচরবৃন্দ সকলে জানে যে অন্যান্য প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার তুলনায় আপনার ভৃত্যের এলাকা অত্যন্ত ছোট এবং আদায়কৃত কর প্রয়োজন ও অনিবার্য ব্যয়ের সমান নয়। ফলে এলাকাটি সময় সময় হাজার হাজার রুপির ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকে। এর মধ্যে আপনার এই দাসানুদাসের পূর্বপুরুষদের পুঞ্জীভূত দেনাও রয়েছে। আপনার কাছে আমি নিবেদন করতে চাই যে, আমার সরকারের সাবেক কর্মকর্তারা তহবিল তসরুফ, প্রতারণা ও লুণ্ঠন করে সব নিয়ে যাওয়ার পরিণতিতে আমার তোষাখানা ও ভা ার শূন্য হয়ে গেছে। আর তারা অবৈধভাবে আহরিত সম্পদে তাদের নিজ বাড়িঘর পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করেছে। এখান থেকে পালিয়ে তারা দিল্লি-তে গেছে, যেখানে এখন তারা নিজ বাড়িতে বসবাস করছে এবং আমার সরকারের বিরুদ্ধে মনগড়া ও কাল্পনিক প্রচারণা চালিয়ে এক কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করেছে। এ পরিস্থিতিতে আপনার এই দাস, যার সাধ্য খুবই সীমিত, কি করে তার পাশে নগদ অর্থের আকারে চাঁদা ও সেনাবাহিনীর ব্যয় সংগ্রহ করা সম্ভব? হ্যাঁ, এটাও সম্ভব হতে পারে, যদি মহানুভবের সরকারের উপদেষ্টা ও কর্মকর্তারা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা অনুসারে আমার সাবেক অবিশ্বস্ত ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের পাকড়াও করে আমার কাছে তুলে দিতে পারেন। তারা এখন দিল্লিতেই আছে। তহবিল তসরুফ করে তারা প্রায় ১১ লাখ ২৫ হাজার রুপি হাতিয়ে নিয়েছে, যার অন্ততঃ অর্ধেক পরিমাণ আমার পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব এবং তা আমি শাহী খাজাঞ্চিখানায় প্রদান করতে সক্ষম হবো। অন্যদিকে, যদি তাদেরকে ধরে আমার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে বলাটা যদি সঙ্গত নাও হয়, তাহলে আপনার কর্মকর্তারা তাদেরকে পাকাড়ও করে এই রাষ্ট্রের পাওনা আদায় বা উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে পারে। তাদের কাছ থেকে এভাবে অর্থ উদ্ধার করার পর তাদেরকে সমপরিমাণ অর্থ শাহী খাজাঞ্চিখানায় প্রদান করতে বাধ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া অবশিষ্ট অর্থ তারা আমাকে ফেরত দিতে পারে। আভিজাত্য ও মহত্ত্বের প্রতীক, মীর ফতেহ আলী এখানে আগমনের বিঘ্ন মেনে নিয়ে এবং এসে আমাকে এমন বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করেছেন যেন তিনি আমাকে অসীম দয়া প্রদর্শন করেছেন। তদুপরি তিনি আমার ব্যাপারে দয়ার্দ্রচিত্ত ও পিতৃসুলভ আগ্রহ দেখিয়েছেন। মীর ফতেহ আলীর মাধমে মৌখিকভাবে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা আমার কাছে তিনি যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছেন প্রতিটি শব্দ আমি উপলব্ধি করেছি, এর উত্তরগুলো আমাকে তা লিখেত জানাতে হবে এমন নয়। আমি মীর সাহিবের কাছে তা ব্যাখ্যা করেছি, যিনি আপনাকে সেসব মৌখিকভাবে জানাবেন। আপনার কাছে আমার আরও একটি আরজ হচ্ছে যে, আমার পক্ষ থেকে তিনি যে নিবেদন করবেন তা যেন গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। যা কিছু প্রয়োজন তা আপনাকে অবহিত করেছি। আপনার বিজয় দ্বারা সুখী হোক, আপনার ক্ষুধার্ত দুশমনদের চেতনা বিনষ্ট হোক এবং দুর্যোগ ও

www.pathagar.com

নিপীড়ন তাদের পিষ্ট করুক।

হাকিম আবদুল হক, যিনি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন	- ১০,০০,০০০ রুপি
মুক্তা প্রসাদ, উকিল	- ১৫,০০০ রুপি
রাজা লাল	- ১০,০০০ রুপি
নিসার আলী, উপ প্রধানমন্ত্রী	- ১০,০০০ রুপি
জ্বালানাথ পণ্ডিত, কোষাধ্যক্ষ	- ৩০,০০০ রুপি
শের খান, হাকিম আবদুল হকের বন্ধু	- ২৫,০০০ রুপি
হিসার আলী, জমাদার ও আমার দিল্লি-র সম্পত্তি দেখাশুনাকারী ও আমার উকিলের সহকারী	- ৫,০০০ রুপি
আমীর আলী, ভবন ও গুদামের তত্ত্বাবধায়ক	- ১০,০০০ রুপি
সাদত আলী খান, দারোগা	৮,০০০ রুপি
আহমদ মির্জা, বল-ভগড়ের চাষী ও আমার দিল্লি-স্থ আঙ্গুর বাগানের পরিচর্যাকারী	- ১০,০০০ রুপি
মুবারক আলী খান	- ২,০০০ রুপি

বল-ভগড়ের রাজা নহর সিং বাহাদুরের দরখাস্ত।"

দলিল নং-৭৬। বল-ভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, ঈশ্বরের প্রতিনিধি
পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আমার দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে প্রেরিত অশ্ব গ্রহণ করে পাঠানো উত্তর লাভ করে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোন ধরনের নির্যাতনের ভয় না করা সম্পর্কে আপনার নির্দেশও আমাকে সাহাস দিয়েছে। আমার উপহার গ্রহণও আমাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। মহামহিম, আপনি আমাকে আপনার একজন একনিষ্ঠ ও পুরনো ভৃত্য হিসেবেই বিবেচনা করবেন। আপনার সীমাহীন মহত্ত্ব ও আনুকূল্য দ্বারা পালি ও পালওয়াল এলাকা আমার ওপর ন্যস্ত করেন, তাহলে আমি সেখানে সবচেয়ে আইনানুগ বিচার ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সে ব্যবস্থা এমন হবে যে উচ্চ বা নীচ, ধনী বা দরিদ্র সকলে এতে পরম সন্তুষ্টি ব্যক্ত করবে এবং মহানুভব, আপনিও সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার ভৃত্যের কৌশল, পরিকল্পনা দেখে তা অনুমোদন করবেন। বাদশাহ'র উত্তরোত্তর বিজয়ের জন্যে প্রার্থনা করছি। রাজা নহর সিং বাহাদুরের দরখাস্ত।"

দলিল নং ৭৭। বল-ভগড়ের রাজার দরখাস্ত। তারিখ ২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, ঈশ্বরের প্রতিনিধি

www.pathagar.com

শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, আপনি আমার প্রেরিত একটি অশ্ব গ্রহণ করায় এবং বল-ভগড় রাজ্যের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী কোন নিপীড়নমূলক কাজ করবে না অথবা অভিযোগ উত্থাপন করবে না বলে আপনি আমাকে আশ্বস্ত করায় আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমার মনে হয়েছে যে আমি মর্যাদার অতি উচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছি। সীমাহীন ঔদার্য ও মহত্ত্বের কারণে আমি যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো, আমার জিহ্বা ও ভাষা দুটোই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মহামহিম বাদশাহকে ঈশ্বর রক্ষা করুক শেষ দিন পর্যন্ত, যাতে তিনি অনুরূপ অনুগ্রহ ও সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখতে পারেন। রাজ মর্যাদার রক্ষক! এটি ব্যতিক্রমী ধরনের এক পরিস্থিতি যে, বল-ভগড় রাজ্যের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাথে সংশি-ষ্ট কেউ কোন ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না বলে আপনি আদেশ জারি করেছেন। এবং আজ ১৮৫৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর, আমি সেনাবহিনীর প্রধান মোহাম্মদ বখত খানের পক্ষ থেকে একটি পত্র লাভ করেছি, যাতে বলা হয়েছে যে, দেশের সকল এলাকা থেকে বন্দীদের মুক্ত করে দেয়া হয়েছে; কিন্তু হরদেও বখশ, প্রাণসুখ এবং অন্যান্যেরা, ধূসার ও জামায়েত খান, গাড়িচালক এখনও কারারুদ্ধ আছে এবং আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার পাঠানো দশজন সৈনিকের সাথে তাদেরকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করতে। মহানুভব, আপনি পুরোপুরি অবগত যে উলি-খিত বন্দীরা লাখ লাখ রুপি আত্মসাৎ করার দায়ে রাজ্যের কাছে দায়ী এবং তারা এই অর্থ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। অতএব, এ ধরনের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মুক্তি দেয়ার দাবি কি করে করা সম্ভব। কারণ, এদেরকে যদি মুক্তি দেয়া হয়, তাহলে আপনার এই ভৃত্যের যে ক্ষতি হবে তা অসামান্য। উপরোক্ত বন্দীরা ফৌজদারি অভিযোগে কারাগারে আবদ্ধদের মতো নয়, যাদের কারাগার থেকে মুক্তি দিলে কোন ধরনের ক্ষতিই হবে না। কিন্তু উলি-খিতদের যদি মুক্তি দেয়া হয় তাহলে আমার সীমাহীন ক্ষতি সাধিত হবে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, এমন একটি পরিস্থিতিতে আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করতে চাই যে, প্রধান সেনাপতির বরাবরে একটি আদেশ পাঠানো হোক বল-ভগড় রাজ্যের কাছে দায়ী ব্যক্তিদের তার কাছে পাঠানোর প্রয়োজন হতে বিরত থাকতে। এবং তিনি যাতে কোনভাবেই বন্দীদের তলব না করেন, কারণ তার পক্ষ থেকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ সকল বিচারে এই রাজ্যের ভিত্তিতে অনিবার্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতঃপর আমি বিশ্বাস করি যে আমার অনুরোধ প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করবে, কারণ আমি, আপনার পুরনো ও নিবেদিতপ্রাণ ভৃত্য এবং আপনার সিংহাসনের কল্যাণকামী যে সিংহাসন পৃথিবী ও স্বর্গের চৌকাঠ। তদুপরি, মহামহিম, আমি আশা করি যে, আপনি হাকিম আবদুল হক, পি-ত জ্বালা প্রসাদ ও অন্যান্যদেরকে আমার কাছে হস্তান্তর করবেন, যাদের বিরুদ্ধে আমার সোয়া এগার লাখ রুপির দাবি রয়েছে। তাদেরকে আমার দায়িত্বে অর্পণ করলে আমি তাদের থেকে আমার পাওনা আদায় করতে পারি। আপনার সমৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করছি। সেনা প্রধানের মূল চিঠি আপনার কাছে প্রেরণ করা হলো। ব্যবস্থা গৃহীত হলে অনুকূল একটি উত্তরের সাথে মেহেরবাণী করে এটি পাঠিয়ে দেবেন। বল-ভগড়ের রাজা নহর সিং বাহাদুরের দরখাস্ত।

www.pathagar.com

আদালতের পঞ্চম দিবস

সোমবার, ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮

বেলা ১১টায় দিল্লির লাল কিল্লার দিওয়ান-ই-খাস এ আদালত পুনরায় বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়।

দোভাষি 'ঋণ' শিরোনামে মূল ফারসি দলিলগুলো পাঠ করেন, যেগুলোর ইংরেজি তরজমা ৩০ জানুয়ারি আদালতে পাঠ করা হয়েছে।

হাকিম আহসান উল্লাহ খান তার পূর্বের শপথ পুনরায় উচ্চারণ করেন এবং 'পরিশোধ' শিরোনামে আটটি দলিল তাকে দেখানো হলে তিনি সেগুলো শনাক্ত করেন।

অতঃপর ৫১টি কাগজ তাকে প্রদর্শন করা হয়, যেগুলোর শিরোনাম ছিল 'সামরিক' এবং তিনি সেগুলোও শনাক্ত করেন।

বিকেল চারটায় আদালত পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - চার

'ঋণ' শিরোনামে সাজানো দলিলপত্র

দলিল নং-১। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরে প্রদত্ত আদেশ। তারিখ ৮ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

মির্জা মোগল

কীর্তিমান ও বীরপুত্র জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তুমি আমার চোখের আলো, তুমি ইতোমধ্যে নিশ্চয় জানো যে আমাদের তোষাখানায় যৎসামান্য নগদ অর্থ রয়েছে ; কোন জায়গা থেকে অবিলম্বে রাজস্ব আসবে, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। এবং যে নগন্য অর্থ জরুরি প্রয়োজনের জন্যে রেখে দেয়া হয়েছে শিগরিই তা খরচ হয়ে যাবে। সে জন্যে তোমাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে, প্রথমে যে পল্টনগুলো এখানে এসেছে তাদের কর্মকর্তাদের আজই দিবাভাগে অথবা রাতে তলব করে তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করতে যে তারা যাতে নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে নিজেরাই তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ধরনের একটি বৈঠক 'দরবারের' নামে আহ্বান করা যেতে পারে। তোমাকে এক্ষেত্রে কঠোর শব্দাবলী প্রয়োগ করতে হবে এবং আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে খাজাঞ্চিখানায় সম্পদ ভরতে একটি গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। আলোচনার প্রেক্ষিতে তুমি একটি দরখাস্ত লিখে আগামীকাল তা আমার কাছে পেশ করবে। সতর্কতার জন্যে এটি প্রয়োজনীয় এক পদক্ষেপ। তোষাখানা পুরোপুরি শূন্য হয়ে যাওয়ার আগেই এ ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা যেহেতু কখনোই ব্যক্তিগত তোষাখানা রাখিনি এবং সাম্রাজ্যের জন্যে ঋণ কখনো করিনি সেজন্য আমাদের নতুন ও পুরাতন সেবকের এখন কঠিন অবস্থায় পতিত হয়েছে ; এক লাখ বিশ হাজার রুপি গত মাসে নগরীর মহাজনদের কাছ থেকে সুদে ধার নেয়া হয়েছে আমাদের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্যে। এ অবস্থায় অন্যান্যের খরচ কোথা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে? এ বিষয়গুলো সবই তুমি ব্যাখ্যা করবে গুরুত্ব সহকারে ও সুস্পষ্টভাবে ; কর্মকর্তাদের উত্তর লিখিত আকারে আমার কাছে পেশ করবে আগামীকাল সেগুলো বিবেচনার জন্যে।

দলিল নং-২। দরবারের সদস্যদের দরখাস্ত। তারিখ ১০ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, দরিদ্রের প্রতিপালক

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আপনার আদেশ লাভে আমরা সম্মানিত বোধ করছি।

www.pathagar.com

অন্যান্য বিষয়ের সাথে আমরা জানতে পেরেছি যে আপনার কাছে যে সম্পদ আনয়ন করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে তার প্রায় সবই নিঃশেষিত হয়েছে এবং যে সামান্য অবশিষ্ট আছে শিগগিরই তা একই কাজে শেষ হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে অর্থাৎ দরবারের সদস্যদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে খাজাঞ্চিখানা ভরে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করার জন্যে। মহানুভব, আমাদের বিচারে এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সেনাবাহিনীকে অবশ্যই অভিযানে নামতে হবে।

প্রথম প্রস্তাব : কোন মহাজনের কাছ থেকে সুদে অর্থ সংগ্রহ করা হোক, যা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সুদসহ ফেরত দেয়া হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব: দেড় হাজার পদাতিক, পাঁচশ' অশ্বারোহী এবং দুটি অশ্ব দ্বারা টানা কামান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হোক থানা, রাজস্ব দফতর প্রতিষ্ঠা ও ডাকযোগে ব্যবস্থা চালু করার জন্য যাতে সর্বত্র ব্যাপকভাবে জানাজানি হয় যে আপনার শান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া এই বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হোক, যাতে তারা রাজস্ব হিসেবে আদায় করা অর্থ যেখানে পাওয়া যাবে সেখান থেকে তা সংগ্রহ করতে পারে, যা স্বেচ্ছায় তাদের কাছে অর্পন করা হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে যে এই বাহিনীর সদস্যরা এ কাজ করতে গিয়ে যাতে লুন্ঠন বা স্বেচ্ছাচার কিংবা নিপীড়ন না চালায়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

আমাদের প্রথম নিবেদন হচ্ছে, অর্থ আহরণের লক্ষ্যে উপরোক্ত লিখিত পরামর্শ দু'টি গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় নিবেদন হচ্ছে, আপনার দরবারের অমাত্যদের মধ্যে একজন, যার সম্পর্কে আপনার সম্পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান, তাকে সেনাবাহিনীর সাথে পাঠানো যেতে পারে, রাজধানীর বাইরের এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনের ব্যবস্থা চালু করার জন্যে।

আমাদের তৃতীয় নিবেদন হচ্ছে, মহানুভব যে অমাত্যকে সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করে পাঠাবেন তাকে দরবারের পক্ষ থেকে সতর্ক করে পাঠাতে হবে যে, তিনি যদি কোন দরিদ্র ভূমি মালিককে, অথবা কোন অধঃস্তন কর আদায়কারীকে নির্যাতন করেন। অথবা কোন ঘুষ বা উপঢৌকন গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি দরবারের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য থাকবেন। জমির মালিকানা নিম্নে বর্ণিত উপায়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে দাবিদারের নাম জমির মালিকানা নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত দফতর কর্তৃক নির্ধারিত হবে অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রামের পাটোয়ারী বা হিসাব রক্ষক অথবা দাবিদার জমির কর পরিশোধের পুরনো রশিদ দাখিল করবেন এটা প্রমাণ করতে যে তিনি রাজ্যের তহবিলে কর জমা দিয়েছেন, তাহলে তার অনুকূলে জমির মালিকানার বিষয়টি নিষ্পত্তি

www.pathagar.com

হবে। যদি দলিলপত্র পরীক্ষা করে অথবা সাক্ষীদের সাক্ষ্যের পর হিসাব রক্ষক ও গ্রামের সম্মানিত লোকদের কথায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে দাবিদার যথার্থই জমির মালিক ছিলেন এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রধান ব্যক্তি অথবা অনেক প্রধানের মধ্যে একজন, যিনি পুরো গ্রামের অথবা একটি উলে-খযোগ্য অংশের রাজস্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য তাহলে নিস্পত্তি তার অনুকূলে যাবে। পরবর্তীতে কোন দাবিদার যদি এগিয়ে আসে তাহলে তার দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে এবং এর ওপর একটি আদেশ লিখা হবে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হবে তদন্তের পর। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে গ্রামের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে এমন লোককে নিয়োগ করা হবে, যিনি আগে এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

আমাদের চতুর্থ নিবেদন হচ্ছে, যাকে সেনাবাহিনীর সাথে সংশি-ষ্ট করে গ্রামের ভূমি বিষয়ক জটিলতা নিস্পত্তির দায়িত্ব দেয়া হবে, তিনি যদি এই আদেশগুলো অনুসারে কাজ না করেন, তাহলে ভূমি মালিকরা স্বাধীনভাবে এই দরবারে তাদের অভিযোগ করতে পারবে। এবং প্রয়োজনীয় আলোচনার পর যদি দেখা যায় যে অমাত্যের আদেশগুলো প্রকৃতপক্ষে বিপরীত হয়েছে, তাহলে সেগুলো বাতিল করা হবে এবং প্রকৃত মালিকদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার দেয়া হবে। দরখাস্তকারী সেবকবৃন্দ দরবারের কর্মকর্তা জিয়ারাম সুবেদার মেজর বাহাদুর, শেওরাম মিসব সুবেদার মেজর, তাহনিয়াত খান সুবেদার মেজর, হেতরাম সুবেদার মেজর ও বেনিরাম সুবেদার মেজর।

দলিল নং-৩। মির্জা মোগলের দরখাস্ত ১২ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,

শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, গত ১০ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে খাজাঞ্চিখানায় যৎসামান্য নগদ অর্থ থাকায় এ বিষয়ে দরবারের সদস্যদের সাথে আলোচনার যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা আমার হস্তগত হয়েছে। আপনার নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সভাসদদের সাথে আলোচনার পর আপনার কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে একটি দরখাস্ত তৈরি করা হয়েছে, যা এই পত্রের সাথে যুক্ত করা হলো। এ ধরনের আদেশ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রদান করা হলে তা যথাযথভাবে পালন করা হবে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনার একনিষ্ঠ খাদেম জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

দলিল নং-৪। বাদশাহ'র সাংকেতিক হস্তাক্ষরে সিলমোহরযুক্ত আদেশ। ১৫ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর

মির্জা মোগল

কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা মোহাম্মদ জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। জেনে রাখো যে, সাময়িকভাবে ঋণ গ্রহণ আমাদের জন্যে অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। এ জন্য নগরীর মহাজনদেরকে প্রতি মাসে শতকরা এক ভাগ হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাতা পরিশোধের তাগিদেই এ ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। অনেক মহাজনের কাছে যে অর্থ দাবি করা হয়েছিল, তা তারা দিয়েছে। অন্যান্যরা ঋণ না দেয়ায় তাদেরকে ধরে প্রাসাদে আনা হয়েছে এবং বর্তমানে দরবারের প্রধান পরিদর্শকের দফতরের সাথে সংলগ্ন ক্যাপ্টেনের প্রহরী কক্ষে আটক রাখা হয়েছে। আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি যে কিছু পদাতিক সৈন্যের সাথে সংঘর্ষের পর এইসব ব্যবসায়ীর আত্মীয়স্বজনেরা তাদেরকে আটকাবস্থা থেকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এমনকি কিছুক্ষণ আগে পদাতিক দলের একজন সৈনিক ক্যাপ্টেনের প্রহরী কক্ষে প্রবেশ করেছে এবং জনৈক লক্ষ্মীরামের প্ররোচনায় সে বলেছে যে সে লক্ষ্মীরামের পুত্রকে নিয়ে যাবে। প্রহরী কক্ষের কর্মকর্তা ও সিপাহিরা বাধা দিলে পদাতিক বাহিনীর উক্ত সৈনিক তাদের উদ্দেশ্যে উগ্র কথাবার্তা বলতে শুরু করে, এমনকি গুলী করে ছেলেটিকে মুক্ত করে নেবে বলেও হুমকি দেয়। কর্মকর্তাদের বক্তব্য থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে সে আজ বিকেলে আবার ফিরে আসবে এবং তার সাথে থাকবে আঠার থেকে বিশজন সৈনিক এবং একটা গোলযোগ বাধাবে। পুত্র, এ প্রেক্ষিতে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, প্রহরী কক্ষে আটক বন্দীদের নিরাপত্তার স্বার্থে তুমি নির্দেশ জারি করবে যেন কোন সৈন্যকেই কোন বন্দীকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ না দেয়া হয়। এটি নিশ্চিত করতে যাতে কোন অবহেলা বা মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না ঘটে। এমন কিছু ঘটতে দেয়া হলে আমাদের কর্তৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।"

চিঠির উল্টোপিঠে স্বাক্ষর বা সিলমোহরবিহীন নোট, সম্ভবত মির্জা মোগলের;
"একজন প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে বাদশাহ'র নির্দেশ অনুসারে। তারিখ ১৫ জুলাই ১৮৫৭।"

দলিল নং-৫। বাদশাহর সাংকেতিক হস্তাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত আদেশ। তারিখ ২৮ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল
কীর্তিমান ও বীরপুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল, সেনাবাহিনী প্রধান বাহাদুর। তোমাকে জানাচ্ছি যে সিপাহিদের দৈনিক ও মাসিক ভাতা প্রদানের জন্যে যে অর্থ ছিল, তা থেকে এখন আর অস্ত্রখানা, কামান ও বারুদ তৈরির জন্যে অবশিষ্ট কিছুই নেই। বারুদ ছাড়া বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় লড়াই অবশ্যই বাধাগ্রস্ত হবে। অতএব, সুদ ছাড়া দ্রুত প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা জরুরি। পাঞ্জাবি ও অন্যান্য মহাজন এবং ইংরেজদের অনুগ্রহভাজন ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে শাহী খাজাঞ্চিতে প্রেরণ করা আবশ্যক। তোমাকে আরও বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে পাঠাবে, যাতে রাজস্ব আদায় ও সম্পদ লাভের পর পরিশোধের প্রতিশ্রুতিও থাকবে। এই ঋণের কোন অংশই অপরিশোধ্য থাকবে না। এ ব্যাপারে তুমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করবে। তাছাড়া

www.pathagar.com

অর্থের প্রয়োজন, পরিশোধের প্রক্রিয়া এবং তাদের অবদানের বিনিময়ে তারা যে তাদের যোগ্যতা অনুসারে আনুকূল্য লাভ ও উচ্চ পদে নিয়োগের সম্মান লাভ করবে এসবও সুস্পষ্টভাবে উল্লে-খ করবে। কিন্তু যদি এসব আশ্বাস সত্ত্বেও উপরোক্ত ব্যক্তিগণ অর্থের ব্যবস্থা করতে গড়িমসি করে, নিরর্থক অজুহাত দেখায়, তাহলে পুত্র, তোমাকে ক্ষমতা দেয়া হলো তুমি যেভাবে উপযুক্ত মনে করো, সে অনুসারে কঠোরতা প্রদর্শনের, যাতে তারা রাজ আদেশের প্রতি সাড়া দিয়ে আমাদের অস্ত্রখানা, কামান ও বারুদ তৈরির কাজে কোন বাধা সৃষ্টি না করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসে। প্রতিদিনের কার্যকলাপ আমরা অব্যাহত রাখতে পারি। তুমি আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ করে তিনদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ খাজাঞ্চিখানায় প্রেরণ করবে। মরহুম মুনীর-উদ-দৌলার মাধ্যমে আহরণ করা সাবেক ঋণ যাদের কাছে নেয়া হয়েছিল তাদের কাছে আর নতুন ঋণ দাবি করবে না। তাদের ক্ষেত্রে আমার বিশেষ সিলমোহরে আদেশ দেবে যাতে তাদের মনে কোন সংশয়ের সৃষ্টি না হয়। আমার অনুগ্রহের আশ্বাস প্রদান করা হলো।"

দলিল নং-৬। বাদশাহর বিশেষ সাংকেতিক হস্তাক্ষরে সিলমোহরযুক্ত আদেশ। তারিখ ২৯ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
বৃন্দাবন ওরফে বিন্দি মল
গোলন্দাজ বাহিনীর কোষাধ্যক্ষ
আমার বিশেষ সিলমোহরে আপনাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে যে, গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন বাবদ ৪,১৯৮ রুপি, সাড়ে নয় আনা পরিশোধের দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত করা হলো। আপনি এ পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করি। নগরীর মহাজনদের পক্ষ থেকে অর্থ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, যা শিগগিরই আমাদের হস্তগত হবে বলে আশা করছি। রায় মুকুন্দ লাল যথাশীঘ্র এ অর্থ দিলেই প্রতিশ্রুত অর্থ সুদসমেত পরিশোধ করা হবে। আপনি আস্থা রাখুন যে এই ঋণের সেত পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্যে কঠোর আদেশ জারি করা হবে এবং শিগগির তা পরিশোধ করা হবে। এ আদেশকে জরুরি বলে বিবেচনা করবেন এবং তদনুযায়ী কাজ করবেন।"

দলিল নং-৭। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক হস্তাক্ষরে বাদশাহ'র সিলমোহরযুক্ত আদেশ, তারিখ ২৯ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
বিশেষ সেবক, রায় মুকুন্দ লাল বাহাদুর
আপনি নিজেকে ক্ষমাশীলতার আওতায় বলে বিবেচনা করবেন। সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রদত্ত ঋণ প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৫,৩০০ রুপি গঙ্গারাম হরকরার মাধ্যমে পাওয়া গেছে এবং এর প্রেক্ষিতে আমার বিশেষ সিলমোহরে রশিদ প্রদান করা হয়েছে। আরও জেনে রাখুন যে আপনার কাছে আমার বিশেষ আদেশও পাঠানো হয়েছে যে নগরীর মহাজনেরা যে ঋণ

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা থেকে আপনার অর্থ পরিশোধ করা হবে। সাময়িক ঋণ হিসেবে রায় বৃন্দাবনের কাছ থেকে ৪,১৯৮ রুপি, সাড়ে নয় আনা পাওয়া গেছে মাসিক এক শতাংশ সুদে, যে অর্থ গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন বাবদ পরিশোধ করা হবে। আপনি আমাদের বিশেষ সেবক, অতএব, আপনাকে বলা হচ্ছে যে নগরীর মহাজনদের কাছ থেকে দ্রুত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করে সুদসমেত ৪,১৯৮ রুপি, সাড়ে নয় আনা পরিশোধ করার জন্যে। এ অর্থ আদায় করে রশিদ পেশ করা হলে আমার বিশেষ সিলমোহরে তা ছাপ দেয়া হবে। অতঃপর যে অর্থ আপনি আদায় করবেন তা রাজ কোষাগারে জমা হবে। এই কথাগুলো আপনি বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন বলে আশা করি।"

দলিল নং ৮। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক হস্তাক্ষরে সিলমোহরযুক্ত আদেশ। ২৯ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল
গুণের অধিকারী ও বীরপুত্র মির্জা মোহাম্মদ জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। জেনে রাখো যে, রোহাত, কাকরোল ও অন্যান্য গ্রাম থেকে যে কর আদায়ের কথা ছিল তা আমাদের কাছে এসে না পৌছানোর ফলে গোলন্দাজ বাহিনীর সিপাহিরা অতি কষ্টের মধ্যে রয়েছে। আমাদের সকল নির্ভরশীল ও বিশেষ করে গোলন্দাজ বাহিনীর সিপাহিদের ছয় মাসের বেতন বকেয়া পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে গোলন্দাজ কোষাধ্যক্ষ বৃন্দাবন ওরফে বিন্দি মলকে আদেশ দেয়া হয়েছে তাদের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে এবং আমার বিশেষ সিলমোহরে পরবর্তীতে কোষাগার থেকে তা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিতে। সে অর্থের পরিমাণ ৪,১৯৮ রুপি সাড়ে নয় আনা তার কাছ থেকে ঋণ নেয়া হয়েছে বলে উলে-খ থাকবে এবং রায় মুকুন্দ লালের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বৃন্দাবনের ঋণ পরিশোধ করা হবে। অতএব, পুত্র, তুমি কি কোষাধ্যক্ষের সন্তুষ্টির জন্যে একটি আদেশ জারি করবে যে যাতে সে পরিপূর্ণ আস্থার সাথে স্বয়ং অর্থের ব্যবস্থা করে এবং স্বাভাবিকভাবে গোলন্দাজ সেনাদের ছয় মাসের বেতন পরিশোধ করে। এ বিষয়টির নিস্পত্তি হলে সরকারের অন্যান্য কর্মচারীদের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে বলে আশা করি। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।"

দলিল নং ৯। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক সিলমোহরে ঋণ গ্রহণের প্রতিশ্রুতিমূলক দলিল। তারিখ ২৯ জুলাই ১৮৫৭।

"গোলন্দাজ বাহিনীর কোষাধ্যক্ষ বৃন্দাবন কর্তৃক তার বাহিনীর সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে মাসিক এক শতাংশ হারে সুদে গ্রহণ করা ৪,১৯৮ রুপি, সাড়ে নয় আনা সাময়িক ঋণ শাহী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে এবং নগরীর মহাজনেরা ঋণ

www.pathagar.com

প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা থেকে এই অর্থ পরিশোধ করা হবে। শাহী আদেশ অনুসারে রায় মুকুন্দ লাল অল্পদিনের মধ্যেই মহাজনদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত ঋণ আহরণ করেছেন এবং তা থেকে ৪,১৯৮ রুপি সাড়ে নয় আনার পুরোটাই সুদ সমেত পরিশোধ করা হবে এবং এর কোন অংশই অপরিশোধ্য থাকবে না। তাছাড়া এই ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে সাম্রাজ্যের ঋণ হিসেবে গৃহীত ঋণের কোন অংশই কোন ব্যক্তিকে দেয়া হবে না অথবা রাজ প্রয়োজনে নেয়া হবে না। এই দলিল প্রতিশ্রুতিপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।"

দলিল নং ১০। মির্জা মোগলের দরখাস্ত । তারিখ ৬ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, নগরীর সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণ নিবেদন করেছে যে সেনাবাহিনীর জন্যে ব্যয় নির্বাহে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটি আরও মর্যাদাপূর্ণ হতে পারতো যদি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী প্রভাবশালী লোকদের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্র এবং হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হতো। এ ধরনের ব্যবস্থায় একই সময়ে অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করাও সম্ভব হতো। সেজন্যে আমি আপনার কাছে নিবেদন করছি যে নগরীর বাসিন্দাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহের এই প্রস্তাব অনুমোদন করে এ ব্যাপারে আপনি একটি আদেশ জারি করুন প্রভাবশালী লোকদের উদ্দেশ্যে এবং পৃথক একটি তালিকায় তাদের নাম সংযোজন করে তা কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। গোটা জনগোষ্ঠী যদি চাঁদা প্রদান করে, তাহলে উলে-খযোগ্য পরিমাণে অর্থ আদায় হবে এবং কোন পক্ষই অর্থ আত্মসাৎ ও অনুরূপ কোন সন্দেহ পোষণ করবে না। নগরীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকা সংযোজিত থাকলে তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে এবং কোন ব্যক্তি অজুহাত প্রদর্শন বা বিলম্ব করার সুযোগ পাবে না।
হিন্দুদেরকে আশ্বাস দেয়া হবে যে, আপনি হিন্দু ও মুসলিম উভয়কে সমভাবে বিবেচনা করেন এবং সেনাবাহিনীও দেখবে যে সকল বাসিন্দা অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সম অংশীদার, বিশেষত তাদের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে। আপনার সেবক জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ:
"এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সঙ্গত এবং তা অনুমোদন করা হলো।"

দলিল নং-১১। বিশেষ সাংকেতিক হস্তাক্ষরে বাদশাহ'র আদেশ। ১৯ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
অনুগ্রহ ও দয়াশীলতার উপযুক্ত বিশেষ সেবক

www.pathagar.com

দরবারের সদস্যবৃন্দ।
আপনারা নিজেদেরকে ক্ষমাশীলতার প্রাপক ও অনুগ্রহভাজন বলে বিবেচনা করবেন এবং জেনে রাখবেন যে আপনাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, যেহেতু আপনারা সাম্রাজ্যের নিবেদিতপ্রাণ ও ঈর্ষা করার মতো সেবায় নিয়োজিত, সে জন্যে আপনাদেরকে সকল ব্যাপারে সাধারণ ও বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্যে এবং নগরীর মহাজন ও ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহে সন্তোষজনক অবদান রাখার জন্যে। আপনাদেরকে অখ ভাবে উৎসাহ নিয়ে এই লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে বলা হচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে অতি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, বিধর্মীদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত। একই সাথে নগরী ও তার বাসিন্দাদের রক্ষা করাও আপনাদের ওপর ন্যস্ত। আপনাদের সকল কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা অনুমোদিত। আপনাদের ব্যাপারে কোন আগ্রহী পক্ষের কোন বক্তব্যকে গ্রহণ করা হবে না এবং আপনাদের নিজ নিজ দরবার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার প্রদান করা হলো। সাম্রাজ্যের কোন সেবক, কোন শাহজাদা কোনভাবে আপনাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। নগরীর মহাজন ও প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহীত ঋণ আপনাদের কোষাগারে জমা হবে এবং সেনাবাহিনী ও অস্ত্রাগারের প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে। বিভিন্ন অঞ্চলে কর আদায় করা হলেই সর্বাগ্রে নগরের মহাজনদের ঋণ সুদসমেত পরিশোধ করা হবে। আপনাদের প্রতি আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।"

দলিল নং ১২। দিল্লির মহাজন মথুরা দাস ও সালিগ্রামের দরখাস্ত। ২৩ আগস্ট ১৮৫৭।

"আমরা আপনার নগন্য ভৃত্য, তৈজসপত্র বিক্রি করে থাকি এবং আমাদেরকে হাজারও সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। এ অবস্থায় আমরা প্রথমেই আপনাকে সাড়ে সাত হাজার রুপি প্রদান করেছি এবং পরে মির্জা খায়ের সুলতান বাহাদুরকে অর্থ দিয়েছি। দরবারের সভাসদবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা আমাদের ধ্বংস সাধনের ইচ্ছা করছেন বলে মনে হয়। এখন তারা তৃতীয়বারের মতো আমাদের কাছে অর্থ দাবি করছেন। অতএব, আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে সাম্রাজ্যের সেবক ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আপনার নির্দেশ জারি হোক, যাতে তারা আপনার এই বিশ্বস্ত ভৃত্যদের কাছে আরো দাবি চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকে।

আমরা আরও নিবেদন করতে চাই যে, এর আগে রাজ কোষাগারে আমরা যে ছয় হাজার রুপি দিয়েছি তা আপনার ঐশ্বরিক জ্ঞানের বাইরে নয়। তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আমাদের কাছে আর কোনরূপ অর্থ দাবি করা হবে না। ইতোপূর্বে আপনার ভৃত্যদের বাসভবন লুণ্ঠন করে সবকিছু নিয়ে নেয়া হয়েছে– এর মাঝে সৈন্য ও অন্যান্য লোকও ছিল। মিরাট থেকে সৈন্যরা যেদিন দিলি-তে আসে সেদিনই এই লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে আমাদের বাণিজ্যিক ও ব্যাংকের লেনদেন সবই ধ্বংস হয়েছে এবং কাজকর্ম বন্ধ

www.pathagar.com

আছে। আমাদের সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও আমরা মহানুভব বাদশাহ'র আদেশ প্রতিপালন করেছি। আমরা আমাদের অলংকার, তৈজসপত্র বিক্রি করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে ১৮৫৭ সালের ৩ ও ৫ জুন তারিখে শাহী কোষাগারে জমা দিয়েছি। কিন্তু অতি সম্প্রতি পুনরায় সেনাপ্রধান বাহাদুর ও মির্জা খায়ের সুলতান বাহাদুর আমাদের ওপর কঠোর নির্দেশ জারি করেছেন দ্বিতীয় দফা অর্থ প্রদানের জন্যে, যা সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে আবশ্যক। অবশেষে আমাদের অসহায়ত্ব ও হাজার সংকট উপলব্ধি করার পর আমরা কোনক্রমে দেড় হাজার রুপি সংগ্রহ করতে সফল হয়েছি, যা উপরোক্ত দুই শাহজাদাকে দেয়া হয়েছে একটি প্রাপ্তি রশিদের বিনিময়ে, সেই সাথে মির্জা মোহাম্মদ খায়ের সুলতান বাহাদুরের স্বাক্ষর ও সিলমোহর লাগানো আদেশনামাও আছে। যাতে উলে-খ করা হয়েছে যে, আমাদের কাছে আর কোনরূপ দাবি উত্থাপন করা হবে না। সাম্রাজ্যের সেবক অথবা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকেও নয়। এসব সত্ত্বেও দরবারের সভাসদবৃন্দ ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের কাছে তৃতীয়বারের মতো অর্থের দাবি নিয়ে এসেছে, যা আমাদের অনিবার্য ধ্বংসের নামান্তর। যেহেতু ঈশ্বর ও আপনি ব্যতীত আমাদের রক্ষার আর কেউ নেই এবং যেহেতু আমাদের দুরবস্থা সত্ত্বেও ইতোপূর্বে আরও দু'বার আপনার আদেশ আমরা প্রতিপালন করে রাজ কোষাগারে অর্থ জমা দিয়েছি এবং এখন আমাদের জীবিকা নির্বাহের দৈনিক প্রয়োজন মেটানোর মতো সামর্থ পর্যন্ত নেই, অতএব, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এই দরখাস্ত করছি যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, এবং দরিদ্রদের লালন করার ক্ষেত্রে আপনার যে নীতি তা অনুসরণ করে আপনি সাম্রাজ্যের সেবক ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করবেন, যাতে তারা আপনার নিবেদিতপ্রাণ দাসদের ওপর তাদের তৃতীয় দাবি চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং আপনার ভৃত্যদের ধ্বংস করার পুনঃপুন দাবি আর চাপিয়ে না দেয় এবং কোনভাবে বলপ্রয়োগ করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা না করে। আমরা যাতে ন্যায়বিচার লাভ করে আপনার সম্পদ ও ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্যে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে পারি। অন্যথায় ভীতি ও অবক্ষয় নেমে আসবে আপনার ভৃতদের ওপর এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের ব্যর্থতায় আপনার ভৃত্যদের জীবন উৎসর্গ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। বিষয়টি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে আপনার সমীপে পেশ করা হলো। আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য মথুরা দাস ও সালিগ্রাম রামের দরখাস্ত। দিল্লির ব্যবসায়ী।" হিন্দিতে উভয়ের স্বাক্ষর।

দলিল নং ১৩। বাদশাহ'র সাংকেতিক হস্তাক্ষরে আদেশ। তারিখ ২৭ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
মির্জা মোগল
কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমাকে জানাচ্ছি যে মহাজন রামজিদাস গুরওয়ালা রাজ কোষাগারে দু'দফা অর্থ প্রদান করেছেন এবং আমার আদেশ মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যের পক্ষে ঋণের ব্যবস্থা করেছেন। এ প্রেক্ষিতে তোমাকে বলছি যে, পুত্র, তার কাছে যাতে আর কোন দাবি না করা হয়। এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

আমার নির্দেশকে কঠোর বলে বিবেচনা করতে এবং সে অনুসারে কাজ করবে।"

দলিল নং ১৪। নবী বখশ ও অন্যান্যের তারিখ বিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে আমার এই ভৃত্যেরা এতো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, আমরা যে ব্যবসা করেছি, তা কলকাতা, বেনারস, কাশপুর, দিল্লি, আম্বালা কিংবা লাহোরেই হোক না কেন তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের পণ্যের সকল গুদাম লুণ্ঠিত হয়েছে অথবা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে; কিন্তু আমাদের পুরনো দেনার দায় এখনো আমাদের কাঁধের ওপর রয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় মিটানোর মতো সঙ্গতি পর্যন্ত নেই। মহানুভব, আপনি আপনার বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আমাদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্যে আমাদের হিসাব বহি দেখতে পারেন? মির্জা মোগল সাহিব এখন আমাদের কাছে ৫০ হাজার রুপি দাবি করছেন। আমরা কখন এ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবো? বর্তমান সময়ে পাঁচ হাজার রুপি সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আমরা এখন ক্যাপ্টেন মীর হায়দার হোসেন খানের জিম্মায় তিনদিন যাবত বন্দী আছি। এবং ক্যাপ্টেন সাহেব বলছেন যে তিনি আমাদেরকে মুক্তি দেবেন না। এমনকি আমরা ঈদুল আজহার জামাতে পর্যন্ত অংশ নিতে পারিনি। অন্য কোন উপায় না দেখে আমরা আপনার কাছে দরখাস্ত করছি এবং একই সময়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি যে তিনি আপনাকে আমাদের মস্তকের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করুন। আমরা নিবেদন করছি যে, আপনি আমাদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে আদেশ দেবেন। আমরা গত বিশ দিন ধরে ১২০০ মুজাহিদের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছি এবং এটা আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু করা আমাদের জন্যে অসম্ভব ব্যাপার, আমাদের সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে এবং করা সম্ভব নয়। আমরা আপনার সহৃদয় বিবেচনার ওপর নির্ভর করছি, আপনি মহান সাইরাসের সমতূল্য, দরিদ্র মানুষের প্রতিপালক, অতএব আপনি সহৃদয়তার সাথে বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বিষয়টি অতীব জরুরি বলে আপনার কাছে নিবেদন করা হলো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনার ভৃত্যতূল্য নবী বখশ, হাজি মওলা বখশ, জীবন বখত, পীর বখশ, ফতেহ মোহাম্মদ, মোহাম্মদ হোসেইন, মোহাম্মদ বখশ, তৈমুর আহমেদ, করিম বখশ, কুতুব উদ-দীন, সাইফুল্লাহ, হাজি রহিম বখশ, করিম বখশ আহমদ, করম দীন, হাজি আহমদ ও অন্যান্যের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ;

"মির্জা মোগল ভবিষ্যতে সদাচরণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে তারা আদেশের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বিধর্মীদের কাছে কোন রসদ সরবরাহ না করে। লর্ড গভর্নরের পরামর্শ নিয়ে সে আটক সকলকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে।"

www.pathagar.com

দলিল নং ১৫। মির্জা মোগলের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
মহানুভব, নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে সৈন্যদের প্রতিদিনের ভাতা পরিশোধ করতে না পারার ফলে তারা বর্তমানে ক্ষুধায় কাটানোর মতো পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে। আপনার সেবক এবং তারা এ ব্যাপারে আপনার কাছে দরখাস্ত করা জরুরি বলে বিবেচনা করছে যে এহেন পরিস্থিতিতে আপনি ঋণ সংগ্রহের পরিকল্পনা করে কিছু আদেশ জারি করেছিলেন, যাতে সেই অর্থে সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় এবং সে অনুসারে আপনার এই সেবকের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। আপনার আদেশ অনুসারে আমি নগরীর মহাজন ও পাঞ্জাবিদের তলব করে তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং তাদের কেউ কেউ লিখিতভাবে একদিন বা দু'দিনের মধ্যে ঋণ দেয়ার কথা বলে চলে গেছে। আমি এই মাত্র শুনলাম যে মোহাম্মদ বখত খান একটি লিখিত আদেশ লাভ করেছেন মহাজনদের তলব করে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের। এ ধরনের পরিস্থিতি ভুলবুঝাবুঝি ও অনৈক্যের সৃষ্টি করতে পারে এবং সেনাবাহিনীতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। আশা করি বিষয়টি আপনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এবং মোহাম্মদ বখত খানকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং এ বিষয়ে কেউ যাতে কোন পদক্ষেপ না নেয় তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন। কারণ আমি ইতোমধ্যে অর্থের সংস্থান করেছি। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় আপনার কাছে পেশ করা হলো। জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ;
"আমার জীবন। একটির পর একটি সাংঘর্ষিক আদেশ জারি করা সঙ্গত নয়। কিন্তু এক্ষণে সেনাবাহিনী মনোবল হারিয়ে ফেলছে। যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা যায়, তাহলে প্রয়োজনীয় তহবিল তোমার আদেশ অনুসারে মজাজনদের নিকট হতে আদায় হলো কিনা অথবা সেনাপতির তৎপরতার মাধ্যমে অর্জিত হলো কিনা তা কোন ব্যাপার নয়। তা না হলে অন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।"

দলিল নং ১৬। মোহাম্মদ আবুল খায়ের সুলতানের দরখাস্ত। তারিখবিহীন।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে একজন ব্রিগেড মেজরের নেতৃত্বে দু'জন সৈন্যের ব্যবস্থা করেছেন লড সাহিব (বখত খান)। আপনার সেবক সকাল থেকে আপনার দরবারের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। এই মাত্র নগরীর মহাজনেরা আপত্তি উত্থাপন করেছে যে গৌরি শংকর তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন কোন কারণে শাহজাদাদের কাছে যাতে কোন অর্থ না দেয়া হয়; যদি দিতেই হয় তাহলে শাহী

www.pathagar.com

কোষাগারে দেয়া যেতে পারে। মহানুভব, এ পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত একটি সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন এবং কেউ যদি তাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে তাহলে কঠোর শাস্তি দেয়া উচিত, যাতে তারা সাম্রাজ্যের কাজে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করে। আপনার সেবক নিবেদন করতে চায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বার্থ শিকারি ও অসৎ উদেশ্যে প্রনোদিতদের কঠোর শাস্তি না দেয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারে এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত নয়। বিষয়টি আপনার অবগতির জন্য পেশ করা হলো। আপনার অধম দাস মোহাম্মদ খায়ের সুলতানের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ;
"দোকানিরা ছাড়া, অন্যেরা কাল সকালের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করবে। মহাজনরাও তখন অর্থ দেবে বলে আশা করি এবং তা দেবে শাহী কোষাগারে। কেউ যাতে এতে বাধার সৃষ্টি না করে।"

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - পাঁচ

'পরিশোধ' শিরোনামে সাজানো দলিলপত্র।

দলিল নং ১। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। তারিখ ১ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাহাপনাহ,

শাহদারি ছাউনিতে সেনাবাহিনী দু'দিন যাবত অবস্থান করছে এবং তারা তাদের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করতে আসেনি। তিন দিনের বকেয়া জমেছে এবং সৈন্যরা আজ তাদের পাওনা দাবি করতে আসছে। আগামীকাল তাদের চতুর্থ দিবসের ভাতা প্রাপ্য হবে এবং দ্বিতীয় আয়োজন জরুরি হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে আমি কি চারদিনের ভাতার সমতুল্য মোট ১৫,০০০ হাজার রুপি লাভের আনুকূল্য পেতে পারি। জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ;

"শাহী কোষাগার থেকে বসন্ত ১৫,০০০ রুপি প্রদান করবে। মির্জা মোগলকে আরও জানাচ্ছি যে সে মির্জা ফাজিল বেগ খানের ওপর নির্ভর করবে। আজকের দিন পর্যন্ত তিনি কোষাগার থেকে অর্থ পরিশোধ করেছেন এবং সে হিসাব তিনি আমার কাছে পেশ করবেন।"

দলিল নং ২। বাদশাহ'র সাংকেতিক সিলমোহরযুক্ত আদেশ। তারিখ ২২ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর

মির্জা মোগল,

কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। সাম্মান লালের সাক্ষাতে আমি জানতে পেরেছি যে প্রথমতঃ কাশ্মীর দরওয়াজা, বাদদারো দরওয়াজার প্রহরা এবং অন্যান্য বুরুজে মোতায়েনরত গোলন্দাজ সৈন্যদের দৈনন্দিন খাদ্য হিসেবে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে এবং তা বিতরণ করেছেন মুয়াজ্জাজদৌলত বাহাদুর, এবং ১১ জুন ১৮৫৭ তারিখ থেকে একটি পৃথক তালিকার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে দৈনিক ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। যদিও রসদ সরবরাহ ও দৈনিক ভাতা প্রদান সামরিক বিভাগের সাথে সংশি-ষ্ট, কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রে এ ব্যয় বহন করা হয়েছে রাজ কোষাগার থেকে এবং তিনি এ পরিস্থিতিতে একটি আদেশের জন্য প্রার্থনা করেছেন, যাতে আমার স্বাক্ষরে আমার কীর্তিমান পুত্র মির্জা মোগল বাহাদুরকে আদেশ দেয়া হয় যে তিনি এ অর্থ পরিশোধ

www.pathagar.com

করবেন। এ জন্যে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে সাম্মান লালকে তার বক্তব্য অনুসারে ১১০ রুপি ফেরত দেয়ার জন্য। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো। তোমাকে আরও বলা হচ্ছে যে, অতঃপর গোলন্দাজ সৈন্যদের দৈনিক ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে পদাতিক সৈন্যদের যেভাবে পরিশোধ করা হয়েছে তা একইভাবে অনুসৃত হবে। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।

নাম	রুপি	আনা	পাই
১১ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৮	০	০
১২ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৪	০	০
১৩ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	১২	০	০
১৪ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৪	০	০
১৫ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৪	০	০
১৫ জুন ১৮৫৭ লাহোর গেট, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
১৬ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৫	০	০
১৬ জুন ১৮৫৭ মূল ঘাঁটিতে, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
১৬ জুন ১৮৫৭ লাহোর গেট, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
১৭ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৫	০	০
১৭ জুন ১৮৫৭ লাহোর গেট, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৫	০	০
১৭ জুন ১৮৫৭ মূল ঘাঁটিতে, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৫	০	০
১৮ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৫	০	০
১৮ জুন ১৮৫৭ লাহোর গেট, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
১৮ জুন ১৮৫৭ মূল ঘাঁটিতে, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
১৯ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৫	০	০
১৯ জুন ১৮৫৭ লাহোর গেট, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
১৯ জুন ১৮৫৭ মূল ঘাঁটিতে, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
২০ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৫	০	০
২০ জুন ১৮৫৭ লাহোর গেট, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
২০ জুন ১৮৫৭ মূল ঘাঁটিতে, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
২০ জুন ১৮৫৭ নীল বুরুজে, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
২১ জুন ১৮৫৭ কানলাই খান, গোলন্দাজ সৈন্য	৫	০	০
২১ জুন ১৮৫৭ লাহোর গেট, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
২১ জুন ১৮৫৭ মূল ঘাঁটিতে, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০
২১ জুন ১৮৫৭ নীল বুরুজে, গোলন্দাজ সৈন্যবৃন্দ	৩	০	০

www.pathagar.com

দলিল নং ৩। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। তারিখ ৯ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
সশ্রদ্ধ চিত্তে জানাচ্ছি যে পদাতিক ও অশ্বারোহীসহ সমগ্র সেনাবাহিনীর বেতন ভাতা পরিশোধ ও তাদের পদোন্নতির ব্যাপারে এই প্রেক্ষিতে আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর কর আদায় ও দুশমনকে চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণভাবে পরাজিত করার পর সকল বিষয়ে নিষ্পত্তি হবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্ত হলো। অতএব এ সকল ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আদেশ জারি করার জন্যে আপনার কাছে নিবেদন করছি যাতে আপনার অনুগ্রহ ও দয়াশীলতার অনুভূতির সাথে সেনাবাহিনীর সদস্যরা পরিচিত হতে পারে এবং অগ্রগতি ও মর্যাদার আশা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং আপনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে একাত্ম হয়ে সকলে যুদ্ধ লড়তে ও জীবন দিতে পারে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার সেবক জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।" প্রধান সেনাপতির সিলমোহরযুক্ত। (এর সাথে কোন আদেশ নেই এবং উলে-খিত সংযোজনীও নেই।)

দলিল নং-৪। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ১০ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, গোয়ালিয়রের রাজার গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খানের পক্ষ থেকে একটি তালিকাসহ দরখাস্ত লাভ করেছি। তিনি আবেদন করেছেন তাকে কিছু রসদ সরবরাহ করার জন্য, যাতে তিনি টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় দৈনিক ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি আদেশ জারি করতে পারেন, যাতে নতুন আগত সকল সৈন্যকে বেরেলির সেনাধ্যক্ষর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। উল্লিখিত দরখাস্ত ও তালিকা আপনার বিবেচনার জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আপনার আদেশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনার সেবক জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"
দরখাস্তের নিচে লেখা রয়েছে– দরখাস্তের সাথে কোন সংযোজনী নেই। স্বাক্ষর– কল্যাণ নারায়ণ। ৮ আগস্ট ১৮৫৭।
"প্রিয় পুত্র, আমার জীবন! সেনাধ্যক্ষকে অবহিত করো যাতে তিনি জানতে পারেন যে কোষাগার সম্পূর্ণ নিঃশোষিত।"

দলিল নং ৫। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ১২ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
পরম শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, ৩৭,০০০ হাজার রুপি ও তার সাথে সংযুক্ত তহবিলের

www.pathagar.com

অতিরিক্ত ২,০০০ রুপি আপনার সেবকের কাছে ১৮৫৭ সালের ১২ জুলাই তারিখে প্রেরণ করে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়েছে। এই অর্থের সমুদয় ব্যয় হয়ে গেছে এবং বর্তমানে একটি কানাকড়িও আর অবশিষ্ট নেই। এ পরিস্থিতিতে মহানুভব, সম্প্রতি অশ্বারোহীদের আগমনে ও তাদের আরজির প্রেক্ষিতে একটি আদেশ জারি করেছেন যে আপনার এই অধম ভৃত্য তাদের দৈনন্দিন ভাতার ব্যবস্থা করবে। তালিকায় প্রদর্শিত অশ্বারোহী প্রত্যেকে ১৮৫৭ সালের ১২ জুলাই পর্যন্ত ষোল থেকে বিশ দিনের বকেয়া ভাতা দাবি করেছে। অতএব, আপনার দরখাস্তকারী প্রার্থনা করছে যে তাকে ১০,০০০ হাজার রুপি এখন প্রদান করা হোক, যাতে সে এইসব বকেয়া পরিশোধ করতে পারে। এছাড়া সে আরও প্রার্থনা করছে যে ভবিষ্যতে তাকে যাতে প্রতিদিনের জন্যে তহবিল দেয়া হয়। প্রতিদিনের ভাতা পরিশোধের জন্যে।

	রুপি	আনা	পাই
মুয়াজ্জাজউদ্দিন খান, রিসালদার	৩৬৯৬	৪	০
মর্দান খান, ১০ জনের ভাতা	৪২৮	২	০
তুরন্দর খান ও ফৈয়াজ উদ্দিন খান, ১০ দিনের ভাতা	১৫৯৪	২	০
সৈয়দ গুলজার আলী, ২২ জনের ২৮ দিনের ভাতা	১৪০	০	০
গাজী উদ্দিন খান, ১২ জনের ১৩ দিনের ভাতা	১৯৫০	০	০
আবদুল মজিদ খান, ২ জনের ১৯ দিনের ভাতা	১৩৩	০	০

আহমদ খান ও মাদারি খান, রিসালদারের
লোক সংখ্যা ও দিন সুনির্দিষ্ট নেই

করিম বখশ রিসালদারের ভাতা আগের
মাস পর্যন্ত পরিশোধ করা হলেও তিনি
জিলকদ মাসের ২০ দিনের ভাতা দাবি করছেন

আপনার বিশেষ সেবক জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত। প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের সিলমোহরযুক্ত।

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ স্বাক্ষরিত আদেশ;
"কোষাগারে অর্থ সংকটের কারণে এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ দেয়া সম্ভব নয়। যারা এই সমস্যার সাথে সমঝোতা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে কিছু হাত খরচা দেয়া যেতে পারে।"

দলিল নং ৬। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। তারিখ ১৩ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আপনাকে অবহিত করছি যে, লক্ষ্মৌর প্রথম অনিয়মিত অশ্বারোহী দলের রিসালদার করিম

www.pathagar.com

বখশ ও তার বাহিনীর লোকদের বেতন মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয়েছে। এখন তিনি ১৮৫৭ সালের ১২ জুলাই একটি দরখাস্ত করেছেন দৈনিক হিসেবে ভাতা দাবি করেছেন, যেভাবে অন্যদের ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে, এবং তিনি উনিশ দিনের বকেয়া ভাতা দাবি করেছেন। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে যে, এই লোকগুলো জানতে পেরেছেন যে, কোষাগারে অল্প পরিমাণ অর্থ আছে এবং তা থেকে তারা দৈনিক ভাতা চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আদেশ জারি করা যেতে পারে যা প্রতিপালিত হবে। আপনার সেবক জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ;
"যাদেরকে মাস ভিত্তিতে বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে, তাদেরকে দৈনিক ভাতা দেয়া হবে না।"

দলিল নং-৭। মির্জা মোহাম্মদ আজিমের তারিখ বিহীন দরখাস্ত।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
পরম শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, হানসি ও হিসার থেকে আগত যেসব সিপাহিকে আপনার অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে তারা দুই মাস বিশ দিনের বেতন পায়নি। শিরসা, হিসার, হানসি ও অন্যান্য স্থানের তহবিল এইসব সৈন্য অত্যন্ত যত্নের সাথে এনে শাহী কোষাগারে জমা দিয়েছে এবং এখানে আসার পর সৈন্যরা প্রতিটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এবং প্রতিদিন তাদের তিন থেকে চারজন সৈন্য জীবন দিয়ে তাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিচ্ছে। তারা এখন তাদের বেতন দাবি করছে। আপনার ভৃত্য উৎসাহ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিবেদন করছে যে, আপনি দুই মাস বিশ দিনের স্থলে এক মাসের বেতন মঞ্জুর করলে সে তার লোকদের সন্তুষ্ট রাখতে সক্ষম হবে। যদি এখন কোন বেতন মঞ্জুর না করা হয়, তাহলে সৈন্যরা অতিশয় হতাশ হয়ে পড়বে। আমি বিস্মিত হচ্ছি যে, সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট লোকদের বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। আমার দরখাস্তের সাথে সেনাবাহিনীর সকলের এক মাসের বেতন পরিশোধ সংক্রান্ত বিবরণী যুক্ত করছি এই আশায় যে এ ব্যাপারে একটি আদেশ জারি করা হবে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিবেচনার জন্যে পেশ করা হলো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার একান্ত খাদেম, মোহাম্মদ আজিমের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ;
"মির্জা মোগল এক মাসের বেতন প্রদান করবে।"

দলিল নং ৮। মির্জা মোগলের তারিখবিহীন দরখাস্ত।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
আপনার আদেশ অনুসারে গরহি হারসারু এলাকা থেকে প্রাপ্ত করের একটি অংশ ১০,০০০

www.pathagar.com

হাজার রুপি কোষাগার থেকে উত্তোলন করে সৈন্যদের চারদিনের ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে, দুই দিনের ভাতা এখনো বাকি রয়েছে এবং গরহি হারসারু থেকে প্রাপ্ত করের মধ্যে কোষাগারে এখন ৮,০১০ রুপি ১৩ আনা রয়েছে। আপনার দয়াশীলতার কারণে আশা করা হচ্ছে যে আপনি কোষাগার থেকে এই অর্থ উত্তোলন করে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের দৈনিক ভাতা পরিশোধের আদেশ প্রদান করবেন। প্রয়োজনীয় বিবেচনায় আপনার কাছে পেশ করা হলো। মির্জা জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"দু'টি ক্ষেত্রে ৫,০০০ হাজার রুপি করে দেয়া হয়েছে দু'দিনের ভাতা পরিশোধের জন্য। এবং এখন আবার পাঠানো হয়েছে। তুমি কি তা বিতরণ করেছো?"

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - চার

'সামরিক' শিরোনামে সাজানো দলিলপত্র।

দলিল নং ১। কর্পোরাল শেখ বাঁশু এবং ১৪তম দেশীয় পদাতিক পল্টনের ৬০ জন সৈনিকের যৌথ দরখাস্ত। তারিখ ২৪ মে ১৮৫৭।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে নিবেদন করছি যে, আপনার এই অনুগত সেবকেরা ৯০টি আরবীয় ঘোড়াসহ মিরাটের উদ্দেশ্যে আগ্রা থেকে যাত্রা করে নিরাপদে ঘোড়াগুলোকে আলিগড়ে এবং পরে বুলন্দশহরে পৌছে। বুলন্দশহরে আসার পর তারা দেখতে পায় যে গোলযোগ শুরু হয়েছে। এবং শত শত লোক কোষাগার লুট করছে। তারা তাদের বিশ্বাসের প্রতি কর্তব্য বিবেচনা ও আল-াহ্‌র ওপর ভরসা করে দাঙ্গাকারীদের হটিয়ে দিয়ে কোষাগারের অবশিষ্টাংশ রক্ষা করে এবং সেই তহবিল ও ঘোড়াগুলো দিলি-তে নিয়ে আসে রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে আপনার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে। যমুনা নদীর ওপর নৌকার সেতুতে পৌছার সময় আমাদের কাছে ৮৩টি ঘোড়া এবং ৪৫,০০০ রুপি, যা দুটি গাড়িতে বয়ে আনা হচ্ছিল, তা আমাদের কাছ থেকে লুণ্ঠন করা হয়। সেতু অতিক্রম করার পর নগরীর উচ্ছৃঙ্খল লোকদের সাথে আমাদের মুখোমুখি হয় এবং তারা বলপূর্বক আমাদের কাছ থেকে বেশ কিছু ঘোড়া ছিনিয়ে নেয়। যদি আমাদের এমন ধারণা না হতো যে এই লোকগুলোকে আমাদের নিরাপত্তার জন্যে আপনি প্রেরণ করেছেন, তাহলে আপনার ভৃত্যরা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে পারতো। আমাদের নিয়ে আসা অর্থ ও অবশিষ্ট ২২টি ঘোড়া সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। হারানো ঘোড়াগুলো এখনো অশ্বারোহী সৈন্য ও যারা সেগুলো নিয়ে গেছে তাদের কাছে রয়েছে এবং সেগুলোকে শনাক্ত করা সম্ভব। আপনার কাছে সেজন্যে নিবেদন করছি যে মির্জা মোগল বাহাদুরকে আপনি নির্দেশ দিন সেগুলো উদ্ধার করতে ও সেগুলো যাদের কাছে ছিল তাদের কাছে এবং রাষ্ট্রের কাছে তুলে দিতে।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ:

"মির্জা মোগল তদন্ত করে ঘোড়াগুলো বের করবে দরখাস্তের সূত্র অনুসরণ করে। পরবর্তীতে যা যথার্থ বিবেচিত হয় সে অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।"

www.pathagar.com

দলিল নং ২। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ২৯ মে ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ্
মহামহিমের সেনাবাহিনী যেহেতু মিরাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে রসদ সংগ্রহ ও নিরাপত্তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, সেজন্যে নতুন প্রহরীদের মধ্য থেকে বিশজন অশ্বারোহী ও পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্যকে আপনার একান্ত সেবকের দায়িত্বে এ উদ্দেশ্যে ন্যস্ত করা হোক। জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ;

"মীর হায়দর হোসেন খান বিশজন অশ্বারোহী এবং শাহরুখ বেগ পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্যকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করবেন।"

দলিল নং ৩। হরিয়ানা হালকা পদাতিক পল্টনের গৌরিশংকর সুকালের দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, দরিদ্রের প্রতিপালক
আপনাকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ভগবানের কৃপায় মহামহিমের মাধ্যমে আজ সকাল ১০টায় আপনার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিসার ও শিরসা জিলা দুটি এই পল্টনের অধিকারে রয়েছে এবং সিপাহিদের আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, তারা শিগগিরই বাদশাহ'র সমীপে উপস্থিত হবে তাদের সাথে আনা তহবিলসহ। আমরা আপনার বিবেচনার জন্য নিবেদন করছি যে আমাদের শক্তি মাত্র একটি পল্টন এবং তা থেকে কিছু সৈন্য অনুপস্থিত ও বিশেষ ছুটিতে আছে। তাছাড়া শিরসা ও হিসারে দায়িত্ব পালন করার জন্য মাসিক ভিত্তিতে কিছু সৈন্যকে ছেড়ে আসা হয়েছে। হানসি থেকে শিরসা'র দূরত্ব ৯০ মাইল এবং হানসি থেকে দিলি-র দূরত্ব ৯০ মাইল। অতএব, আমাদের মাত্র একটি পল্টনের পক্ষে দুটি জিলার তহবিল নিয়ে ১৮০ মাইল সফর করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অতএব, আপনার বিবেচনার জন্য গোলন্দাজ ও অশ্বারোহীসহ একটি সেনাদলকে আমাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সাথে তারা আমাদের স্থলে এখানে অবস্থান নেবে। রোহতাক অথবা ঝাজ্জার হয়ে আমাদের আগমনের জন্যেও একটি আদেশ প্রয়োজন। আরও নিবেদন করছি যে, কর্ণাল থেকে ব্রিটিশ বাহিনী আমাদের বাধা দিতে অবশ্যই অগ্রসর হবে। অতএব, এ বিষয়েও আপনার মনোযোগ থাকা জরুরি এবং সে অনুসারে আপনার আদেশ জারি করবেন। গৌরি শংকর সুকালের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষর যুক্ত আদেশ;
"মির্জা মোগল প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"

www.pathagar.com

দলিল নং ৪। বাদশাহ'র সাংকেতিক হস্তাক্ষরে সিলমোহরযুক্ত আদেশ। তারিখ ৩০ মে ১৮৫৭।

"বরাবর
চতুর্থ অনিয়মিত অশ্বারোহী পল্টনের সকল কর্মকর্তা ও সৈনিকবৃন্দ। পঞ্চম দেশীয় পদাতিক পল্টনের দুই কোম্পানি এবং ২৯ দেশীয় পদাতিক পল্টনের এক কোম্পানি ও অন্যান্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকবৃন্দ এবং চুনীলাল ও রামচরণ ছাড়াও পঞ্চম, চতুর্থ অনিয়মিত অশ্বারোহী পল্টনের সৈনিকবৃন্দ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং স্বীকার করেছে যে সমগ্র সেনাবাহিনী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা আমার দরবারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং তারা তাদের সাথে সম্পদ ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র আনতেও সক্ষম। তাদের নিবেদনের প্রতি সাড়া দিয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, পথিমধ্যে এবং রাজধানীর নিকটবর্তী কোথাও কোন হত্যাকা ও গ্রাম লুণ্ঠনের মতো কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না এবং আমার সামনে উপনীত হওয়ার পর সকল ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা হবে। আনীত সম্পদ অবিলম্বে দরবারের কাছে পেশ করতে হবে। সকল উপায়ে শাহী আনুকূল্য আপনাদের ওপর বজায় থাকবে।"

দলিল নং ৫। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ৯ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আপনি অনুগ্রহ করে আপনার নিষ্ঠাবান খাদেমকে গোলন্দাজ অবস্থানে উপনীত হওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সে সেনাপতি আবদুস সামাদ খান বাহাদুরকে তলব করে তার সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাকেও এগিয়ে যেতে হবে। তিনি অবশ্য উত্তর দিয়েছেন যে পদাতিকদের ওপর আর নির্ভর করা যাবে না এবং শুধুমাত্র অশ্বারোহীদের ওপর নির্ভর করতে হবে। তার পরামর্শ আমার যাওয়ার অনুকূলে ছিল না এবং তারও যাওয়ার পক্ষে ছিল না। তিনি যোগ করেছেন যে সরকার প্রধানের বাহিনী যখন পৌঁছবে, তার সৈন্যরা অবশ্যই অভিজ্ঞ হবে এবং তখন আমার ও তার পক্ষে গোলন্দাজ অবস্থানে গমন যথার্থ হবে। আপনার নির্দেশে বলা হয়েছে যে, সেনাপতি সামাদ খানের সাথে পরামর্শ ছাড়া আমার কোন কাজ করা উচিত হবে না এবং এক্ষেত্রে তিনি তার সম্মতি না দেয়ায় আপনার ভৃত্য কিছু সৈন্যের সাথে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থেকেছে, যদিও কিছু সৈন্য আমাকে নিতে এসেছিল। এ ব্যাপারে আরো কিছু বিষয় আপনার সাক্ষাতে মৌখিকভাবে পেশ করবো। মীর হায়দার হোসেন এর ব্যাপারে আপনার আদেশের ব্যাপারে বলতে চাই যে, গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাপারে তাকে কোনকিছু করার সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। আপনার ভৃত্য তার হস্তক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সৈন্যরা খোদ হায়দার হোসেনকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে। মির্জা জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

www.pathagar.com

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষর যুক্ত আদেশ:
"দরখাস্তের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করেছি। আবদুস সামাদ খান বাহাদুরের পরামর্শ অনুসারে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করো।"

দলিল নং ৬। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষর যুক্ত আদেশ। তারিখ ১০ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল
কীর্তিমান ও বীরপুত্র মির্জা মোগল বাহাদুর। জেনে রাখো, গুলাব ও জ্বালা সিং, যাদের বাস পাহাড়ি খরং এ তারা দুশমনের কাছে রসদ সরবরাহ করছে এবং গোয়েন্দা তথ্য এসেছে যে তারা এখন সেখানে রয়েছে। তোমাকে অনিবার্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে অবিলম্বে সেখানে এক কোম্পানি নিয়মিত পদাতিক সৈন্য ও ৫০ জন নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করে তাদেরকে ও তাদের সহযোগিদেরকে গ্রেফতার করার জন্য। এ ব্যাপারে কোন বিলম্বের সুযোগ দিও না।"

দলিল নং ৭। বসন্ত থানায় কর্মরত জাবতাই খানের দরখাস্ত। তারিখ ১৬ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর মহান বাদশাহ, পৃথিবীর অলংকার
আজই আমি খবর পেয়েছি যে প্রায় দুই হাজার সৈনিক, যারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তারা নাসিরাবাদ থেকে এদিকে আসার পথে গরহি হারসারা'য় ছাউনি ফেলেছে এবং আগামীকালই এখানে পৌঁছবে। এখানে তাদের জন্যে স্বাভাবিক রসদের সরবরাহ দেয়ার কোন উপায় নেই। অতএব, আমি আশা করছি, এ কাজের জন্যে মহামহিম সৈন্যদের কিছু কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করবেন। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করে আরেকটি নিবেদন করতে চাই যে, আপনার দরখাস্তকারীর পূর্ব কোন ধারনা ছিল না এই সৈন্যদের আগমন সম্পর্কে, তাহলে সে হয়তো কিছু আগাম ব্যবস্থা করতে পারতো। আজ হঠাৎ করেই খবরটি এসেছে। এমন পরামর্শ কি দেয়া যেতে পারে নির্দেশ দেয়া হলে তা প্রতিপালিত হবে। বসন্ত থানায় কর্মরত জাবতাই খানের দরখাস্ত।"

দরখাস্তের উল্টো পৃষ্ঠায় লিখা– "১৬ জুন ১৮৫৭ তারিখে আদেশ দেয়া হয়েছে।"

দলিল নং ৮। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষর যুক্ত আদেশ। তারিখ ২০ জুন ১৮৫৭।

বরাবর
মির্জা মোগল,
কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা মোহাম্মদ জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। জেনে রাখো, নগরীর বাইরে থাকা সোরা আনার জন্যে ছয়টি গাড়ি প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যা বারুদ

www.pathagar.com

তৈরির জন্যে প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে তোমাকে দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে পথে এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নিয়মিত পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে থেকে ২৫ জনকে নিতে, যাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সোরা বারুদ কারখানায় সতর্কতার সাথে পৌঁছানো হয়। এছাড়া তুমি লাহোর গেটে সামরিক প্রহরীদের কাছে লিখিত আদেশ প্রদান করবে তারা যাতে গাড়িগুলোর ভিতরে প্রবেশ ও নির্গমণে কোন বাধা না দেয়।"

দলিল নং ৯। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক হস্তাক্ষরে লিখিত আদেশ। তারিখ ১৮ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল,
বীর ও কীর্তিমান পুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। জেনে নাও যে, নাসিরাবাদ থেকে আগত দুই পল্টন পদাতিক, গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্যদের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত লাভ করেছি, যাতে নিবেদন করা হয়েছে যে, তাদেরকে যদি অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তারা তিন দিক থেকে গোলন্দাজ অবস্থান তৈরি করে দুশমনের ওপর হামলা চালাবে এবং এ জন্যে প্রয়োজন কামান তৈরি করা ও বিদ্যমান অশ্বারোহীরা অবস্থানের পিছন দিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, যাতে দরখাস্তকারীরা আগামী পরশু হামলা করতে পারে। আমার সমীপে এ দরখাস্ত করার কারণ, যাতে পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে পুরো অশ্বারোহী বাহিনীর উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারি করতে যাতে তারা নাসিরাবাদ থেকে আগত বাহিনীকে সঙ্গ দেয়, প্রথমতঃ কামান তৈরির কাজে, দ্বিতীয়তঃ পরশু হামলায় সহযোগিতা করতে।

দলিল নং ১০। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরে দেয়া আদেশ। ২০ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল
কীর্তিমান ও বীরপুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রতিদিন যে পরিমাণ বারুদ খরচ হচ্ছে, তার ফলে এখন বারুদ খানায় আর কোন বারুদ অবশিষ্ট নেই এবং এ জন্যে আদেশ জারি করা হয়েছে যে বারুদ তৈরির জন্যে যে উপকরণ প্রয়োজন তা ক্রয় করা উচিত। যদিও বিপুল সংখ্যক বারুদ প্রস্তুতকারক নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু যে পরিমাণ বারুদ প্রয়োজন তা প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ বারুদের দৈনিক প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অতএব, তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এর সাথে সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে বারুদের উপকরণ সংগ্রহ করতে এবং তোমাকে অনুসন্ধান চালাতে যে এ সবের পিপা কোথা থেকে আসছে। এগুলো সংগ্রহ করে আগামীকালের মধ্যে বারুদখানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। এ

www.pathagar.com

বিষয়টিকে অন্যান্য সকল কিছুর ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে নিশ্চিত করবে যে বারুদখানায় প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো পাঠাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বারুদ তৈরিতে যাতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না হয়। এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে যুদ্ধরত মানুষের জন্য বিপদের আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে। আমার অনুগ্রহের আশ্বাস রইলো।

আমার কীর্তিমান পুত্র মির্জা খায়ের সুলতান বাহাদুর	- ৩৫০ পিপা
লাহোর গেটে ৭৪ দেশীয় পদাতিক পল্টন	- ২৩২ পিপা
দিল্লি- গেটে ৩৮ দেশীয় পদাতিক পল্টন	- ৮০ পিপা
কাশ্মীর গেটে	- ৭০ পিপা
অন্যান্য পল্টনের কাছে যা পাওয়া যায় সবই	

দলিল নং ১১। বাদশাহ'র সাংকেতিক হস্তাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত আদেশ। ২১ জুন ১৮৫৭।

বরাবর
মির্জা মোগল
কীর্তিমান ও বীরপুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, ১০টি চাঁদোয়া ও ১০টি তাঁবু ২০তম, ৭৪তম, ৩৮তম ও একাদশ দেশীয় পদাতিক পল্টনের কাছ থেকে নিয়ে সেগুলো ৩০ জন ও পঞ্চদশ দেশীয় পদাতিক এবং গোলন্দাজ পল্টনের কাছে হস্তান্তর করতে। যারা দুশমনকে মোকাবেলা করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার দয়াশীলতার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো।"

দলিল নং ১২। বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষর যুক্ত আদেশ। ২৪ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল
কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে গোলন্দাজ অবস্থানে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের কাছে নিয়মিত খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করতে, ঠিক যেভাবে তাদের কাছে গুলী ও বারুদের সরবরাহ যায়। আরও নিশ্চিত করতে হবে যে পথিমধ্যে কেউ যাতে এই সরবরাহ ছিনিয়ে নিতে না পারে। সেনাবাহিনীর কাছে খাদ্য সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারমূলক কাজ। এছাড়াও তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে রসদের জন্য যা প্রয়োজন তা অবিলম্বে প্রেরণ করতে।"

www.pathagar.com

দলিল নং ১৩। বাদশাহ'র রাষ্ট্রীয় সিলমোহরযুক্ত আদেশ। তারিখ ২৭ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর
মর্যাদার প্রতীক, ভদ্রপুর থানার দারোগা খাজা নাজির-উদ-দীন।
আপনার দরখাস্তের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে নিমাচ বাহিনীর কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক আরব সরাই এ পৌঁছে বাজারের লোকদের কাছে খাদ্য ও অন্যান্য রসদ দাবি করছে, যা সেখানকার লোকদের কাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণে না থাকায় সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এটা জানতে পেরেছি যে আপনি নগরীর দারোগাকে অনুরোধ করেছেন প্রয়োজনীয় রসদ পাঠাতে এবং এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশও তার কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু নগরীর অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে এবং নিয়মিত সৈন্যদের সেখানে উপস্থিতির কারণে অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রস্তুত খাদ্য সরবরাহ করা কঠিন ব্যাপার। আপনার অনুরোধে সাড়া দিয়ে ২০ জন পদাতিক ও ১০ জন অশ্বারোহী এবং বাদশাহ'র কিছুসংখ্যক ভৃত্যকে পাঠানো হচ্ছে, যাতে আপনি এ বিষয়ে তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। নিমাচ বাহিনী চলে যাওয়ার পর এই লোকগুলোকে আপনি ফেরত পাঠাবেন। নিমাচ বাহিনীর কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি সাথে দেয়া হলো, যা আপনি অবিলম্বে তাদের কাছে হস্তান্তর করবেন, যাতে বাজারের লোকদের প্রতি ও সেখানকার অন্যান্য বাসিন্দাদের প্রতি কোন বাড়াবাড়ি না হয়।"

উল্টো পিঠে দারোগার উত্তর, ২৭ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, দরিদ্রের প্রতিপালক,
মহামহিম, আমার কাজের সুবিধার্থে যে ২০ জন পদাতিক ও ১০ জন অশ্বারোহী সৈনিককে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল নিমাচ বাহিনী চলে যাওয়ার পর তাদেরকে আপনার কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ওয়াজির আলী, জমাদার ও পদাতিক সৈন্য আপনার ভৃত্যের ইচ্ছানুসারে প্রয়োজনীয় সকল কাজে সহযোগিতা করেছে। আপনাকে আমি আরও অবহিত করছি যে দিলি-র দারোগার পাঠানো রসদ বেলা তিনটায় পৌঁছার পর এখানে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হলে তারা ফেরত গেছে। আপনার ভৃত্য আরব সরাই এ অবস্থানরত ভদ্রপুরের দারোগা খাজা নাজির-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

দলিল নং ১৪। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক স্বাক্ষরে দেয়া আদেশ। ২৯ জুন ১৮৫৭।

"বরবার
মির্জা মোগল,
কীর্তিমান মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। তোমাকে জানাচ্ছি যে, নদীতে পানির উচ্চতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, ইতোমধ্যে গোয়েন্দা তথ্য এসেছে যে বেরেলি বাহিনী আগামীকাল এখানে এসে পৌঁছবে। অতএব, সেতুর তত্ত্বাবধায়কের কাছে আদেশ

www.pathagar.com

পাঠানো হয়েছে যতো অধিক সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করে বেরেলির সৈন্যদের নদী পারাপারের ব্যবস্থা করতে। নৌকার সাহায্যে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে নদী পার করতে হবে এবং পুরো বাহিনীকে এক সাথে পার করানো সম্ভব হবে না। অতএব একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে বিধায় তোমার সিলমোহরযুক্ত একটি নির্দেশ জারি করতে হবে যে, কর্মকর্তা ও সৈনিক যারা নৌকাযোগে নদী পাড়ি দিবে তারা যাতে কোনভাবেই সেতুর তত্ত্বাবধায়ক বা নৌকাচালকদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে, সহিংসতা না দেখায়। সেতু মেরামতের জন্যেও কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একদিন বা দু'দিন একটু অসুবিধা হলেও পরে তা কেটে যাবে।"

দলিল নং ১৫। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ৩০ জুন ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
পরম শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, দুশমনের গোলন্দাজ অবস্থান থেকে একটি হাতি দখল করে নেয়া হয়েছিল, সেটি কিছুসংখ্যক সৈনিক ও জিহাদি আজ এখানে এনেছে এবং এই দরখাস্তের সাথে আপনার কাছে পাঠানো হচ্ছে। আপনার নিষ্ঠাবান সেবক আশা করছে যে একটি প্রাপ্তি রশিদ দ্বারা তাকে অনুগ্রহ করবেন। বাদশাহ'র শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। মির্জা জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত বক্তব্য;
"হাতিটি আমার কাছে পৌছেছে।"

দলিল নং ১৬। মির্জা মোগল ও মির্জা আবদুল-হ'র দরখাস্ত। ১ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে সেতু এখন প্রস্তুত এবং দরখাস্তকারীরা বিশ্বাস করে যে বেরেলি থেকে যেসব সৈন্য এসেছে ও নদীর অপর তীরে শিবির স্থাপন করেছে তাদেরকে রাতের বেলায় নদী পারাপারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারণ দিবাভাগে ইংলিশরা সারাক্ষণ গুলীগোলা বর্ষণ করে। অতএব, আদেশ দেয়া হোক যে, এইসব সৈন্য আজমীর গেটের বাইরে শিবির সংস্থাপন করবে এবং তাদেরকে যে আদেশই দেয়া হবে তা প্রতিপালন করতে হবে। মির্জা জহুর-উদ-দীন ও মির্জা আবদুল-হ সাহিবের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ;
"এইসব সৈন্যকে তুর্কমেন গেটের বাইরে তাদের ছাউনি ফেলার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।"

www.pathagar.com

দলিল নং-১৭। বাদশাহর স্বাক্ষরযুক্ত তারিখবিহীন আদেশ।

"বরাবর
বিশেষ খাদেম, লর্ড গভর্নর
মোহাম্মদ বখত খান বাহাদুর,
আপনার প্রতি আমার আনুকূল্য গ্রহণ করুন। আপনাকে জানাচ্ছি যে, নিমাচ বাহিনী যখন আলাপুরে উপনীত, তখন তাদের সাজসরঞ্জাম এখানে পড়ে আছে। সেজন্যে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ২০০ অশ্বারোহী এবং পাঁচ থেকে সাত কোম্পানি পদাতিক সৈন্য নিয়ে তাদের মালামাল এবং অন্যান্য রসদ আলাপুরে পৌঁছে দিতে। আপনাকে আরো নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে দুশমন যাতে ঈদগাহ অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে না পারে তা নিশ্চিত করতে। আরও জেনে রাখুন যে সিপাহিরা যদি বিজয় অর্জন ছাড়া ফিরে আসে এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম হারায় তাহলে তার পরিণতি হবে বিপর্যয়কর। আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং এ সতর্কতাকে কঠোর বলে বিবেচনা করবেন।"

দলিল নং ১৮। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ৯ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
সশ্রদ্ধ চিত্তে জানাচ্ছি যে, দফাদার সরফরাজ খান ও গোলন্দাজ মোহাম্মদ খান দুশমনের গোলন্দাজ অবস্থান থেকে তাদের ঘোড়াসহ আসছে। আরও খবর হচ্ছে, আপনার বিজয়ী বাহিনীর গাজীরা সব্জি মণ্ডিতে দুশমনের গোলন্দাজদের হটিয়ে দিয়ে দুটি কামান দখল করেছে। এই শুভ ঘটনা সাম্রাজ্যের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্যে অতি আনন্দের বিষয়। এই দুজন লোক যারা এখন আপনার কাছে হাজির হচ্ছে তারা দুশমন বাহিনীর সাথে ছিল এবং এখন তারা আপনার উদ্দেশ্যে কাজ করবে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার খাদেম জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহর স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ:
"দরখাস্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হলাম। এ ঘটনা তোমার জন্যেও শুভ হোক।"

দলিল নং ১৯। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ১২ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, আমি আপনার একান্ত সেবক আপনার আদেশ অনুসারে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছে আপনার ইচ্ছার বিষয় ব্যাখ্যা করেছি। গতকাল মোহাম্মদ বখত খান জেনারেল বাহাদুর আমার কাছে এসেছিলেন। তার কাছ থেকে

www.pathagar.com

আপনার ইচ্ছার কথা জানার পর আমি পুনরায় বিষয়টি সেনা কর্মকর্তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছি। আমার সাধ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে তাদের সম্মতি দেয়নি। অতঃপর আপনার অধম ভৃত্য কর্মকর্তাদের দরখাস্ত আপনার বিবেচনার জন্যে প্রেরণ করছে আপনার পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়। জরুরি বলে বিষয়টি পেশ করা হলো। মির্জা জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত। সেনা প্রধানের সিলমোহরযুক্ত।

দলিল নং ২০। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ১২ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
বন্দুকের সাথে সংশি-ষ্ট অংশ এবং বারুদখানার সরঞ্জাম, যা হুলাসি লস্করের বাড়িতে পাওয়া গেছে তা একটি পৃথক তালিকাসহ আপনার খেদমতে পাঠানো হলো।" মির্জা জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।
তালিকা:
দেশীয় পদাতিক পল্টনের জমাদার সিধহাই, সিপাহি কালকা তিওয়ারি এবং চতুর্থ অনিয়মিত অশ্বারোহী দলের সৈনিক করিম বখশের উপস্থিতিতে, এবং দেশীয় পদাতিক পল্টনের সিপাহি রঘুনাথ রাও এর দেয়া তথ্যানুসারে ১৮৫৭ সালের ১২ জুলাই হুলাসি লস্করের বাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত বারুদখানার মালামালের তালিকা:

পিস্তলের নল	- ১টি
পিতলের হুক	- ১টি
পিস্তলে বারুদ ভরার দন্ড	- ১টি
বন্দুকের বেয়নেট	- ৬টি
বন্দুক ও পিস্তলের ঘোড়া	- ২৯টি
তালার খ াংশ	- ৩টি
তারকাটা ও হুক	- ১৪টি

দলিল নং ২১। একদাশ দেশীয় পদাতিক পল্টনের কর্মকর্তাদের দরখাস্ত। ১৬ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
দরিদ্রের প্রতিপালক, মহান জেনারেল সাহিব বাহাদুর,
গতকাল দুপুরের দিকে কর্পোরাল কল্যাণ সিং তার খাবার খেয়ে দুর্গ প্রাচীরে কাছে গিয়ে প্রহরায় নিয়োজিত একাদশ দেশীয় পদাতিক পল্টনের দ্বিতীয় কোম্পানির সিপাহি মহাবল সিংকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। কল্যাণ সিং সিপাহির কর্তব্যে অবহেলা দেখতে পেয়ে তার বন্দুকটি নিয়ে নেয় এবং পরে সিপাহিকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে জানতে চায় যে তার বন্দুক কোথায়। সিপাহি উত্তর দেয় যে সে জানে না যে তার বন্দুক কে নিয়েছে। কর্পোরাল

www.pathagar.com

তখনই বিষয়টি সুবেদার সোমাইর সিংকে জানায় এবং তার নির্দেশ অনুসারে মহাবল সিংকে গ্রেফতার করা হয়। আজ পল্টনের সকল কর্মকর্তা একত্রিত হয়ে এলে বন্দীকে তাদের সামনে হাজির করা হয় এবং সে স্বীকার করে যে কর্তব্যে থাকা অবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বন্দীর অপরাধ তার নিজের স্বীকারোক্তিতেই প্রমাণিত হয়। এখন তাকে একটি দরখাস্তসহ আপনার কাছে পাঠানো হচ্ছে। আপনি তাকে যে শাস্তিই প্রদান করেন না কেন আমরা সকলে তা মেনে নেব।" আজমীর গেটে মোতায়েন একাদশ দেশীয় পদাতিক পল্টনের সকল কমিশনড ও নন-কমিশনড অফিসারদের দরখাস্ত।

বাদশাহ'র আদেশঃ
"আপনাদের দরখাস্তের বক্তব্য অনুসারে সিপাহি মহাবল সিং প্রহরী হিসেবে কর্তব্য পালনের সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল তা তার স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাকে প্রধান সেনাপতির দরবারে পাঠানো হচ্ছে এ ক্ষেত্রে তিনি যে শাস্তি উপযুক্ত মনে করেন তা দেয়ার জন্য। অতএব, তার দফতর এক্ষেত্রে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে অবিলম্বে তা কার্যকর করুক। তোমার সিদ্ধান্ত বাদশাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। তারিখ ১৭ জুলাই ১৮৫৭।"

দলিল নং ২২। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ১৭ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে মোহাম্মদ বখত খানের আগমনের পূর্বে প্রতিদিন যুদ্ধ পরিচালিত হতো এবং তাতে কোন ব্যতিক্রম ছিল না। আপনি এ বিষয়েও অবগত যে বেরেলির সেনাপতি আসার পর বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়েছে। আজ একটি ঘটনা ঘটেছে। আপনার নিষ্ঠাবান সেবক একটি হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে নগরীর বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর উপরোক্ত সেনাপতি আপত্তি উত্থাপন করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পুরো বাহিনীকে অকার্যকর অবস্থায় রাখেন এবং জানতে চান যে, কার হুকুমে সেনাবাহিনী ছাউনি থেকে বের হয়েছে। তাছাড়া তিনি একথাও বলেন যে, তার অনুমতি ছাড়া সেনাবাহিনী বাইরে অগ্রসর হতে পারবে না। ফলে বাহিনীকে ফিরে আসতে হয়। এভাবে অগ্রসর হয়ে ফিরে আসার মতো ব্যাপার কোন দুশমনও ঘটাবে না। অর্থাৎ বাহিনী হামলা করার জন্যই এগিয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় কি করে কেউ হস্তক্ষেপ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন একটি বাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আপনার ভৃত্য সেজন্য নিবেদন করতে চায় যে যদি সেনাবাহিনীর পুরো দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনার ভার মহানুবের পক্ষ থেকে উক্ত সেনাপতির ওপর অর্পন করে যদি আপনার ভৃত্যকে অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়, বিশেষতঃ লিখিত আদেশ দ্বারা তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়, সামরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে, তাহলে তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। বরং সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে জানতে দেবেন যে ভবিষ্যতে তারা উক্ত

www.pathagar.com

সেনাপতির সাথে থাকবেন এবং তার আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তার আদেশের উল্টো কিছু হলে ছোটবড় সকল কর্মকর্তাদের বিরক্তির কারণ ঘটবে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর পুরো নিয়ন্ত্রণ যদি আপনার সেবকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়, তাহলে উক্ত সেনাপতি তার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তার নিজের পুরো বাহিনীর ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। তার এ দাবির সাথে তার কাজের সামঞ্জস্য থাকা উচিত। আপনার সেবক জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

দলিল নং-২৩। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ১৯ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আপনার দরখাস্তকারীর প্রার্থনা হচ্ছে যে, আপনার সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনার ফলে এখন দৈনিক ভিত্তিকে রাত ও দিনে দুশমনের ওপর হামলা পরিচালনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। গতকাল থেকে এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। আল-াহর মেহেরবাণীতে যদি আলাপুরের দিক থেকে সাহায্য পাওয়া যায় এবং আপনার চিরস্থায়ী মর্যাদার প্রভাবে একটি চূড়ান্ত বিজয় আশা করা যায়, যা শিগগিরই বাস্তবায়িত হবে। অতএব, আমি প্রার্থনা করছি যে বেরেলির সেনাপতির উদ্দেশ্যে আপনার পক্ষ থেকে ইতিবাচক আদেশ জারি করা হোক, প্রস্তাবিত সাহায্য তিনি যাতে গ্রহণ করে তার সৈন্যদের সাথে নিয়ে আলাপুরের দিকে অগ্রসর হন এবং সেদিক থেকে বিধর্মীদের প্রতি আক্রমণ চালান, আর আপনার সেবক তার বাহিনীকে নিয়ে অন্যদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে দুশমনের ওপর জাহান্নামের বিভীষিকার সৃষ্টি করবে। তাছাড়া, এটাও আশা করা যায় যে আলাপুরের দিকে যে বাহি-নী যাবে, তারা দুশমনের সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন করে দেবে। জরুরি বিবেচনায় বিষয়টি আপনার সমীপে পেশ করা হলো। আপনার সেবক জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র সাংকেতিক স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যথার্থ বিবেচিত হবে মির্জা মোগল তা করবে।"

দলিল নং ২৪। মির্জা মোগলের দরখাস্ত। ৩০ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, ৪র্থ অশ্বারোহী বাহিনীর রিসালদার আমির খানের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে, যাতে তিনি নিম্নে বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী ঘোড়া সরবরাহের অনুরোধ করেছেন। এ জন্যে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘোড়া সরবরাহের। মির্জা জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।

www.pathagar.com

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশঃ
"মির্জা মোগল ২০০ ঘোড়া সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।"

দলিল নং ২৫। সেনাপতির দফতরের কেরানী খাজা খয়রাত আলীর দরখাস্ত। ১ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আপনার জানা আছে যে, গতকাল থেকে প্রবল বর্ষণের কারণে ও খাদ্য সরবরাহ না থাকায় ২০ হাজার সৈন্য মারাত্মক ধরনের বিঘ্ন ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি আশা করছি যে নগরীর দারোগার উদ্দেশ্যে একটি আদেশ জারি করা হবে। যাতে তিনি বাসে সেতুর অপর পারে সেনা ছাউনিতে একশ' মন ভাজা ছোলা প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। তা না হলে আজ হবে সৈন্যদের অনাহারে কাটানোর দ্বিতীয় দিবস। আপনার অবগতির জন্য বিষয়টি জানানো হলো। সেনাপতির দফতরের কেরানী খাজা খয়রাত আলীর দরখাস্ত।"

দলিল নং ২৬। সেনাপতির দফতরের কেরানী খাজা খয়রাত আলীর দরখাস্ত। ১ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, পৃথিবীর প্রভু
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, ১৮তম পল্টনের একটি কোম্পানি গতকাল থেকে ঈদগাহে গোলন্দাজ অবস্থানে মোতায়েন আছে, আর অবশিষ্ট পল্টন লর্ড সাহিবের সাথে আলাপুরের দিকে গেছে। এই কোম্পানিকেও এখন সেদিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দরখাস্তকারী আপনার কাছে নিবেদন জানাচ্ছে একটি সহায়ক পল্টন পাঠাতে যাতে তারা গোলন্দাজ অবস্থানে নিয়োজিত হতে পারে। এর বাইরে সবই আপনার বিবেচনার বিষয়। খাজা খয়রাত আলীর দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"মির্জা মোগল অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"

দলিল নং ২৭। প্রধান রিসালদার গোলাম মুঈদ-উদ-দীন খানের তারিখবিহীন দরখাস্ত। আদেশ প্রদানের তারিখ ২ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
সশ্রদ্ধচিত্তে জানাচ্ছি যে, আপনার অধম দাস টংক থেকে প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এই

www.pathagar.com

নগরীতে এসেছে। এছাড়া তাদের সাথে আরও কিছু লোক দলবদ্ধ হয়ে আসায় সেই সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার হবে, যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিধর্মীদের সাথে জিহাদে শামিল হওয়ার জন্য এসেছে। সে এবং তার অনুসারীরা গতকাল একটি হামলায় অংশ নিয়েছে এবং আপনার দাস নিজ হাতে আঠারজন বিধর্মীকে নরকে প্রেরণ করেছে। এ যুদ্ধে তার পাঁচজন অনুসারী শহীদ ও পাঁচজন অনুসারী আহত হয়েছে।

মহামহিম! আমরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম তখন আমরা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পাইনি। তারা যদি আমাদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রদর্শন করতেও আমাদের পাশে দাঁড়াতো, তাহলে আমরা আল-াহর সাহায্যে আমরা গতকালই বিজয় হাসিল করতে সক্ষম হতাম। কিন্তু আল-াহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার নেই। আমি বিশ্বাস করি যে কিছু অস্ত্র এবং সামান্য কিছু অর্থ আমার অনুসারীদের দেয়া হলে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তাদের লড়ার শক্তি ও বিধর্মীদের হত্যা করার তাগিদ আরো বাড়বে এবং এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট হবে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। অধম দাস টংক থেকে আগত প্রধান রিসালদার গোলাম মুঈদ-উদ-দীন খানের দরখাস্ত।"

দরখাস্তে উল্টো পৃষ্ঠার স্বাক্ষর বা সিলমোহর বিহীন আদেশ, সম্ভবতঃ মির্জা মোগলের: "বর্তমানে কোন অস্ত্র নেই। যখন কিছু অস্ত্র এসে পৌঁছবে তাদেরকে তা দেয়া হবে। তহবিলের ব্যবস্থাও করা হবে এবং তাদেরকেও দেয়া হবে।"

দলিল নং ২৮। বখত খানের দরখাস্ত। ৪ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, ইতিপূর্বে দু'টি অথবা তিনটি দরখাস্তে গোলন্দাজ সমর্থন কামনা করেছি এবং এখন পুনরায় একই আরজি পেশ করছি নিম্নে বর্ণিত সরঞ্জামগুলো চেয়ে –

* ১২ পাউন্ড গোলা নিক্ষেপে সক্ষম চারটি কামান। যদি চারটি দেয়া হয় তাহলে উত্তম। তা না হলে দুটি কামান যাতে অবশ্যই দেয়া হয়।
* ১৮ পাউন্ড গোলা নিক্ষেপে সক্ষম কামানও চারটি প্রয়োজন। চারটি দেয়া হলে আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হবে। যদি তা না হয় দুটি কামান যাতে অবশ্যই দেয়া হয়।
* অনুরূপ সংখ্যক চব্বিশ পাউন্ড গোলা নিক্ষেপে সক্ষম কামান প্রয়োজন। এটি দেয়া হলে আপনার সেবকের প্রতি অসীম অনুগ্রহ করা হবে। তা না হলে অন্ততঃ দুটি কামান অবশ্যই পাওয়া চাই। এছাড়া বত্রিশ পাউন্ড গোলা নিক্ষেপে সক্ষম চারটি বা দুটি কামান প্রয়োজন। তাহলে অসীম অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।
* এছাড়া দশ ইঞ্চি কামান চারটি, আট ইঞ্চি কামান চারটি, সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি কামান

www.pathagar.com

চারটি এবং অন্যান্য মাপের আরো আটটি কামান প্রয়োজন।

* এবং আমার বিশ্বাস আছে যে মহামহিম আমার প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে এই কামানগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বারুদ, গোলা মঞ্জুর করবেন। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার একান্ত খাদেম মোহাম্মদ বখত খানের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"মির্জা মোগল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" দরখাস্তের উল্টো পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর ও সিলমোহর বিহীন একটি বক্তব্য, যা বাদশাহ'র আদেশের পক্ষে লিখা হয়েছে; "একটি উত্তর লিখা হোক। কতগুলো কামান আছে তা জানা আছে।"

দলিল নং ২৯। বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা বাদশাহ মোহাম্মদ বাহাদুর শাহের পুত্র মির্জা মোহাম্মদ খায়ের সুলতান বাহাদুরের সিলমোহরযুক্ত আদেশ। তারিখ ১১ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে আগত পুরো বাহিনীর কর্মকর্তা, সুবেদার ও অন্যান্য প্রধানগণ, দিল্লিতে শাহী ফৌজ পরাজয় বরণ করেছে মর্মে কিছু লোক আপনাদের কাছে যে প্রচারণা চালিয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা, মনগড়া এবং বিধর্মী তথা ইংরেজদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফল। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আশি থেকে নব্বই হাজার নিয়মিত সুসংগঠিত সৈন্য বর্তমানে এখানে মওজুদ আছে, যাদের দশ থেকে পনের হাজার নিয়মিত এবং অন্যরা অশ্বারোহী। এইসব সৈন্য দিনরাত বিধর্মীদের ওপর হামলা পরিচালনায় ব্যস্ত থাকে এবং পাহাড়ের ওপর থেকে তাদের গোলন্দাজ অবস্থানকে পিছু হটিয়ে দিয়েছে। তিন বা চারদিনের মধ্যে সমগ্র পাহাড়ি এলাকা কব্জা করে নেয়া হবে এবং বিধর্মীদের প্রত্যেককে ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তারা জাহান্নামে প্রেরিত হবে। অতএব, আপনাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে এই আদেশ দেখামাত্র অবিলম্বে যে কোনভাবে রাজধানীতে উপনীত হয়ে বিশ্বাসীদের বাহিনীতে যোগ দিয়ে আপনাদের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা এবং আপনাদের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ আদেশকে অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচনা করবেন।"

দলিল নং ৩০। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক হস্তাক্ষর যুক্ত আদেশ। ১৩ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
সাহসের প্রতীক, প্রথম পল্টনের রিসালদার করিমুল্লাহ খান, প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার রাল সিং, দ্বিতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার সাহিব লাল, তৃতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার শেখ ইমাম বখশ, চতুর্থ গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার লাল পান্ডে, পঞ্চম গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার রাম সিং, প্রথম পদাতিক পল্টনের সুবেদার আমানত আলী, দ্বিতীয় পদাতিক পল্টনের সুবেদার লালা প্রসাদ, তৃতীয় পদাতিক পল্টনের সুবেদার জিওয়া সিং, চতুর্থ পদাতিক পল্টনের সুবেদার রাম দীন, পঞ্চম পদাতিক পল্টনের সুবেদার

www.pathagar.com

বাশারত আলী এবং পদাতিক গোলন্দাজ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে–
জেনে রাখুন! আপনাদের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে যুদ্ধে আপনাদের সাহসিকতা সম্পর্কে সকলে নিশ্চিত হয়েছে। আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে গোয়ালিয়র রাজ্য ও রাজার পদাতিক বাহিনীর সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আগ্রা দুর্গ দখলের উদ্যোগ গ্রহণ অথবা রাজার সম্পদ সংগ্রহ করে আপনাদের নিজ বাহিনীকে নিয়োগ করে দুর্গ দখলের সকল উপায়ে কাজে লাগানো কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সৈন্য পর্যন্ত প্রত্যেকে আমাদের উচ্চ আনুকূল্যের দাবিদার এবং আনুকূল্য ও অগ্রাধিকারের দ্বারা সীমাহীন মর্যাদার প্রতীক এবং আপনাদের পদমর্যাদা আরও বৃদ্ধি করা হবে।"

দলিল নং ৩১। ঝাঁসির সাবেক কারারক্ষক মোহাম্মদ বখশ আলীর দরখাস্ত। ১৮ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
মহান বাদশাহ, পৃথিবীর আর্শিবাদ, মানবতার আশ্রয়,
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিবেদন করছি যে আপনার দাসের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আদেশ দেয়া হয়েছে যে বর্তমানে মওজুদ পাঁচশ সৈন্য ছাড়াও সে একটি পুরো পল্টনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করতে পারে। এ আদেশ বাস্তবায়িত হবে। আপনার দরখাস্তকারী নিবেদন করছে, যে আদেশই আপনার দাসকে দেয়া হবে তা আলী গোলের মাধ্যমে লোক নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, কারণ তার লোকগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুশৃঙ্খল। আপনি তাদেরকে যে দায়িত্বেই ন্যস্ত করুন না কেন তারা সবসময়ই তা প্রতিপালন করবে। অতএব, আপনার দাস প্রার্থনা করছে যে মহামহিমের স্বাক্ষর ও সিলমোহরের আওতায় বিষয়টি নিষ্পত্তি হতে পারে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। অধম দাস আলী গোলের কর্মকর্তা, ঝাঁসির কারারক্ষক মোহাম্মদ বখম আলীর দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"শামসির-উদ-দৌলত একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করবে। এই পল্টনের সাথে 'ফৈজ' নাম যুক্ত হবে।"

দলিল নং ৩২। বাদশাহ'র পক্ষ থেকে স্বাক্ষর ও সিলমোহরবিহীন আদেশ দৃশ্যতঃ কোন কর্মকর্তার লিখা। ২১ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
বোম্বের সেনাবাহিনী, ২৫তম পদাতিক ও গোলন্দাজ
পল্টনের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ
গিরিধারী সিং, ষোড়শ পল্টনের গোলন্দাজ কোম্পানির সুবেদার বাদশাহ সমীপে হাজির হয়ে আপনাদের উদ্যম, সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে বর্ণনা প্রদান করেছেন, যা আমাদেরকে চমৎকৃত করেছে। আজ থেকে আপনারা আমার একান্ত সেবকে পরিণত হয়েছেন। সে প্রেক্ষিতে আপনাদের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, এই আদেশ

www.pathagar.com

আপনাদের কাছে পৌঁছা মাত্র আপনার দ্বিগুণ বেগে দ্রুততার সাথে রাজধানীতে উপনীত হবেন। কোন কারণেই যাতে অহেতুক বিলম্ব না ঘটে। কারণ, আমরা উৎকণ্ঠার সাথে আপনাদের আগমন প্রতীক্ষা করছি। সকল উপায় কাজে লাগিয়ে, কোথাও যাত্রাবিরতি না করে এখানে চলে আসুন।"

দলিল নং ৩৩। ৩০তম দেশীয় পদাতিক পল্টনের সৈনিক ভবানী সিং এর দরখাস্ত। ২৩ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, কোন লোককে বারুদখানায় নিয়োগ করার পূর্বে প্রত্যেককে নিজ নিজ বসবাসের স্থান সম্পর্কে ঘোষণা দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য যে সঠিক তা সেই স্থানের একজন ব্যক্তি দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে অথবা তাকে নিরাপত্তা জামানত দিতে হবে। এছাড়াও তার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করে তা দফতরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এরপরই তাকে কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এই সতর্কতাগুলো অবলম্বন করা হলে বারুদখানার নিরাপত্তার ব্যাপারে আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তদন্ত বা খোঁজখবর না নিয়ে যে কাউকে নির্বিচারে নিয়োগ করা হলে শত্রুপক্ষের লোক বারুদখানায় ঢুকে যেতে পারে এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। এছাড়া একজন সহকারীসহ একজন কর্মকর্তাকে বারুদখানায় নিয়োগ করা যেতে পারে শুধুমাত্র শ্রমিকদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখার জন্যে, যারা সকাল-সন্ধ্যা সেখানে নিয়োজিত থেকে লক্ষ্য রাখবে যে কোন বহিরাগত বা শত্রুর চর সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। আপনার ভৃত্য এ দরখাস্ত করছে পুরোপুরি তার একান্ত আগ্রহ থেকে এবং আপনার দয়াশীলতা ও বিবেচনার ওপর নির্ভর করে এ ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আদেশ জারির আশা করছে। যাতে বারুদখানা রক্ষার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। ৩০তম দেশীয় পদাতিক পল্টনের সৈনিক ভবানী সিং-এর দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ;
"মির্জা মোগল অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে সতর্কতা গ্রহণ সবকিছুর ওপর গুরুত্বপূর্ণ।"
স্বাক্ষর ও সিলমোহর বিহীন আদেশ, দৃশ্যতঃ মির্জা মোগলের। ২৩ আগস্ট ১৮৫৭।

www.pathagar.com

দলিল নং ৩৪। মোহাম্মদ বখত খানের আদেশ, তার সিলমোহরযুক্ত। ২৩ আগস্ট, ১৮৫৭।

"বরাবর
শিখ পল্টনের কর্মকর্তাবৃন্দ,
মহামান্য বাদশাহ আমাদেরকে তলব করে জানিয়েছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে, শিখ পল্টন সাহসিকতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করবে এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ করেছেন। সেজন্য আপনাদেরকে এই আদেশ অনুসারে কাজ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে পাঁচটি সশস্ত্র কোম্পানি শামগির গোলন্দাজ অবস্থানে যোগ দেয়ার জন্যে বলা হচ্ছে। কোন অবস্থাতেই যাতে কোন বিলম্ব না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।"

উল্টো পৃষ্ঠায় উত্তর, "মহানুভব, আপনার নির্দেশের উদ্দেশ্যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সে প্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে আমাদের পল্টন তেলিওয়ারা গোলন্দাজ অবস্থানে বিকেল চারটায় চলে গেছে।"

দলিল নং ৩৫। মোহাম্মদ বখত খানের দরখাস্ত। ২৩ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মির্জা মোগল, প্রধান সেনাপতি সাহিব বাহাদুর,
পদাতিক ও অশ্বারোহী পল্টনের পক্ষ থেকে একজন করে সকর্মকর্তাকে দরবারের সদস্য হিসেবে যোগদান সম্পর্কিত আদেশ আমার হস্তগত হয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তলব করে তাদেরকে আগামীকাল সকাল দশটায় আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করেছি। তারা সকলে স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। অবশ্য তারা নিবেদন করেছে যে তাদের মালামাল সদ্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু পালুমে পৌছার পর সেগুলো ফেরত পাঠানো হবে এবং অতঃপর তারা আন্তরিকতা সহকারে দরবারে হাজির হবে। আপনার অবগতির জন্যে এ দরখাস্ত করা হলো। মোহাম্মদ বখত খানের দরখাস্ত।"

দরখাস্তের ওপরিভাগে লিখা, "দরখাস্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল।"

দলিল নং ৩৬। তৃতীয় দেশীয় পল্টনের কর্মকর্তা জিওয়ারাম অযোধ্য চোবে ও অন্যান্যের দরখাস্ত। ২৬ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আপনার আদেশের প্রেরিপ্রেক্ষিতে শাহী ফৌজে এসব লোকের বিলম্বিত যোগদান

www.pathagar.com

অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, বিশেষতঃ পূর্বে তাদের মর্যাদাপূর্ণ চাকুরির কারণে। এই আদেশ সকল কর্মকর্তা ও সৈনিকের জন্যে সন্তোষজনক ব্যাপার। যেসব সৈনিক এখানে পৌঁছতে বিলম্ব করছে, তারা এখন একটি আবেদন করছে এবং জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একটি তালিকাভুক্ত প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকল সৈনিক ও নন কমিশন কর্মকর্তা ও তাদের কমিশন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা জানিয়েছে যে, যারা এখানে বহু পূর্বে এসে উপনীত হয়েছে, প্রতিদিন গোলন্দাজ অবস্থানে দায়িত্ব পালন করছে এবং সকল ব্যাপারে আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যাচ্ছে, তাদের পরিবর্তে এখন যারা নতুন যোগ দিয়েছে তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। আমরা তৃতীয় পদাতিক পল্টনের সকল কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অতএব, আপনার কাছে নিবেদন করছি যে আপনার প্রথম আদেশ, যা সমগ্র সেনাবাহিনীর সন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল তা যাতে বহাল রাখা হয়। বিষয়টি জরুরি বিবেচনায় আপনার কাছে পেশ করা হলো। তৃতীয় পদাতিক পল্টনের কর্মকর্তা জিওয়ারাম অযোধ্যা চোবে ও অন্যান্য কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দরখাস্ত।"

দলিল নং ৩৭। ১০ম অনিয়মিত অশ্বারোহী দলের রিসালদার নূর মোহাম্মদ খানের দরখাস্ত। ২৯ আগস্ট ১৮৫৭।

(৬০০ সিপাহি সম্বলিত দশম অনিয়মিত অশ্বারোহী পল্টনের দরখাস্ত, যাদের মধ্যে পঞ্চাশজন এখন এখানে উপস্থিত এবং তাদের বিশ্বাসের পক্ষে লড়তে এসেছে। দরখাস্তকারীরা নিবেদন করছে যে তাদের পুরো বাহিনীকে তলব করে পুনঃ তালিকাভুক্ত করা হোক।)

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ, দরিদ্রের প্রতিপালক,
আমার বাহিনী, দশম অনিয়মিত পদাতিক পল্টন পেশোয়ারে নওশেরা সেনানিবাসে ছিল। কেশরী সিং, কালান্দার খানসহ পাঁচজন কর্মকর্তা বিধর্মীদের সাথে মিলিত হয়ে মানুষের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদেরকে কুচকাওয়াজের জন্যে আহ্বান করে আমাদের বন্দুক, তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র কেড়ে নেয়। আমরা দু'মাস পর্যন্ত এই ধরনের কঠোরতা ও যাতনা মুখ বুজে সহ্য করে আমাদের বিশ্বাসকে রক্ষার জন্য আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি এবং আপনার সিংহাসন রক্ষায় আমাদের জীবন দিতে এসেছি। এছাড়া, ইংরেজরা যেহেতু আমাদের বিরুদ্ধে তাদের কামান তাক করে ধরেছে, আমরা আমাদের সকল সম্পত্তি, অর্থ ও তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিত্যাগ করে চলে এসেছি এবং আমাদের দীর্ঘ সফর শেষ করে এখন আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে। দশম অনিয়মিত অশ্বারোহী দলের অধিকাংশ সৈন্য এখন তাদের বাড়ি গেছে, কিন্তু তাদের বাড়িঘর অতি নিকটে। আমাকে যদি কর্তৃত্ব দেয়া হয় তাহলে আমি অবিলম্বে তাদের সকলকে তলব করে বাহিনী সাজাবো এবং দিনরাত আপনার আদেশ অনুসারে কাজ করবে। গোলন্দাজ অবস্থানের বিরুদ্ধে কোন হামলা এলে তার

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষায় তারা দাঁড়াবে ও স্বেচ্ছায় তাদের জীবনপাত করবে। এটা আপনার ভৃত্যের একান্ত অভিলাষ। আপনি একটি লিখিত আদেশ দিলে সে অবিলম্বে বাহিনীর সৈন্যদের তলব করবে।

প্রায় পঞ্চাশজন সৈনিক বর্তমানে আপনার দাসের সাথে উপস্থিত। আদেশ মাত্র সে অবশিষ্ট সৈন্যদের তলব করবে। এটি জরুরি বিবেচনায় আপনার খেদমতে পেশ করা হলো। দ্বিতীয়ঃ মহানুভবের আদেশ যদি আমার ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং তাকে কিছু ঘোড়া দেয়া হয়, তাহলে সে উপস্থিত হবে। দশম অনিয়মিত অশ্বারোহী দলের রিসালদার নূর মোহাম্মদ খানের দরখাস্ত।"

দলিল নং ৩৮। গাজী-উদ-দীন নগরে মোতায়েন কর্নেল আহমদ খানের দরখাস্ত। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭।

বরাবর
মহান বাদশাহ্, দরিদ্রের প্রতিপালক,
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে আপনার দরবার থেকে এই ভৃত্য গাজিয়াবাদে চলে আসার পর জানতে পেরেছে যে গতকাল, ৮ সেপ্টেম্বর জাটদের সাহায্যপুষ্ট কিছুসংখ্যক ইংরেজ পিলখোয়া ও আশপাশের তিনচারটি গ্রাম ভস্মীভূত ও তছনছ করেছে। যে বাহিনী এই ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নেয় তাদের মধ্যে ৩০ জন ইংরেজ, দুহিয়া উপজাতির ৩০০ জাট ও চারটি কামান ছিল। এখনো তারা সেখানে ছাউনি গেড়ে রেখেছে। আশেপাশের অন্যান্য গ্রামের কৃষকরা অনুরূপ ধ্বংসের ভয়ে অসহায় বোধ করে তাদেরকে কর প্রদান করছে। আজ সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে আজ যে প্রায় পঞ্চাশজন ইউরোপীয় ও জাট দুই-তিনটি কামানসহ হিন্দান নদীর ওপর সেতু ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বেগমাবাদে মিলিত হয়েছে এবং গাজিয়াবাদকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে, এবং পিলখোয়া ও অন্যান্য স্থান থেকে দিলি-র দিকে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অতএব, এ পরিস্থিতিতে অনুগ্রহ করে কামানসহ কিছু শাহী সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন বিধর্মীদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে যাতে তাদের ওপর পূর্ণ আঘাত হানা সম্ভব হয় এবং সাম্রাজ্যের পক্ষে কর আদায় শুরু করা যেতে পারে। কোন কারণে যদি এই উদ্যোগ বিলম্ব ঘটে তাহলে দুশমন হিন্দান নদীর ওপর সেতু ধ্বংস করে দেবে এবং গাজিয়াবাদকে জনশূন্য করে ফেলবে। এছাড়া পিলখোয়ার নিকটবর্তী মুকিমপুর গ্রামে একট শক্তিশালী দুর্গ আছে, যেখানে ৫০ থেকে ৬০ মণ বারুদ রয়েছে। এই দুর্গটি যদি ইংরেজদের হাতে পড়ে, তাহলে সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়বে। সেখানে তারা দ্বিতীয় গোলন্দাজ অবস্থান তৈরি করবে এবং আমার পক্ষে তখন প্রতি আক্রমণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমার পল্টনকে যদি কামান দ্বারা শক্তিশালী করে দুর্গে প্রবেশ করানো সম্ভব হয়, তাহলে আগামীকালের মধ্যে ইংরেজদের ভালোভাবে শাস্তি দেয়া সম্ভব এবং তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে। মহানুভব যেহেতু আমাদের প্রভু, অতএব, সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার সম্পূর্ণ আপনার। এ আদেশ জারি করা হলে তা যথাবিহিত প্রতিপালিত হবে। আপনার ভৃত্য আহমদ খানের দরখাস্ত।"

www.pathagar.com

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ;
"মির্জা মোগল দরখাস্তের বক্তব্য অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"
দরখাস্তের উল্টো পৃষ্ঠায় কালিতে দৃশ্যতঃ বাদশাহ'র সাংকেতিক হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষরযুক্ত একটি নোট– "ব্রিগেড মেজর সাহিব জানেন যে তাকে যা উপযুক্ত সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।"
উল্টো পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর ও সিলমোহরবিহীন আরেকটি আদেশ, সম্ভবত বিগ্রেড মেজরের, "চতুর্দশ পল্টনকে তাদের কর্তব্যে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।" ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭।

দলিল নং ৩৯। ৫৯ দেশীয় পদাতিক পল্টনের ৭ নং কোম্পানির সৈনিক কাসিম-উদ-দীনের তারিখ বিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
মহানুভব, আপনার ভৃত্য ৫৯ দেশীয় পদাতিক পল্টনের ৭ নং কোম্পানির একজন সৈনিক কাসিম-উদ-দীন, যে পল্টনটি অমৃতসরে মোতায়েন ছিল। ইংরেজরা আমাদের সৈন্যদের নিরস্ত্র করে কারাবন্দী করে। যাদের পক্ষে সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে তারা বন্দীদশা থেকে পলায়ন করে এখানে চলে এসেছে। আপনার ভৃত্য তার বিশ্বাসের পক্ষে লড়াই করতে একাই আপনার খেদমতে হাজির হয়েছে। তার অস্ত্র ইংরেজরা অমৃতসরে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তার ব্যক্তিগত অন্যান্য জিনিসপত্র গুজ্জাররা লুণ্ঠন করেছে। এখন তার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের কোন অর্থ নেই, তার কোন অস্ত্রও নেই। কিন্তু সে আস্থাশীল যে তাকে ৫৩ দেশীয় পদাতিক পল্টনে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে, যে পল্টনে কায়সার-উদ-দীন নামে তার এক ভাইও কর্মরত। আপনার ভৃত্য এও বিশ্বাস করে যে সে এখানে এসেছে শুধুমাত্র তার বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করতে, অতএব তাকে সামান্য আর্থিক সুবিধা ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করা হবে। জীবিকার উপায় অর্জিত হলে সে মহামহিমের সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করবে। ৫৯ দেশীয় পদাতিক পল্টনের ৭নং কোম্পানির সৈনিক কাসিম-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

দলিল নং ৪০। বারুদখানার তত্ত্বাবধায়ক গোলাম আলীর তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আদালতের কাছে একটি সমতল ছাদবিশিষ্ট বাড়ি আছে, যেটি বর্তমানে মির্জা কচুক সুলতানের দখলে আছে। বাড়িটির ঠিক সামনেই বন্দুকের গুলি তৈরি করা হয় এবং বারুদ গুদামও সেখানে, যার দায়িত্ব আপনার ভৃত্যের ওপর। কিন্তু বর্তমানে সেগুলো পর্যাপ্ত নিরাপত্তার কারণে দিওয়ান-ই-আমে রাখা হচ্ছে। যেমন মোম ও অন্যান্য জিনিস বাইরে পড়ে থাকলে থাকলে তা সেনাবাহিনীর কেউ নিয়ে

www.pathagar.com

নিতে পারে। সেজন্য আপনার ভৃত্য বিশ্বাস করে যে সমতল ছাদবিশিষ্ট বাড়িটি মির্জা কচুক সুলতানের কাছ থেকে নিয়ে আপনার ভৃত্যের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হোক, তাহলে সেখানে মোম ও প্রয়োজনীয় সকল জিনিস সেখানে নিরাপদে রাখা যায়। বারুদখানার তত্ত্বাবধায়ক গোলাম আলীর দরখাস্ত।"

দলিল নং ৪১। বাদশাহ'র পুত্র মির্জা মোগল, মির্জা আবদুল হাসান, শাহ বখতাওয়ার ও মির্জা খায়ের সুলতানের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, পানিপথের উদ্দেশ্যে চার পল্টন পদাতিক, দুই পল্টন অশ্বারোহী, ১২টি ঘোড়ায় টানা কামান ও পদাতিক গোলন্দাজসহ নিম্নে বর্ণিত লোকবল, গোলাবারুদ ও যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদসহ প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আপনার প্রচেষ্টায় ও আল্লাহর ইচ্ছায় অবিলম্বে পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। আজই সেখানে রওয়ানা হওয়ার দিন ধার্য হয়েছে।

৭৪তম দেশীয় পদাতিক পল্টন	- ১
৩৮তম দেশীয় পদাতিক পল্টন	- ১
৫৪ তম দেশীয় পদাতিক পল্টন	- ১
২০তম দেশীয় পদাতিক পল্টন	- ১
স্বেচ্ছাসেবী	- ৪০০ লোক
গোয়ালিয়রের অশ্বারোহী দল	- ১
নিয়মিত অশ্বারোহী দল	- ১
২৪ পাউন্ড গোলা নিক্ষেপকারী কামান	- ৪টি
ছোট আকৃতির কামান	- ২টি
মিলিশিয়া কোম্পানি	- ২
ঝাজ্জার অশ্বারোহী	- ১০০ জন

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ:
"তোমাদের অভিযানে যাওয়া যথার্থ; কিন্তু প্রথমে উক্ত পল্টনগুলোর কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত প্রয়োজন যে তারা তোমাদের সাথে যেতে প্রস্তুত এবং সে দরখাস্ত আমার সামনে পেশ করো, যাতে এ ব্যাপারে আমি আশ্বস্ত হতে পারি।"

www.pathagar.com

দলিল নং ৪২। বাদশাহ্‌'র সাংকেতিক সিলমোহরে তারিখবিহীন আদেশ।

"বরাবর
মির্জা মোগল,
কীর্তিমান ও বীরপুত্র মির্জা জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর। জেনে রাখো যে, সাহসিকতাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত ব্যক্তিবর্গ, যারা ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যের বিপুল সেবা করেছে তাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য দরখাস্ত আসছে এই আশায় যে তারা পদাতিক ও ঘোড় সওয়ারের চাকুরি লাভ করবে। দরখাস্তগুলো তোমার আরজি'র সাথে সংযুক্ত করে পেশ করেছো, যা আমার হস্তগত হয়েছে। শাহী খাজাঞ্চির অবস্থা বিবেচনায় এবং ভূমি কর আদায়ের বর্তমান সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে সামরিক লোকজন বৃদ্ধির প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া রাজধানীর কাছাকাছি এলাকায় হত্যা ও লুণ্ঠনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সারা দেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় সামরিক লোকবল সংগ্রহ ও তাদের দ্বারা আনীত সম্পদের স্বল্পতায় তাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহে যে বিঘ্ন ঘটছে, সে পরিস্থিতিতে এই লোকগুলোকে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ কখন তাদেরকে অর্থ দেয়া সম্ভব হবে অথবা ব্যয় নির্বাহ করা যাবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন যাদের বাড়িঘর বহুদূরে তাদেরকে আশা প্রদান করা সমীচিন হবে না। অতএব, তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, দরখাস্তকারী লোকগুলোকে এবং যারা এরপর অনুরূপ দরখাস্ত করতে পারে তাদের সকলকে অবহিত করো যে, আর্থিক সঙ্গতি না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আরও একমাস বা দু'মাস তারা অপেক্ষা করতে পারে। যখন দেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কর আদায় শুরু হবে, তখন তাদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হবে। সেক্ষেত্রেও বিবেচনায় রাখা হবে যারা সামরিক বাহিনীতে ছিল তাদের দরখাস্ত। বর্তমানে নতুন করে নিয়োগের কোন সুযোগ নেই। দু'টি দরখাস্তে স্বাক্ষর করা হয়েছে। দুটি দরখাস্তের বক্তব্য অভিন্ন। দরখাস্তকারীদের এ ব্যাপারে অবহিত করো। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।"

দলিল নং ৪৩। মিরাটে অবস্থানরত সিপাহি জওয়াহের সিং, ব্রজহরির ভূমি মালিক রওশন সিং এবং ভূমি মালিক চাঁদনি রামের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার অধম দাস বাবুগড় ও আলীগড়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে একটি দরখাস্ত পেশ করার পর দু'দিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত সৈন্য প্রেরণ অথবা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা সে ব্যাপারে কোন কিছু জানা যায়নি। এখন আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে যে বিষয়টি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটলে বাবুগড়, আলীগড়, চাতাউড় ও অন্যান্য স্থানে বর্তমানে যে তহবিল আছে তার নিরাপত্তার সমস্যা ছাড়াও সাম্রাজ্যের ক্ষতি হতে পারে। হে দরিদ্রের প্রতিপালক, বাবুগড়ে ২৪ জন সৈনিকের

www.pathagar.com

নিরাপত্তায় ২০ হাজার রুপি, চাতাউড়ে মর্দান খানের দায়িত্বে ৬০০ জাটের প্রহরায় বিশ লাখ রুপি আছে এবং আলীগড়ের তহবিল নিয়মিত পদাতিক বাহিনীর তিনটি কোম্পানির প্রহরায় এখানে আসছে। এছাড়া বাবুগড়ে ১৫০০ ঘোড়াও রয়েছে। অর্থ এবং ঘোড়া দুটিই বর্তমানে অতি প্রয়োজনীয়। মহানুভব যদি উপরোক্ত স্থানগুলোতে সৈন্য পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে উলি-খিত সমুদয় সম্পদের নিরাপত্তা সাধিত হয় এবং আপনার অধীনে আসে। কিন্তু কোন কারণে যদি এক বা দু'দিন বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে সবকিছু হারানোর আশঙ্কা সৃষ্টি হবে। সাহারানপুর থেকে আগ্রা পর্যন্ত দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আপনার প্রেরিত একটি পদাতিক পল্টনকে বাধা প্রদানের মতো ইংরেজ বাহিনীর একজন লোকও নেই। টার্নবুল নামে এক ব্যক্তি, বুলন্দশহরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে গোলযোগ বজায় রাখছে, লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করছে ও গোয়েন্দা তথ্য পাঠাচ্ছে। আপনার পক্ষ থেকে বিলম্ব ঘটলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে। ওই অঞ্চলের ষাটটি গ্রামের বাসিন্দা জাতিতে ক্ষত্রিয়, যারা আপনার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু গঙ্গা নদীর অপর তীরের লোকজন পুরোপুরি আপনার অনুগত নয়। কিন্তু এই ভূমিমালিকরা যখন আপনার ভৃত্যের অধীনে একটি ছোট বাহিনী দেখবে এবং আপনার স্বহস্তে লিখিত কর্তৃত্ব প্রদানকারী আদেশ দেখতে পাবে, তখন তারা আপনার জন্যে জীবন দেবে। অতএব, আমি নিবেদন করছি যে, আপনার ভৃত্যের ওপর দায়িত্ব অর্পন করে একটি আদেশ জারি করুন, তাকে নতুন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহের কর্তৃত্ব প্রদান করুন। মুকিমপুরের ভূ-মালিক কায়হার সিং এর অধীনস্থ ৮৪টি গ্রাম, ভূমরাহি'র ভূ-মালিক দেবী সিং-এর অধীনস্থ ৮৭টি গ্রামে সামরিক সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করা হলে তারা আপনার সাহায্যে পুরো শক্তি নিয়োগ করবে। কারণ, ইতিপূর্বেও তারা আপনার জন্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। এবারও তারা এক দেহে, এক আত্মায় ও এক মনে আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার ভৃত্যের একমাত্র অভিলাষ আপনার সরকারের কল্যাণ। বিলম্বে ঘটলে সাম্রাজ্যের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হবে। এর বাইরে সকল ক্ষমতা আপনার। অতি জরুরি বিবেচনায় বিষয়টি আপনার খেদমতে পেশ করা হলো। গোলন্দাজসহ এক পল্টন পদাতিক সৈন্য আপনার ভৃত্যের অধীনে ন্যস্ত করার অনুরোধ জানানো হলো। আপনার ভৃত্য জওয়াহের সিং, রওশন সিং ও চাঁদনী রামের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ:

"মির্জা মোগল অবিলম্বে পদাতিক পল্টনের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করবে এবং সৈন্য প্রেরণ সম্পর্কে জওয়াহের সিং-এর বক্তব্য অনুসারে কাজ করবে।"

দলিল নং ৪৪। মির্জা মোগলের তারিখ বিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,

শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, শাহী দরওয়াজায় চাকুরির আশায় সম্প্রতি উপস্থিত লোকদের

www.pathagar.com

দরখাস্তে দৈনিক ব্যয় দাবি করে প্রার্থনা করা হচ্ছে। এখানে দরখাস্তগুলো সংযুক্ত হলো এবং আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিটি দরখাস্তের ওপর করণীয় লিখে দিলে সে অনুসারে ব্যবস্থা গৃহীত হবে। মির্জা জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ:
"সাম্রাজ্যের সকল দিক থেকে বিপুল সংখ্যায় নিয়মিত সৈন্যরা রাজধানীতে আসতে শুরু করেছে। রাজ কোষাগারে কোন অর্থ নেই। এ পরিস্থিতিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? তোমাকে বিস্তারিত জানানোর জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।"

দলিল নং-৪৫। রজব আলীর তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
পরম শ্রদ্ধা সহকারে নিবেদন করছি যে, আপনার ভৃত্য বাদরুখানা থেকে গোলাবারুদের গুদাম প্রাসাদের নিরাপদ কোন প্রকোষ্ঠে প্রেরণ করে আসছে যেদিন থেকে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন নাথু খান আপত্তি উত্থাপন করছে এবং এর ফলে বারুদখানা থেকে প্রাসাদে গোলাবারুদ নিরাপদে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্যে আপনার ভৃত্য আপনার দয়াশীলতা ও সদয় বিবেচনার ওপর নির্ভর করছে যাতে মির্জা মোহাম্মদ মোগল বাহাদুরের কাছে একটি নির্দেশ পাঠানো হয় যে আপনার ভৃত্য যা কিছু সংরক্ষণের জন্যে প্রেরণ করবে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতে আপত্তি উত্থাপন করা না হয় এবং সেগুলো নিরাপদে রাখার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি না করা হয়। আপনার আজন্ম ভৃত্য রজব আলী।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ:
"আমার পুত্র, মির্জা মোগল নাথু খানকে অনিবার্যভাবে নির্দেশ দেবে যাতে সে অবিলম্বে বারুদখানা থেকে রজব আলী যে মালামাল পাঠাবে সেগুলো কিল্লায় রাখার ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া নাথু খানের বারুদখানায় অবস্থানও যথার্থ নয়। অতএব, তুমি অন্য কোন বিশ্বস্ত লোককে তার স্থলে নিয়োগ করবে।"

দলিল নং ৪৬। ৭ম দেশীয় পদাতিক পল্টনের সুবেদার রাম বখশ, ৯ম দেশীয় পদাতিক পল্টনের সুবেদার বাহাদুর কুলি ইয়ার খানের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে এবং আপনার আদেশ অনুসরণে সুরক্ষিত অবস্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন ধরনের আপত্তি উত্থাপন পছন্দ করি না। আমরা আপনার আজন্ম লালিত দাস। কিন্তু আজ সপ্তাহের এমন একটি দিন, যেদিন

www.pathagar.com

পূর্বদিকে গমন শুভ নয়। সেজন্যে আমরা একটি শুভ মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ করবো। আমরা বেলা ৩টায় রওয়ানা হবো। আপনার অবগতির জন্য বিষয়টি জানানো হলো। সুবেদার রাম বখশ ও সুবেদার বাহাদুর কুলি ইয়ার খানের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ;
"উভয় পল্টন প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও রসদ নিয়ে আজ রাতে অথবা অবশ্যই আগামীকাল রওয়ানা হবে।"

দলিল নং ৪৭। মির্জা মোগলের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
দুশমনের প্রতিটি ভয়ঙ্কর তৎপরতার ব্যাপারে মহামহিম তার মনকে উন্মুক্ত রাখবেন বলে আশা রাখি। আপনার নগন্য সেবক গত দু'দিন ধরে সৈন্যদের সাথে গোলন্দাজ অবস্থানে ব্যক্তিগতভাবে অবস্থান করছে এবং বিধর্মীদের গোলন্দাজ অবস্থান, যেখানে তারা সেখানে স্থিরভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তারা এগিয়ে আসতে পারেনি। তারা যদি তাদের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে আনতে পারতো তাহলে তারা অবশ্যই নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতো। সমগ্র সেনাবাহিনী বিধর্মীদের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত এবং শিগগিরই একটি হামলা পরিচালিত হবে। আপনার সুমহান মর্যাদার মাধ্যমে তাদের গোলন্দাজ অবস্থানের দখল অবিলম্বে নেয়া হবে। কিছু সৈন্য আপনার কাছে হাজির হয়ে তারা যা শুনেছে তা আপনাকে জানাবে এবং যা দেখেছে তা জানাবে না। অতএব, তাদের বক্তব্যে বিশ্বাস না করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে পরিপূর্ণভাবে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আপনার দাসদের দেহ কাঠামোতে যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন আছে মহামহিমের কোন ক্ষতি সাধিত হবে না, এর বাইরে যা কিছু করণীয় তা আল্লাহর হাতে। আপনার সেবক অবহেলা করবে না। আপনি জেনে রাখুন যে সে ব্যক্তিগতভাবে গোলন্দাজ অবস্থানে থাকবে। মির্জা জহুর-উদ-দীনের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ;
"দরখাস্তের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া গেল। কাদির বখশও তোমার সাথে আছে। যা যথার্থ তাই করো।"

দলিল নং ৪৮। ১৮তম অনিয়মিত অশ্বারোহী পল্টনের রিসালদার গোলাম মির্জা হোসেনের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ,
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আপনার ভৃত্যের পূর্বপুরুষেরা অতীতকাল থেকেই

www.pathagar.com

আপনার ভৃত্য এবং আপনার কীর্তিমান ও মহান বংশ তাদেরকে সকল ধরনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছে, যার প্রমাণ শাহী মহাফেজখানায় রয়েছে। যেদিন আপনার সাম্রাজ্যের সূর্য ও ক্ষমতা রাহুর কবলে পড়ে সেদিনই আপনার ভৃত্যের ভাগ্য ও সমৃদ্ধিতে হতাশা ও ধ্বংস নেমে আসে। কোন পথ খোলা না থাকায় সে বিধর্মীদের হয়ে কাজ করার সম্মতি দেয় এবং সে অনুসারে পঞ্চান্ন বছর বয়সে একজন রিসালদারের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখে। পেশোয়ারে থাকা অবস্থায় আমি যখন আপনার সিংহাসনে আরোহণের শুভ সংবাদ লাভ করি, আমি কমান্ডিং অফিসারের কাছে ছুটি নিয়ে আমার হাজার হাজার রুপির সম্পত্তি ছেড়ে এবং ইংরেজদের অসন্তুষ্টির পরিণতি নিয়ে আপনার দরজায় ছুটে এসেছি। আমার পল্টন এখনো পেশোয়ারে মোতায়েন হয়েছে এবং এখানে আসতে আমাকে অনেক বাধার মোকাবেলা করতে হয়েছে। ছেড়ে আসা সম্পত্তির ক্ষতি ছাড়াও আপনার ভৃত্য নিম্নে বর্ণিত ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। সম্প্রতি নির্মিত একটি বাড়ি, যার আনুমানিক মূল্য ৫,৫০০ রুপি, রেলওয়ের কাজে গুঁড়িয়ে দেয়া ৩,০০০ রুপি মূল্যের পাঁচটি পুরনো বাড়ি, গুরগাঁও এর কোষাগারে রক্ষিত ৩,৫০০ রুপির একটি বিল, যা পল্টনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় আপনার ভৃত্য প্রেরণ করেছিল, কিন্তু গোলযোগ শুরু হওয়ায় তা আর উত্তোলন করেনি এবং ইতিমধ্যে কোষাগারের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়েছে। তদুপরি, পথিমধ্যে পাতিয়ালার রাজা আপনার ভৃত্যের অবশিষ্ট সমুদয় সম্পত্তি, যেমন, গবাদিপশু, তাবু, চাঁদোয়া ইত্যাদি লুণ্ঠন করেছে। এখন আপনার ভৃত্যের একটি ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনার দরজায় দশদিন আগে উপস্থিত হয়ে সে এখন এই দরখাস্ত পেশ করে নিবেদন করছে যে তাকে কোন বাহিনীতে সংযুক্ত করে নেয়া হোক অথবা তাকে কোন জিলায় নিয়োগ দেয়া হোক, যাতে সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। আপনার ভৃত্যের যেহেতু কিছুসংখ্যক উট ছিল, এখন সেগুলোর পরিবর্তে পরিবহনের জন্য গরুর গাড়ি, ভৃত্য এবং তার দৈনিক ৭ বা ৮ রুপি ব্যয় সংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক। জরুরি বিবেচনা করে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো। রিসালদার গোলাম মির্জা হোসেনের দরখাস্ত।"

বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ : "মির্জা মোগল, দরখাস্তকারীকে তোমার কাছে প্রেরণ করছি। যেহেতু তিনি একজন পুরনো সৈনিক।"

দলিল নং ৪৯। সুবেদার মোহন পান্ডে, জমাদার ঈশ্বরী প্রসাদ পাঠকের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, দরিদ্রের প্রতিপালক
মহামহিম, কায়িক পরিশ্রম করার মতো ভৃত্য যেহেতু সংগ্রহ করা মুশকিল সেজন্যে আপনার সেবকের কোম্পানিতে এমন কাউকে নেয়ার সুযোগ নেই। যারা এখন এ ধরনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে নিম্নে তাদের তালিকা দেয়া হলো। আমরা বিশ্বাস করি যে তাদের নিয়োগের দিন থেকে তাদের ভাতা মঞ্জুর করা হবে। জরুরি বিবেচনা এ দরখাস্ত পেশ করা হলো।

www.pathagar.com

পানি সরবরাহের জন্য ব্রাহ্মণ	- ১
নাপিত	- ২
ধোপা	- ২
দর্জি	- ১
মুচি	- ১
ঝাড়ুদার	- ১
মোট	৮

সুবেদার মোহন পাণ্ডে ও জমাদার ঈশ্বরী প্রসাদ পাঠকের দরখাস্ত।
পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশঃ
"কোষাগারে যেহেতু কোন অর্থ নেই, অতএব, এখনই এ ব্যাপারে কিছু করা যাচ্ছে না।"

দলিল নং ৫০। পুলিশ বাহিনীর কামদার খান ও অন্যান্যের তারিখবিহীন দরখাস্ত।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আমরা পুলিশ বাহিনীর পঞ্চাশজন সদস্য মিরাট কারাগারে মোতায়েন ছিলাম, সেখান থেকে আপনার খেদমতে আসার পর আমাদেরকে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হচ্ছিল, সেনাবাহিনী প্রধানের নির্দেশ অনুসারে আমরা সে দায়িত্বই পালন করছিলাম। আপনার সেনাবাহিনী এখন মিরাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করছে এবং আমাদের ষোলজন সদস্য তাদের কোম্পানিতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার আগ্রহ ব্যক্ত করছে। আমরা, অতএব, আশা করি যে মির্জা মোগলকে আপনি আদেশ প্রদান করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে তার বাহিনীর সাথে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যাতে আমরা বিজয়ী হয়ে আপনার মর্যাদা তুলে ধরতে পারি। কামদার খান ও অন্যান্যের দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"মিরাট কারাগারের কর্মকর্তা এখন প্রাসাদে দায়িত্ব পালন করছে, তিনি জানতে পারবেন যে আমার পুত্র মির্জা মোগল তাকে মিরাটে পাঠাবে কিনা এবং তার সাথে আরও কিছু সংখ্যককে সে তলব করতে পারে। তাদেরকে অবশ্যই মির্জা মোগলের সকল আদেশ পালন করতে হবে।"

দলিল নং ৫১। বাদশাহ'র বিশেষ সাংকেতিক সিলমোহরযুক্ত তারিখবিহীন আদেশঃ

"বরাবর
মির্জা মোগল,
কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা মোহাম্মদ জহুর-উদ-দীন ওরফে মির্জা মোগল বাহাদুর।

www.pathagar.com

গতকালের আদেশের প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণিত জিনিসগুলো তোমার কাছে পাঠানো হচ্ছে। এগুলো তোমার কর্মচারীদের মাধ্যমে বুঝে নাও। মালামালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যেহেতু তোমার ওপর, অতএব, এ ব্যাপারে যা উপযুক্ত বিবেচনা হয় সেভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। সৈন্যদের মধ্যে অর্থ বন্টনের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক। প্রতিটি লোক তার দাবির পূর্ণ অর্থ বুঝে পেয়েছে। একইভাবে এইসব সামগ্রীও তুমি সেনাবাহিনী, অশ্বারোহী ও পদাতিকদের মাঝে বন্টনের ব্যবস্থা করবে এবং এগুলো যথা শীঘ্রই দ্রুত বন্টন হওয়া উচিত। আমার আনুকূল্যের প্রতিশ্রুতি রইলো।"

ছোলা	- ৬৩ মণ
ছাতু	- ১৩ মণ ৩০ সের
চিনি	- ১৩ মন ২৯ সের
গুঁড়	- ৬১ মণ
মিষ্টি	- ৩০ মণ

পুণশ্চঃ তুমি আমার চোখের আলো। তুমি প্রয়োজনে একজন ঠিকাদার নিয়োগ করতে পারো অথবা বাজার থেকে স্বয়ং কিনে প্রয়োজন মেটাতো পারো।"

www.pathagar.com

আদালতে
৬ষ্ঠ দিন

মঙ্গলবার, ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

বেলা ১১টায় দিল্লি-র লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে আদালত পুনরায় বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি এবং ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল সকলে উপস্থিত। বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয় এবং তার সহকারী গোলাম আব্বাসও সাথে আসেন। দোভাষি মূল ফারসি দলিলগুলো পাঠ করেন, যার ইংরেজি তরজমা গতকাল আদালতে পেশ করা হয়েছে।

হাকিম আহসান উল্লাহ খানকে আদালতে পুনরায় তলব করা হয় এবং তাকে পুনরায় শপথ পাঠ করানোর পর ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল জেরা করেন।

প্রশ্ন: এই ছয়টি কাগজ লক্ষ্য করুন এবং ভালোভাবে দেখুন যে কাগজগুলোতে হাতের লিখা আপনি শনাক্ত করতে পারেন কি না। (ফারসিতে লিখা ছয়টি কাগজ যেগুলোর ওপরিভাগে 'হত্যা' শব্দ লিখা তা সাক্ষীকে দেখানো হয়।)

উত্তর : এর মধ্যে ১ ও ৬ নম্বর কাগজের হাতের লিখা বন্দীর, আর ২, ৩ ও ৪ নম্বর কাগজের হাতের লিখাগুলো খয়রাত আলীর, যিনি গভর্নর জেনারেল বখত খানের দফতরে একজন সহকারী ছিলেন। বখত খানের অভ্যাস ছিল যে কিছু কাগজপত্র তৈরি করে বাদশাহ'র সিলমোহর ও স্বাক্ষরযুক্ত করে নিয়ে সেগুলো জায়গা মতো প্রেরণ করা।

প্রশ্ন: এ ধরনের কাগজপত্রের নকল কি সাধারণত দফতরে রাখা হতো?

উত্তর : জি হ্যাঁ, তিনি সচরাচর প্রতি দলিলের দুটি কপি আনতেন, একটির ওপর বাদশাহ সাধারণত: নিজ হাতে সিলমোহর বসাতেন এবং তার কাছে ফেরত দিতেন পাঠানোর জন্য, আর দ্বিতীয়টি বন্দীর দফতরে প্রমাণ হিসেবে রেখে দেয়া হতো।

প্রশ্ন : আপনি কি ৫ নম্বর কাগজটি সম্পর্কে কিছু জানেন?

উত্তর : না, আমি ওই হাতের লিখাটি চিনতে পারছি না।

প্রশ্ন : এটা কি সম্ভব অথবা এমন কি হতে পারে যে এটি দফতরে সদস্য নিয়োজিত কোন সহকারীর দ্বারা মূল কাগজের নকল লিখে নেয়া হয়েছে, যার হাতের লিখার সাথে আপনি পরিচিত?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমার মনের হয়, এটি মোহাম্মদ বখত খানের দফতরের কোন সহকারীর হাতের লিখা।

www.pathagar.com

"হত্যা শিরোনামে সাজানো ছয়টি কাগজের তরজমা এখন ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল পাঠ করেন, যেগুলো নিম্নরূপ। দোভাষি অতঃপর মূল ফারসি কাগজগুলো পাঠ করেন।

দলিল নং ১। ৪র্থ অশ্বারোহী পল্টনের প্রথম দলের দফাদার গোলাম আব্বাসের দরখাস্ত। তারিখ ২৯ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে আপনার কাছে দরখাস্তকারী ৪র্থ অশ্বারোহী পল্টনের একজন দফাদার ছিল। মুজাফফরনগরে মোতায়েন থাকা অবস্থায় ইংরেজরা তাকে বিতাড়ন করে দেয়ার পর সে ১৮৫৭ সালের ২৩ জুন আপনার সমীপে এসে পৌঁছে এবং এখন সে নিষ্ঠার সাথে আপনার খেদমতে নিয়োজিত আছে এবং যুদ্ধে তার অবদান রাখছে। আপনার ভৃত্যের পূর্বপুরুষরাও সুদূর অতীত কাল থেকে আপনার নিমকে প্রতিপালিত। অতএব, আপনার ভৃত্য আশা করে যে, পাহাড়ের ওপর ব্রিটিশ অবস্থান দখলে নেয়ার পর আপনার অনুগ্রহ ও সদয় বিবেচনায় মর্যাদাপূর্ণ কোন নিয়োগ লাভ করবে, যাতে তার অভিলাষ পূর্ণ হয় এবং চিরদিন আপনার সমৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করতে পারে। আপনার নিমকে লালিত পুরনো ভৃত্য দফাদার গোলাম আব্বাস।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশঃ
"মির্জা মোগল দরখাস্তকারীকে সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুসারে কোন নিয়োগের জন্যে মনোনীত করবে।"

দলিল নং ২। বাদশাহর স্বাক্ষর ও সিলমোহরবিহীন আদেশ, দৃশ্যতঃ দাপ্তরিক প্রমাণের জন্যে কোন কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত। তারিখ ৭ আগস্ট ১৮৫৭।
"বরাবর
চির বিশ্বাসী
রাও ভারা, কচ্ছ ভোজের শাসক
আপনি শাহী আনুকূল্য লাভ করছেন বলে বিবেচনা করবেন। আপনাকে অবহিত করা হচ্ছে যে, সাম্রাজ্যের কল্যাণের উদ্দেশে আমার বিশেষ সেবক গভর্নর জেনারেল বাহাদুর মোহাম্মদ বখত খান কর্তৃক বোম্বে দেশীয় পদাতিকের ষোড়শ পল্টনের গোলন্দাজ কোম্পানির সুবেদার গিরিধারী সিংকে আমার সামনে হাজির করার পর আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনি আমাদের অতি বিশ্বাসী একজন হিসেবে বিধর্মীদের তরবারির ঘায়ে নিকাশ করে দিয়ে আপনার ভূখ তাদের অশুভ উপস্থিতি থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করেছেন। আপনার পক্ষ থেকে এ ধরনের তৎপরতার খবর শুনে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছি এবং আপনাকে আমার বক্তব্য দ্বারা সম্মানিত করছি এই উদ্দেশ্যে যে

www.pathagar.com

আপনি আপনার এলাকায় এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন যাতে মহান আল-াহ্‌র কোন সৃষ্টি ক্ষুব্ধ বা নিপীড়িত না হয়। আরো জানাচ্ছি যে আপনার ভূখণ্ডে যদি সমুদ্র পথে কোন সংখ্যক বিধর্মী উপনীত হয়, তাহলে আপনি তাদেরকে হত্যা করবেন। এ কাজ করার মাধ্যমে আপনি আমার সন্তুষ্টি অর্জন ও ইচ্ছা পূরণের জন্যই কাজ করেছেন বলে বিবেচনা করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে আপনার কোন অনুরোধ অপূর্ণ থাকবে না বরং সাদরে গৃহীত হবে। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।"

দলিল নং ৩। বাদশাহ'র স্বাক্ষর ও সিলমোহরবিহীন আদেশ, দৃশ্যতঃ দাপ্তরিক প্রমাণের জন্য রক্ষিত। ১১ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
চির বিশ্বাসী
রনজিৎ, জয়সলমীরের প্রধান,
আপনি শাহী আনুকূল্য লাভ করছেন বলে বিবেচনা করবেন। আমার বিশেষ খাদেম রাষ্ট্রের উপদেষ্টা ও দেশে সম্মানিত লর্ড জেনারেল বাহাদুর এবং সামরিক ও বেসামরিক সকল বিষয়ের পরিচালক মোহাম্মদ বখত খানের মাধ্যমে জয়পুরের শাসকের ভাই চাম্মান সিং আমার সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আমাকে জানিয়েছেন যে আপনি যথার্থই বিশ্বস্ত তার প্রতীক আমার দরবারের আগমনের ইচ্ছা পোষণ করছেন, এবং এখানে আগমনে বিলম্বের একমাত্র কারণ আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন আদেশ জারি না করা। আপনাকে অতপর এই আদেশ জারির মাধ্যমে সম্মানিত করা হচ্ছে। আমার বিশ্বাসে এটা স্পষ্ট যে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ডে অশুভ বিধর্মী ওইসব ইংরেজদের নাম নিশানা পর্যন্ত থাকবে না। যদি কোন সুযোগে এখন পর্যন্ত তাদের কিছুসংখ্যকও আত্মগোপন করে থাকে বা লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে তাহলে প্রথমেই তাদের হত্যা করুন এবং এরপর আপনার ভূখ ে র প্রশাসনকে গুছিয়ে আমার দরবারে আপনার সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হোন। আপনার সেবার বিনিময়ে আপনার ওপর সীমাহীন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং আপনাকে এতো উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করা হবে যা আপনার ধারণক্ষমতার চেয়েও অধিক হবে। আমার আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হলো।চ

দলিল নং ৪। বাদশাহ'র স্বাক্ষর ও সিলমোহরবিহীন আদেশ। ১১ আগস্ট ১৮৫৭।

"সকল হিন্দু ও মুসলমানের উদ্দেশ্যে, যারা নিজ নিজ ধর্মের বিকাশ কামনা করেন। আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে যারা লড়াই করতে করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফলক-উদ-দীন শাহ্ তাদেরই একজন। তিনি মবিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ এবং যেহেতু তিনি সাম্রাজ্যের অর্থ ও সেনা বিষয়ক পরিচালক, অতএব তাকে গাজীদের সংগ্রহ করার কাজে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং তিনি আল্লাহ প্রেরিত সেনাবাহিনীর ব্যয়ের জন্যে অর্থও সংগ্রহ করবেন, যা সাম্রাজ্যের সকল দিক থেকে আসবে এবং

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের ধ্বংসের কাজে শাহী দরজা পর্যন্ত এসে জড়ো হবে, যারা ইতোমধ্যে হাজার হাজার বৃটিশ সৈন্য ও অন্যান্য ইংরেজকে জাহান্নামে প্রেরণ করেছে। সেজন্যে আপনাদের ওপর দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের নিজেদের সুবিধার্থে এবং শাহী অবস্থানকে এগিয়ে নিতে বাদশাহ' নির্ধারিত অর্থ আপনাদের নিজস্ব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রেরণ করা। তাছাড়া, উপরোলি-খিত ফলক-উদ-দীন শাহকে আপনারা সামরিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করবেন, যাতে পথে কোন বিঘ্ন না ঘটে ও খ্রিস্টানদের হত্যার উদ্দেশ্যে। যারা নিজ নিজ বিশ্বাস ও ধর্মের জন্যে যুদ্ধে যোগ দেবেন, তারা মর্যাদা লাভ করতেন এবং যারা খ্রিস্টানদের সাথে মৈত্রী করবে তারা জীবন ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

	রুপি
চৌতাউরি'র প্রধান ৭টি কামান	- ৫০,০০০
পাররাউই শহরের প্রধান	- ১০,০০০
ধরমপুর শহরের প্রধান	- ৫,০০০
ধানপুরের প্রধান	- ৫,০০০
পাহানসু'র প্রধান	- ৫,০০০
সাদাবাদের প্রধান	- ৫,০০০
দাত্তাউলির প্রধান	- ২,০০০
বেগমপুরের প্রধান	- ১০,০০০
বদীউনের প্রধান	- ১০,০০০
জাইরুর প্রধান	- ৫,০০০
মুতরা শহরের ব্যবসায়ীবৃন্দ	- ৫০,০০০
বল-ভগড়ের রাজা	- ১,০০,০০০
আটরৌলির প্রধান গোলাম হোসেন	- ২০,০০০
ভরতপুরের রাজা	- ৫,০০,০০০
মোট	- ১২,৪৫,০০০

দলিল নং ৫। হানসি জিলার সাবেক কারা তত্ত্বাবধায়ক এবং বর্তমানে আলীগোলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ বখত আলীর দরখাস্ত। ১৬ আগস্ট ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, পৃথিবীর আশির্বাদ ও মানবতার আশ্রয়,
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, পূর্ববর্তী এক দরখাস্তে ঝাঁসি, ওরাই, কালাপি, এতাওয়াহ, মিনপুরি এবং অন্যান্য জিলায় অভিশপ্ত জাতি নাজারেনদের হত্যা ও ধ্বংস সাধনে আপনার ভৃত্য যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে যে দায়িত্ব পালন করেছে সে ব্যাপারে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে। ১৬ জুলাই, ১৮৫৭ তারিখে আপনার শাহী খেদমতে হাজির হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত নাজারেনদের সাথে বিভিন্ন সংঘর্ষ ও যুদ্ধে আপনার অধম সেবক ও তার সঙ্গীয় সৈন্যরা নিষ্ঠার যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে তার তুলনা নেই। আপনার

www.pathagar.com

সরকারের দফতরে এইসব সৈন্যদের একটি তালিকা সংরক্ষিত আছে। সেজন্য, আপনার দাস আশা করে যে যখন চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট অংশের ওপর যে পুরস্কার বর্ষিত হবে অনুরূপ পুরস্কার যাতে আপনার ভৃত্য, তার পরিবার ও সমভাবে তার অনুসারীদেরকেও দেয়া হয়। তাছাড়া বর্তমানে আলী গোলে পাঁচশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে, যারা আপনার জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আপনার অনুমতি পেলে আমি পুরো একটি পল্টন গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু বিভিন্ন দল, যারা বিভিন্ন স্থান থেকে এলেও একই খেতাব ধারণ করে আছে, তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে নির্বাচিত করে আপনার ভৃত্যের অধীনে ন্যস্ত এবং তা সাধারণ্যে জানানো যেতে পারে। আপনার আদেশে আপনার এই ভৃত্য এখন মালাগড়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে! সেজন্যে এ সংক্রান্ত একটি আদেশ জারির জন্যে সে আপনার কাছে নিবেদন করছে। ঝাঁসি কারাগারের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ও বর্তমানে আলী-গোলের অধিনায়ক মোহাম্মদ বখত আলীর দরখাস্ত।"

পেন্সিল দিয়ে বদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ :
"বখত আলীর অনুরোধ গৃহীত, কিন্তু কিছু জায়গা ছাড়া এখন পর্যন্ত কেউ পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। যতোক্ষণ পর্যন্ত সকলে তাদের ভাতা নিয়মিত পরিশোধ করছে, ততোক্ষণ কোন ব্যক্তি কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না।"

....

ইংরেজি 'A' চিহ্নিত কাগজ দিলি- পোস্ট অফিসের ডাকটিকেটযুক্ত মূল খামসহ প্রদর্শিত হয়, যেটি ১৮৫৭ সালের ২৫ মার্চ দিল্লিতে ডাকে দেয়া হয়েছিল এবং আগ্রা পোস্ট অফিসের ডাকটিকেটযুক্ত খামে দেখা যায় যে সেটি ১৮৫৭ সালের ২৭ মার্চ পৌঁছেছিল। জজ এ্যাডভোকেট ব্যাখ্যা করেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল পাওয়া যায় আগ্রার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কলভিনের কাগজপত্রের মধ্যে। এর তরজমা নিম্নরূপ :

"উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে মোহাম্মদ দরবেশের দরখাস্ত, তারিখ ২৪ মার্চ, দিল্লিতে ডাকে দেয়া হয় ২৪ মার্চ এবং আগ্রা পোস্ট অফিসে পৌঁছে ১৮৫৭ সালের ২৭ মার্চ।

"দরিদ্রের প্রতিপালক। আপনার সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকুক। মহামহিম, পীরজাদা হাসান আসকারির মাধ্যমে দিল্লির বাদশাহ'র পক্ষ থেকে পারস্যের বাদশাহ'র কাছে প্রেরিত পত্র সম্পর্কে পূর্বের দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তা নিশ্চয়ই আপনার গোচরে এসেছে। আমি একজন ভবঘুরে ভিক্ষুক, নিশ্চিতভাবে জানি যে দু'জন লোক দিল্লির বাদশাহ'র কাছ থেকে চিঠি দিয়ে হাসান আসকারির মাধ্যমে তিন-চার মাস আগে মক্কা অভিমুখী একটি কাফেলার সাথে কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। হাসান আসকারি দিল্লির বাদশাহকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিত জানেন পারস্যের যুবরাজ

www.pathagar.com

বুশায়ার দখল করে নিয়েছেন এবং সেখান থেকে খ্রিস্টানদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়ন করেছেন অথবা সেখানে কাউকে জীবিত রাখেননি এবং বহু লোককে বন্দী করেছেন। এছাড়া পারস্যের সেনাবাহিনী শিগগিরই কান্দাহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং কাবুল হয়ে দিলি-তে পৌছবে। তিনি বাদশাহকে আরো বলেছেন যে, পারস্যের বাদশাহ'র সাথে তিনি যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন না। বাদশাহ তখন হাসান আসকারিকে বিশটি সোনার মোহর দিয়ে তাকে চটজলদি পারস্যে চিঠি পাঠাতে বলেন এবং তাকে নির্দেশ দেন, যিনি চিঠি নিয়ে যাবেন তার পথখরচের জন্যে সোনার মোহরগুলো দিতে। হাসান আসকারি মোহরগুলো গ্রহণ করে নিজ বাড়িতে আসেন এবং চারজন লোককে প্রস্তুত করেন চিঠি নিয়ে যেতে এবং ভিক্ষুকের মত বস্ত্র ধারণ করান এবং জানা গেছে যে, তারা দু'একদিনের মধ্যে পারস্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। দরখাস্তকারী হাসান আসকারির লোকগুলোর নাম সম্পর্কে স্থির হতে পারেনি। কিন্তু প্রাসাদে, বিশেষভাবে বাদশাহ'র একান্ত কামরায় দিনরাত আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে পারসিকদের আগমন। হাসান আসকারি বাদশহাকে আরো ধারণা দিয়েছেন যে তিনি দৈববলে জানতে পেরেছেন যে পারস্যের রাজার সাম্রাজ্য নিশ্চিতভাবেই দিল্লি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে, বরং বলা যায় যে গোটা হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়বে এবং দিলি-র ঐশ্বর্য আবার ফিরে আসবে, কারণ পারস্য সম্রাট দিলি-র বাদশাহ'র মাথায় রাজমুকুট স্থাপন করবেন। পুরো প্রাসাদ জুড়ে এবং বিশেষ করে বাদশাহ'র নিজস্ব পরিম লে এই বিশ্বাসের কারণে মহা আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আনন্দ এতো বিপুল যে এই উপলক্ষে প্রার্থনা করা হয়েছে এবং শপথ নেয়া হয়েছে, একই সময়ে হাসান আসকারি তার নিয়মানুসারে সূর্যাস্তের দেড় ঘণ্টা পূর্বে প্রাসাদে প্রবেশ করে পারসিকদের আগমন ও খ্রিস্টানদের বিতাড়ন সম্পর্কে কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বেশ কিছু পাত্র ভর্তি খাবার, গম, তাম্র মুদ্রা ও কাপড়চোপড় সাজিয়ে এসব অনুষ্ঠানের জন্য বাদশাহ প্রেরণ করেন এবং সেগুলো হাসান আসকারির কাছে আনা হয়। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তার মধ্যে এই লোকটি সম্পর্কে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতারণামূলক কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়ে। এই লোকগুলো আসকারির বাসভবনে গমন করে এবং তার কথা ও কাজের ওপর বিপুলভাবে নির্ভর করে। এই লোকগুলোকে আমি যদি বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করি তাহলেও কোন লাভ হবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সরকারের শত্রুদের হতবুদ্ধি করে দিক! আপনার দরখাস্তকারী এ বিষয়গুলো তার কিছু বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারছে, দিল্লির বাদশাহ'র কাছে যাদের যাতায়াত আছে এবং তারা হাসান আসকারির বাসভবনেও গমন করে। আমার সদিচ্ছার কারণে উপরোক্ত বিষয়গুলো অবহিত করলাম। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব চিরঞ্জীব সরকারের ওপর। শুভাকাংখী মোহাম্মদ দরবেশের দরখাস্ত। তারিখ ২৪ মার্চ ১৮৫৭।"

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলের জেরা :

প্রশ্ন : আপনি কি মোহাম্মদ হাসান আসকারি নামে দিলি-র একজন লোককে জানতেন, যিনি বংশানুক্রমে একজন ধর্মীয় নেতা?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ, আমি তাকে জানতাম। দিলি- গেটের কাছে তিনি বাস করতেন এবং

www.pathagar.com

বাদশাহ'র সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন।

প্রশ্ন : তাকে সর্বশেষ কতো দিন আগে আপনি দেখেছেন?

উত্তর : ইংরেজ সৈন্যরা দিল্লি পুনর্দখল করার প্রায় বিশ দিন আগে তাকে শেষবার দেখেছি।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে তিনি কোথায় গেছেন অথবা তার কি হয়েছে?

উত্তর : না, আমি জানি না।

প্রশ্ন : তিনি সাধারণত বাদশাহ'র সাথে কখন সাক্ষাৎ করতেন এবং আপনি কি জানেন যে, ঠিক কখন তাকে বাদশাহ'র সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়?

উত্তর : তাকে বাদশাহ'র সাথে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় চার বছর আগে। বাদশাহ'র এক কন্যা তার মুরীদে পরিণত হন এবং তিনি হাসান আসকারির এতো উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন যে, বাদশাহ নিজের অসুস্থতার সময়ে তার জন্য দোয়া করতে ও আরোগ্যের জন্যে তাবিজ দিতে তাকে নিয়োগ করেন। এরপর গত দুই বা তিন বছরে বাদশাহ'র কাছে তিনি প্রায়ই আসতেন। বাদশাহ'র কন্যা দিল্লি গেটেই এক ভবনে থাকতেন, যেটি হাসান আসকারির বাড়ি সংলগ্ন ছিল এবং সাধারণভাবে বলা হতো যে তিনি আসকারির রক্ষিতা ছিলেন।

প্রশ্ন : এই হাসান আসকারি কি এমন ভান দেখাতেন যে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারেন?

উত্তর : তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে বলতেন ও এসবের মাধ্যমে লোকদের অনুপ্রাণিত করতেন।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে তিনি কখনো ইংরেজ ও পারস্যের বাদশাহ'র মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে এবং কিছু বলতেন কি না?

উত্তর : বৃটিশ ও পারসিকদের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন তিনি এমন কিছু বলেননি, কিন্তু দুই বছর আগে তিনি বন্দীর কাছে চারশ' রুপি লাভ করেন, যা একজন লোককে দেয়া হয় এই বলে যে, তিনি মক্কায় যাচ্ছেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে আসলে লোকটি হজ্ব পালন করতে মক্কা যায়নি, বরং পারস্যের বাদশাহ'র কাছে গেছে। লোকটির নাম সিদি কাম্বার। তিনি একজন আবিসিনীয় এবং আমার মনে হয় আবিসিনিয়া থেকেই তিনি এসেছেন।

প্রশ্ন : আপনি কি বলতে পারেন যে এই লোকটির আসল গন্তব্য যখন পারস্যের বাদশাহ তখন কেন এমন বলা হয়েছে যে তিনি মক্কায় যাচ্ছেন?

উত্তর : আমি জানি না কেন একথা বলা হয়েছে। দরবারের গুপ্তচরদের একজন যার নাম জাটটু অথবা জাটমল আমাকে বলেছে যে, হাসান আসকারি এই লোকটিকে মক্কার পরিবর্তে পারস্যে পাঠিয়েছে এবং দরবারের কিছু কর্মচারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি জানতে পেরেছি যে এই তথ্য সঠিক।

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো শুনেছেন যে এই লোকটির পারস্যে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : না, কিন্তু আমি বাদশাহ'র দেহরক্ষীদের দু'জন কুলি খান ও বসন্তের কাছ থেকে

www.pathagar.com

শুনেছি যে রাতের বেলায় হাসান আসকারি বাদশাহ'র সিলমোহরযুক্ত কিছু কাগজ সিদি কাম্বারকে দিয়ে তাকে পারস্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : পারস্য ও বৃটিশের মধ্যে যুদ্ধের প্রসঙ্গ কি দিল্লির প্রাসাদে প্রায়ই আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতো এবং বাদশাহকে কি এ ব্যাপারে তাকে বেশি আগ্রহী মনে হতো?

উত্তর : না, এটি বিশেষভাবে আলোচনার কোন বিষয় ছিল না। প্রাসাদে যেসব দেশীয় সংবাদপত্র আসতো সেগুলোতে যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কিত খবর থাকতো এবং বাদশাহ এসব নিয়ে খুব বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে আমার মনে হয়নি।

প্রশ্ন : এই যুদ্ধ কি সাধারণভাবে দিল্লির মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুব বেশি আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল এবং এটিকে কি ধর্ম যুদ্ধ হিসেবে দেখা হয়েছে?

উত্তর : না, দিল্লির মুসলমানরা সুন্নী এবং পারস্যের মুসলমানরা শিয়া, অতএব, সুন্নীরা এ যুদ্ধের ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখায়নি।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে মার্চ মাসে অর্থাৎ প্রায় দশ মাস আগে হাসান আসকারিকে বাদশাহ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশটি সোনার মোহর দিয়েছিলেন কি না?

উত্তর : তিনি তাকে অর্থ প্রদান করতেন, কিন্তু আমি জানি না যে কেন তাকে অর্থ দিতেন অথবা কোন্ বিশেষ উপলক্ষে?

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো শুনেছেন যে এখান থেকে ক'জন লোককে মক্কাগামী একটি কাফেলার সাথে কন্সটান্টিনোপলে পাঠানো হয়েছে?

উত্তর : না, আমি কখনো শুনিনি যে কোন উপলক্ষে কোন লোককে কন্সটান্টিনোপলে পাঠানো হয়েছে কি না।

প্রশ্ন : আপনি কি মোহাম্মদ দরবেশ নামে দিল্লির কোন লোককে চিনেন?

উত্তর : না, আমি চিনি না।

প্রশ্ন : বিদ্রোহ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে পারস্যের বাদশাহ'র সিলমোহরযুক্ত কোন পোস্টার কি জুমা মসজিদে অথবা দিল্লি নগরীর অন্য কোথাও এ ধরনের কোন কাগজ সাটানো হয়েছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার কয়েক মাস আগে আমি শুনেছি যে জুমা মসজিদের প্রাচীরে পারস্যের বাদশাহ'র পক্ষ থেকে ঘোষণা সম্বলিত একটি কাগজ লাগানো হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো শুনেছেন যে এই কাগজটি কোথা থেকে এসেছে?

উত্তর : না, কিন্তু আমি সেই কাগজের বক্তব্য সম্পর্কে শুনেছি যে এগুলো শিয়া মুসলমানদের বক্তব্যের অনুরূপ ছিল।

প্রশ্ন : এই কাগজটি আসল ছিল বলে কি সাধারণভাবে মনে করা হতো?

উত্তর : এটির যথার্থতা সম্পর্কে লোকজন নিশ্চিত ছিল না, তারা সাধারণভাবে এটির প্রতি সন্দিগ্ধ ছিল।

প্রশ্ন : এই কাগজটি সাটানোর উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর : আমি শুনেছি যে এটি সকল শ্রেণীর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আহ্বান ছিল এবং

www.pathagar.com

শ্রেণীগত বিভেদ ঘুচানোর কথা, মুসলমানদের বর্তমান সময়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই পতাকাতলে সমবেত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : এই দলিলটি কি নগরীতে আলোচনা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল।

উত্তর : না, খুব ব্যাপক ধরনের কিছু ছিল না।

প্রশ্ন : আপনি কি প্রাসাদে ব্যাপারটি নিয়ে কোন আলোচনা শুনেছেন অথবা বন্দীর দ্বারা?

উত্তর : বন্দী এ ব্যাপারে কখনো আমার সামনে কিছু বলেননি, কিন্তু প্রাসাদের অন্য কিছু লোককে এ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুনেছি।

প্রশ্ন : কোম্পানি কর্তৃক অযোধ্যার সংযুক্তিকরনের ঘটনায় কি দিল্লির মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষের কারণ সৃষ্টি হয়েছিল?

উত্তর : না, এর ফলে কোন ধরনের অসন্তোষ হয়নি। বরং দিল্লির মুসলমানরা এ নিয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিল, কারণ লক্ষ্ণৌর জনগণ ছিল শিয়া এবং তারা মৌলভি আমীর আলীকে হত্যা করেছিল, যিনি ছিলেন একজন সৈয়দ ও সুন্নী।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের অল্পদিন পূর্বে কি জুমা মসজিদের দেয়ালে আর কোন সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি লাগানো হয়েছিল, যার দ্বারা মুসলমানদের অসন্তোষ বুঝা যেতে পারে?

উত্তর : তেমন কিছু আমার মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের আগে দিল্লির দেশীয় সংবাদপত্রগুলো কি ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উল্লেখ করেছিল?

উত্তর : না, সংবাদপত্রগুলো তা করেনি। যদি তা করা হতো তাহলে সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্যই তা খেয়াল করতেন।

বন্দী পাল্টা জেরা করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর দোভাষি 'A' উলে-খিত দলিলের মূল ফারসি পাঠ করেন। বিকেল ৪টায় আদালত পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতের
৭ম দিবস

বুধবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল।

বেলা ১১টায় দিল্লি-র লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে আদালত পুনরায় বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে তার সহকারী গোলাম আব্বাসসহ আদালত কক্ষে আনা হয়।

হাকিম আহসান উল্লাহ খানকে আদালতে পুনরায় তলব করেন তার শপথ পুনরায় পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : আদালতে মোহাম্মদ দরবেশের যে দরখাস্তটি পাঠ করা হয়েছে তা আপনি শুনেছেন। আপনি কি পাত্র ভর্তি খাবার, গম, তেল, তাম্র মুদ্রা ও কাপড়চোপড় সম্পর্কে কিছু জানেন যেগুলো হাসান আসকারি আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্যে বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো সাধারণত পাঠানো হতো। কিন্তু আমি জানি না যে দরখাস্তে উল্লেখিত বিশেষ উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠানো হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে জাট মল দরবারের একজন গুপ্তচর ছিল। বাদশাহ কি তার দেয়া খবরের জন্যে তাকে অর্থ দিতেন?

উত্তর : না, লোকটি বাদশাহ'র চাকুরিতে ছিল না, বৃটিশ সরকারের পক্ষে সে বার্তা লেখকের কাজ করছিল।

প্রশ্ন : তাহলে আপনি কি করে তার কাছ থেকে খবর পেলেন, তাকে সরকারের বার্তা লেখক জেনেও এই লোকটিকে এমন গোপনীয় সংবাদের ব্যাপারে কি করে আস্থায় নেয়া হয়েছিল?

উত্তর : জাট মল সব ধরনের খবরের জন্য প্রাসাদে যেত এবং এ ঘটনাটি শুনে আমার কাছে জানতে চায় যে আমি এ ব্যাপারে কি জানি। তখন বিষয়টি সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না এবং পরে আমি জানতে পারি যে ঘটনাটি সত্য।

[হাকিম আহসান উল্লাহ খানের জেরা শেষ হয়। জাট মল, আগ্রায় লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সাবেক বার্তা লেখককে আদালতে তলব এবং শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।]

www.pathagar.com

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : হাসান আসকারি নামে কোন লোককে কি আপনি চিনতেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি তাকে চিনতাম।

প্রশ্ন : তিনি কি প্রায়ই বাদশাহ'র কাছে যেতেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ।

প্রশ্ন : বাদশাহ'র সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারে আপনার যা জানা আছে তা বলুন?

উত্তর : তিনি আসতেন এবং বাদশাহ'র ওপর মন্ত্র উচ্চারণ করতেন এবং প্রার্থনা শেষ করার পর তাকে ফুঁ দিতেন। তিনি দাবী করতেন যে স্বর্গ থেকে তিনি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলার ক্ষমতা, এছাড়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও তার আছে (বন্দী নিজে থেকে ঘোষণা করতেন যে হাসান আসকারি তার ওপর যে ক্ষমতা প্রয়োগের কথা বলে আসলেই তার সে ক্ষমতা আছে) অর্থাৎ হাসান আসকারি প্রায়ই বলতেন প্রায়ই তাকে স্বর্গ থেকে ডেকে নির্দেশ দেয়া হয়। বন্দীর কাছে তিনি প্রতিদিনই বিভিন্ন সময়ে আসতেন, কখনো কখনো তাকে তলব করে পাঠানো হতো, আবার বিনা আহ্বানে যখন তখন প্রাসাদে চলে আসতেন– বিশেষ করে সন্ধ্যায়, যখন তিনি বাদশাহ'র সাথে গোপনে মিলিত হতেন।

প্রশ্ন : আপনি কি এমন কোন স্বপ্নের কথা শুনেছেন, যার ব্যাখ্যা এই হাসান আসকারি বাদশাহকে দিয়েছেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, পারসিক সেনাবাহিনী যখন হিরাতে উপনীত হয়, তখন হাসান আসকারি তার নিজের দেখা একটি স্বপ্নের বিষয়ে বাদশাহকে জানান যে, তিনি দেখেছেন পশ্চিম দিক থেকে একটি ঘূর্ণিঝড় এগিয়ে আসছে, এরপর ভয়াবহ এক বন্যা দেশকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। একসময় বন্যা কেটে যায় এবং তিনি লক্ষ্য করেন যে, বাদশাহ'র কোন অসুবিধা ঘটেনি, বন্যার পানির ওপর তিনি নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন। হাসান আসকারি যেভাবে বাদশাহকে এই স্বপ্নটির ব্যাখ্যা দেন, সে অনুসারে পারস্যের বাদশাহ তার সেনাবাহিনীসহ প্রাচ্যে বৃটিশ শক্তিকে নির্মূল করবেন, বাদশাহ'র পুরনো সিংহাসনকে পুনরুদ্ধার করে তাকে তার সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত করবেন এবং একই সময়ে বিধর্মীদের অর্থাৎ বৃটিশদের সকলকে হত্যা করা হবে।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন হাসান আসকারির মাধ্যমে পারস্যের বাদশাহ'র কাছে চিঠিপত্র পাঠানো হয়েছিল কি না অথবা তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছিল কি না?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি জানি যে চিঠিপত্র পাঠানো হতো। দেড় অথবা দু'বছর আগে একটি কাফেলা মক্কা যাচ্ছিল। সিদি কাম্বার নামে এক লোক, যিনি প্রাসাদে আবুসিনীয় রক্ষীদের প্রধান ছিলেন, তিনি একজন হজ্বযাত্রী হিসেবে যোগ দেয়ার অনুমতি চাইলে তা মঞ্জুর করা হয় এবং এ ধরনের উপলক্ষের রীতি অনুসারে তাকে এক বছরের অগ্রিম বেতন পরিশোধ করা হয় এবং তখন বলা

www.pathagar.com

হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ রেওয়াজ অনুসারে বন্দী আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি দরখাস্ত পাঠাবেন, যেটি মক্কায় পবিত্র ঘরের দেয়ালে সেঁটে দেয়া হবে। কিন্তু আট অথবা নয়দিন পর আমি জানতে পারি যে, সিদি কাম্বার যে মক্কায় যাচ্ছে বলে প্রচার করা হয়েছে তা একটি ছলনা মাত্র, আসলে সে পারস্যের বাদশাহ'র কাছে দিলি-র বাদশাহ'র চিঠি নিয়ে সোজা পারস্যে যাচ্ছে। আমি একথা শুনতে পাই বাদশাহ'র একজন দূত খাজা বখশ এবং বাদশাহ'র সশস্ত্র দেহরক্ষীদের একজন, যার নাম আমার স্মরণে নেই, তার কাছ থেকে। বিষয়টি আমি ক্যাপ্টেন ডগলাসকে অবহিত করি, যিনি আমাকে বলেন যে ব্যাপারটি গুরুতর এবং এ ব্যাপারে আরো খোঁজখবর নেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। কারণ দিল্লির বাদশাহ ও পারস্যের বাদশাহ'র মধ্যে এ ধরনের যোগাযোগ স্থাপন নিষিদ্ধ। আমি হাকিম আহসান উল্লাহ খানকে চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, কারণ তিনি সকল ব্যক্তিগত ব্যাপার, যা লিখে রাখা প্রয়োজন সেসবের সাথে পুরোপুরি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। আহসান উল্লাহ খান এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে জানান এবং বলেন যে এ ধরনের কিছু যদি ঘটে থাকে তাহলে তা সম্পূর্ণ তা তার অজ্ঞাতে। আমি ক্যাপ্টেন ডগলাসকে জানাই এবং আমার তদন্ত অব্যাহত রাখি। প্রায় বিশদিন পর আমি জানতে পারি, আমি ভুলে গেছি যে কার কাছ থেকে, যে বন্দীর গোলন্দাজ প্রধান হায়দর হোসেন ও হাসান আসকারি কিছু চিঠি লিখেছেন এবং সেগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে সিদি কাম্বারের মাধ্যমে পারস্যে পাঠিয়ে দেন। এ সম্পর্কে আমি ক্যাপ্টেন ডগলাসকে জানাই এবং তার কাছে ব্যাখ্যা করি, কিন্তু আমার মনে হয় বিষয়টি তিনি জেনে গেছেন, কারণ বন্দীকে ঘিরে যারা ছিল তারাও এ ব্যাপারে বলাবলি করছিল। এরপর আমি আর কোনকিছু বলিনি। আমি অবশ্য ক্যাপ্টেন ডগলাসকে পরামর্শ দিয়েছিলাম লাহোর ছাড়িয়ে সিদি কাম্বারকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা করতে। তিনি উত্তর দেন যে সিদি কাম্বার কোন্ পথ ধরে এগুচ্ছে তার কোন নিশ্চয়তা নেই এবং এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ অর্থহীন।

প্রশ্ন : পারস্যের সাথে যুদ্ধের বিষয় কি বাদশাহ কর্তৃক এবং প্রাসাদের অন্যান্যের দ্বারা খুব আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, প্রাসাদ ও নগরীতে এটি সাধারণভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে বিষয়টি একটি ধর্মযুদ্ধের আলোকে আলোচনা হতো অথবা এমন একটি যুদ্ধের আলোচনা হতো যার মাধ্যমে নগরীর মুসলমানরা পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে?

উত্তর : জি হ্যাঁ, সারা দেশে এটিই সাধারণ ধারণা ছিল। কিন্তু যারা বেশি জানতো তারা বলতো যে পারস্যের বাদশাহ কোনভাবেই ইংরেজদের সাথে পেরে উঠবেন না।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন বন্দী অথবা তার বিশ্বস্ত অন্য ব্যক্তি দেশীয় অফিসার অথবা কোম্পানির বাহিনীর কোন সিপাহির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল কি না?

www.pathagar.com

উত্তর : না, আমি বন্দী অথবা তার বিশ্বস্ত কারো দ্বারা এ ধরনের যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টার কথা শুনিনি। তবে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে একটি ঘটনা ঘটে, একবার দশ বার জন এবং আরেকবার পাঁচ ছয় জন মুসলিম বন্দীর কাছে এসে তাদেরকে তার শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেন। স্যার থিওফিলাস মেটকাফি ঘটনাটি শোনার পর এটি আর বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। তিনি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রশ্ন : কোম্পানি কর্তৃক অযোধ্যার সংযুক্তির বিষয় কি বাদশাহ অথবা প্রাসাদের বাসিন্দাদের দ্বারা খুব আলোচিত হয়েছিল। হয়ে থাকলে আলোচনার মূল সুর কি ছিল?

উত্তর : না, আমি এক অথবা দু'বার সংযুক্তিকরণের বিষয় উচ্চারিত হতে শুনেছি, একবার যখন সৈন্যরা কানপুর যাচ্ছিল তখন বন্দী মি. ফ্রেজার ও ক্যাপ্টেন ডগলাসকে প্রশ্ন করেন যে অযোধ্যাকে কি সংযুক্তি করা হচ্ছে। তারা দু'জনই বলেন যে এ ব্যাপারে তারা কিছু জানেন না। কিন্তু একমাস পর সাধারণভাবেই জানা যায় যে সংযুক্তিকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন : হাসান আসকারি কি বাদশাহ'র দীর্ঘ জীবন সম্পর্কে কোনকিছু বলেছিলেন অথবা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে?

উত্তর : জি হ্যাঁ, তিনি বাদশাহকে বলেন যে তার আয়ু আরো বিশ বছর বৃদ্ধি পাবে বাদশাহী করার জন্য। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা ছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাফল্যের বিষয়ে কিছু শুনিনি।

প্রশ্ন : পলাশী যুদ্ধের একশ' বছর পূর্তি হওয়া সম্পর্কিত কোন আলোচনা কি কখনো প্রাসাদে শুনেছেন অথবা এমন ভবিষ্যদ্বাণী যে পলাশী যুদ্ধের একশ' বছর পূর্ণ হলে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটবে?

উত্তর : না, আমি কখনো এমন আলোচনা শুনিনি।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিল্লি-তে অবস্থানরত রেজিমেন্টগুলোর মধ্যে কোন ধরনের অসন্তোষ বিরাজ করেছিল কি না?

উত্তর : প্রাসাদে যেতে আসতে আমি তাদের মধ্যে সামান্য হলেও অসন্তোষের ভাব দেখেছি। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার বিশ পঁচিশদিন আগে, সিপাহিরা নিজেদের মধ্যে আম্বালার বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, চর্বিযুক্ত গুলি নিয়ে কথা বলতো এবং গুলি ব্যবহার না করার দৃঢ় শপথ উচ্চারণ করতো।

প্রশ্ন : এই বিষয়টি অর্থাৎ সিপাহিদের অসন্তোষের ব্যাপারটি কি প্রাসাদে আলোচিত হতো?

উত্তর : জি হ্যাঁ, বাড়িঘর জ্বালানো এবং চর্বিযুক্ত গুলি নিয়ে সিপাহিদের মধ্যে সাধারণভাবে যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল তা প্রাসাদে প্রকাশ্যে আলোচনা হতো। কিন্তু আমি কখনো বাদশাহকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে শুনিনি।

www.pathagar.com

বিদ্রোহের কয়েকদিন আগে আমি প্রাসাদের গেটে কয়েকজন সিপাহিকে আলোচনা করতে শুনেছি যে চর্বিযুক্ত গুলির ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলার জন্য মিরাট থেকে কিছু সৈন্য এখানে আসবে এবং দিল্লির সৈন্যদের সাথে যোগ দেবে। কিছু দেশীয় অফিসারের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যারা মিরাটে কোর্ট মার্শালের ডিউটিতে ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি এ বিষয়ে কাউকে অবহিত করেছিলেন?

উত্তর : না, এটি পুরোপুরি সামরিক ব্যাপার এবং এ নিয়ে কথা বলতে আমি পছন্দ করিনি। আমার কাজ ছিল বাদশাহ'র সাথে সংশি-ষ্ট কোন বিষয়ে রিপোর্ট করা।

প্রশ্ন : বিদ্রোহী সৈন্যরা যখন মিরাট থেকে আসে তখন আপনি কি এখানে ছিলেন?

উত্তর : আমি দিল্লিতে আমার বাড়িতে ছিলাম এবং সেখানেই আমি শুনতে পাই যে, মিরাট থেকে আগত কিছু অশ্বারোহী সৈন্য সলিমপুর সেতুর কাছে ভাড়া আদায়কারীকে হত্যা করে টোলঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ খবর আমার বিশ্বাস হয়নি এবং আমি আমার খবর লিখার কাজ অব্যাহত রেখেছিলাম। কাজ শেষ করে আমি লালকিল্লায় আসি এবং শুনতে পাই যে, ক্যাপ্টেন ডগলাস, মি. ফ্রেজার, ম্যাজিস্ট্রেট মি. হাচিনসন এবং কমিশনার অফিসের হেড ক্লার্ক মি. নিক্সন কলকাতা গেটের দিকে গেছেন বিদ্রোহিদের বিরুদ্ধে অবস্থা গ্রহণের জন্য। আমিও তাদের অনুসরণ করে দেখতে পাই যে নৌকার সেতুর সবচেয়ে নিকটবর্তী কলকাতা গেট তারা বন্ধ করে দিয়েছেন। সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর একজন খবর দিল যে বিদ্রোহিরা জিনাত-উল মসজিদ গেট দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করেছে এবং এরপর দরিয়াগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে একটি বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, যার ধোঁয়া তখন দেখা যাচ্ছিল। তখন সকাল আটটা এবং একটু পরই দরিয়াগঞ্জের দিক থেকে কোম্পানির তিনজন অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে কয়েকজন ইউরোপীয়কে তাড়া করে। একসময় অশ্বারোহীদের একজন তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। যে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছিল তিনি বারুদখানার দিকে গিয়ে রক্ষা পান। ঠিক তখনই মি. ফ্রেজার গেটের প্রহরীদের কাছ থেকে একটি বন্দুক নিয়ে অশ্বারোহীদের একজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। অন্য দুই অশ্বারোহী তাদের নিহত সঙ্গীর ঘোড়াকে গুলি করে। মি. ফ্রেজার, ক্যাপ্টেন ডগলাস ও হাচিনসন প্রাসাদের দিকে ছোটেন। ইতোমধ্যে হাচিনসনের ডান হাতে কনুই এর ঠিক ওপরে অশ্বারোহীদের ছোড়া পিস্তলের গুলি লেগেছে। তাদের প্রাসাদে যাওয়ার সময়ের মধ্যে আরো বিদ্রোহী অশ্বারোহী জড়ো হয়েছে এবং একজন ফ্রেজারকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঠিক এ সময়ে ক্যাপ্টেন ডগলাসের আর্দালি বখতাওয়ার ফ্রেজারের পিছনে ছিল। ডগলাস নিজেকে বিদ্রোহীদের বেস্টনীর মধ্যে দেখে দুর্গের পরিখায় লাফ দেন এবং এর ফলে আলগা কিছু পাথরের ওপর পড়ে মারাত্মক আহত হন। ইউরোপীয়দের চারদিক থেকে ছুটে আসতে দেখে বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং

www.pathagar.com

সুযোগ পেয়ে বখতাওয়ার ও অন্যান্য দেশীয় কর্মচারি ক্যাপ্টেন ডগলাসকে পরিখা থেকে তুলে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কিল্লার গেটের ওপরে তার কক্ষে নিয়ে যান। তার জ্ঞান সামান্য ফিরে এলে তিনি আহত হাচিনসনকে আনার নির্দেশ দেন। মি. ফ্রেজার লাল কিল-র লাহোর গেটে পৌছেন কিছু ভদ্রলোকের সাথে যারা সেদিন সকালেই কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি প্রাণ নামে এক দূতকে বলেন বাদশাহ'র কাছ থেকে দু'টি কামান আনতে।

প্রাণ বের হয়ে যায় এবং ফ্রেজার কোনমতে এসে পৌছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বয়সের বেশকিছু লোক জড়ো হয়ে যায় এবং চলমান ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্লিপ্ত উৎসাহে হাততালি দিতে শুরু করে। মি. ফ্রেজার মানুষের মধ্যে শত্রুতার অনুভূতি লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন ডগলাসের কক্ষে আসতে শুরু করেন। যেই মাত্র তিনি সিঁড়িতে পা রাখবেন, ঠিক তখনই পাথর কাটার কাজে নিয়োজিত হাজি তার ওপর তরবারি উত্তোলন করে। ফ্রেজারের তরবারি খাপবদ্ধ ছিল, সে অবস্থায়ই তিনি তার দিকে তেড়ে গিয়ে গেটে নিয়োজিত হাবিলদারকে লক্ষ্য করে বলেন, "এ কেমন আচরণ?" অতঃপর হাবিলদার ভিড় করে দাঁড়ানো লোকগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে এমন ভান করে। কিন্তু ফ্রেজার তার পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াতেই পাথর কাটার সেই হাজিকে ইশারা করে মাথা নেড়ে অর্থাৎ সে এখন তার হামলা চালাতে পারে। লোকটি উৎসাহিত হয়ে ফ্রেজারের দিকে দৌড়ে গিয়ে তার গলার ডান দিকে প্রচ আঘাত হানে। সাথে সাথে ফ্রেজার পড়ে যান। তিনজন লোক, যারা সংলগ্ন একটি কক্ষে আত্মগোপন করে ছিল তারা বের হয়ে এসে ফ্রেজারকে উপর্যুপরি তরবারির আঘাত হানতে থাকে, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার মাথা, মুখ ও বুকের ওপর তরবারির কোপ বসায়। এই লোকগুলো ছিল কুবলাই পাঠান খালেক দাদ, মোগল বেগ অথবা মোগল জান এবং শেখ দীন মোহাম্মদ। শেখ দীন মোহাম্মদ ছিল বাদশাহ'র বেতনভোগী সশস্ত্র আর্দালি এবং খালেক দাদও মোগল জান বাদশাহ'র প্রধানমন্ত্রী মাহবুব আলী খানের সশস্ত্র অনুচর। এই তিন ব্যক্তি ফ্রেজারকে হত্যা করার পর আরো লোকজন সাথে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ক্যাপ্টেন ডগলাসের কক্ষের দিকে যেতে থাকে, যেটি কিল-র গেটের ঠিক ওপরেই ছিল। তারা দ্বিতীয় ল্যান্ডিং-এ পৌছার পর ডগলাসের প্রহরায় নিয়োজিত একজন সরকারি কর্মচারি, যার নাম ছিল মাখন, সে ডগলাসকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানায় এবং সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিতে বলে। কক্ষের উত্তর দিকে যখন সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল, তখন দক্ষিণ দিকে অন্য সিড়ি দিয়ে জনতা ওপরে উঠে আসে এবং মাখন যে দরজাটি বন্ধ করছিল তা জোরপূর্বক খুলে ফেলে। সশস্ত্র লোকগুলো উপরোক্ত তিনজনের নেতৃত্বে পরপর ক্যাপ্টেন ডগলাস, মি. হাচিনসন, রেভারেন্ড জেনিংস, মিস জেনিংস, মিগ ক্লিফোর্ড এবং ডগলাসের কক্ষে অবস্থানরত অন্য সকলকে হত্যা করে। কলকাতা থেকে সেদিন সকালে

www.pathagar.com

যে লোকটি এসেছিল, সে কোনমতে বের হয়ে কিল-ার প্রাচীরে দাঁড়ানোর জায়গায় পৌঁছে এবং দিল্লি গেটের কাছে মির্জা কচাকের বাড়ির নিকট পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়। সেখানে কেউ তাকে দেখতে পেয়ে গুলি ছুঁড়লে তার কাঁধে গুলি লাগে। ফলে লোকটি আবার পিছিয়ে এসে ক্যাপ্টেন ডগলাসের কক্ষের দক্ষিণের সিঁড়ির কাছে পৌঁছলে হত্যাকা ের শিকারে পরিণত হয়। এই হত্যাকা গুলো ঘটে প্রায় পোনে এক ঘন্টা সময়ে। আমি এখানে যে বর্ণনা দিলাম তা মাখন, বখতাওয়ার, প্রাণ ও কিষণের কাছ থেকে শুনেছি, যারা সরকারি কর্মচারি হিসেবে তখন ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাছে ছিল। কিন্তু ফ্রেজারের হত্যাকা আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি।

বেলা ৪টা বেজে যাওয়ায় আদালত শুক্রবার ৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতে অষ্টম দিবস

শুক্রবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল

সকাল ১১টায় দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে পুনরায় আদালত বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি এবং ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে তার সহকারীসহ আদালত কক্ষে আনা হয়। সাক্ষী জাট মলকে পুনরায় তলব করে তার পূর্ববর্তী শপথ উচ্চারণ করানোর পর ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন–

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন ডগলাসের কক্ষে ইউরোপীয়দের হত্যা করার পর জনতা অথবা সৈন্যরা কি করতে অগ্রসর হলো?

উত্তর : ইউরোপীয়দের হত্যাকাণ্ডের পরই আমি নগরীতে আমার বাড়িতে চলে যাই এবং এরপর বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত আমি আর কিল্লায় আসিনি।

প্রশ্ন : বাদশাহ কখন সরকারের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন এবং এ উপলক্ষে তাকে সম্মান জানানোর জন্য কি তোপধ্বনি করা হয়েছিল?

উত্তর : তিনি সরকারি মালামালের দায়িত্ব, বিশেষ করে নগরীর বাইরে থাকা বারুদ ও বারুদখানা এবং সকল অস্ত্রশস্ত্রের দায়িত্ব মিরাটের সৈন্যরা এসে পৌঁছানোর দুই বা তিনদিনের মধ্যে গ্রহণ করেন এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি ও সরকারি বিষয়ে দরখাস্ত গ্রহণ শুরু করেন। ১১ মে রাতে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়েছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, কিন্তু কি উপলক্ষে তা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত নই। কেউ বলেছে মিরাট থেকে আগত রেজিমেন্টের সম্মানে তোপধ্বনি করা হয়েছে, আবার কেউ বলেছে বন্দী সলিমগড়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তার সম্মানে তোপধ্বনি করা হয়েছে।

প্রশ্ন : মির্জা মোগলকে কখন সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়?

উত্তর : বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সাত আটদিন পর থেকেই কার্যত তিনি সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন। কারণ দেশীয় অফিসাররা তার সাথেই আলোচনা বা পরামর্শ করতে যেতেন এবং তার কাছ থেকেই আদেশ গ্রহণ করতেন, কিন্তু একমাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই তাকে প্রকাশ্যে সেনাপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করে সম্মানসূচক খিলাত দেয়া হয়। এ উপলক্ষে বাদশাহ'র অন্যান্য পুত্র ও

www.pathagar.com

দৌহিত্রদের জেনারেল, কর্নেল ইত্যাদি পদ দেয়া হয় এবং তাদের প্রত্যেকে সম্মানসূচক খিলাত লাভ করে।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের সময়ে হাসান আসকারি কি ভূমিকা পালন করেন, তিনি কি বাদশাহ'র প্রধান মন্ত্রণাদাতাদের একজন ছিলেন?

উত্তর : বাদশাহ'র সাথে তার পূর্বের সম্পর্কে কোন হেরফের হয়নি এবং উল্লেখ করার মত ব্যাপার যে বিদ্রোহে তিনি সক্রিয় কোন ভূমিকা পালন করেননি। বন্দীর এক কন্যা তার নিষ্ঠাবান মুরীদ ছিলেন, কিন্তু লোকজন বলাবলি করতো যে তাদের মধ্যে অবৈধ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে, বারুদখানায় উঠার কাজে ব্যবহার করার জন্য কিল-া থেকে কোন মই আনা হয়েছিল কি না?

উত্তর : আমি শুনেছি যে বারুদখানায় উঠতে মই আনা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছিল আমি তা জানি না।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের কয়েক মাস পূর্বে দেশে রুটি চালাচালি সম্পর্কে কি আপনি কিছু শুনেছেন, যদি শুনে থাকেন তাহলে এভাবে রুটি বন্টনের অর্থ কি?

উত্তর : জি হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আমি শুনেছি। কিছু লোক বলেছে যে কোন ধরনের অনিবার্য বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমন করা হয়েছে। আবার অনেকে বলেছে, আসলে রুটি ছড়িয়েছে সরকার এবং এর উদ্দেশ্য দেশের জনগোষ্ঠীকে বুঝানো যে তাদেরকে সেই খাদ্যই খাওয়ানো হবে, যা খ্রিস্টানরা খায় এবং এভাবে তাদেরকে ধর্মচ্যুত করা হবে। কেউ কেউ একথাও বলেছে যে, সরকার যে জনগণের খাদ্যের ওপর হস্তক্ষেপ করে দেশে খ্রিস্টবাদ চাপিয়ে দিতে চায় তা বিজ্ঞাপিত করাই রুটি বিতরণের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কি এমন রীতি প্রচলিত আছে যে কোন ব্যাখ্যা ছাড়া কোনকিছু দেশে ছড়িয়ে দিলে তারা সাথে সাথে বোধগম্য হবে?

উত্তর : না, এমন কোন রীতি নেই। আমার বয়স পঞ্চাশ বছর এবং আগে কখনো আমি এমন কথা শুনিনি।

প্রশ্ন : আপনি কি শুনেছেন যে রুটির সাথে কোন খবর পাঠানো হয়েছে কি না?

উত্তর : না, আমি কখনো এমন কিছু শুনিনি।

প্রশ্ন : এই রুটিগুলো কি মুসলমান অথবা হিন্দুদের দ্বারা বিতরণ করা হয়েছে?

উত্তর : সবার দ্বারা নির্বিচারে বিতরণ করা হয়েছে, ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না এবং দেশের কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রশ : ১১ মে'র পর আপনি আবার কখন প্রথম কিল্লায় ফিরে যান?

উত্তর : আমি নগরীতে শুনতে পাই যে, ইউরোপীয়দের হত্যা করা হবে। তারিখটা আমার মনে নেই, তবে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সাত আটদিন পর। আমি ভিড়ের মধ্য দিয়ে লাল কিল্লায় যাই। তখন সকাল প্রায় ৮টা। কিল্লার প্রথম আঙ্গিনায় পৌঁছে আমি পিছমোড়া করে হাত বাঁধা অবস্থায় ইউরোপীয়দেরকে এক সারিতে বসা অবস্থায় দেখি। বর্গাকৃতির পুকুরটির একেবারে প্রান্ত ঘেঁষে

www.pathagar.com

বসানো হয়েছিল তাদের। ইউরোপীয়দের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু ছিল। আমি সেখানে পৌঁছার একটু পরই মিরাটের বিদ্রোহী অশ্বারোহীদের একজন তাদের লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাদশাহ'র একজন প্রহরীর দেহে বিদ্ধ হয়, যে ইউরোপীয়দের পিছনে দাঁড়ানো ছিল। ফলে লোকটি মারা যায়। এ ঘটনার পর জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তরবারির আঘাতে ইউরোপীয়দের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাদশাহ'র অনুচরেরা এবং কিছু বিদ্রোহী এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে তরবারি বের করে। কিন্তু সেখানে থাকার মতো ায়ুর বল আমার ছিল না। অতএব আমি বাড়িতে চলে আসি এবং পরে শুনতে পাই যে বাদশাহ'র অনুচর ও বিদ্রোহী সিপাহীরা সকল ইউরোপীয়কে হত্যা করেছে।

প্রশ্ন : এ উপলক্ষে প্রতীকি আনন্দ করতে কি কোন তোপধ্বনি করা হয়েছিল?

উত্তর : না, আমি কোন তোপধ্বনি শুনিনি।

প্রশ্ন : বন্দী কি এসব ইউরোপীয়ের হত্যাকা তার সম্মতি দিয়েছিলেন?

উত্তর : প্রথম দিন সৈন্যরা অনুরোধ জানায় যে ইউরোপীয়দের হত্যা করতে হবে। বাদশাহ তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বলা হয়েছে যে পরদিন বাদশাহ'র ব্যক্তিগত অনুচর বসন্ত আলী খান, যে লোকটি তার বর্বর কর্মকা র জন্য কুখ্যাত, সে সৈন্যদের মাঝে গিয়ে ইউরোপীয়দের হত্যা করতে তাদেরকে প্ররোচিত করে এবং বাদশাহ'র ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বলে। সৈন্যরা তার কথামত বাদশাহ'র ওপর চাপ প্রয়োগ করলে তিনি ইউরোপীয়দের তাদের হাতে তুলে দেয়ার নির্দেশ দেন। অন্ততঃ একথাটি আমি পরে বাড়িতে থেকে শুনেছি। হত্যাকা র দিন সকালে বসন্ত আলী খান দিওয়ান-ই-আমের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিল বলে জানতে পেরেছি এবং সে উচ্চ কণ্ঠে বলেছে যে বাদশাহ ইউরোপীয়দের হত্যাকা অনুমোদন করেছেন এবং অতঃপর বন্দীর ব্যক্তিগত সশস্ত্র অনুচরেদের নির্দেশ দেয় হত্যাকা সহায়তা করতে।

প্রশ্ন : আপনার মতে, বাদশাহ যদি ইউরোপীয়দের রক্ষার ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত থাকতেন, তাহলে কি তিনি ইউরোপীয়দের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের রক্ষা করতে পারতেন?

উত্তর : আমি নগরীর মাঝে থাকা অবস্থায় শুনেছি যে বাদশাহ ইউরোপীয়দের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের রক্ষার ব্যাপারে একান্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু উচ্ছৃংখল সহিংসতা তার সে ইচ্ছাকে নস্যাৎ করে দেয়। তাছাড়া বিক্ষুব্ধ সৈন্যদের বাধা দেয়ার মতো দৃঢ়তা তার ছিল না।

প্রশ্ন : বাদশাহ'র প্রাসাদের জেনানায় কি ইউরোপীয়দের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের রাখার জায়গা ছিল না এবং ইউরোপীয় নারী ও শিশুদের কি সেখানে নিরাপদে রাখা যেতো না?

উত্তর : অবশ্যই, সেখানে অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোককে লুকিয়ে ও নিরাপদে রাখার মত পর্যাপ্ত জায়গা ছিল। এছাড়াও ছিল গোপন কিছু স্থান ও কক্ষ, সেখানে

www.pathagar.com

বিদ্রোহীদের পক্ষেও জেনানা'র পবিত্রতা লংঘন করার উপায় ছিল না এবং কেউ সেখানে তল্লাশীও চালাত না।

প্রশ্ন : বৃটিশদের দ্বারা নগরী অবরোধের পুরো সময়ে আপনি কি দিলি-তেই ছিলেন?

উত্তর : বিদ্রোহের পর তিন মাস এক সপ্তাহ আমি দিল্লিতে অবস্থান করি। কিন্তু বাদশাহ'র লোকজন বৃটিশ সরকারের কর্মচারিদের এই সন্দেহে অনুসন্ধান শুরু করে যে তারা ইংরেজদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য পাচার করছে। তখন আমি নগরী থেকে পালিয়ে যাই এবং নগরী পুনর্দখলের পূর্বে আর ফিরে আসিনি।

প্রশ্ন : লাল কিল্লায় ইউরোপীয়দের ওই হত্যাকাণ্ডের পর অন্যান্য ইউরোপীয়ের হত্যা সম্পর্কে কি আপনার কিছু জানা আছে?

উত্তর : না, আমি জানি না যে, হত্যার জন্যে আরো কোন ইউরোপীয় ছিল কি না। কিন্তু উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের আগে আমি শুনেছি যে ভূগর্ভস্থ কোন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে আটত্রিশ থেকে চল্লিশজন ইউরোপীয় তাদের জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ক্ষুধাকাতর হয়ে বিদ্রোহের দু'তিনদিন পর গোপন জায়গা থেকে বের হয়ে এলে তাদের হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন : চর্বিযুক্ত গুলির ব্যাপারে অভিযোগ ছাড়া অন্য কোন কারণে সিপাহিদের কোন অভিযোগ কখনো শুনেছেন কি না?

উত্তর : না, আমি কখনো শুনিনি।

প্রশ্ন : অবরোধের সময়ে সিপাহিরা কোম্পানির সরকার সম্পর্কে সাধারনতঃ কি বলাবলি করতো?

উত্তর : সিপাহিরা সাধারণভাবে তাদের জাত ও ধর্ম বিনাশের চেষ্টায় সরকারের তিক্ত সমালোচনা করতো এবং সবসময় ইউরোপীয়দের হত্যার ব্যাপারে তাদের শপথ উচ্চারণ করতো। অবশ্য যারা আহত হতো, তারা দিল্লিতে তাদের প্রতি যে অবহেলা হতো সে ব্যাপারে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধে আহত হওয়ার পর যে যত্ন নেয়া হতো তার তুলনা করতো।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে ইংরেজ সরকারের পক্ষে বা বিরুদ্ধে মনোভাবের ব্যাপারে মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল। মুসলমানরা জাতিগতভাবে বৃটিশ সরকারকে উৎখাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল, অন্যদিকে হিন্দুদের মধ্যে মহাজন ও সম্মানিত ব্যবসায়ীরা সরকারের উৎখাতে দুঃখ করেছে।

প্রশ্ন : মুসলিম ও হিন্দু সৈনিকদের মধ্যে কি এ ব্যাপারে মনোভাবের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, তারা কি সমভাবে ইংরেজ সরকারের প্রতি সমভাবে বিরূপ ছিল?

উত্তর : পুরো সেনাবাহিনীতেই সাধারণভাবে একই ধরনের মনোভাব ছিল, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অভিন্ন মনোভাব বিরাজ করছিল।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে মিরাট থেকে সৈন্যদের আগমন প্রাসাদে আকাংখা করা হচ্ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : জি হ্যাঁ, এমনটি আশা করা হচ্ছিল। মিরাট থেকে রোববার আসা একটি চিঠিতে খবর ছিল যে সেখানে ৮২ জন সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে এবং এর ফলে গুরুতর গোলযোগ হতে পারে। এ খবর আসার পর লালকিল্লার ফটকের প্রহরীরা তাদের কৌতুহল আর গোপন রাখেনি, বরং তারা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে যে তারা কি ঘটতে যাচ্ছে বলে আশা করে অর্থাৎ মিরাটে কিছু সৈন্য বিদ্রোহ করার পর দিল্লিতে চলে আসবে।

প্রশ্ন : আপনার কি কোনভাবে জানার সুযোগ ছিল যে বন্দীকে এ ব্যাপারে তখন জানানো হয়েছিল?

উত্তর : না, আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি না।

প্রশ্ন : তখন অথবা পরে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার প্রেক্ষিতে আপনার কি ধারণা হয়েছে যে মিরাট থেকে সৈন্যদের আগমনের ব্যাপারে বন্দী আগে থেকে জানতেন?

উত্তর : আগে বা পরে আমার কাছে এমন কিছু ধরা পড়েনি, যা থেকে আমার পক্ষে এমন একটি উপসংহারে পৌঁছা সম্ভব।

বন্দী (বাদশাহ) কর্তৃক সাক্ষীকে জেরা

প্রশ্ন : গত পরশু আপনি আপনার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, একজন ভদ্রলোক, যিনি মির্জা কচাকের বাড়ির দিক দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি সেখানে গুলিতে আহত হন। আপনি কি জানেন যে মির্জা কচাক তখন বাড়িতে ছিলেন কি না?

উত্তর : জি না, আমি এ ধরনের বিশেষ কিছু বলতে পারি না।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন মি. ফ্রেজারকে যে লোকগুলো হত্যা করেছিল তারা আমার দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল অথবা সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল?

উত্তর : আমি যতদূর জানি, হত্যাকা সংঘটিত হবার পূর্বে বাদশাহ'র সে সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ ছিল না। দাঙ্গাকারীরা হত্যা করার জন্যে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত ছিল এবং সৈন্যদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তারা সাথে সাথে হত্যাকা ঘটায়।

প্রশ্ন : আপনি কি শুনেছেন যে, আমি নিহত ইউরোপীয়দের মৃতদেহ অপসারণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছি এবং দাঙ্গাকারীরা আমাকে তা করতে দেয়নি?

উত্তর : না, এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে, আমি আমার সশস্ত্র অনুচরদের ইউরোপীয়দের হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছি কি না অথবা বসন্ত আলী খান মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছে যে, আমি নির্দেশ দিয়েছি।

উত্তর : আমি বলতে পারি না।

www.pathagar.com

আদালত কর্তৃক জেরা

প্রশ্ন : ইউরোপীয়দেরকে হত্যার পূর্বে আপনি যখন তাদের বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান তখন কি আপনি সেখানে বাদশাহ'র বিশ্বস্ত কোন কর্মচারি অথবা অফিসারদের কাউকে উপস্থিত দেখেছেন?

উত্তর : না, আমি ওই চত্তরে তেমন কাউকে দেখিনি, তবে বাদশাহ'র পুত্রদের একজন মির্জা মোগল তার বাড়ির ছাদে দ ায়মান ছিলেন, যেখান থেকে চত্তরটি দেখা যায় এবং একই সময়ে বাদশাহ'র অন্যান্য পুত্র ও দু'জন দৌহিত্রকে তাদের নিজ নিজ বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো ছিলেন, দৃশতঃ তারা হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি কি দেখেছেন যে তাদের মধ্য থেকে কেউ নারী ও শিশুদের হত্যা করা থেকে রক্ষার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কি না?

উত্তর : না, তারা শুধু দর্শক ছিলেন। এটা যেন সিদ্ধান্তই ছিল যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হবে এবং তা রহিত করার চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই।

সাক্ষী জাট মলের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হলে তিনি আদালত কক্ষ ছেড়ে যান। অস্ত্রখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশারী ক্যাপ্টেন ফরেস্টকে আদালতে তলব করা হয় এবং শপথ বাক্য উচ্চারণ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন;

প্রশ্ন : আপনি কি গত বছরের ১১ মে দিল্লিতে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি দিল্লিতে ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি কি তখন মিরাট থেকে আগত বিদ্রোহী সৈন্যদের দেখেছেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি দেখেছি। আমি তাদের দেখেছি, সামনে কিছু অশ্বারোহী (প্রায় এক রেজিমেন্ট), যাদের অনুসরণ করে আসা একাদশ ও ২০তম পদাতিক রেজিমেন্ট মিরাট থেকে আগত সড়ক পেরিয়ে সেতু অতিক্রম করে। তারা সামরিক শৃংখলায় আসছিল। আমি বলতে পারি যে বেয়নেট সংযুক্ত বন্দুক ও হাত নামানো ছিল তাদের। তখন সকাল প্রায় নয়টা। এর আগে আমি তাদের কাউকে দেখিনি। কিন্তু আমি জানতে পারে যে অশ্বারোহী দলের একটি ক্ষুদ্র অংশ বেশ আগে, সকাল সাতটার দিকে সেতুর দিল্লি অংশে উপনীত হয়েছে। সৈন্যরা যখন সেতু অতিক্রম করছিল, আমি তখন বারুদখানায় ছিলাম। একটু আগেই আমি সেখানে গেছি স্যার থিওফিলাস মেটকাফির সাথে সাক্ষাতের জন্য। বিদ্রোহীরা মিরাট থেকে দিল্লিতে আসতে পারে বলে বিষয়টি তিনি আমাকে জানাতে এসেছিলেন এবং তিনি চেয়েছেন যে আমি যাতে অস্ত্রখানা থেকে দু'টি কামান বের করে মোতায়েন করে রাখি প্রয়োজনে সেতু উড়িয়ে দিতে ও বিদ্রোহীদের নদী অতিক্রম প্রতিহত করতে। কিন্তু কামান টেনে বের

www.pathagar.com

করার জন্যে কোন বলদ ছিল না, কিংবা সেগুলো জায়গামতো স্থাপন করার জন্যে গোলন্দাজও ছিল না। অতএব, লেফটেন্যান্ট উইলোবি আমার সাথে আলোচনা করে স্থির করেন যে, কামান মোতায়েনের সর্বোত্তম স্থান বারুদখানার কাছাকাছি থাকতে হবে, যাতে আমরা যতো দীর্ঘ সময় সম্ভব সেটি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা আরো চিন্তা করি আমরা যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত বারুদখানা আগলে রাখতে পারি তাহলে মিরাট থেকে ইউরোপীয় সৈন্যরা অবশ্যই এসে পৌঁছবে। সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে ৩৮তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের একজন সুবেদার, যিনি বারুদখানার বাইরে প্রহরীদের দায়িত্বে ছিলেন, আমাকে প্রাচীরের ছিদ্রপথে জানান যে দিলি-র বাদশাহ্ একদল প্রহরী পাঠিয়েছে বারুদখানার দখল নিতে এবং সেখানে যতো ইউরোপীয় আছে তাদের প্রাসাদে নিয়ে যেতে। তারা যদি এতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের কাউকে বারুদখানা ত্যাগ করতে দেয়া হবে না। আমি তখন কোন প্রহরীদল দেখিনি, কিন্তু যে লোকটি এ খবর এনেছিল তাকে দেখেছি। লোকটি সুসজ্জিত মুসলিম। আমরা সুবেদারকে বললাম যে কারো কাছ থেকে পাওয়া কোন নির্দেশের প্রতি তার মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা শুধু লেফটেন্যান্ট উইলোবি ও আমার নির্দেশ শুনবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না, কিংবা যে লোকটি উপরোক্ত খবর এনেছিল তাকে কোন উত্তর দেয়ার কথাও ভাবিনি। কিছুক্ষণ পর বাদশাহ্'র চাকুরিতে নিয়োজিত একজন দেশীয় অফিসার বাদশাহ্'র নিজস্ব রক্ষীদের শক্তিশালী একটি দল নিয়ে উপস্থিত হয় এবং সুবেদারকে ও নন কমিশনড অফিসাদের বলে যে তিনি বাদশাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন এবং তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে। আমি স্বয়ং সুবেদারকে নির্দেশ দিয়েছি এমন কোন কর্তৃত্বের প্রতি মনোযোগ না দেয়ার জন্য। এ সময়ে দেশীয় অফিসার, যিনি বাদশাহ্'র নিজস্ব সৈন্যদের সাথে নিয়ে এসেছেন বারুদখানা প্রতিটি গেটে একজন করে নন-কমিশনড অফিসারের অধীনে বারজন করে প্রহরী মোতায়েন করে। তারা নিয়মিত সামরিক কায়দায় তাদের অবস্থান নেয়, অস্ত্র তাক করে, নির্দেশ গ্রহণ করে এবং সব মিলিয়ে নিয়মিত সৈন্যদের মতোই আচরণ করে। তারা বাদশাহ্'র নিজস্ব সৈন্যদের ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল। তখন সময় বেলা দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। এর প্রায় এক ঘন্টা পর গেটের বাইরের দ্বার রক্ষক উচ্চকণ্ঠে বলে যে, সে লেফটেন্যান্ট উইলোবির সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, আমার সাথে নয়। আমরা দু'জন একসাথে গেটের কাছে গেলে প্রহরী ও লোকটি বলে যে দিলি-র বাদশাহ্ লোক পাঠিয়েছে সরকারি মালামাল বয়ে নেয়ার জন্য এবং তাদের পক্ষে আগত লোকদের প্রতিহত করা সম্ভব নয়। এ কথায় লেফটেন্যান্ট উইলোবি ও আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিন্তু গেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ততোক্ষণে গুদামের মালামাল সরাতে শুরু হয়েছে। যে লোকগুলোকে এ কাজে নিয়োগ করা হয়েছে তারা সাধারণ শ্রমিক। তাদের

www.pathagar.com

কাজের তত্ত্বাবধান করছিল বাদশাহ'র সৈন্যদের মধ্য থেকে প্রেরিত ইউনিফর্ম পরা একদল প্রহরী। এর কিছুক্ষণ আমাদের প্রহরীদের সুবেদার পুনরায় উইলোবি অথবা আমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ জানালে আমরা তার কাছে গেলাম। তিনি আমাদের বললেন যে বাদশাহ'র কাছ থেকে একজন দূত একথা বলতে এসেছে যে আমরা যদি অবিলম্বে গেট খুলে না দেই তাহলে সে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠবে এবং শিগগিরই মই এলো এবং বারুদখানার দক্ষিণ-পূর্ব কোনে সেগুলো স্থাপন করলো। বারুদখানার দেশীয় লোকজন, যারা এ দৃশ্য দেখছিল তারা অবিলম্বে একটি ঢালু জায়গা দিয়ে প্রাচীরে আরোহণ করে ভিতরে নেমে এলো। বিদ্রোহীরা বিলম্ব না করে মই বেয়ে উঠলো এবং বারুদখানার ভিতরে আমাদের ওপর হামলা শুরু করলো এবং বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তাদের হামলা অব্যাহত ছিল। মই এর সাহায্যে তারা ছোট বুরুজেও উঠতে সক্ষম হয়েছে এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক জড়ো হওয়ার পর তারা বারুদখানায় অবতরণ শুরু করলো। আমরা চারটি ছোট আকৃতির কামান দিয়ে তাদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করলাম। দু'টি কামান থেকে একসাথে গোলা ছোঁড়ার পর দু'টি অবসরে থাকতো গোলা ভর্তি অবস্থায়। কামান ব্যবহারের জন্যে শুধু আমি ও মি. বাকলে ছিলাম। দু'টি কামান স্থাপন করা হয়েছিল মি. ক্রো ও সার্জেন্ট এডওয়ার্ডের দায়িত্বে। তারা হাতে মশাল নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। গেট খোলার জন্য বলপ্রয়োগ না করা পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট উইলোবি গোলা বর্ষণ না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ দু'জন লোকই বারুদখানায় নিহত হয়। নদীর দিকে তাক করে আরেকটি কামান স্থাপন করা হয়েছিল মি. শ'র এর অধীনে, বারুদখানায় বিস্ফোরণ ঘটার পর তিনি কাশ্মীর গেটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেখানে এক বিদ্রোহী সিপাহির গুলিতে নিহত হন। লেফটেন্যান্ট উইলোবি ও রেনর অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, তারা এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে যাচ্ছিলেন এবং সৈন্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছিলেন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করছিলেন। এ অবস্থা যখন চলছিল তখন আমি ও উইলোবি প্রায়ই বন্ধ গেটের কাছে গেছি এবং জানতে চেয়েছি যে হামলা পরিচালনা করছে কে। প্রতিবার আমাদেরকে একই উত্তর দেয়া হয়েছে যে বাদশাহ'র একজন পুত্র এবং একজন নাতি হামলার নেতৃত্ব দিতে উপস্থিত। কিন্তু যারা মই বেয়ে বারুদখানার ভিতরে অবতরণ করেছে তারা একাদশ ও বিশতম রেজিমেন্টে সিপাহি। বেলা ১১টার সময় বাদশাহ'র আরেকটি বার্তা আসে, তাতে বলা হয় যে আমরা আত্মসমর্পন না করলে তিনি বারুদ ব্যবহার করে প্রাচীরের একাংশ উড়িয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবেন।

বেলা চারটা বেজে যাওয়ায় আদালত পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতে
নবম দিবস

শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল

বেলা ১১টায় দিল্লির লালকিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে আদালত পুনরায় বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ অ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে তার উকিল গোলাম আব্বাসসহ আদালত কক্ষে আনা হয়। অস্ত্রখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশারী ক্যাপ্টেন ফরেস্টকে তলব করে তার শপথ উচ্চারণ করানো হয়। ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা অব্যাহত রাখেন :

প্রশ্ন : আপনি বর্ণনা করেছেন যে বারুদখানায় বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত কি ঘটেছিল। এরপর কি ঘটলো?

উত্তর : ওই সময়ের মধ্যে আমরা কামানের শেষ গোলাটিও ব্যয় করে ফেলেছি এবং দু'টি জায়গা দিয়ে প্রাচীর ভেদ করে বিদ্রোহীরা ভিতরে প্রবেশ করেছে। প্রতিরক্ষা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বাকলে'র বাহুতে গুলি লেগেছে, আমার হাতেও দু'বার গুলি লেগেছে। লেফটেন্যান্ট উইলোবি, যিনি বারুদখানার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি সকালেই বারুদখানায় বিস্ফোরণ ঘটানোর সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে যদি অবস্থা চরমে পৌঁছে তখন নিরুপায় হয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হতে পারে। তখন সাড়ে তিনটা বাজে এবং সেই চরম মুহূর্ত এসে গেছে দেখে তিনি পূর্বে শেখানো সংকেত দিলেন। দায়িত্বটি ছিল মি. বাকলের ওপর এবং তিনি মি. স্কালি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেদিকে ফিরে মাথা থেকে হ্যাট তুললেন। স্কালি ইশারা বুঝতে পেরে সাথে সাথে জায়গামতো গুলি ছুড়লেন এবং বারুদখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটলো এবং এ বিস্ফোরণে শত শত দেশীয় নিহত হয়। পরে জানা গেছে যে ভবনের অংশ অর্ধমাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং বহু ওপরে ধ্বংসাবশেষ উত্থিত হয়েছে। বেশ কিছু ইউরোপীয় নারী ও শিশু, যারা বারুদখানায় আশ্রয় নিতে এসেছিল তারা নিহত হয় এবং অনেকে গুরুতর আহত হয়। মি. স্কালি এতো মারাত্মক আহত হয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাত থেকে তার পালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের পর আমি তাকে দেখেছি, কিন্তু তার

www.pathagar.com

মুখ ও মাথা সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে কালো বর্ণ ধারন করেছিল এবং আমার মনে হয়নি যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জীবন তার মাঝে থাকবে। আমি এর সাথে শুধু যোগ করতে চাই যে বারুদখানার দেশী কর্মচারিবৃন্দের (একমাত্র ব্যতিক্রম বাঙালি লেখক) একজন ও আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। তাদেরকে বারুদখানার প্রতিরক্ষার জন্যে যে অস্ত্র দেয়া হয়েছিল প্রথম সুযোগেই তারা সেই অস্ত্র নিয়ে পালায়। লেফটেন্যান্ট উইলোবি ও আমি কাশ্মীর গেটে মূল প্রহরা ঘাঁটিতে পৌঁছতে সক্ষম হই। লেফটেন্যান্ট রেনর ও মি. বাকলে অন্য দিকে পালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত মিরাটে পৌঁছেন। অন্যেরা বিস্ফোরণে অথবা বারুদখানা ছেড়ে যাওয়ার পর নিহত হয়। উইলোবি দু'তিনদিন পর মিরাটের পথে নিহত হন।

প্রশ্ন : বারুদখানার প্রাচীর বেয়ে উঠার জন্যে যে মই আনা হয়েছিল তা কি নতুন মনে হয়েছে, অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে?

উত্তর : প্রাচীরের ওপরে মই এর এক ফুট অংশ উঁচু হয়ে ছিল, আমি শুধু সেটুকু দেখেছি। অতএব, আমি এ ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না।

প্রশ্ন : সিপাহি বিদ্রোহের আগে বারুদখানার দেশীয় কর্মচারিদের পোশাক বা আচারণে অস্বভাবিক কিছু প্রত্যক্ষ করা গেছে, যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তারা ভালোভাবে জানে?

উত্তর : লোকগুলোর পোশাকে আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু বিদ্রোহের বেশ ক'দিন আগে থেকে তাদের আচার-আচরণে নির্লিপ্ত ও উদ্ধতভাব দেখেছি, বিশেষ করে মুসলিম কর্মচারিদের মধ্যে। মি. বাকলে ও আমি দু'জনই এটা খেয়াল করেছি এবং আমরা দু'জন এ নিয়ে কথাও বলেছি। ১১মে সকালে আমি বারুদখানায় গিয়ে মন্তব্য করি যে সরদার ও দারোয়ানরা চমৎকার পোশাক পরেছে, আমার চেয়ে ভালো পোশাক, যা আগে তাদের পরতে দেখিনি। বারুদখানার অন্যান্য কর্মচারিও তাদের সাধারণ কাজের পোশাক পরেনি, বরং অনেক পরিচ্ছন্ন জামা পরেছে। লেফটেন্যান্ট উইলোবির কাছে আমি এ মন্তব্য করি, যিনি সে সময় আমার সাথে ছিলেন। তিনিও মন্তব্য করেছিলেন যে ব্যাপারটি তাকেও চমকিত করেছে।

প্রশ্ন : আপনার কি কোন কারণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে বারুদখানার দেশীয় কর্মচারিদের কেউ গুলির প্রশ্নে সেনাবাহিনীর সিপাহিদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে?

উত্তর : আমি দিলি-তে থাকা অবস্থায় এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু মিরাটে পৌঁছার পর আমার ক্ষতের চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে যাওয়ার সময় ১৯ মে আমাকে সেখানে গোলন্দাজ হাসপাতাল সার্জেন্ট (সম্ভবত তার নাম গোডার্ড) আমাকে প্রশ্ন করেন যে দিল্লির বারুদখানায় প্রধান কোন চালাক চতুর দেশীয় কি না। আমি তাকে বলি যে করিম বখশ নামে একজন সেখানে দায়িত্বে আছেন, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, যার ফারসি

www.pathagar.com

জ্ঞান অসাধারন। সার্জেন্ট অতঃপর আমাকে বলেন যে সেদিন সকালে তার কাছে একজন দেশীয় লোক এসেছিল ও তাকে জানিয়েছে যে দিল্লির বারুদখানার এক ব্যক্তি দেশীয় পল্টনগুলোতে খবর ছড়াচ্ছে যে বারুদখানায় যে গুলি তৈরি করা হচ্ছে তা পশুর চর্বি মাখানো এবং তাদের উর্ধ্বতন ইউরোপীয় অফিসারদের বিশ্বাস করা উচিত নয়, যদি এর পাল্টা কিছু বলে। দেশীয় লোকগুলো যখন বারুদখানার ওপর হামলা চালায় তখন করিম বখশ নামে লোকটি তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। তার আচরণ এমনই সন্দেহজনক ছিল যে লেফটেন্যান্ট উইলোবি আমাকে নির্দেশ দেন তাকে গেট থেকে সরিয়ে দিতে এবং গেট থেকে সরিয়ে দিতে এবং গেটে ফিরে আসার উদ্যোগ নিলে আমাকে গুলি করার নির্দেশ দেন। এই লোকটি তখন থেকে তার চক্রান্তমূলক কর্মকা চালিয়ে যাচ্ছিল।

বন্দী কর্তৃক জেরা

প্রশ্ন : আপনি যাদেরকে আমার সিপাহি বলে উল্লেখ করছে তারা কেমন পোশাক পরিধান করেছিল এবং আমার হয়ে বারুদখানা দখলের দাবি নিয়ে সেখানে গিয়েছিল?

উত্তর : তাদের পরনে ছিল নীল রংয়ের পোশাক এবং মাথায় ছোট্ট তাম্র চিহ্ন সম্বলিত টুপি। বিগত ত্রিশ বছর ধরে আমি গোলন্দাজ সৈন্যদের এ ধরনের পোশাক পরতে দেখে আসছি এবং লোকগুলোকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা কে, এক কণ্ঠে তারা উত্তর দেয় যে তারা আপনার সৈন্য।

আদালত কর্তৃক জেরা

প্রশ্ন : আপনি কি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে দেয়াল বেয়ে উঠার মইগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছিল?

উত্তর : না, আমি সে ধারণা করতে পারিনি।

আর কোন প্রশ্ন না থাকায় সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আদালতে তলব করা হয় ক্যাপ্টেন ডগলাসের বর্শাধারী রক্ষী মাখনকে এবং তাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা করতে শুরু করেন।

প্রশ্ন : বিগত ১১মে কি আপনি কি ক্যাপ্টেন ডগলাসের সাথে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি সেদিন সকালে ক্যাপ্টেন ডগলাসের কামরার প্রবেশ পথে ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি তখন কি দেখেছেন?

উত্তর : সকাল ৭টায় একজন অশ্বারোহী লাল কিল্লার লাহোর গেটে এসে ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রহরী তাকে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সে

www.pathagar.com

পীড়াপীড়ি করতে থাকলে ক্যাপ্টেন ডগলাসকে বিষয়টি অবহিত করা হয় এবং তিনি অশ্বারোহীর কাছে জানতে চান যে সে কি চায়। সে উত্তর দেয় যে সে মিরাটে বিদ্রোহ করেছে এবং গেটে এসেছে পানি ও হুক্কা পান করতে। ক্যাপ্টেন ডগলাস নির্দেশ দেন তাকে গ্রেফতার করার জন্য, কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যটি তখন কেটে পড়ে। ক্যাপ্টেন ডগলাস গেট থেকে ফিরে আসছিলেন ঠিক তখনই বাদশাহ'র কাছ থেকে একজন দূত এসে তাকে জানায় যে একদল অশ্বারোহী এসেছে এবং প্রাসাদের কার্নিশের নিচে জড়ো হয়েছে। এ খবর শুনে ক্যাপ্টেন ডগলাস তখনই দিওয়ান-ই-খাসে আসেন এবং কার্নিশের কাছে গিয়ে অশ্বারোহীদের প্রশ্ন করে যে তারা কি চায়। তাদের একজন উত্তর দেয়, "আমরা মিরাটে বিদ্রোহ করেছি এবং এখানে এসেছি ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য।" ক্যাপ্টেন ডগলাস বলেন, "তোমরা ফিরোজ শাহের পুরনো কিল-ায় -যাও, তোমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার পাবে।" অতঃপর ক্যাপ্টেন ডগলাস লাহোর গেটে ফিরে এসে জানতে পারেন যে মি. ফ্রেজার কলকাতা গেটে নিরাপত্তা জোরদার করার কাজে নিয়োজিত, তার সাথে নগরীর দারোগারা আছেন। প্রহরীরা নিরাপত্তার কাজে জড়িত। ডগলাস তখনই ফ্রেজারের সাথে যোগ দিতে চলে গেলেন, আমি ও উপস্থিত চাপরাশিও তার সাথে গেলাম। কলকাতা গেটে ফ্রেজার, হাচিনসন এবং আরো দুই ভদ্রলোক ছিলেন, যাদের নাম আমি জানি না। ফ্রেজার নগরীর দেশীয় দারোগাকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন তার সওয়ারদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন গেটে গিয়ে দেখতে যে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন শৈথিল্য নেই। তিনি যখন সেখানে ব্যস্ত তখন দেখা গেল যে কিল-ার দিক থেকে চার পাঁচজন অশ্বারোহী তলোয়ার বাগিয়ে পূর্ণ বেগে আমাদের দিকে আসছে। তাদের মধ্য থেকে একজন কাছে উপনীত হয়েই ফ্রেজারকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। ফ্রেজার তার ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়লেন, চাপরাশি বখতাওয়ার সিং প্রহরী কক্ষ থেকে একটি বন্দুক নিয়ে তার মনিবের হাতে দিল। বন্দুকটি গুলি ভর্তি ছিল এবং ফ্রেজার অশ্বারোহীকে গুলি করে হত্যা করলেন। এর ফলে তার সহযোগীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু তার আগে হাচিনসনের দিকে গুলি ছুড়ে তাকে আহত করলো। ইতোমধ্যে প্রচুর লোক জড়ো হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন ডগলাস কিল্লার পরিখায় লাফ দিয়ে পায়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। মি. ফ্রেজার লাহোর গেটে উপনীত হয়েছেন। ক্যাপ্টেন ডগলাসকে পরিখা থেকে উদ্ধার করার পর তিনি ও হাচিনসন হেঁটে লাহোর গেটে পৌছলেন। সেখান থেকে আহত ডগলাসকে সহযোগিতা করে কুলি-য়াত খানা বলে পরিচিত তার কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো, সেরে না উঠা পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন। ইতোমধ্যে রেভারেন্ড জেনিংস সেখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি ও হাচিনসন আহত ডগলাসকে সমবেদনা জানালেন। এ সময়ে মি. ফ্রেজার নিচে ছিলেন এবং গোলযোগ দমনের চেষ্টা করছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে এ সময়ে পাথর খোদাই এর কাজে নিয়োজিত হাজি তলোয়ার বাগিয়ে ফ্রেজারের ওপর এক কোপ বসালো এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই বাদশাহ'র

www.pathagar.com

কয়েকজন ভৃত্য এসে তিনি মরে না যাওয়া পর্যন্ত কোপের পর কোপ দিচ্ছিল। আমি সিঁড়ির ওপরে ছিলাম, আর ঘটনা ঘটছিল সিঁড়ির নিচে। মি. ফ্রেজারের খুনিদের একজন ছিল আবিসিনীয়। এরপর তারা ওপরের তলায় উঠার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করলো, তখন আমি অন্য একটি দরজা দিয়ে দৌড় দিলাম এবং সিঁড়ির মুখে দরজাটি বন্ধ করে দিলাম। আমি ওপরের তলার সবগুলো দরজা বন্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলাম, কিন্তু উচ্ছৃংখল জনতা দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো এবং একদিকে একটি দরজার ওপর প্রচ চাপ সৃষ্টি করলো এবং একসময়ে দরজাটি ভেঙ্গে পড়লে হুড়মুড় করে তারা ভিতরে প্রবেশ করলো, যারা ফ্রেজারের হত্যা ও হত্যাকারীদের সহযোগিতা করেছিল। তারা সেই কক্ষগুলোতে গেল যেখানে ক্যাপ্টেন ডগলাস, হাচিনসন ও রেভারেন্ড জেনিংস ছিলেন। তরবারির আঘাতে তারা তাদেরকে এবং দু'জন মহিলাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করলো। এ পরিস্থিতি দেখে আমি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে গেলাম। নিচে পৌঁছামাত্র মামদোহ নামে বাদশাহ'র একজন বেয়ারা আমাকে দু'হাত দিয়ে ধরে জানতে চাইলো, "আমাকে বলো যে, ক্যাপ্টেন ডগলাসকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছো?" আমাকে সে জোর করে ওপরে নিয়ে গেল। আমি বললাম, "তোমরা নিজেরাই সব ভদ্রলোককে হত্যা করেছো, "কিন্তু ডগলাসের কক্ষে গিয়ে দেখা গেল যে তিনি তখনো সম্পূর্ণ মারা যাননি। মামদোহও তা দেখলো এবং একটি লাঠি নিয়ে তার কপালে আঘাত হানলো এবং সাথে সাথে তার মৃত্যু হলো। আমি দুই মহিলাসহ অন্যদের মৃতদেহও দেখলাম। মি. হাচিনসনের মৃতদেহ পড়ে ছিল এক কক্ষে, ক্যাপ্টেন ডগলাস, জেনিংস ও দুই তরুণী মহিলার মৃতদেহ অন্য কক্ষে মেঝের ওপর ছিল। ব্যতিক্রম ছিল শুধু ক্যাপ্টেন ডগলাস, তার মৃতদেহটি ছিল একটি বিছানার ওপর। সেদিন সকালেই কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, যিনি দিল্লি- গেটের কাছাকাছি কোথাও নিহত হন, সেদিক দিয়েই তিনি পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। ফ্রেজারের মৃত্যুর পর মাত্র পনের মিনিটে হত্যাকারীরা এতোগুলো হত্যাকান্ড ঘটায়, সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে। এই লোকগুলোর মৃত্যুর পর উচ্ছৃংখল জনতা লুটপাট শুরু করে। নিজের জন্যে ভীতি জাগে আমার এবং নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে আমি দৌড় দেই। দিল্লি-পুনরায় দখলের আগে আমি আর লালকিল-ায় ফিরে আসিনি।

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন ডগলাস যখন দিওয়ান-ই-খাসে যাচ্ছিলেন আপনি কি সমগ্র পথ তার সাথে ছিলেন? যদি তাই হয়, তাহলে বন্দীর সাথে তার কি কোন কথাবার্তা হয়েছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি ক্যাপ্টেন ডগলাসের সাথে ছিলাম, তাকে অনুসরণ করছিলাম তার দুই পদক্ষেপ পিছনে থেকে এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে বাদশাহ'র সাথে তার কোন ধরনের আলোচনা বা কথাবার্তা হয়নি। তার সাথে কোন কথা না বলেই তিনি নিজ কক্ষে ফিরে আসেন।

প্রশ্ন : আপনি কি যথার্থই বলতে পারেন যে ১১ মে সকালে ঘুম থেকে উঠা হতে তার

www.pathagar.com

মৃত্যু পর্যন্ত সেই সকালে বন্দীর সাথে কোনরূপ কথাবার্তা বলেননি?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে বাদশাহ'র সাথে সেদিন সকালে তার কোন আলোচনা বা কথা হয়নি।

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন ডগলাসের আর কোন ভৃত্য কি তাকে দিওয়ান-ই-খাস পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, বখতাওয়ার সিং, কিষণ সিং ও দূতেরা আমাদের সাথে ছিল।

বন্দী কর্তৃক জেরা

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন ডগলাস যে বলেছিলেন বন্দীর বৈঠকখানা খুলে দেয়া উচিত যাতে তিনি নিচে বিদ্রোহী অশ্বারোহী সৈন্যদের সাথে কথা বলতে পারেন, তা কি আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, তিনি আমাদের বলেছিলেন, "আমি নিচে বিদ্রোহীদের কাছে যাব।" আমরা তাকে তা থেকে নিবৃত করি।

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন ডগলাস যখন বারান্দায় যান তখন কি বন্দী ইবাদত খানায় ছিলেন না এবং সেখানে যেতে তিনি কি রীতি অনুসারে বাদশাহকে সালাম দিয়েছেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, বাদশাহ সেখানে ছিলেন এবং ক্যাপ্টেন ডগলাস দূর থেকে তাকে সালাম দিয়েছেন, কিন্তু কথা বলেননি।

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন ডগলাস বাদশাহর কাছ থেকে কত দূর দিয়ে অতিক্রম করেছেন?

উত্তর : প্রায় পনের পদক্ষেপ দূর দিয়ে।

প্রশ্ন : আপনি কি শুনেছেন যে বন্দী ক্যাপ্টেন ডগলাসকে নিচে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন?

উত্তর : না, আমি শুনিনি।

প্রশ্ন : সেদিন সকালে আহসান উল্লাহ খান ও ক্যাপ্টেন ডগলাসের মধ্যে কি কথা হয়েছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন ডগলাস পড়ে গিয়ে আহত হলে আহসান উল্লাহ খান তাকে তার কক্ষে দেখতে যান। আমি তখন সেখানে ছিলাম না, অতএব আমি জানি না যে তাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে আহসান উল্লাহ খান স্বেচ্ছায় সেখানে যান নাকি তাকে ডেকে পাঠানো হয়?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন ডগলাস লালকিল্লায় ফিরে এলে তার সাথে আহসান উল্লাহ খান অথবা আমার সাথে বা বাদশাহ'র কোন ভৃত্যের সাথে কি কোন কথাবার্তা হয়েছিল?

উত্তর : আমার মনে হয় কোন আলোচনা হয়নি। কিন্তু আমি সঠিকভাবে দেখিনি।

সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়। বিকেল চারটা বেজে যাওয়ায় ৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা পর্যন্ত আদালত মুলতবী করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতে
দশম দিন

সোমবার, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল

আদালত পুনরায় সকাল ১১টায় দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে অধিবেশনে বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি, ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে তার উকিল গোলাম আব্বাসসহ আদালত কক্ষে আনা হয়।

স্যার থিওফিলাস মেটকাফিকে আদালতে তলব করে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : বিগত মে মাসে বিদ্রোহের কিছুদিন আগে জুমা মসজিদের দেয়ালে কি পারস্যের বাদশাহ'র পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে এমন কোন পোস্টার সাটানো ছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, একটি খোলা তরবারি ও ঢালের ছবি সম্বলিত একটি ময়লাযুক্ত কাগজ সাটানো ছিল। ছবি দু'টি ছিল ওপরের দিকে, একটি ডানে, আরেকটি বামে। এতে বলা হয়েছিল যে পারস্যের বাদশাহ্ এদেশে আসছেন এবং তিনি নবী মোহাম্মদের সকল বিশ্বাসী অনুসারীকে আহ্বান জানিয়েছেন তার সাথে যোগ দিয়ে ইংরেজ বিধর্মীদের নির্মূল করতে। যারা তা করবে তাদেরকে তিনি ভূসম্পত্তি এবং আরো বড় বড় পুরস্কার প্রদান করতে চেয়েছেন। কাগজটিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল যে দিল্লিতে ইতিমধ্যে ৫০০ লোক আছে, যারা তার পক্ষে কাজ করার জন্যে নিবেদিত প্রাণ।

প্রশ্ন : কাগজটির মধ্যে কি এমন কোন বক্তব্য কি ছিল যে মুসলমানদের মধ্যে যে শিয়া ও সুন্নী গোত্র রয়েছে তাদের বিভেদ ভুলে গিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিন্ন স্বার্থে কাজ করা উচিত?

উত্তর : না, আমার মনে হয় না যে ওতে অমন কিছু ছিল?

প্রশ্ন : কাগজটি পারস্যের বাদশাহ'র পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল সেটা কি মিথ্যা বলা যেতে পারে?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : জুমা মসজিদের দেয়ালে ওটা কতো সময় ধরে ছিল?

উত্তর : প্রায় তিন ঘন্টা। ওটা রাতের বেলায় সাটানো হয়েছিল। ঠিক কতো তারিখে আমার তা মনে নেই, তবে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার ছয় সপ্তাহ আগে। আমার মনে হয় প্রায় তিন ঘন্টা পর্যন্ত কাগজটি দেয়ালে ছিল। সকালে বেশ কিছু লোক সেখানে জড়ো হয় এবং খবরটি পাওয়ার পর আমি গিয়ে সেটি নামিয়ে নেই।

প্রশ্ন : আপনার জানামতে এটি কি দিল্লির জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কোথা থেকে এটি এলো তা জানার জন্যে কি কোন চেষ্টা করা হয়েছিল?

উত্তর : না, এটি অতি তুচ্ছ একটি ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়েছিল। নগরীর কোন ক্ষুব্ধ লোক এটি লাগিয়ে থাকতে পারে এক ধরনের শোরগোল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তদন্ত করা হলে বিষয়টির অহেতুক গুরুত্ব দেয়া হতো।

প্রশ্ন : আর কোন উৎস অথবা কারণ হতে কি এ সময়ে দিল্লির বাসিন্দাদের মধ্যে ইংরেজ সরকারের প্রতি অস্বাভাবিক আনুগত্যহীনতার সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছিলেন?

উত্তর : না, দিল্লির জনগণের মধ্যে নয়, সেনাবাহিনীর দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে বিশ্বস্ততার ঘাটতি সম্পর্কে সরকার সচেতন ছিল এবং বিষয়টি প্রায়ই আলোচিত হতো। একটি ঘটনা উলে-খ করছি, যা এখন বলা হচ্ছে; বিদ্রোহ শুরু হওয়ার প্রায় পনের দিন আগে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অজ্ঞাতনামা দরখাস্ত যায়, যাতে বলা হয়েছিল যে কাশ্মীর গেট ইংরেজদের দখল থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। এই গেটটি নগরীতে আমাদের একটি প্রধান ঘাঁটি এবং দিল্লি সেনানিবাসের সাথে প্রধান যোগাযোগের কেন্দ্র, অতএব, নগরীতে গোলযোগের শুরুতেই এটি দখলের চিন্তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এই গেটটিতেই সামরিক প্রহরা থাকতো, অতএব, কৌশলগত কারণে সকলের কাছেই জায়গাটি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই দরখাস্তটিকে কখনো আমলে নেয়া হয়নি, কিন্তু এ সম্পর্কে বর্তমান রিপোর্ট থেকে ধারণা করা যায় যে এটি কব্জা করার পিছনে ছিল দেশীয়দের অর্থ চিন্তা। তখন যে অনুভূতি বিরাজ করছিল তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়– বাদশাহ'র সার্বক্ষণিক অনুচর সিদি কাম্বার চর্তুদশ অনিয়মিত অশ্বারোহী দলের এক রিসালদারকে গোপনে আহ্বান জানান চাকুরি ছেড়ে বাদশাহ'র চাকুরি গ্রহণ করতে। তাকে এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে রুশরা হিন্দুস্থানে অতি শিগগির আসছে এবং ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটবে। রিসালদার বিষয়টি আমাকে জানান। লোকটির নাম এভারেট, তিনি ইংরেজি বলেন এবং আংশিক ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত। তিনি আমাকে আরো জানান যে বাদশাহ প্রায় ছয় মাস আগে রাশিয়ায় এক দূতকে পাঠিয়েছিলেন। এই রিসালদার এখন বিলাসপুরে আছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বিদ্রোহ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে গ্রাম থেকে গ্রামে রুটি বিতরণ সম্পর্কিত কোন তথ্য কি আপনি আদালতকে দিতে পারেন এবং এটা কি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে কোথা থেকে এর উৎপত্তি অথবা এর উদ্দেশ্যই বা কি?

উত্তর : এ সম্পর্কে শুধুমাত্র আন্দাজ করা ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু এ প্রসঙ্গে দেশীয়দের প্রথম ব্যাখ্যাটি হচ্ছে কোন অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের আশায় রুটি বিতরণ করা হয়েছে, তবে একথা সম্পূর্ণ ভুল। বিষয়টি জানার জন্যে আমি নিজে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি যে এই রুটি কোন দেশীয় রাজ্যে কখনোই বিতরণ করা হয়নি, এর বিতরণ সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র সরকারের অধীনস্থ গ্রামগুলোতে এবং দিল্লি-র আশেপাশের মাত্র পাঁচটি গ্রামে এবং এ নিয়ে আদেশ জারির পর সহসাই রুটি বিতরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তা আর কখনোই বিতরণ করা হয়নি। এ কাজে নিয়োজিতদের ধরে আনার জন্যে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম এবং বুলন্দশহর জিলা থেকে তাদের ধরে আনা হয় এবং তারা ক্ষমা চেয়ে ব্যাখ্যা করে যে তারা এই বিশ্বাসে রুটি বিতরণ করেছে যে এ ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের কোন আদেশ রয়েছে এবং কোন জায়গা থেকে তারা রুটি পাচ্ছে এবং সেগুলো আবার অন্য কোন গন্তব্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস দিল্লি- এলাকায় রুটির বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু মূলত রুটিগুলো তাদের কাছেই নেয়া হয়েছে যারা এক ধরনের খাদ্যাভাসে অভ্যস্ত। যারা ভিন্ন খাদ্যে অভ্যস্ত তাদের ছাড়া একটি গোষ্ঠীকে জড়িত করার ইঙ্গিতবহ ছিল এটি। আমার ধারণা এই রুটির উৎস লক্ষ্ণৌ এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটি ছিল সতর্কতা সংকেত ও প্রস্তুতিমূলক কিছু, জনগণকে সম্ভাব্য বিপদের মুখে পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান।

প্রশ্ন : আপনি কি পারসিকদের অগ্রাভিযান সম্পর্কে কিছু শুনেছেন, যা দেশীয়দের মধ্যে বেশ আলোচিত হতো।

উত্তর : জি হ্যাঁ, বিষয়টি খুবই আলোচিত হতো এবং প্রায়ই তা হিন্দুস্থানের ওপর রাশিয়ার আক্রমনের বিষয়ের সাথে জড়িত থাকতো। এ সময়ে প্রতিটি দেশীয় সংবাদপত্রের কাবুলে সংবাদদাতা ছিল এবং উত্তর দিকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। প্রতিটি সংবাদপত্রের সেসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাপ্তাহিক কোটা প্রায় নির্ধারিত ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে সিদি, যিনি এভারেটকে সরকারি চাকুরি ছাড়তে বলেছিলেন, তিনি এখন কোথায়?

উত্তর : জি হ্যাঁ, তিনি আরব সরাই এ নিহত হয়েছেন।

প্রশ্ন : এ সময়ে দেশীয় সিপাহি অথবা দিল্লির জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজিত ক্ষোভের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য আদালতকে দিতে পারেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি জানি যে, বিদ্রোহ আরম্ভের পাঁচ বা ছয় সপ্তাহ আগে সিপাহিদের মধ্যে বেশ আলোচনা হতো যে উত্তর দিক থেকে এক লাখ সৈন্য আসছে এবং কোম্পানির সরকার ধ্বংস হয়ে যাবে। বাস্তবে রুশ আগ্রাসনের একটি ধারণা

www.pathagar.com

প্রায় সার্বজনীন ছিল।

প্রশ্ন : আপনার কি এমন বিষয় জানা আছে কি না যে বিদ্রোহের আগে দিল্লির বাদশাহ, তার আত্মীয় স্বজন অথবা তার সমর্থকদের সাথে কোম্পানির দেশীয় সেনাবাহিনীর সাথে ষড়যন্ত্রমূলক কোন যোগাযোগ ছিল?

উত্তর: না, এ ধরনের কোন যোগাযোগের ব্যাপারে আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে দিল্লির বাদশাহ্ পারস্যের বাদশাহ্'র কাছে কোন দূত অথবা চিঠি পাঠিয়েছিলেন কি না?

উত্তর: আমি শুনেছি যে তিনি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানি না।

স্যার থিওফিলাস মেটকাফিকে জেরা করার জন্য বন্দীকে আহ্বান করা হলে তিনি জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং নতুন সাক্ষী হাসান আসকারি পীরজাদাকে তলব করে তাকে শপথ উচ্চারণ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : বিদ্রোহের সময় কি আপনি দিল্লিতে ছিলেন, থেকে থাকলে তখন আপনার পেশা কি ছিল?

উত্তর: জি হ্যাঁ, আমি দিলি-তেই ছিলাম। আমি একজন ধর্মীয় নেতা এবং একবার বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিগণ তার জন্যে প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে তলব করেন। আমি কিছু দোয়া পাঠ করে তাকে ফুঁ দিই এবং বাদশাহ সেরে উঠেন। এরপর তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু এটি অসুবিধা মনে করে আমি তার কাছে নিবেদন করি যে ভবিষ্যতে আমাকে যাতে আর তলব না করা হয়। তখন বাদশাহ্ প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি গুরুতর অসুস্থ হলেই মাত্র আমাকে তলব করবেন।

প্রশ্ন : আপনি কি সিদি কাম্বার নামে বাদশাহ্'র কোন ভৃত্যকে চিনতেন?

উত্তর: আমি বাদশাহ্'র সশস্ত্র দেহরক্ষীদের মধ্যে বেশ ক'জন আবিসিনীয়কে চিনতাম, কিন্তু নাম জানতাম মাত্র দু'তিন জনের, তাদের মধ্যে সিদি কাম্বার ছিল না।

প্রশ্ন : এই আদালতে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যে আপনি সিদি কাম্বার নামে বাদশাহ্'র একজন ভৃত্যকে দিলি-র বাদশাহ্'র চিঠিসহ পারস্যের বাদশাহ্'র কাছে পাঠানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে আপনি কি জানেন?

উত্তর: এ ধরনের কোন কিছুই আমি জানি না।

প্রশ্ন : আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা রয়েছে, আপনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন, আপনি স্বর্গ থেকে কথা শ্রবণ করেন, এমনকি আপনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেন। স্বয়ং বন্দীও এর সত্যতার পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার কি বলার আছে?

www.pathagar.com

উত্তর : আমি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে বলছি যে আমি কখনো এ ধরনের কোন ভান করিনি।

প্রশ্ন : আপনি কি পাঠ করে বাদশাহকে ফুঁ দিতেন। আপনার কি ধারণা যে আপনার ফুঁ এর কোন নিরাময় শক্তি আছে?

উত্তর : আমাদের কিতাবে লিখা আছে যে যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্যে প্রার্থনা করে এবং অতঃপর তার ওপর ফুঁ দেয়, তাহলে এর কল্যাণকর ফলাফল থাকতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি কি বাদশাহকে বলেছিলেন যে আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, পশ্চিম দিক থেকে অথবা অন্য কোথাও থেকে হিন্দুস্থানের দিকে একটি ঝড় এসে ভূমিকে প্লাবিত করে তছনছ করে দিচ্ছে, যার অর্থ বাদশাহ'র উত্থান ও ইংরেজদের পতন?

উত্তর : আল্লাহ সাক্ষী, আমি কখনো এমন স্বপ্ন দেখিনি, কিংবা এমন স্বপ্নের কথা কখনো বলিনি। কিন্তু প্রাসাদের লোকজন প্রায়ই আমার কাছে এসে বলতো যে তারা বাদশাহকে স্বপ্নে দেখেছে। আমি তাদেরকে বলতাম যে এটা সম্পূর্ণ একটি ভ্রম এবং স্বপ্নে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

প্রশ্ন : আপনি কখন দিল্লি নগরী ছেড়ে যান এবং আপনাকে পুলিশ পাকড়াও করার পূর্ব পর্যন্ত আপনার আত্মগোপন করে থাকার কি কারণ ছিল?

উত্তর : যখন সাধারণভাবে সকলে উপলব্ধি করলো যে নগরীর ওপর হামলা অনিবার্য এবং নগরী পরিত্যাগ করা ছাড়া আর বাসিন্দাদের গত্যন্তর নাই এবং দলে দলে তারা নগরী ছেড়ে যেতে শুরু করলো, তখন আমিও নগরী থেকে বের হয়ে গেলাম। প্রথমে আমি শহর মির্জা-উদ-দীনে গিয়ে অবস্থান করতে থাকি, কিন্তু সেখান থেকেও আমাকে স্থান বদল করে কুতুবে যেতে হয় এবং সেখান থেকে আমি যাই গরহি হারসারুতে। সেখানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। লক্ষ্মৌতে উপনীত হওয়ার আগে আমি আরো কয়েকটি স্থানে গিয়েছি। সেখানে যাওয়ার পরই আমি জানতে পারি যে আমাকে গাঙ্গোহতে খোঁজা হয়েছে। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নেই সেখানে যাওয়ার এবং নিজে থেকেই যাই। সেখানে যাচ্ছি মর্মে খবর পেয়ে অশ্বারোহীরা এসে আমাকে ইবাদতরত অবস্থায় ইমাম সাহিবের মাজার থেকে পাকড়াও করে।

বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত চাপরাশি বখতাওয়ার সিংকে আদালত কক্ষে তলব করা হয় এবং তাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : বিগত ১১মে আপনি কি দিল্লিতে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি দিল্লিতে ছিলাম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সেদিন আপনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : আমি কিল্লার পরিখার মেরামত কাজের দেখাশুনা করছিলাম এবং ক্যাপ্টেন ডগলাসের পরিদর্শনের জন্য হিসাব বহি নিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে কলকাতা গেটের দিক থেকে ঘোড়ার পিঠে একজন সৈন্যকে দ্রুত আসতে দেখি। লোকটি কিল্লার গেটে উপনীত হওয়ার আগেই আমি লক্ষ্য করি যে ক্যাপ্টেন ডগলাস সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং একজন লোকটির সাথে কথা বলছেন। কিন্তু আমি গেটে পৌঁছার আগেই লোকটি দ্রুত সেখানে থেকে কেটে পড়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে। ক্যাপ্টেন ডগলাস আমাকে তার কক্ষে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন যে তিনি কিল্লার অভ্যন্তরে যাচ্ছেন এবং শিগগিরই ফিরে আসবেন। আমি গেটেই রয়ে গেলাম। মাখন, কিষণ সিং ও অন্যান্যেরা তার সঙ্গে গেল। ক্যাপ্টেন ডগলাস সেখান থেকে চলে যাওয়ামাত্র মি. ফ্রেজার তার ঘোড়ার গাড়িতে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ডগলাসের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে গলি পথ অতিক্রম করে খোলা জায়গায় উপস্থিত হলেন এবং আমাকে বললেন যে তিনি কলকাতা গেটের দিকে যাচ্ছেন এবং ক্যাপ্টেন ডগলাস ফিরে এলে আমি যেন তাকে কথাটা বলি। আমি তখন বাদশাহ'র প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলাম এবং দেখলাম যে ক্যাপ্টেন ডগলাস উত্তেজিত অবস্থায় ফিরে আসছেন। মি. ফ্রেজারের দেয়া খবর তাকে বললাম। ক্যাপ্টেন ডগলাস লাহোর গেটে গিয়ে প্রহরীদের দেশীয় কর্মকর্তাকে বললেন গেট বন্ধ করে দিতে এবং সাথে সাথে গেট বন্ধ করে দেয়া হলো। তিনি একই সাথে নির্দেশ দিলেন, যে সেতুটি কিল-ার সাথে যুক্ত সেখানে যাতে কোন ভিড় জড়ো হতে দেয়া না হয়। ঠিক এ সময়েই বাদশাহ'র একজন অফিসার, যিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন, তাকে দিল্লির প্রধান রাস্তা হয়ে কিল-ার দিকে আসতে দেখা গেল। গেট বন্ধ ছিল এবং ক্যাপ্টেন ডগলাসের ঘোড়ার গাড়িটি কিল্লার ভিতরে। অতএব, তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন দেশীয় অফিসারকে তার গাড়িটি দেয়ার জন্য বলতে যাতে তিনি তাতে উঠে কলকাতা গেটে যেতে পারেন। ক্যাপ্টেন ডগলাস গাড়িতে উঠার পর আমি পিছনের আসনে বসলাম। কলকাতা গেটে পৌঁছে আমরা মি. ফ্রেজার, মি. নিক্সন, হেড ক্লার্ক এবং আরো পাঁচ ছ'জন লোককে দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরই গেট বন্ধ করে দেয়া হলো। ক্যাপ্টেন ডগলাস ও মি. ফ্রেজার একসাথে গাড়িতে উঠলেন এবং ঘোড়ার পিঠে অন্যান্যের সাথে কিল্লার দিকে ফিরছিলেন। কিন্তু তারা বেশিদূর অগ্রসর হননি, তখনই দেখা দেল অ্যালেনবরো ট্যাংকের দিক থেকে চার পাঁচজন অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতবেগে আসছে। ঠিক এ সময় চারদিক থেকে চিৎকার শোনা গেল যে ঘোড় সওয়াররা এসে পড়েছে। ভদ্রলোকদের কাছে উপনীত হয়ে অশ্বারোহীদের একজন গুলি ছুড়লে হাচিনসনের হাতে গুলি লাগলো। অন্যেরাও গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু সেগুলো কারো গায়ে লাগলো না। এ পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন ডগলাস ও মি. ফ্রেজার গাড়ি থেকে নেমে বিদ্রোহী অশ্বারোহীদের পথ থেকে সরে গিয়ে লাহোর গেটের প্রহরী কক্ষে গিয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়ালেন। আরো দু'জন ভদ্রলোক তাদের সাথে যোগ দিলেন। প্রহরীদের কাছ থেকে ফ্রেজার একটি বন্দুক নিয়ে অশ্বারোহীদের একজনকে গুলি করলে অন্যেরা সতর্ক হয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে গেল। ইতোমধ্যে অসংখ্য লোক জড়ো হয়েছে। ক্যাপ্টেন ডগলাস এবং আরেক ভদ্রলোক পরিখায় লাফ দিয়েছেন যে পরিখার বরাবর তারা এসেছেন। ফ্রেজার ও অন্যান্যরা আসছিলেন প্রধান রাস্তা ধরে। কিন্তু সেখানে এ সময়ে এমন দ্বিধাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে কিভাবে তা হলো, আমিও বলতে পারি না। ক্যাপ্টেন ডগলাসের প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা, যা হয়েছে পরিখায় লাফ দিয়ে আহত হওয়ার কারণে। ফলে তাকে বয়ে নিয়ে কুল্লিয়াত খানায় বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। অল্পক্ষণের মধ্যে পাদ্রি জেনিংস এসে উপস্থিত হলেন এবং তার পরামর্শে ক্যাপ্টেন ডগলাসকে গেটের ওপরে কামরায় তার কক্ষে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। মি. জেনিংস ভৃত্যদের সরিয়ে দিয়ে বললেন ভিড় না করতে। এরপর আমরা বাদশাহ'র চিকিৎসক আহসান উল-াহ্ খানকে আনার জন্যে চাপরাসি আবদুল্লাহকে পাঠালে সে তাকে আনলো। আহসান উল্লাহ্ খান চলে যাওয়ামাত্র আমরা ভৃত্যরা, যারা সেখানে বসেছিলাম তারা বাদশাহ'র পাঁচজন মুসলিম ভৃত্যকে 'দীন, দীন' আওয়াজ তুলে গলি পথে আসতে দেখলাম। ঠিক এ সময়ে মি. ফ্রেজার সিঁড়ির গোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। লোকগুলো সাথে সাথে তার ওপর হামলা করে বসলো এবং তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করলো। গেটের উত্তর দিকে যখন এ ঘটনা ঘটছিল, তখন তরবারি, লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন ধরনের একদল লোক দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। উত্তর দিক দিয়ে যারা উঠতে সচেষ্ট ছিল তারাও দরজা ভেঙ্গে ওপরে উঠতে সক্ষম হলো। এ সময়ে প্রত্যেকে যার যার উপায়ে পালাতে ব্যস্ত, আমি অন্যান্যের মতো সেখান থেকে পালালাম। সেদিন থেকে আমি জাব্বু কা-কাটলা থেকে আর দিলি-তে কিল-ায় ফিরে আসিনি। আমার আরেকটি বিষয় বলা উচিত যে হামলার শুরুতে জনতার নেতৃত্বে ছিল ৩৮তম দেশীয় পদাতিক পল্টনের এক মুসলিম হাবিলদার, যিনি কিল্লার লাহোর গেটে প্রহরীদের একজন ছিলেন। এর বেশি আর কিছু আমি জানি না।

বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং সরকারি চাপরাসি কিষেণ সিংকে তলব করে তাকে শপথ পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : গত বছর ১১ মে আপনি কি দিলি-তে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি ক্যাপ্টেন ডগলাসের দেহরক্ষী হিসেবে দিল্লিতেই ছিলাম।

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন ডগলাস যখন বাদশাহ'র প্রাসাদের বারান্দা থেকে নিচে বিদ্রোহী অশ্বারোহী সৈন্যদের সাথে কথা বলার জন্যে গিয়েছিলেন তখন আপনি কি উপস্থিত ছিলেন এবং ক্যাপ্টেন ডগলাস কি বাদশাহ'র সাথে কথাবার্তা

www.pathagar.com

বলেছিলেন কি না?

উত্তর: জি হ্যাঁ, আমি উপস্থিত ছিলাম এবং ক্যাপ্টেন ডগলাস ও বাদশাহ'র মধ্যে খুব সামান্য কথাবার্তা হয়েছে। বাদশাহ্ তাকে বলেন নিচে বিদ্রোহীর মাঝে যেতে এবং ডগলাস যখন যাচ্ছিলেন তখন বন্দী তাকে অনুরোধ করেন যেহেতু গেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, সেজন্য তার নিজস্ব ভৃত্যদের যাতে কিল-য় প্রবেশ করতে বাধা দেয়া না হয়।

প্রশ্ন: একথা বলার সময় বাদশাহ'র কাছ থেকে ক্যাপ্টেন ডগলাসের দূরত্ব কতটুকু ছিল?

উত্তর: তিনি যাচ্ছিলেন, কথা বলার জন্যে থামেননি। দু'জনের মাঝে দূরত্ব হয়তো চার পদক্ষেপ হবে। বাদশাহ্ তার ইবাদতখানা থেকে বের হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাক্ষীকে বন্দী কর্তৃক জেরা

প্রশ্ন: ফেরার সময় ক্যাপ্টেন ডগলাস কি দিওয়ান-ই-খাসের নিকটবর্তী পথটি দিয়ে গিয়েছিলেন, না অন্য পথ দিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর: তিনি ইবাদতখানার পাশের রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন: বন্দী কি এমন মন্তব্য করেননি যে ইংরেজ সরকারের অধীনে তিনি অত্যন্ত ভালোভাবে আছেন?

উত্তর: না, সরকার সম্পর্কে কোন কথা তিনি বলেননি, তবে তার প্রতি ক্যাপ্টেন ডগলাসের ব্যক্তিগত মনোযোগের ব্যাপারে বলেছেন যে তার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সদয়।

প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন ডগলাস কি বন্দীকে অনুরোধ করেছিলেন তাকে নিচে গিয়ে বিদ্রোহীদের সাথে কথা বলতে দেয়ার জন্য এবং যদি তা না বলে থাকেন তাহলে বন্দী কি করে জানলেন যে তিনি নিচে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন?

উত্তর: আমি স্মরণ করতে পারি না। ঘটনাটি নয় মাস আগে ঘটেছিল। তবে ক্যাপ্টেন ডগলাস ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে নিচের গেটটি খুলে দেয়া হোক।

বিকেল চারটা বেজে যাওয়ার পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত আদালত মুলতবী করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতে একাদশ দিবস

মঙ্গলবার, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল

বেলা এগারটায় দিল্লির লালকিল্লার দিওয়ান-ই-খাসে পুনরায় আদালত বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি এবং ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়। সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস। জনস্বার্থে খবর লেখক চূনীকে তলব করা হয় এবং তিনি রীতিমাফিক শপথ উচ্চারণ করেন।

ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : গত ১১মে আপনি কি দিল্লিতে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি দিল্লিতে নিজ বাড়িতেই ছিলাম।

প্রশ্ন : সেদিন মিরাট থেকে সিপাহিদের আগমন কি আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, যদি করে থাকেন তাহলে এর সাথে জড়িত যা কিছু আপনি জানেন, তা বলুন?

উত্তর : না, আমি তাদের আসতে দেখিনি। কিন্তু যখন শুনতে পেলাম যে নগরীর গেটগুলো বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, তখন আমি দেখতে গেলাম যে আসলে কি ঘটছে। চাঁদনি চকের রাস্তায় এসে আমি দেখলাম যে নগরীর প্রধান দারোগা দোকানপাট বন্ধ করানোর কাজে ব্যস্ত। তার কাছেই শুনলাম যে স্যার থিওফিলাস মেটকাফিও একই কাজে নিয়োজিত। আমি জনতার সাথে কলকাতা গেটের দিকে গেলাম এবং সেখানে মি. ফ্রেজার ও অপর চার পাঁচজন ভদ্রলোককে দেখলাম। মি. ফ্রেজারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ঝাজ্জার বাহিনীর সৈনিক তার সাথে ছিল। তিনি অপর এক ভদ্রলোক ও প্রধান দারোগা শরীফুল হকের সাথে গেটের ওপরিভাগে গেলেন এবং এ সময়েই সবজি মন্ডির ছোট দারোগা হাজির হলেন। মি. ফ্রেজার ওপর থেকে নেমে এসে উপস্থিত সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন এবং ঝাজ্জার বাহিনীর সৈন্যদের লাইনে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন। একই সময়ে প্রহরীদের বললেন তাদের তরবারি বের করে দাঁড়াতে এবং নিজেও তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। এমনটি যখন হচ্ছিল, তখন দরিয়াগঞ্জের দিক থেকে কিল-া বরাবর রাস্তা ধরে সাতজন অশ্বারোহী ও উটের পিঠে দু'জন লোক আসছিল। পিস্তলের গুলির আওতার মধ্যে আসামাত্রই তারা গেটে উপস্থিত ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। এতে জনতা

www.pathagar.com

ছত্রভঙ্গ হয়ে দিকবিদিকে ছুটলো। আমিও সেখান থেকে বাড়ি গেলাম। কিন্তু স্থান ত্যাগ করার আগে আমি দেখতে পেয়েছি যে ঝাজ্জার বাহিনীর অশ্বারোহী-রা কোন প্রতিরোধ না করে মি. ফ্রেজারকে পরিত্যাগ করে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বাড়ি এসে আমি সন্ধ্যার আগে আর বের হইনি। সেজন্য সেদিন আর কি ঘটেছে তা আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনি যখন কলকাতা গেটে গেলেন তখন সেখানে কি মানুষের ভিড় জমেছিল?

উত্তর : সেখানে অন্ততঃ চার পাঁচশ লোক জড়ো হয়েছিল, আঙ্গুরবাগ নামে পরিচিত সেই ছোট্ট স্থানটিতে।

প্রশ্ন : তখন ঠিক ক'টা বাজে?

উত্তর : নয়টার কাছাকাছি হবে। তবে সময় সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

প্রশ্ন : সেখানে কি ঘটেছিল বলে আপনার ধারণা, এতোগুলো লোক কেন জড়ো হলো, সেদিকটায় তো খুব বেশি লোক যাতায়াতও করে না?

উত্তর : গেট বন্ধ করা ও সেখানে পাথর জড়ো করার ঘটনায় এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তাছাড়া গেট বন্ধ করার আগেই নদীতে গোসল করতে যাওয়া লোকদের ফিরে আসার তাগিদের কারণেও ভিড় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে আপনি একজন খবর লেখক, সে কারণে তো যা ঘটছিল সে সম্পর্কে আপনার ভালোভাবে অবহিত থাকার কথা। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ১১ তারিখে কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে লোকজনের দু'একদিন আগে থেকে কিছুই জানা ছিল না?

উত্তর : ১১ মে বিদ্রোহের আয়োজন করা হয়েছে আগে থেকে এমন কিছু আমি শুনিনি। কিন্তু নগরীর মাঝে বেশ ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছিল বেশ কিছু কারণে, প্রথমতঃ পারস্যের বাদশাহ'র পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া সংক্রান্ত একটি কাগজ, দ্বিতীয়তঃ আম্বালায় বাংলো ভস্মীভূত করা সম্পর্কিত খবর, তৃতীয়তঃ চর্বিযুক্ত গুলি ব্যবহারের ব্যাপারে সিপাহিদের মধ্যে বিরাজিত অসন্তোষ।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার নিজস্ব সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন, যদি তা হয়, তাহলে সেটির নাম কি?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি পত্রিকাটি সম্পাদনা করি, যার নাম 'দিলি- নিউজ', কিন্তু এটি নামে কিংবা অন্য কারণে পরিচিত নয়। এটি মূলতঃ বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা। আমি প্রতিদিন এটি লিখি এবং পা্ুলিপি সাথে নিয়ে ঘুরি এবং আমার গ্রাহকদের কাছে তা পাঠ করি।

প্রশ্ন : আপনার কাছে কি পত্রিকাটির কোন কপি এখন আছে?

উত্তর : আমি নিয়মিতভাবে পত্রিকাটির মূল কপি ফাইল করেছি, বিদ্রোহের আগে ও পরে। ১১ মে থেকে পত্রিকার সবগুলো কপি সংরক্ষণে আমি সফল হয়েছি, একটি প্রাচীরে সেগুলো সাটানো আছে। দিলি- পুনর্দখলের পর আমি নন্দকিশোরের সহযোগিতায় কোন ঘাটতি থেকে থাকলে তা পূরণ করেছি এবং

www.pathagar.com

পুরো জিনিসগুলো সাজিয়ে নিয়ে গেছি দিলি-র সামরিক গভর্নর কর্নেল বার্নের কাছে, যিনি সেগুলো তরজমা করেছেন।

প্রশ্ন : ১১ মে মি. ফ্রেজারের সাথে ক'জন ঝাজ্জার ঘোড় সওয়ার ছিল?

উত্তর : অফিসার ও দু'তিনজন প্রহরীসহ বিশজন এবং মি. ফ্রেজার যখন আক্রান্ত হন তখন পুরো দলটি তার সাথে ছিল।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে এইসব লোক, যদিও তখন নিয়মিত প্রস্তুতি নিয়েছিল, কিন্তু মাত্র পাঁচ ছ'জন অশ্বারোহী সৈন্যকে আসতে দেখে পালিয়ে যায়। এর দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে এই লোকগুলো আগে থেকেই জানতো?

উত্তর : আমার মতামত হচ্ছে যে এ ব্যাপারে তারা আগে থেকে কিছুই জানতো না। বিদ্রোহীরা যখন 'দীন, দীন' বলে ধ্বনি তুলতে আরম্ভ করেছিল তখন ওই মুহূর্তের উত্তেজনা ও ডামাডোলে ঝাজ্জারের লোকগুলো মি. ফ্রেজারকে ছেড়ে চলে যায়।

প্রশ্ন : আপনি কি ইতিপূর্বে বলেছিলেন যে তারা কোনকিছু বলে চিৎকার করেছিল। কি করে এমন হলো যে আপনি তা বেমালুম বিস্মৃত হলেন?

উত্তর : এ ঘটনাটি ঘটেছে আট মাস আগে। যেহেতু বহু ঘটনা একসাথে আমার মাঝে ভিড় করেছিল সেজন্যে আমি সেকথা বলেছি। আমি চলে আসার পর সৈন্যরা 'দীন, দীন' বলে চিৎকার করছিল এবং দু'পাশের জনতাকে আশ্বাস দিচ্ছিল যে তারা কোন দেশীয় লোকের ক্ষতি বা নিপীড়ন করবে না।

প্রশ্ন : ১১ মে'র আগে আপনি আপনার পত্রিকায় সাধারণত কি ধরনের খবর পরিবেশন করতেন। দেশীয় সেনাবাহিনী অথবা সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে মর্মে কি কোন খবর বা নিবন্ধ তাতে স্থান পেত?

উত্তর : আমার পত্রিকার বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ আগ্রহ সৃষ্টি করে এমন সকল বিষয় এবং মুদ্রিত সংবাদপত্র থেকেও আমি তথ্য গ্রহণ করতাম। আমার মনে আছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে গুলির প্রশ্ন এবং বিদ্রোহের চেতনাসমৃদ্ধ কিছু বিষয়ও স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার কি এমন কোনকিছু লিখার কথা মনে আছে যা পারসিকদের হিরাত পর্যন্ত অগ্রাভিযান সংক্রান্ত ছিল?

উত্তর : এ ধরনের কিছু লিখেছি বলে বিশেষভাবে মনে পড়ে না। কিন্তু সাধারণত পারস্যের সাথে সংশি-ষ্ট কিছু খবর অবশ্যই স্থান পেয়েছে, কারণ নগরীতে ফারসিতে মুদ্রিত পত্রিকা থেকে কিছু বিষয় আমি গ্রহণ করতাম।

প্রশ্ন : আপনি যেহেতু আপনার পাঠকদের কাছে খবরগুলো নিজেই পাঠ করে শোনাতেন, অতএব, পাঠকরা সাধারণতঃ কোন খবরগুলোতে আগ্রহে উত্তেজিত হয়ে উঠতো তা আপনি অবশ্যই ভালো জানবেন। সিপাহিদের মাঝে যে অসন্তোষ ছিল তার প্রতি কি পাঠকদের অধিক আগ্রহ ছিল?

উত্তর : এটা হিন্দুদের মাঝে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করেনি, তবে পারস্যের খবরের

www.pathagar.com

ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় আগ্রহ পরিলক্ষিত হতো এবং তারা উচ্ছ্বাসের সাথে আলোচনা করতেন যে পারসিকরা আসছে এবং তারা এটা করবে, ওটা করবে। সিপাহিদের মধ্যে সাধারণ অসন্তোষ সম্পর্কেও মনে হয়েছে মুসলমানরাই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে দেখা গেছে যে তারা ব্যাপারটি নিয়ে অতি উৎসাহী ও অতি উত্তেজিত।

প্রশ্ন : যখন বলাবলি চলছিল যে পারসিকরা আসছে, তখন কি রুশদের ব্যাপারেও আলোচনা হতো?

উত্তর : জি হ্যাঁ, উভয়কে নিয়েই আলোচনা হতো, তবে পারসিকদের ব্যাপারে আলোচনা হতো বেশি।

প্রশ্ন : দিল্লি থেকে কি কোন দেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো যার সাধারণ লক্ষ্যই ছিল বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপতা সৃষ্টি।

উত্তর : একটি পত্রিকা ওই ধরনের বৈশিষ্ট্যের ছিল। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, যেটি প্রকাশ করতেন জামাল-উদ-দীন এবং এটির নিবন্ধাদি ছিল সরকারের বিরোধিতামূলক। পত্রিকাটির নাম ছিল 'সাদিকুল আখবার' অর্থাৎ 'সত্য খবর'।

প্রশ্ন : পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা কি অনেক বেশি ছিল এবং এটি কি মুদ্রিত পত্রিকা ছিল?

উত্তর : এটির প্রচার সংখ্যা প্রায় ২০০ কপি ছিল দিল্লির ভিতরে ও বাইরে এবং এটি লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হতো।

প্রশ্ন : পত্রিকাটির প্রকাশনা কি সাপ্তাহিক হিসেবেই সীমাবদ্ধ ছিল অথবা কোন বিশেষ খবর পাওয়া গেলে অতিরিক্ত সংখ্যা হিসেবেও ছাপা হতো?

উত্তর : জি হ্যাঁ, কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য ফাঁস হলে এটির অতিরিক্ত সংখ্যা ছাপা হতো।

প্রশ্ন : কাদের মধ্যে অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পত্রিকাটির প্রধান প্রচার ছিল।

উত্তর : সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অর্থাৎ যারা পড়তে পারতো তাদের মধ্যে এটি বহুল প্রচারিত ছিল, কোন গোত্রভেদে পাঠকশ্রেণী ছিল না।

প্রশ্ন : দিল্লির মতো জনবহুল একটি নগরীতে প্রচার সংখ্যা দু'শ কপি খুবই সামান্য। দেশীয় লোকদের মাঝে কি এমন রীতি আছে যে বন্ধুমহল একত্রিত হতো পত্রিকা পাঠ শোনার জন্য এবং এক কপি পত্রিকা কি কয়েকটি পরিবারের চাহিদা পূরণ করতো?

উত্তর : জি হ্যাঁ, পত্রিকার গ্রাহকরা তাদের কপিটি তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করে থাকে, এটাই রীতি হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন : 'সাদিকুল আখবার'কে কি দিলি-র প্রধান পত্রিকা হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং অন্যগুলোর তুলনায় এটির প্রচার সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, এটিকে প্রধান পত্রিকা বলেই বিবেচনা করা হতো, এতে যে নিবন্ধগুলো ছাপা হতো সেগুলো ভালো মানের ছিল এবং কিছু কিছু নিবন্ধ ইংরেজি পত্রিকা থেকে নেয়া হতো, যেগুলোতে মুসলমানদের আগ্রহের বিষয় থাকতো। অন্য

www.pathagar.com

পত্রিকার সাথে এটির তুলনামূলক প্রচার সংখ্যা সম্পর্কে আমি বলতে পারি না। কিন্তু যতোগুলো পত্রিকা বিক্রি হতো তা নিঃসন্দেহে অন্যান্য দেশীয় পত্রিকার চাইতে বেশি ছিল।

প্রশ্ন : আপনি উল্লেখ করেছেন যে বৃটিশ সরকারের প্রতি এটি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতো, আপনি কি কোন বিশেষ নিবন্ধের কথা বলতে পারেন, যেখানে এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর : আমি কোন বিশেষ নিবন্ধের কথা স্মরণ করতে পারি না, যেটিতে অন্যগুলোর চেয়ে অধিক বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু পারস্য ও রাশিয়ার প্রসঙ্গ যে নিবন্ধগুলোতে স্থান পেয়েছে সেগুলোর সুর সবসময় বিরুদ্ধ ও তিক্ত ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি কোন অজ্ঞাতনামা দরখাস্তের কথা শুনেছেন যেটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং যার বিষয়বস্তু ছিল কাশ্মীর গেটের ওপর সম্ভাব্য হামলা এবং ইংরেজদের কাছ থেকে জায়গাটির দখল নিয়ে নেয়ার কথা।

উত্তর : না, এ ধরনের কোন খবর শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না।

প্রশ্ন : আপনি কি এমন কোন খবর শুনেছেন যে ২১মে অথবা অন্য কোন নির্ধারিত দিনে ভয়াবহ গোলযোগ হবে?

উত্তর : না, আমি কখনো এ ধরনের কোন খবর শুনিনি।

প্রশ্ন : গ্রাম থেকে গ্রামে রুটি বিতরণের মতো কোন ঘটনা কি আপনার মনে পড়ে?

উত্তর : জি হ্যাঁ, বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে এ ঘটনা শুনেছি।

প্রশ্ন : এ বিষয়টি কি দেশীয় সংবাদপত্রগুলোতে আলোচিত হয়েছে, যদি হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ কি বলে ধারণা করা হয়েছে?

উত্তর : জি হ্যাঁ, এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সম্ভাব্য গোলযোগ সম্পর্কেও আভাস দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আরো একটি বিষয় বুঝানো হয়েছে যে এর মাধ্যমে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে কোন গোপন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে, যা পরে প্রকাশ করা হবে।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে কোথা থেকে রুটি বিতরণ শুরু হয়েছিল এবং দেশীয় জনগোষ্ঠীর কি ধারণা যে কোথা থেকে এর সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে?

উত্তর : কোথা থেকে প্রথম রুটি বিতরণ শুরু হয় তা আমার জানা নেই, কিন্তু সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে এগুলো কর্নাল ও পানিপত থেকে শুরু হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে 'সাদিকুল আখবার' এর একটি কপি প্রাসাদের সদস্যদের জন্য পাঠানো হতো কি না?

উত্তর : জি হ্যাঁ, বেশ কয়েকটি কপি প্রাসাদে পাঠানো হতো, কিন্তু আমি জানি না যে সেগুলো কারা গ্রহণ করতো।

প্রশ্ন : বিদ্রোহ চলাকালে কি বন্দীর আদেশে দরবারের কার্যক্রমের বিবরণী সংরক্ষণ করা হতো?

উত্তর : জি হ্যাঁ! একটি বিবরণী সংরক্ষণ করা হতো এবং এটি কিল-ায় লিথোগ্রাফিক

www.pathagar.com

প্রেসে মুদ্রিত হতো। বিদ্রোহের আগে এতে প্রধানতঃ লালকিল-ার সাথে সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্যাদি থাকতো, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য বিষয়ও স্থান পেত। এটির নাম ছিল, 'সুরাজ-উল-আখবার' অর্থাৎ 'খবরের সূর্য'।

প্রশ্ন : কোন ইউরোপীয়ের হত্যাকাণ্ডের সময় কি আপনি লাল কিল্লায় উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : জি, আমি ছিলাম। ১১মে বিদ্রোহ ঘটনার প্রায় পাঁচ ছয়দিন পর আমি আমার বাড়িতে থাকতেই শুনতে পেলাম যে লালকিল্লায় ভয়াবহ এক গোলযোগ ঘটতে যাচ্ছে। আমি সেদিকে রওয়ানা হলাম এবং দিল্লি গেট দিয়ে কিল্লায় পৌছলাম, সেখানে বাদশাহ'র ব্যক্তিগত সশস্ত্র দেহরক্ষী এবং কিছু বিদ্রোহী সৈন্যকে দেখলাম ইউরোপীয়দের হত্যা করতে। তখন সকালে সাড়ে নয়টা অথবা দশটা। এ সময় বাদশাহ'র একজন অনুচর আমাকে বলে, "তুমি ইংরেজদের জন্য খবর সংগ্রহ করো, তুমি যদি তা করতে থাকো, তাহলে এদের যে দশা হয়েছে, একদিন তোমারও তাই হবে।" এই লোকটির নাম ভিকা, সে বন্দীর এক পুত্র মির্জা আবদুল্লাহ'র অধীনে কাজ করতো।

প্রশ্ন : ইউরোপীয়দের কোথা থেকে আনা হয়?

উত্তর : আমি তা জানি না, কিন্তু আমি শুনেছি যে তাদেরকে বাদশাহ'র রন্ধনশালা থেকে আনা হয়েছিল।

প্রশ্ন : এই রন্ধনশালাটি কি বাদশাহ'র প্রাসাদের কোন অংশে অথবা আঙ্গিনায়?

উত্তর : বাদশাহ'র প্রাসাদ কিল-ার একটি প্রান্তে এবং রন্ধনশালা তার বিপরীত দিকে অবস্থিত, যেখানে ইউরোপীয়দের বন্দী করে রাখা হয়েছিল, রন্ধনশালার পরেই আঙ্গিনা, যেখানে দিওয়ান-ই-আম ও দিওয়ান-ই-খাস অবস্থিত। বাদশাহ'র প্রাসাদ থেকে রন্ধনশালার দূরত্ব দুশ' থেকে দুশ' পঞ্চাশ গজ হবে।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় মহিলা ও শিশুদের যেখানে রাখা হয়েছিল সেটি সাধারণতঃ কোন পদমর্যাদার লোকের জন্য নির্ধারিত ছিল।

উত্তর : ভবনটি মুসলিম আইন বিষয়ক বাদশাহ'র এক শিক্ষকের দফতর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

প্রশ্ন : আপনি কি বলতে চান যে এ ধরনের ভবন যেখানে নারী ও শিশুদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল তা পদাধিকারী বা গুরুত্বপূর্ণ লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো?

উত্তর : না, অবশ্যই তা ছিল না।

প্রশ্ন : তাহলে কাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো?

উত্তর : ভবনটি আংশিকভাবে ব্যবহৃত হতো লাকড়ি রাখার স্থান হিসেবে এবং ইতিপূর্বে বাদশাহ দুর্ধর্ষ আসামীদের সেখানে বন্দী হিসেবে রাখতেন।

প্রশ্ন : সেখানে কি কোনভাবে নারী ও শিশুদের প্রহরা দিয়ে রাখার উপায় ছিল, অথবা জায়গাটি খোলা ছিল যেখানে যে কেউ ইচ্ছা মতো প্রবেশ করতে পারতো।

উত্তর : না, ভবনটি সম্পূর্ণ খোলা ছিল, কোন ধরনের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া।

প্রশ্ন : সাধারণ সম্মানিত কোন লোককে সেখানে রাখা হলে তার জন্য কি তা

www.pathagar.com

অমর্যাদাকর হবে না?

উত্তর : জি হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে অমর্যাদাকর বিবেচিত হবে। কাউকে সেখানে রাখা হলে তিনি নিজের জন্য অপমানজনক বলে মনে করবেন।

প্রশ্ন : লাল কিল্লায় কি এটিই একমাত্র খালি স্থান ছিল যেখানে নারী ও শিশুদের বন্দী হিসেবে রাখা হয়েছিল।

উত্তর : কিল্লায় তাদেরকে আরাম আয়েশে রাখার মতো জায়গার কোন স্বল্পতা ছিল না।

প্রশ্ন : কার আদেশে এসব ইউরোপীয়কে হত্যা করা হয়?

উত্তর : বাদশাহ'র আদেশে হত্যাকা সংঘটিত হয়, তিনি ছাড়া আর কে এমন আদেশ দিতে পারেন।

প্রশ্ন : আপনি কি বাদশাহ'র কোন পুত্রকে এই হত্যাকা প্রত্যক্ষ করতে দেখেছেন?

উত্তর : ঘটনাস্থলে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। আমি তাদের কাউকে দেখিনি। অবশ্য আমি মির্জা মোগলের বাসভবনের ছাদে কিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি এবং শুনেছি যে তিনি তখন জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন : হত্যা করার আগে কি ইউরোপীয়দের রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল?

উত্তর : আমি তা লক্ষ্য করিনি।

প্রশ্ন : হত্যাকাণ্ড শুরু করার আগে কি তাদেরকে এক সারিতে বসিয়ে রাখা হয়েছিল?

উত্তর : আমি ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি যেতে পারিনি, ফলে আমি একটু দূরে ছিলাম। ভিড়ের মধ্যে সবকিছু দেখতে পারিনি আমি। কিন্তু হত্যাকা শেষ হওয়ার পর এবং ভিড় কমে গেলে যখন বাদশাহ'র কাছ থেকে মৃতদেহগুলো অপসারণ করার নির্দেশ আসে এবং মৃতদেহ যখন গরুর গাড়িতে তোলা হচ্ছিল, তখন আমি এ কাজে নিয়োজিত মেথরদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে বায়ান্ন জন লোককে হত্যা করা হয়েছে। মৃতদেহগুলো মাটির ওপর বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে ছিল।

প্রশ্ন : মোট সংখ্যার মধ্যে পুরুষ মৃতদেহ ক'টি ছিল?

উত্তর : মাত্র পাঁচ জন। অবশিষ্ট মৃতদেহ নারী ও শিশুর।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে শেষ পর্যন্ত মৃতদেহগুলো কি করা হয়?

উত্তর : জি, মৃতদেহগুলো দুটি গরুর গাড়িতে তুলে সলিমগড়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় বন্দীর আদেশ অনুসারে সেগুলো নদীতে নিক্ষেপ করার জন্য।

প্রশ্ন : হত্যাকা যখন শেষ হয় তখন আনন্দের প্রকাশ হিসেবে কি তোপধ্বনি করা হয়েছিল?

উত্তর : আমি কোন তোপধ্বনি শুনিনি এবং কারো কাছে এমন শুনিনি যে কোন তোপধ্বনি করা হয়েছে।

বিকেল চারটায় আদালত পরদিন বেলা এগারটা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতে
দ্বাদশ দিন

বুধবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল

বেলা এগারটায় দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে পুনরায় আদালত বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়। তার সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস। গতকালের সাক্ষী, খবর লেখক চুনীকে পুনরায় তলব করে তার শপথ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা করতে শুরু করেন :

প্রশ্ন : দিলি- নগরীর অন্য কোথাও সংঘটিত অন্যান্য লোকের হত্যাকা সম্পর্কে কি আপনি আদালতকে কোন তথ্য দিতে পারেন?

উত্তর : ইতোমধ্যে আমি আদালতকে যে হত্যাকা সম্পর্কে বলেছি, এর বাইরে আর কোন হত্যাকা আমি প্রত্যক্ষ করিনি। কিন্তু আমি শুনেছি যে কিছুসংখ্যক ইউরোপীয়, প্রায় জনা পঁচিশেক হবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের গুলিতে কুলিয়েছে কিষণগড়ের রাজার বাসভবন থেকে তারা নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করেছে। তাদের গুলি ফুরিয়ে গেলে ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষ থেকে তাদের বের করে আনা হয় এবং কিছু বিদ্রোহী সৈন্যের সাথে মিলে মুসলিম বাসিন্দারা তাদেরকে হত্যা করে।

প্রশ্ন : দিল্লিতে কি বাদশাহ'র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ঘোষণা করা হয়েছিল, হয়ে থাকলে তা কখন?

উত্তর : ১২ মে দামামা বাজিয়ে দোকানপাট পুনরায় খোলার জন্য বাদশাহ আদেশ জারি করা হয় এবং এর দু'দিন পর বাদশাহ একটি হাতির পিঠে উঠে এক রেজিমেন্ট পদাতিক, কিছুসংখ্যক কামান, তার নিজস্ব সশস্ত্র প্রহরী ও বাদক দল সমভিব্যহারে শোভাযাত্রা নিয়ে বের হন। দোকানপাট পুনরায় চালু করার উদ্দেশ্যে ছিল তার এই শোভাযাত্রা। তিনি প্রধান সড়ক পর্যন্ত যান, যেখানে ভবনগুলো নির্মিত হয়েছে এবং উভয় পাশে অর্ধচন্দ্রের মতো আকৃতি লাভ করেছে। যে জাঁকজমকের সাথে তিনি বের হয়েছিলেন, অনুরূপ জাঁকজমকের

www.pathagar.com

সাথেই তিনি ফিরে আসেন। লাল কিল্লা বাদশাহ'র থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ২১ বার তোপধ্বনি করা হয় এবং তিনি ফিরে আসা উপলক্ষেও অনুরূপ তোপধ্বনি করা হয়।

বন্দী কর্তৃক সাক্ষীকে জেরা :

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো এমন কথা শুনেছেন যে মিরাট থেকে বিদ্রোহী সৈন্যরা বাদশাহ'র পরামর্শে এসেছে অথবা নিজেদের ইচ্ছায় এসেছে?

উত্তর : এই দু'টি ক্ষেত্রেই আমার কোন কিছু জানা নেই।

প্রশ্ন : গতকাল আপনি আপনার সাক্ষ্যে বলেছেন, যে ভবনে নারী ও শিশুদের আটক করে রাখা হয়েছিল সেটি মুসলিম আইন বিষয়ক বাদশাহ'র শিক্ষক ব্যবহার করতেন, কিন্তু পরে আবার উল্লেখ করেছেন যে কোন সম্মানিত দেশীয় ব্যক্তিকে সেখানে রাখা হলে তা নিঃসন্দেহে তার জন্য অবমাননাকর ও অমর্যাদাকর বলে বিবেচিত হবে। এই দু'টি বক্তব্যের মধ্যে মিল কোথায়?

উত্তর : উচ্চ, নীচ সব ধরনের লোকই সেখানে যেত, যেহেতু সেটি একটি দফতর ছিল এবং তা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে এটি কোন সম্মানিত লোকদের আটকে রাখার স্থান হিসেবে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে না। এটি মুসলিম আইন শিক্ষকের বাসস্থান ছিল না, বরং এটি ছিল শুধুমাত্র তার দাপ্তরিক কর্তব্য সম্পাদনের স্থান।

সাক্ষীকে এই পর্যায়ে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং চুনী লাল নামে এক ফেরিওয়ালাকে আদালত কক্ষে তলব করে রীতি অনুযায়ী তাকে হলফনামা পাঠ করানো হয়।
ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : আপনি কি বিগত ১১ ও ১২ মে দিলি-তে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, ওই দু'দিন আমি দিলি-তে ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি কি ওই দু'টি তারিখেই দামামা বাজিয়ে বাদশাহ'র কর্তৃত্ব ঘোষণা শুনেছেন?

উত্তর : ১১ মে প্রায় মধ্যরাতে লাল কিল্লায় প্রায় বিশটি তোপধ্বনি করা হয়। আমার বাড়ি থেকে আমি সে আওয়াজ শুনতে পাই এবং পরদিন দুপুরের দিকে দামামা বাজিয়ে ঘোষণা করা হয় যে দেশ আবার বাদশাহ'র অধীনে ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন : আপনি কি প্রত্যক্ষ করেছেন যে বাদশাহ রাজকীয় হাতির পিঠে উঠে শোভাযাত্রা নিয়ে বের হয়েছেন?

উত্তর : শোভাযাত্রাটি কিল্লা থেকে বের করা হয় বিদ্রোহের কয়েক দিবস পর। আমি বাদশাহ'র শোভাযাত্রা দেখিনি। কিন্তু একবার প্রধান সেনাপতি হিসেবে মির্জা মোগলের রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখেছি।

www.pathagar.com

বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। গুলাব নামে একজন দূতকে আদালতে সাক্ষী দিতে তলব করা হয়। সাক্ষী হলফনামা উচ্চারণের পর ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : বিগত মে মাসে যখন কিল-্য় ইউরোপীয় মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা হয় সে সময় কি আপনি দিল্লিতে ছিলেন, যদি থেকে থাকেন, তাহলে আপনি কি ঘটনাটি দেখেছেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি দিল্লিতে ছিলাম এবং তাদেরকে হত্যা করতে দেখেছি।

প্রশ্ন : আপনি কখন প্রথম শুনতে পান যে তাদেরকে হত্যা করা হবে?

উত্তর : ঘটনার দু'দিন আগে আমি এ সম্পর্কে শুনতে পাই। বলা হয় যে দু'দিনের মধ্যে ইউরোপীয়দের হত্যা করা হবে, কিন্তু আমার সঠিক মনে নেই যে সেদিন কি বার ছিল। হত্যা করার নির্ধারিত দিনটি উপস্থিত হলে সকাল ১০টার দিকে দলে দলে লোকজন কিল্লার দিকে যেতে থাকে। তাদের সাথে আমিও কিল-্য় প্রবেশ করি। প্রথম আঙ্গিনায় পৌঁছার পর আমি বন্দীদের এক সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাই এবং তারা চারদিক থেকে বাদশাহ'র সশস্ত্র অনুচর অথবা আপনি বলতে পারেন যে তার দেহরক্ষী ও কিছু বিদ্রোহী পদাতিক সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। আমি কোন সংকেত দিয়ে আদেশ দিতে দেখিনি, কিন্তু হঠাৎ করেই উল্লেখিত লোকগুলো তরবারি বের করে এবং তারা যুগপৎ বন্দীদের ওপর হামলা করে বসে এবং তাদের প্রত্যেককে হত্যা না করা পর্যন্ত তরবারি চালাতে থাকে। হত্যার কাজে কমপক্ষে ১০০ থেকে ১৫০ জন লোক নিয়োজিত ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি তাদেরকে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, অথবা আপনি কি কখনো শুনেছেন যে বাদশাহ'র কাছে তাদের রক্ষার জন্যে কেউ অনুরোধ জানিয়েছিলে?

উত্তর : না, কেউ তাদের রক্ষার চেষ্টা করেনি, কিংবা বাদশাহ'র কাছে তাদের ব্যাপারে কেউ মধ্যস্থ করেছিল এমন কথাও আমি কখনো শুনিনি।

প্রশ্ন : আপনি উল্লেখ করেছেন যে এইসব মহিলা ও শিশুদের হত্যার সময় দু'দিন আগে নির্ধারিত হয়েছিল, কার আদেশে হত্যা করা হবে তা কি বলা হয়েছিল?

উত্তর : এ ব্যাপারে কার পক্ষ থেকে আদেশ জারি করা হয়েছিল আমি তা শুনিনি, কিন্তু আদেশ ছাড়া এটা ঘটতেই পারে না।

প্রশ্ন : এটা কি সাধারণভাবে বুঝা গিয়েছিল যে বাদশাহ এইসব মহিলাদের হত্যার বিষয়টি অনুমোদন করেছেন?

উত্তর : তখন সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তবে এ ব্যাপারে লোকজন বলাবলি করার সময় উল্লেখ করেছে, "আগামী পরশুদিন বন্দীদের হত্যা করা হবে।"

প্রশ্ন : বাদশাহ ছাড়া তাদের হত্যার মতো আদেশ দেয়ার জন্য দিল্লিতে কি আর কোন শক্তিশালী কর্তৃত্ব ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : আদেশ দেয়ার জন্য মাত্র দু'টি উৎস ছিল, স্বয়ং বাদশাহ্ এবং তার পুত্র মির্জা মোগল। আমি জানি না যে তাদের মধ্যে কে আদেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন : এ ঘটনায় কতোজন ইউরোপীয়কে হত্যা করা হয়েছে বলে আপনার ধারণা, হত্যার আগে তাদের কি বিচার হয়েছিল?

উত্তর : আমি কোন অনুমান করতে পারি না। তারা একটি সারিতে একত্রে দাঁড়িয়েছিল তাদের হত্যাকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায়। কিন্তু বন্দীদের অধিকাংশই ছিল শিশু। তাদেরকে কোনভাবে বাঁধা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি কি বলতে পারেন যে মৃতদেহগুলোকে কি করা হয়েছে?

উত্তর : না, হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরই সৈন্যরা জনতাকে কিল্লা থেকে বের করে দেয়। ফলে মৃতদেহগুলো কি করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি কিছু শুনিনি।

প্রশ্ন : আপনি কি ব্যাংকে লোকজন হত্যা করতে দেখেছেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি বেরেসফোর্ড ও তার পরিবারকে হত্যা করতে প্রত্যক্ষ করেছি। বিদ্রোহী সিপাহি ও উচ্ছৃংখল জনতা কর্তৃক যখন ব্যাংক আক্রান্ত হয়, তখন বেরেসফোর্ড ও তার পরিবার অফিস কক্ষগুলোর বাইরে গোপন এক কক্ষে আশ্রয় নেন এবং তাদের পাওয়া যায় ভবনের ছাদে। বেরেসফোর্ডের হাতে ছিল একটি তরবারি আর তার স্ত্রীর হাতে একটি বর্শা। বিদ্রোহীরা সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাদের মোকাবেলা করতে সাহসী না হলে জনতার মধ্য থেকে দু'জন পরামর্শ দেয় বাড়ির পিছনের অংশে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠার জন্য। মিসেস বেরেসফোর্ড ছাদে উঠার চেষ্টারত একজনকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে তারা নিহত হন। আমি জানি না যে ব্যাংকে ঠিক ক'জন লোক নিহত হয়েছিল, কিন্তু বেশ ক'জন হবে। এ ঘটনা ঘটেছিল বিদ্রোহের দিন বেলা প্রায় বারোটায়।

প্রশ্ন : কোন মহিলাকে কি ওখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল, অথবা তাদের সকলকে সেখানেই হত্যা করা হয়েছিল?

উত্তর : তাদেরকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়, কাউকেই বন্দী করা হয়নি।

প্রশ্ন : ব্যাংকে ঘাতকদের মধ্যে কি বাদশাহ'র কোন সশস্ত্র দেহরক্ষী ছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের পরপরই কি বাদশাহ্ কি নিজেকে সার্বভৌম শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, বিদ্রোহের দিনই দামামা বাজিয়ে এ ঘোষণা জারি করা হয়, বিকেল তিনটার দিকে, অর্থাৎ এখন থেকে বাদশাহ'র সরকার কার্যকর হবে।

সাক্ষীকে পাল্টা জেরা করতে বন্দী অস্বীকৃতি জানান।

www.pathagar.com

আদালত কর্তৃক জেরা :

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে বন্দীদের কেন এতোদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছিল এবং হত্যার একটি দিন নির্ধারণ করার পিছনে কি কোন কারণ ছিল?

উত্তর : জি না, এই দু'টি ব্যাপারেই আমার কোন কিছু জানা নেই।

সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়। হাকিম আহসান উল্লা খানকে আদালতে তলব করে তার আগের হলফনামা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : বিদ্রোহ চলাকালে বাদশাহ'র আদেশে কি দরবারের দিনপঞ্জি সংরক্ষণ করা হতো?

উত্তর : দরবারের দৈনন্দিন কার্যকলাপের বিবরণী সংরক্ষণ বিদ্রোহের বহু আগে থেকেই চলে আসছিল।

প্রশ্ন : এই কাগজটি দেখে বলুন তো হাতের লিখাটি আপনি চিনতে পারেন কি না?

উত্তর : জি হ্যাঁ, যে লোকটি দরবারের দিনপঞ্জি সংরক্ষণ করতেন, এটি তারই লিখা এবং এই পৃষ্ঠাটিও দিনপঞ্জির অংশ।

১৮৫৭ সালের ১৬ মে দরবারের বিবরণীর একটি অংশের তরজমা :

"দিওয়ান-ই-খাসে বাদশাহ তার দরবার অনুষ্ঠান করেন। ইংরেজ বন্দীর সংখ্যা উনপঞ্চাশ জন। সেনাবাহিনী দাবী করছে যে তাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে তুলে দেয়া উচিত। বাদশাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "সেনাবাহিনীর যেমন ইচ্ছা তারা তা করতে পারে। ফলে বন্দীদের তরবারির শিকারে পরিণত করা হয়। দরবারে উপস্থিতি ছিল বিপুল এবং সকল প্রধানগণ, ওমরাহ, কর্মকর্তা ও লেখকরা দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং বাদশাহ'র প্রতি তাদের সম্মান জানান।"

প্রশ্ন : ১১ মে আপনি কি দিল্লিতে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি ছিলাম।

প্রশ্ন : সেদিন আপনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : ১৬ রমজান মোতাবেক ১১ মে সকাল সাতটার দিকে ৩৮তম দেশীয় পদাতিক পল্টনের একজন হিন্দু সিপাহি কিল্লার দিওয়ান-ই-খাসের দরজায় এসে উপস্থিত হয় এবং দ্বার রক্ষীদের বলে যে মিরাটে দেশীয় সৈন্যরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং দিলি-তে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সে এবং অন্যেরা আর কোম্পানির চাকুরিতে নেই এবং তারা সকলে এখন নিজেদের বিশ্বাসের জন্যে লড়বে। আমার বাসস্থান কিল-ার ভিতরে এবং দিওয়ান-ই-আমের নিকটে। আমি মুসলিম দ্বার রক্ষীদের একজনের কাছ থেকে সাথে সাথে খবরটি পাই। এ খবর পাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বাদশাহ আমাকে তলব করলে আমি অবিলম্বে তার খেদমতে হাজির হই এবং তিনি আমাকে বলেন, "দেখ,

www.pathagar.com

অশ্বারোহীরা 'জের ঝরোখা'র দিকে আসছে (জের ঝরোখা'র অর্থ ঝাঁঝরি কাটা জানালার নিচে)। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম থেকে কোম্পানির নিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর পনের থেকে বিশজন সৈন্য কিল্লা থেকে ১৫০ গজ দূরে উপস্থিত হয়েছে। তাদের প্রায় সকলেই ইউনিফর্ম পরা ছিল। শুধু কয়েকজনের পরনে হিন্দুস্থানী পোশাক। আমি বাদশাহকে বললাম জের ঝরোখার কাছাকাছি প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়ার জন্য এবং দরজা বন্ধ করার প্রায় সাথে সাথে পাঁচ ছ'জন অশ্বারোহী বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হলো। সে জায়গাটি সামান বুরুজের সরাসরি নিচে, যেখানে বাদশাহ'র নিজস্ব কামরা এবং তার পরই রাণীদের আবাস ও জেনানা মহল। সেখানে পৌঁছে অশ্বারোহী-রা চিৎকার করে বলছিল, "দোহাই বাদশাহ', আমাদের বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করতে আমরা আপনার সাহায্যের আশায় এসেছি।" একথা শুনে বাদশাহ কোন সাড়া দিলেন না, এমনকি নিচের লোকগুলোর দৃষ্টিপথেও উপস্থিত হলেন না, কিন্তু সেখানে উপস্থিত গোলাম আব্বাস ও শামসির-উদ-দৌলতকে বললেন কিল-ার প্রহরী প্রধান ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাছে গিয়ে তাকে অশ্বারোহীদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানাতে এবং এক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করতে। বাদশাহ এরপর তার একান্ত কামরায় চলে গেলেন এবং আমি ফিরে এলাম দিওয়ান-ই-খাসে। একটু পরেই ক্যাপ্টেন ডগলাসকে সাথে নিয়ে ফিরলেন গোলাম আব্বাস। ক্যাপ্টেন ডগলাস জের ঝরোখার ঠিক ওপরে বারান্দায় গেলেন, যেখানে তখনো অশ্বারোহীরা অপেক্ষা করছিল। তিনি অশ্বারোহীদের বললেন, "তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এটি বাদশাহ'র প্রাসাদ, এখানে তোমাদের উপস্থিতি বাদশাহ'র জন্য বিরক্তির কারণ।" একথা শোনার পর অশ্বারোহীরা রাজঘাট গেটের দিকে চলে গেল, কিল-ার দক্ষিণ দিক থেকে এদিক দিয়ে নগরীতে প্রবেশের পথ। ক্যাপ্টেন ডগলাস এসেছেন জানতে পেরে বাদশাহ বের হয়ে এসে তার একান্ত কামরা ও দিওয়ান-ই-খাসের মধ্যবর্তী স্থানে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ডগলাস বাদশাহকে বললেন, "আপনি কোন চিন্তা করবেন না, এক্ষুণি শোরগোল বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি। লোকগুলোকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা নিচ্ছি।" দৃশ্যত তিনি একাজের জন্যেই যাচ্ছিলেন এবং অনুরোধ জানালেন সামান বুরুজের নিচের ফটক খুলে দেয়ার জন্য। যাতে তিনি নিচে গিয়ে অশ্বারোহীদের সাথে কথা বলতে পারেন। বাদশাহ তাকে বললেন, "আপনার কাছে পিস্তল, বন্দুক বা অন্য কোন অস্ত্র নেই, এই লোকগুলোর কাছে যাওয়া আপনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে।" ক্যাপ্টেন ডগলাস অতঃপর তার নিজের কামরায় চলে গেলেন। এর অল্পক্ষণ পরই ক্যাপ্টেন ডগলাসের ভৃত্য জমাদার প্রাণ এসে জানালো যে ক্যাপ্টেন ডগলাস চেয়েছেন যে আমি ও গোলাম আব্বাস যাতে তার সাথে যাই। অতএব, আমরা ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাছে গেলাম এবং তিনি আমাদের বললেন, "আমার পা মচকে গেছে।" তার সাথে সেখানে আরেক ভদ্রলোক

www.pathagar.com

ছিলেন, যাকে আমি চিনি না, তিনি একটি বিছানায় শুয়েছিলেন এবং তার ডান হাতে একটি ক্ষত ছিল। ক্যাপ্টেন ডগলাস বললেন, "বেহারাসহ অবিলম্বে দু'টি পালকি পাঠানোর ব্যবস্থা করুন, যাতে এখানে যে ইংরেজ মহিলারা আছেন তাদেরকে রাণীর কাছে নিয়ে তার নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা যায়।" ঠিক এ সময়ে কমিশনার মি. সাইমন ফ্রেজার কক্ষে এসে বললেন, "বাদশাহ'র কাছ থেকে গোলাসহ দু'টি কামান আনিয়ে আমাদের কামরার নিচে বসানোর ব্যবস্থা নিন।" একথা বলার পর ফ্রেজার ক্যাপ্টেন ডগলাসের কামরা থেকে বের হয়ে এলেন গোলাম আব্বাস ও আমার সাথে। আমি ও গোলাম আব্বাস সোজা বাদশাহ'র কাছে গেলাম উপরোক্ত বার্তা দিতে এবং ফ্রেজার গেটের মুখে রয়ে গেলেন। আমরা বাদশাহ'র অনুমতি নিয়ে ইংরেজ মহিলাদের আনার জন্য দু'টি পালকি পাঠিয়ে দিলাম এবং কামান সংক্রান্ত নির্দেশনা দিলাম। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরই খবর পেলাম যে লাহোর গেট দিয়ে অশ্বারোহীরা কিল-ায় প্রবেশ করেছে, মি. ফ্রেজার যেখানে কামান স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এর ঠিক ওপরেই ক্যাপ্টেন ডগলাসের আবাস। আমাদেরকে আরো বলা হলো যে অশ্বারোহীরা মি. ফ্রেজারকে হত্যা করেছে এবং ওপরে উঠেছে ক্যাপ্টেন ডগলাসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। পালকির বেহারাদের ফিরে আসায় বিষয়টি যে নিশ্চিত তা বুঝা গেল। তারা বললো যে মি. ফ্রেজারকে হত্যা করার ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করেছে, মৃতদেহ গেটের মুখে পড়ে আছে এবং অশ্বারোহীরা ওপরের তলায় উঠেছে সেখানে যারা আছে তাদেরকে হত্যা করতে। এ খবর পাওয়ার পর সকল গেট বন্ধ করে দেয়ার জন্য বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তাকে বলা হলো যে ৩৮তম দেশীয় পদাতিক পল্টনের সৈন্যরা কিল-ার প্রহরার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং তারা গেট বন্ধ করতে দেবে না। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর প্রায় পঞ্চাশজন অশ্বারোহী দিওয়ান-ই-খাসের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে গোড়াগুলোকে বাগানে ছেড়ে দিল। পদাতিক সৈন্যরা, আমি নিশ্চিত নই যে তারা কোন রেজিমেন্টের, তবে আমার ধারণা তারা দিলি-র তিনটি রেজিমেন্টের সদস্য, তারা কিল্লার বেষ্টনীর মধ্যে উপস্থিত হয়েছে এবং কিল-ার বিভিন্ন ভবনে তাদের বিছানা মেলে স্থান করে নিয়েছে। বেলা দু'টা পর্যন্ত মিরাট থেকে পদাতিকরা দিল্লিতে এসে পৌছায়নি। অবশ্য তারা একত্রে দলবদ্ধ হয়ে দিলি-তে আসেনি, খণ্ড খণ্ড ভাবে পৌছে দিল্লির রেজিমেন্টগুলোর সাথে যোগ দেয় এবং কিল্লার সর্বত্র তাদের বিছানা ছড়িয়ে দেয়। সেদিন নিয়মিত দরবারের দিন ছিল না, কিন্তু বাদশাহ তিন থেকে চারবার দিওয়ান-ই-খাসে আসেন, যেখানে বিদ্রোহীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সারাদিন ধরে কিল্লায় বিদ্রোহীদের আগমন অব্যাহত ছিল এবং রাতেও তারা আসে। ৫৪তম রেজিমেন্ট আসে সন্ধ্যার পর এবং সাথে সাথে সলিমগড় দুর্গের দখল নিতে চলে যায়, যেখানে পরদিন তারা কামান মোতায়েন করে। যেগুলো তারা অস্ত্রখানা থেকে এনেছিল মিরাট থেকে ইউরোপীয় সৈন্যদের অগ্রাভিযান

www.pathagar.com

ঠেকানোর উদ্দেশ্যে। পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত, বিশেষ করে রাতে সতর্কতা সংকেত দেয়া হচ্ছিল যে ইউরোপীয়রা আসছে। বিউগল বেজে উঠার সাথে সাথে বিদ্রোহীরা অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে যেত। ১২ মে মির্জা মোগলসহ বাদশাহ'র তিন পুত্র ও নাতি মির্জা আবু বকর সেনাবাহিনীর মূল নেতৃত্বের জন্য আবেদন করলো। আমি বাদশাহ'র কাছে নিবেদন করলাম যে এ ধরনের উচ্চ পদের জন্য তারা যথেষ্ট বয়স ও অভিজ্ঞতার অধিকারী নয়, কিংবা সেনাবাহিনীর কোন কর্তব্য সম্পর্কে কোন ধারণা তাদের নেই। ফলে তারা অসন্তোষের কারণ সৃষ্টি করবে। পরদিন তারা সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারকে পেল তাদের অনুরোধ জোরদার করার জন্য এবং দু'দিন পর তারা কাংখিত পদে মনোনয়ন ও সম্মানসূচক খিলাত লাভ করলো।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে পালকির জন্যে ফরমায়েশ দেয়ার পর বাদশাহ্ ক্যাপ্টেন ডগলাসের আবাসে অবস্থানরত দু'জন মহিলাকে আনার জন্য পালকি পাঠান। যখন তিনি শুনলেন যে মহিলা ও মি. ফ্রেজারসহ সকলকে হত্যা করা হয়েছে, তখন কি তিনি তাদের ধরতে বা শাস্তি দিতে কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

উত্তর : না, পরিস্থিতি এতো ঘোলাটে হয়ে পড়েছিল যে কোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি।

প্রশ্ন : এর প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বাদশাহ'র নিজস্ব ভৃত্যরা সেদিন মি. ফ্রেজার এবং কিল-য় আরো কিছু লোককে হত্যা করেছে, সেই লোকগুলোর বেতন ও চাকুরি কি অব্যাহত ছিল?

উত্তর : আমি কখনো শুনিনি যে বাদশাহ'র ভৃত্যরা হত্যাকাণ্ডে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এ কারণে কাউকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি কি বলতে চান যে সাধারণভাবে জানা যায়নি যে কাদের দ্বারা হত্যাকা সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর : না, এটা সাধারণভাবে জানা যায়নি কিংবা আমিও শুনিনি যে কারা হত্যাকা ঘটিয়েছে।

প্রশ্ন : কখনো কি এ ব্যাপারে সামান্যতম তদন্তের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল?

উত্তর : না, তেমন কিছু হয়নি।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের পূর্বে বাদশাহ'র অধীনে কতোজন সশস্ত্র রক্ষী ছিল?

উত্তর : সব মিলিয়ে প্রায় ১২০০ হবে।

প্রশ্ন : এই লোকগুলো কি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখার, যেমন গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সদস্য ছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, তারা গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিকে বিভক্ত ছিল।

প্রশ্ন : বাদশাহ'র কাছে কতোগুলো কামান ছিল?

উত্তর : ব্যবহারযোগ্য ছয়টি কামান ছিল এবং ব্যবহারের অনুপযোগী আর ক'টি কামান ছিল তা আমি জান না।

প্রশ্ন : ১১ মে বিদ্রোহের দিন এই বাহিনীকে কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল?

উত্তর : তাদেরকে বিভিন্ন গেটে, কিল্লার বিভিন্ন কর্মকর্তার বাসভবনে প্রহরার কাজে

www.pathagar.com

নিয়োগ করা হয়েছিল, বিশেষত তাদের বাসভবনে, যারা অর্থের বিবেচনায় নিয়োজিত ছিলেন, দরবারে আসতেন না, কিন্তু মোটা অংকের মাসিক ভাতা পেতেন এবং বাড়িতেই অবস্থান করতেন।

প্রশ্ন : কিভাবে এমন হলো যে এতোগুলো ইংরেজ মহিলা ও শিশুকে কিল-য় এনে বন্দী করে রাখা হলো?

উত্তর : বিদ্রোহীরা তাদেরকে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাকড়াও করে এবং তারা যেহেতু কিল-য় আশ্রয় নিয়েছে, অতএব, বন্দীদেরকেও তাদের সাথে কিল-য় নিয়ে আসে।

প্রশ্ন : আপনি কি বলতে চান যে প্রতিটি ব্যক্তি যিনি কোন ইংরেজকে বন্দী হিসেবে নিয়েছেন তিনি সংশ্লিষ্ট পুরুষ, নারী অথবা শিশুকে তার অধীনে আটকে রেখেছেন?

উত্তর : না, তাদেরকে কিল্লায় আনার পর পরিস্থিতি সম্পর্কে বাদশাহকে অবহিত করা হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে বলা হয় ইউরোপীয়দের রন্ধনশালায় নিয়ে আটকে রাখতে।

প্রশ্ন : রন্ধনশালাকে তাদের আটক করে রাখার স্থান হিসেবে কে নির্দেশ করেছিলেন?

উত্তর : বাদশাহ বলেন যে এটি সুপ্রশস্ত এক অট্টালিকা এবং বিদ্রোহীদের বলেন বন্দীদের সেখানে রাখতে।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের আগে বাদশাহ'র সশস্ত্র রক্ষীদের নেতৃত্বে কে ছিলেন?

উত্তর : মাহবুব আলী খান মূলতঃ এই নেতৃত্ব দিতেন।

প্রশ্ন : তাদের কেউ কি ১১ মে বারুদখানায় গিয়ে সেখানে আক্রমণ করেছে, যদি আক্রমণ করে থাকে তাহলে কার আদেশে তা করেছিল?

উত্তর : না, কোন আদেশে তাদের কেউ সেখানে যায়নি অথবা আমি এমন শুনিনি। কিংবা আসলে তারা সেখানে গেছে বলে আমি জানি না। আমি শুধু বলতে পারি যে যারা নগরীতে বাস করে তাদের মধ্য থেকে কিছু রক্ষী গিয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে বাদশাহ অথবা তার কোন আত্মীয়ের পক্ষ থেকে তখন অথবা আগে পারস্যের বাদশাহ'র দরবারে দূত পাঠানো হয়েছে?

উত্তর : আমি বর্তমান সময়ের কথা বলতে পারি না। তবে দুই কিংবা তিন বছর আগে আমি মোহাম্মদ বকরের গেজেটে পাঠ করেছি বলে আমার মনে পড়ছে যে বন্দীর এক ভাগ্নে মির্জা নজফ পারস্যের দরবারে গিয়েছিলেন এবং পারস্যের বাদশাহ তাকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সৌজন্যের সাথে দরবারে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : এই লোকটিকে কি দিল্লির বাদশাহ প্রেরণ করেছিলেন?

উত্তর : আমি তা জানি না, কিন্তু এই লোকটির ভাইকে দুই বছর আগে প্রচুর কাগজপত্রসহ দূত হিসেবে কলকাতায় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

প্রশ্ন : হাসান আসকারি কর্তৃক সিদি কাম্বারকে পারস্যে পাঠানো সংক্রান্ত কোন তথ্য কি আপনি আদালতকে দেবেন না? সাক্ষ্যে এসেছে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

ব্যাপারে আপনি অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং বিশ্বাস করা হয় যে এখন যেসব বিষয়ে কথা হচ্ছে তার সবই আপনি জানেন।

উত্তর : আমি এখানে প্রতিজ্ঞা করেছি এবং সেই প্রতিজ্ঞার কারণে ঘোষণা করছি যে আমি কোন একটি বিষয়েও কোনকিছু গোপন করিনি বা অসত্য সাক্ষ্য দেইনি। আমি হয়তো বিশ্বস্ত ছিলাম, কিন্তু তবুও তো আমি ভৃত্য এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার ওপর আস্থা রাখা হয়নি। যেমন, যখন বাদশাহ তার স্ত্রী তাজমহলকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন, যিনি ছিলেন নিচু জাতের মুসলিম ডোমনি, যার সাথে তার বৈধ বিবাহ ছিল, তখন তিনি আমার সাথে পরামর্শ করেননি। কিংবা মির্জা জওয়ান বখতের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য যখন কানাঘুষা চলছিল এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে আমার সাথে কোন আলোচনা করা হয়নি। বন্দী, হাসান আসকারি ও সিদি কাম্বারের মধ্যে কি ঘটেছে তার কিছুই আমি জনি না।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে বাদশাহ বিদ্রোহের আগে তার ঘনিষ্ঠ অনুচরের মাধ্যমে অথবা আর কোন উপায়ে কোম্পানির সেনাবাহিনীর দেশীয় অফিসার অথবা সৈনিকদের সাথে কোন যোগাযোগ করা করেছেন?

উত্তর : না, এ ধরনের কিছু করেছেন বলে আমার জানা নেই। এটা হতে পারে যে কোন যোগাযোগ ছিল, কিন্তু আমি মনে করি না যে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল।

বেলা চারটায় আদালত পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতে
ত্রয়োদশ দিবস

বৃহস্পতিবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল

দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে বেলা ১১টায় পুনরায় আদালত বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত। বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়।

হাকিম আহসান উল্লাহ্ খানকে আদালতে তলব করে তাকে তার নেয়া হলফনামার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে বিদ্রোহের আগে বন্দী সাধারণতঃ 'সাদিকুল আখবার' নামে পত্রিকাটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতেন?

উত্তর : পত্রিকাটি তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন, কিন্তু কখনো কখনো কোন শাহজাদা এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাকে জানাতেন।

প্রশ্ন : শাহজাদাদের মধ্যে কেউ কি পারস্য সম্পর্কিত খবর অথবা নিবন্ধাদির ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখাতেন অথবা গুরুত্ব দিতেন এবং সাধারণভাবে কি এমন ধারণা পোষণ করা হতো যে ইংরেজরা পারসিকদের দ্বারা পরাভূত হবে?

উত্তর : আমি নিজে কখনো পত্রিকাটি পড়িনি, তবে শুনেছি যে সাধারণভাবে সকলে ধারণা পোষণ করতো যে ইংরেজরা পারসিকদের দ্বারা পরাজিত হতে যাচ্ছে এবং শাহজাদারা এই তথ্যকে গুরুত্ব দিতেন।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের আগে কি মুসলমানরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করতো যে ইংরেজ শাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে এবং শাহজাদারা কি এই বিষয়ের প্রচারণায় অংশ নিতেন?

উত্তর : না, আমি এ ধরনের কিছু শুনিনি।

বন্দী কর্তৃক সাক্ষীকে জেরা :

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে বাদশাহ'র অধীনে ১,২০০ সৈন্য ছিল। বাদশাহ'র সেনাবাহিনীর তিনটি শাখার সৈনিকদের পোশাক সম্পর্কে বর্ণনা দিন। তাছাড়া বিভিন্ন পল্টনের নাম কি ছিল?

উত্তর : পদাতিক বাহিনীর দু'টি পল্টন ছিল, যার প্রতিটিতে পাঁচশ করে সৈন্য ছিল। তাদের পোশাকের রং ছিল কালো ও ধূসর, মাথার পাগড়ি ও কোমরবন্দ ছিল

www.pathagar.com

লাল রং-এর। বিভিন্ন পদমর্যাদাকে চিহ্নিত করার জন্য পোশাকে কোন প্রতীক অথবা অলংকার ছিল না। গোলন্দাজ বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লি-শ জন, তাদের পোশাক ছিল গাঢ় নীল রং-এর এবং পাগড়ি ও কোমরবন্দ লাল রং-এর। তাদের পোশাকেও কোন প্রতীক বা অন্য কোন সাজ ছিল না। বন্দীর বিশেষ রক্ষীদের গাত্রাবরণ ছিল লাল এবং কোমরবন্দ ও পাগড়ির রং ছিল ঘন নীল।

সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং আদালত কক্ষে তলব করা হয় সরকারি পেনসনভোগী আলেকজান্ডার অল্ডওয়েলের স্ত্রী মিসেস অল্ডওয়েলকে। তাকে হলফনামা পাঠ করানো হয়।

প্রশ্ন : ১৮৫৭ সালের ১১ মে আপনি কি দিল্লিতে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আপনি কোথায় বাস করতেন এবং আপনি কখন প্রথম শুনতে পান যে মিরাট থেকে দেশীয় সৈন্যরা দিল্লিতে এসেছে?

উত্তর : আমি নগরীর দরিয়াগঞ্জ নামে পরিচিত অংশে বাস করতাম। ১১মে সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে আমি খবর পাই যে মিরাট থেকে সিপাহিরা আসছে।

প্রশ্ন : সেদিন আপনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন আদালতকে তা বলুন।

উত্তর : আমার একজন সহিস আমাকে এসে বলে যে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছে এবং মিরাট থেকে এসেছে এবং তাদের সামনে যেসব ইউরোপীয় পড়েছে তাদেরকে হত্যা করেছে। সে আমাকে পরামর্শ দেয় যে অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, কারণ সিপাহিরা দিল্লির সকল ইউরোপীয়কে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ। লোকটির সাথে কথা বলার সময়ে আমার প্রতিবেশি মি. নাউলান খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করেন এবং আমাকে বলেন যে তিনি আমার স্বামী মি. অল্ডওয়েলের সাথে কথা বলতে পারেন কি না। তারা দু'জন আলোচনা করেন এবং স্থির করেন যে আমাদের বাড়িটি যেহেতু বড় ও সুদৃঢ়, অতএব মহল্লার সকল ইউরোপীয় এখানে জড়ো হবে এবং যতো দীর্ঘ সময় ধরে সম্ভব নিজেদের প্রতিরক্ষার চেষ্টা চালাবে, বিশেষতঃ আমাদের উদ্ধারের জন্য সাহায্য পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত। এরপর অল্ডওয়েল ও নাউলান নিকটবর্তী হাসপাতালের প্রহরীদের কাছে গেলেন। এখানে প্রহরীরা ছিল দেশীয় পদাতিক বাহিনীর। নাউলান ও অল্ডওয়েল তাদেরক বললেন যে তারা তাদেরকে প্রতিরক্ষায় কোনরূপ সাহায্য করতে পারে কি না এবং সাথে একথাও যোগ করলেন যে বিনিময়ে ইউরোপীয়রা তাদের সাধ্যমতো তাদেরকে সাহায্য করবে। সিপাহিরা তাদেরকে উত্তর দেয়, "যান এবং নিজেদের কাজ করুন, আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দিন।" এ সময়, সকাল আটটার একটু পর, মিরাটের সৈন্যরা তখনো সেতু অতিক্রম করেনি এবং হাসপাতালের প্রহরীদের সাথে তারা যোগাযোগ করতে পারেনি। ইতোমধ্যে আমাদের বাড়িতে যেসব ইউরোপীয় জড়ো হয়েছে তারা দরজা বন্ধ করতে শুরু করেছে।

www.pathagar.com

মহিলা ও শিশুদের ওপরের তলায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। পুরুষ, মহিলা ও শিশু মিলিয়ে আমাদের সংখ্যা ত্রিশের ওপরে দাঁড়ালো। সকাল ৯টার দিকে আমরা বিদ্রোহীদের সেতু পার হতে দেখলাম। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অশ্বারোহী এবং কিছু পদাতিক ছিল। বিদ্রোহীদের এই অংশটি আমাদের বাড়ির প্রায় পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করে, যেটি ছিল নদীর ঠিক তীরেই। তাদের কেউ একটি বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো এক লোককে দেখে গুলি ছোঁড়ে। এই দলটি কারাগারের দিকে চলে যায়, আমরা ধরে নেই যে এই বিদ্রোহীরা নগরীতে প্রবেশ করেছে এবং যেখানেই ইউরোপীয়দের পাচ্ছে, হত্যা করছে। প্রায় এই সময়েই নগরীর বাসিন্দা একজন মুসলিম রঞ্জক খোলা তরবারি হাতে আমাদের বাহির আঙ্গিনায় চলে আসে, তার শরীরে রক্তের দাগ, মুখে কালিমা উচ্চারণ করে চিৎকার করে জানতে চাচ্ছিল যে ইউরোপীয়রা কোথায়। নাউলান জানতে চান যে সে কে এবং লোকটি কোন উত্তর না দেওয়ায় তিনি তাকে গুলি করে হত্যা করেন। এই লোকটি একা আমাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এরপর তার পঞ্চাশ ষাটজন অনুসারী আমাদের গেটে জড়ো হয়। বেলা ১১টার দিকে এক মুসলিম মিসেস ফাউলনকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। তিনি নগরবাসী কর্তৃক মাথায় গুরুতর আহত হয়েছেন। লোকগুলো তার বাড়িতে ঢুকেছিল লুণ্ঠন করতে। বিকেল তিনটা পর্যন্ত আর কোন ঘটনা ঘটেনি। ঠিক তখনই বারুদখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। তখন আমি অল্ডওয়েলকে বলি আমাকে ও আমার তিন সন্তানকে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে। কারণ, ভৃত্যরা আমাকে বলেছিল যে বিদ্রোহীরা কামান সংগ্রহ করতে গেছে বাড়ি উড়িয়ে দেয়ার জন্য, অতএব আমি আত্মগোপন করে থাকার জন্য অন্যত্র যেতে উদগ্রীব ছিলাম। আমি এবং আমার তিন সন্তান দেশীয় পোশাক পরলাম এবং দু'টি দেশীয় ডোলিতে উঠে বাড়ি ত্যাগ করলাম। আমাদেরকে মির্জা আবদুল-হ নামে বাদশাহ'র এক নাতির বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হলো। তার স্ত্রী ও বোন আমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ অল্ডওয়েল ও আমি এই পরিবারকে আগে থেকেই জানতাম। রাত ৮টা পর্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম। মির্জা আবদুল-হ এসে বললেন যে তিনি আমাদেরকে তার শাশুড়ির মালিকানাধীন আরো একটি নিরাপদ বাড়িতে আমাদের পাঠাবেন। তিনি আমাদের সেখানে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের কিছু সম্পত্তি তার কাছে রেখে দিয়ে এবং বললেন যে এগুলো সাথে নিয়ে রাস্তায় বের হওয়া বিপজ্জনক এবং সকালে তিনি সেগুলো আমার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। সকালে আমি আমার মুনশিকে জিনিসগুলো আনতে পাঠালে মির্জা আবদুল্লাহ আমার কাছ থেকে কিছু নেননি বলে জানান। আমার সম্পত্তির মধ্যে কিছু অর্থ ও রৌপ্য পাত্র ছিল। উপরন্তু মির্জা আবদুল্লাহ বলে পাঠান যে আমরা যদি তার শাশুড়ির বাড়ি ছেড়ে চলে না যাই তাহলে তিনি লোক পাঠাবেন আমাদের হত্যা করতে। সন্ধ্যা ছ'টার দিকে তিনি তার এক চাচা ও কিছু ভৃত্যকে পাঠালেন, আমরা বাড়ি ত্যাগ করেছি কি না তা দেখতে, তা না হলে আমাদের হত্যা করতে। আমি তার চাচাকে দেখিনি, কিন্তু ভৃত্যকে দেখেছি খোলা তরবারি হাতে। এ পরিস্থিতিতে আমার মুনশি'র মা তাদেরকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন, "এই

www.pathagar.com

বুঝি মির্জার আতিথেয়তা, এটাই যদি তার ইচ্ছা ছিল, তাহলে তিনি আমাদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি কেন? হত্যা করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে তাহলে আশ্রয় ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কেন দিয়েছিল?" তিনি বিদ্রূপের সাথে আরো বলেন, "আমাকে হত্যা করেই তোমরা তোমাদের অতি মহৎ একটি কাজ করতে পারো। কারণ আমি একজন সৈয়দানী ও শিয়া।" এটি ছিল বাদশাহ'র পরিবারের প্রতি একটি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত। কারণ বাদশাহ'র পরিবার সুন্নী এবং সুন্নীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন নবীর পরিবারের পুরুষ সদস্যরা অর্থাৎ সৈয়দরা। লোকগুলো তখন বললো যে তাদেরকে যদি এই হত্যাকা চালাতে হয় তাহলে তো তারা বিধর্মীদের তুল্য বিবেচিত হবে। কিন্তু তারা খ্রিস্টানদের হত্যা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং যারা খ্রিস্টান নয় তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেত ও তাদেরকে হত্যা করার সুযোগ দিতে অথবা তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিতে, যাতে তারা আমাদেরকে রাস্তায় হত্যা করতে পারে। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হলো এই শর্তে যে আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। রাতের বেলায় আমার মুনশি আমার দর্জিকে নিয়ে এলো এবং আমি তাকে বললাম যে সে এমন কোন জায়গা জানে কি না যেখানে সে আমাদের নিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে। সে বললো যে নওয়াব আহমদ আলী খান ইউরোপীয়দের আশ্রয় দিচ্ছেন বলে সে শুনেছে এবং সে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারে। সে নওয়াবের কাছ থেকে একটি বাহন আনার জন্য গেল, কিন্তু ফিরে এসে জানালো যে বিদ্রোহীরা ইতোমধ্যে খবর পেয়ে গেছে যে নওয়াবের বাসভবনে বিদ্রোহীদের লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। তারা কামান এনেছে তার বাসভবনে গোলা বর্ষণের জন্য। কিন্তু সে আমাদেরকে তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যাবে। সে তাই করলো এবং আমরা সেখানে থাকতেই আমাকে বলে যে সে জানতে পেরেছে যে বেশ কিছু খ্রিস্টানকে লাল কিল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বাদশাহ তাদের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যদিও তিনি তাদেরকে সেখানে আটকে রেখেছেন। সে আমাকে পরামর্শ দিল নিরাপদ জায়গা হিসেবে কিল-ায় যেতে। বুধবার রাত ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে এই দর্জি ও কাদিরদাদ খান নামে এক বিদ্রোহী অশ্বারোহীর প্রহরায় আমরা কিল্লায় গেলাম। এই বিদ্রোহী ইতিপূর্বে দর্জির কোন অনুগ্রহ লাভ করেছিল এবং সে কারণে আমাদের প্রহরা দিয়ে নিতে সম্মত হয়েছিল এই বলে যে, এ মুহূর্তে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে না, যদিও তারা সবাই প্রত্যেকটি ইউরোপীয়কে হত্যা করার শপথ নিয়েছিল। কিল-ার লাহোর গেটে পৌছার পর সেখানে প্রহরায় নিয়োজিত রক্ষীদের হাতে আমরা বন্দী হলাম। রক্ষীরা আমাদেরকে মির্জা মোগলের কাছে নিয়ে গেলে তিনি নির্দেশ দিলেন অন্যান্য ইউরোপীয়ের সাথে আমাদের আটকে রাখতে। অতএব, ১৩ মে রাতে আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি যতোটা অনুমান করতে পারি, পুরুষ, নারী ও শিশুসহ সেখানে ছেচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন লোক আটক ছিল। তাদের নাম আমি ও আমার সন্তানেরা যতটা মনে রাখতে পেরেছি, মিসেস স্কালি ও তার তিন সন্তান, মিসেস গি-ন, মিসেস এডওয়ার্ড ও তার দুই সন্তান, মিসেস মলোনি ও তার দুই সন্তান, মিসেস

www.pathagar.com

শিহান ও তার এক সন্তান, মিসেস করবেট ও তার কন্যা, মিসেস স্টেইনস, মিসেস কখরেন, মিস স্টেইনস, মিস এম হান্ট, মিস ই বেরেসফোর্ড, মিস এল রাইলে, মাস্টার রিচার্ড শ', মিস এলিস শ', মিস অ্যান শ', মি. রবার্টস ও তার পুত্র, মি. ক্রো, মি. স্মিথ। আরেকজন লোক ছিলেন, যার নাম আমি জানি না এবং অন্যান্য মহিলা ও শিশুর নামও আমার মনে নেই। আমরা সবাই একটি কক্ষে আবদ্ধ ছিলাম, অত্যন্ত অন্ধকার কক্ষ এবং কোন জানালা ছিল না, একটি মাত্র দরজাটি। কোন মানুষের বসবাসের উপযোগী ছিল না কক্ষটি, বিশেষতঃ এতোগুলো মানুষের জন্য তো নয়ই। আমরা অনেকটা গাদাগাদি করে ছিলাম এবং আমাদের এ অবস্থা সিপাহি ও অন্যান্যেরা মজার বিষয় হিসেবে নিয়েছিল। তারা এসে শিশুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতো। প্রায়ই আমাদেরকে কক্ষের একমাত্র দরজা বন্ধ করে রাখতে হতো, যার ফলে কক্ষে আলো বাতাস কিছুই প্রবেশ করতো না। সিপাহিরা গুলি ভর্তি, বেয়নেট সংযুক্ত বন্দুক নিয়ে এসে আমাদেরকে প্রশ্ন করতো যে, আমরা মুসলিম এবং দাস হতে সম্মত কি না। বাদশাহ্ আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, কিন্তু বাদশাহ'র সশস্ত্র রক্ষীরা, যারা আমাদের প্রহরায় নিয়োজিত, তারা সিপাহিদের প্ররোচিত করতো আমাদের জীবনের জন্য তোয়াক্কা না করতে। তারা বলতো যে, আমাদেরকে কেটে টুকরা টুকরা করে চিল ও কাকের খাদ্য হিসেবে দেয়া উচিত। বৃহস্পতিবার কিছু সিপাহি এসে মহিলাদের বললো যে তারা বারুদ দিয়ে আমাদের উড়িয়ে দেবে কিল্লাসহ। আমাদেরকে যেনতেনভাবে খাওয়ানো হতো। কিন্তু দু'বার বাদশাহ আমাদের জন্য ভালো খাবার পাঠিয়েছিলেন। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত কোনকিছু ঘটলো না। সেদিন বাদশাহ'র বিশেষ একজন ভৃত্য এসে একজন মহিলাকে, আমার মনে হয় মিসেস স্টেইনসকে বললো যে, ইংরেজরা আবার কখনো যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তাহলে তারা তাদের সাথে কেমন আচরণ করবে এবং তিনি উত্তর দেন, "ঠিক যেভাবে আমাদের স্বামী ও সন্তানদের সাথে আচরণ করা হয়েছে।" পরদিন ১৬ মে শনিবার সকাল আটটটা থেকে নয়টার মধ্যে আমি, আমার তিন সন্তান ও একজন দেশীয় বৃদ্ধা মুসলিম মহিলা, যিনি কিছু খ্রিস্টানকে খাবার ও পানি সরবরাহের অপরাধে আমাদের সাথে আটক ছিলেন, তিনি ছাড়া অবশিষ্ট সকলকে বের করে নিয়ে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন : আপনি কি করে জানলেন যে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং আপনার ও আপনার সন্তানদের সাথে এমন ব্যতিক্রমী আচরণই বা করা হলো কেন?

উত্তর : দর্জির বাড়ি ছেড়ে আসার আগে আমি বাদশাহকে সম্বোধন করে একটি দরখাস্ত লিখেছিলাম এবং এটি সাথে নিয়েছিলাম এই আশায় যে বাদশাহ'র সাথে সাক্ষাৎ করে নিজ হাতে তার কাছে দরখাস্তটি পেশ করবো। কিন্তু যখন আমাকে লাহোর গেটে বন্দী করা হয়, তখন সেটি আমার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়। দরখাস্তে আমি উলে-খ করেছিলাম যে আমি ও আমার সন্তানরা কাশ্মীরী ও মুসলিম। এই বিবেচনায় আমাদেরকে ভিন্নভাবে খাবার পরিবেশন করা হতো এবং বাদশাহ'র খাস ভৃত্যরা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করেছিল যে আমরা মুসলিম। তারাও কখনো কখনো আমাদের সাথে খেতো। সোমবার

www.pathagar.com

বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর থেকে আমি মুসলিম ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে শিখি এবং আমার সন্তানদেরকেও তা রপ্ত করিয়ে নেই। আমরা সকলে তা বলতে পারি। তারা আমাদেরকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করেছে বলে আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। ১৬ মে সকালে বাদশাহ'র নিজস্ব কিছু ভৃত্য কিছুসংখ্যক পদাতিক সৈন্যসহ উপস্থিত হয়ে আমাদের তলব করে। খ্রিস্টানরা ভবনটি থেকে বের হয়ে যায় এবং পাঁচজন মুসলিম সেখানেই রয়ে যায়। মহিলা ও শিশুরা কাঁদতে শুরু করে এবং বলতে থাকে যে তারা জানে যে তাদেরকে হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মুসলমানরা কোরআনের কসম কেটে এবং হিন্দুরা যমুনা নদীর কসম কেটে বলে যে তারা তাদের অধিকতর ভালো একটি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে এবং এখন তারা যেখানে আছে সেটিকে অস্ত্রাগারে পরিণত করা হবে। এ কথার পর তারা বের হয়ে যায়, তাদেরকে গণনা করা হয়, কিন্তু আমি সে সংখ্যা কত ছিল তা জানি না। একটি রশি দিয়ে তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলা হয় এবং সকলকে একত্রে রাখা হয়। এভাবে তাদেরকে আমার দৃষ্টির বাইরে নিয়ে চত্তরে ছোট পুকুরটির পাশে বটগাছের নিচে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাদশাহ'র নিজস্ব ভৃত্যরা তাদেরকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। সিপাহিদের কেউ এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়নি। হত্যাকাণ্ডের এখতিয়ার বিশেষভাবে বাদশাহ'র নিজস্ব ভৃত্যদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। কারণ তারা বিশ্বাস করতো যে একজন বিধর্মীকে হত্যা করলে তাদের জন্য বেহেশতে নিশ্চিত একটি স্থান থাকবে। একজন মেথরের স্ত্রী আমাকে একথা জানায় এবং পরে বিদ্রোহের পুরো সময়ে দিল্লিতে অবস্থানকালে আমি প্রায়ই এ বিশ্বাসের যথার্থতা সম্পর্কে শুনেছি। হত্যাকা শেষ হওয়ার পর দু'বার তোপধ্বনি করা হয় এবং আমি জানতে পারি যে আনন্দের প্রকাশ হিসেবেই এই তোপধ্বনি করা হয়েছে। হত্যাকা র প্রায় এক ঘন্টা পর মুফতি সাহিব বলে পরিচিত একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমাদেরকে যারা প্রহরা দিচ্ছিল, বাদশাহ'র সেইসব ভৃত্যকে বলেন যে তিনি পাঁচজন বন্দীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান, যাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। তিনি আমাদের বলেন যে আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে এবং বাদশাহ'র ভৃত্যদের বলেন আমাদের নিরাপদ কোন স্থানে নিয়ে যেতে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই দিনের বেলায় নয়, কারণ সিপাহি অথবা নগরবাসীরা আমাদের হত্যা করতে পারে। আমি বলতে পারি যে তাদের কারো কারো মাঝে সন্দেহ ছিল যে আমরা খ্রিস্টান। সন্ধ্যায় আমাদেরকে দর্জির বাড়িতে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং পরের মঙ্গলবার ওই এলাকার দারোগা আমাদেরকে আবার বন্দী করেন। বন্দী হিসেবে আমাদেরকে মির্জা মোগলের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। দারোগা তাকে জানান যে আমরা আসলে ছদ্মবেশী খ্রিস্টান। তিনি আমাদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ৩৮তম পল্টনের সিপাহিরা এ কাজে বাধা দেয় এই বলে যে তারা আমাদেরকে নিয়ে যাবে। আমাদেরকে তারা নিয়ে ক্যাপ্টেন ডগলাসের কামরায় আটকে রাখে। হিন্দানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার পর পর্যন্ত আমরা আটকাবস্থায় থাকি। এরপর সিপাহিরা আমাদের মুক্তি দেয়। হিন্দানের যুদ্ধে পরাস্ত সৈনিকরা নগরীতে ফিরে আসার পর লোকজন বলাবলি করতে থাকে যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয়ী হওয়ার কোন সুযোগ

www.pathagar.com

নেই। হিন্দু সিপাহিরা মুসলমান সিপাহিদের তিরস্কার করে বলে, "এটি ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে তোমাদের প্রথম সংঘর্ষ, এভাবেই কি তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের জন্য লড়বে?" ইতোমধ্যে তারা পরিস্থিতির দুর্বিপাকে পড়ে অনুশোচনার সুরে কথা বলতে শুরু করেছিল, মুসলমানদের তিরস্কার করতে শুরু করেছিল তাদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রতারণা করার জন্য এবং ইংরেজ সরকার তাদের ব্যাপারে যে আসলেই হস্তক্ষেপ করবে তা নিয়েও তারা সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। বিপুলসংখ্যক হিন্দু সিপাহি এ সময় ঘোষণা করে যে তারা যদি নিশ্চিত হতে পারতো যে তাদের জীবন রক্ষা করা হবে, তাহলে তারা আনন্দের সাথে সরকারের চাকুরিতে ফিরে যেতো। কিন্তু মুসলমানরা অপরদিকে যুক্তি দেখাচ্ছিল যে বাদশাহ'র অধীনে চাকুরি ইংরেজদের চাকুরি অপেক্ষা অনেক ভালো। নওয়াব ও রাজারা বাদশাহ'র সাহায্যে অনেক সৈন্যসামন্ত পাঠাবে এবং তারা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই জয়ী হবে।

প্রশ্ন : দিল্লি- নগরীতে অবস্থানকালে আপনারা কি হিন্দু ও মুসলমানদের ভাবভঙ্গিতে পার্থক্য লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে যে হিন্দু ও মুসলমানরা বিদ্রোহকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করছে?

উত্তর : জি হ্যাঁ, বিদ্রোহ সূচিত হওয়ায় মুসলমানদের সবসময় আনন্দিত দেখা গেছে এবং আমি শুনেছি যে মুসলিম মহিলারা মহররম মাসে প্রার্থনা করেছে ও তাদের সন্তানদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে তাদের বিশ্বাসের সাফল্যের জন্য এবং এই প্রার্থনার সাথে ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও ঘৃণা।

প্রশ্ন : হিন্দু ও মুসলমানরা যখন একত্রে দিল্লিতে ছিল তখন কি তাদের মধ্যে কোন বিবাদ বা আলোচনা হয়েছে?

উত্তর : আমার মনে হয়, সিপাহিরা প্রথম যখন আসে, তখন হিন্দুরা বাদশাহকে প্রতিজ্ঞা করায় যে নগরীতে কোন গরু হত্যা করা যাবে না এবং এই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়। আমার বিশ্বাস বিদ্রোহের পুরো মেয়াদে দিল্লিতে একটি গরুও জবাই করা হয়নি। বকরী ঈদ উপলক্ষে যখন মুসলমানরা সাধারণত গরু জবাই করে, তখন একটি গোলযোগ বেঁধে যাওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু ঈদ উপলক্ষেও মুসলমানরা গরু জবাই থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। ৯ সেপ্টেম্বর সকালে আমি দেশীয় মহিলার ছদ্মবেশে আমার তিন সন্তান ও দুই ভৃত্যকে নিয়ে দিল্লি- থেকে পালিয়ে মিরাট পৌঁছি।

বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। আদালত তাকে জেরা করে :

প্রশ্ন : আপনি যা জানতে পেরেছেন তাতে কি আপনি বিশ্বাস করেন যে কোন ইউরোপীয় মহিলার সাথে অত্যন্ত অবমাননাকর আচরণ করা হয়েছে, হয় দেশীয় সৈন্যদের দ্বারা অথবা দিল্লির বাসিন্দাদের দ্বারা।

উত্তর : জি হ্যাঁ।

সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

বিকেল চারটায় আদালত পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতে
চতুর্দশ দিবস

শুক্রবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল

বেলা ১১টায় দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে পুনরায় আদালত বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত। বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়।

ভারপ্রাপ্ত কমিশনার ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রতিনিধি মি. সিবি সনডার্সকে আদালতে তলব করে হলফনামা পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : আপনি কি আদালতকে এ বিষয়ে কোন তথ্য প্রদান করতে পারে যে কিভাবে দিল্লির বাদশাহরা হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারের প্রজা ও পেনসনভোগীতে পরিণত হয়েছেন?

উত্তর : দিলি-র সম্রাট শাহ আলম রোহিলা প্রধান গোলাম কাদির কর্তৃক চক্ষু উৎপাটন ও সর্ব প্রকার অবমাননার শিকার হয়ে ১৭৮৮ সালে মারাঠাদের হাতে পতিত হন। সম্রাট যদিও দিল্লি নগরীর ওপর নামে মাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন, তবুও তাকে মারাঠাদের কমবেশি আস্থায় রাখা হয়েছিল ১৮০৩ সাল পর্যন্ত। ওই বছর লর্ড লেক আলীগড় দখল করার পর দিল্লির বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীকে পরিচালনা করেন। মারাঠা বাহিনী দিল্লি থেকে ছয় মাইল দূরে পাতপণগঞ্জে অবস্থান নিলে লর্ড লেক মারাঠাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাস্ত করেন। নগরী ও লাল কিল্লা থেকে মারাঠাদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়ন করা হয় এবং সম্রাট শাহ আলম লর্ড লেকের কাছে বার্তা পাঠিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তার নিরাপত্তা কামনা করেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ বাহিনী দিল্লিতে প্রবেশ করে এবং সেদিন থেকে দিলি-র বাদশাহ'রা ব্রিটিশ সরকারের পেনসনভোগী প্রজায় পরিণত হন। মারাঠারা তাদেরকে যে কঠোর বন্দীত্বে রেখেছিল ব্রিটিশ শাসনাধীনে সেই কঠোরতা শিথিল করা হয়। বন্দী বাহাদুর শাহ জাফর ১৮৩৭ সালে দিলি-র নামে মাত্র শাসক হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন। নিজ কিল-ার বাইরে তার কোনরূপ এখতিয়ার ছিল না। তার অনুচরদের মাঝে খেতাব ও খিলাত বিরতণ ছাড়া মূলতঃ তার আর কোন ক্ষমতাই ছিল না এবং অন্যদের ওপর তার ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র তাকে ও তার উত্তরাধিকারীকে কোম্পানির স্থানীয় আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া

www.pathagar.com

হলেও তারা উর্ধ্বতন সরকারের আদেশের আওতাধীনে ছিলেন।

প্রশ্ন : বন্দীর সশস্ত্র অনুচর বা রক্ষীর সংখ্যা কি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : বন্দী লর্ড অকল্যান্ডকে অনুরোধ করেছিলেন তাকে তার অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক লোক নিয়োগের অনুমতি দিতে। গভর্নর জেনারেল প্রতিউত্তরে তাকে তার জন্য বরাদ্দকৃত ভাতায় কুলানো সম্ভব এমন সংখ্যক লোক নিয়োগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের সময়ে সরকার বন্দীকে কতো পেনসন দিতেন তা কি আপনি বলতে পারেন?

উত্তর : তিনি প্রতি মাসে এক লাখ রুপি ভাতা লাভ করতেন, যার মধ্যে ৯৯,০০০ রুপি তাকে দিলি-তে দেয়া হতো, আর অবশিষ্ট এক হাজার দেয়া হতো লক্ষ্মৌতে তার পরিবারের সদস্যদেরকে। এছাড়া তিনি তার মালিকানাধীন জমি থেকে বার্ষিক দেড় লাখ রুপি রাজস্ব লাভ করতেন। তাছাড়াও তিনি দিল্লি নগরীতে বিভিন্ন বাড়ি থেকে ভাড়া বাবদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পেতেন।

সাক্ষীকে জেরা করতে বন্দী অস্বীকৃতি জানান। সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

৫৪তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের মেজর প্যাটারসনকে আদালতে তলব করে রীতিমাফিক হলফনামা পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল কর্তৃক সাক্ষীকে জেরা :

প্রশ্ন : বিগত ১১ মে কি আপনি দিলি-তে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, ছিলাম।

প্রশ্ন : ওইদিন আপনি কি প্রত্যক্ষ করেছেন তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : কিছু আদেশ শোনানোর উদ্দেশ্যে ১১ মে সকালে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের দিন ধার্য ছিল এবং খুব স্বাভাবিকভাবে বিদ্রোহের কোনরূপ আলামত ছাড়াই কুচকাওয়াজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু সকাল নয়টার দিকে রেজিমেন্টকে নির্দেশ দেয়া হয় তৃতীয় অশ্বারোহী রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সিপাহিদের নদী অতিক্রম ঠেকাতে নৌকার সেতুর দিকে অগ্রসর হতে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এইসব সিপাহি মিরাট থেকে আসছে। পরলোকগত কর্নেল রিপ্লে আমাকে আদেশ দেন আমার কোম্পানিসহ দু'টি কোম্পানি নিয়ে কয়েকটি কামানের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যেতে। কর্নেল আমাকে নির্দেশ দেন প্রথমে রাস্তা ধরে যেতে এবং ক্যাপ্টেন টেইসিয়ারের বাড়িতে থেমে পরবর্তী নির্দেশ নিতে। ক্যাপ্টেন টেইসিয়ার আমাকে বলেন আমার কোম্পানি দু'টি নিয়ে সদর বাজারে গিয়ে কামান পৌঁছার জন্য সেখানে অপেক্ষা করতে। সেখানে আমি প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ছিলাম, কিন্তু কামান আসছিল না। আমি আমার অধীনস্থ লেফটেন্যান্ট ভাইবার্টকে পাঠালাম বিলম্বের কারণ সম্পর্কে জানতে এবং সময় বাঁচাতে আমি সৈন্যদের নিয়ে নৌকার সেতুর দিকে রওয়ানা হলাম। ভাবছিলাম যে কামান আমার আগে পৌঁছে যাবে। অর্ধেক পথ যেতে ভাইবার্ট আমার সাথে যোগ দিয়ে বললেন যে দেশীয় গোলন্দাজরা সবেমাত্র বের হয়েছে এবং অবিলম্বে কামানগুলো আসবে। সেতু থেকে দেড় মাইল দূরে থাকতে তারা আমাদের

www.pathagar.com

সাথে যোগ দিয়েছিল। কাশ্মীর গেটের একশ' গজের মধ্যে পৌঁছুলে ৭৪তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের ফিল্ড অফিসার ক্যাপ্টেন ওয়ালেসের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, যিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যত দ্রুত সম্ভব যেতে, কারণ অশ্বারোহী বিদ্রোহীরা এসে পড়েছে এবং ৫৪তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের সকল অফিসারকে হত্যা করেছে। আমি সাথে সাথে আমার দু'টি কোম্পানিকে নির্দেশ দিলাম বন্দুকে গুলি ভরতে। প্রায় এ সময়েই কাশ্মীর গেটের দিক থেকে কর্নেল রিপ্লে ছুটে এলেন গুরুতর আহত অবস্থায়। আমি এগিয়ে চললাম, বিদ্রোহীদের সাথে দেখা হবে ধারণা করে, কিন্তু আমার পথে একজনও পড়লো না, ৫৪তম রেজিমেন্টের আটটি কোম্পানির একজন সিপাহি পর্যন্ত নয়, যেটি কর্নেল রিপ্লের সাথে আগেভাগে গিয়েছিল বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে। তবে লেফটেন্যান্ট প্রক্টরের অধীনে ৩৮তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের পঞ্চাশ জন সৈন্যকে মেইন গার্ডে দেখা গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ওয়ালেস আমাকে বললেন যে ৩৮তম রেজিমেন্টের এই লোকগুলো কর্নেল রিপ্লেকে কয়েক গজের মধ্যে বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখেছে। যদিও তিনি তাদেরকে বলেছিলেন তাকে উদ্ধার করতে, কিন্তু একজন লোকও তাকে রক্ষা করতে এগোয়নি। ৫৪তম রেজিমেন্টের সৈন্যরাও একই ধরনের লজ্জাজনক আচরণ করেছে। আমি চার্চের পশ্চিম দিকের খোলা জায়গায় ক্যাপ্টেন স্মিথ, ক্যাপ্টেন বারোজ, লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস ও লেফটেন্যান্ট ওয়াটারফিল্ডের মতো অফিসারদের এবং সার্জেন্ট মেজরসহ আরো অনেকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। কামান ও প্রহরীদের বিভিন্ন অবস্থানে মোতায়েন করে আমি লেফটেন্যান্ট ভাইবার্টকে প্রস্তাব দেই যে অফিসারদের মৃতদেহগুলো আনার জন্য আমাদের যাওয়া উচিত। কিন্তু কোম্পানির সৈন্যরা তখনই আমাদের তা করতে নিষেধ করলো, কারণ বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা আশেপাশেই আছে এবং অফিসারদের সন্ধান করছে। তারা বললো যে এ কাজ তারাই করবে, কারণ বিদ্রোহীরা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু কাজটি তারা তখনই করলো না। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই আমাদের সাথে যোগ দিলেন লেফটেন্যান্ট অসবর্ন ও লেফটেন্যান্ট বাটলার। শহরবাসীদের দ্বারা বাটলার আহত হয়েছেন। এনসাইন এঞ্জেলোও এ সময় আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এবং কাশ্মীর গেটে তখন সবকিছু ছিল শান্ত। কিন্তু বেলা ১২টার দিকে লাইট কোম্পানির একজন সৈন্য আমার কাছে এসে বললো যে হাবিলদার মেজর তাকে পাঠিয়েছে এ কথা জানতে যে, রেজিমেন্ট কোথায় যাবে। আমি জানতে চাইলাম যে রেজিমেন্টটি এখন কোথায় আছে এবং সে জানালো যে সব্জি মন্ডিতে। বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা অফিসারদের গুলি করায় সৈন্যরা পালিয়ে গিয়ে সেখানে জড়ো হয়েছে। আমি তাকে নির্দেশ দিলাম সে যাতে গিয়ে সৈন্যদের কাশ্মীর গেটে আসতে বলে। তারা এলো– কিন্তু তাদের সাথে কোন ইউরোপীয় অফিসার নেই এবং হাবিলদার মেজর আমাকে বললো যে বিদ্রোহীরা তাদেরকে পুরো পথ অনুসরণ করেছে এবং তাদেরকে বিদ্রোহে শামিল হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছে। এরপর কিছু সৈন্যের সাহায্যপুষ্ট হয়ে অফিসাররা মৃতদেহগুলো সংগ্রহ করে আনলো। ইতোমধ্যে মেজর অ্যাবোটের অধীনে

www.pathagar.com

৭৪তম রেজিমেন্ট আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং তারা ক্যাপ্টেন ডি টেইসিয়ারের বাহিনীর কিছু কামানও সাথে এনেছে। আমার মনে হয় তখন বেলা দু'টা বাজে এবং বারুদখানার দিকে ভারি গুলী বিনিময়ের শব্দ কানে এলো, যা বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আমি বলতে ভুলে গেছি যে কাশ্মীর গেটে আমার উপস্থিতির পর মি. গ্যালোওয়ে এসে আমাকে সরকারি কোষাগারের পাহারা জোরদার করতে বলেন, যা আমি পালন করি। লেফটেন্যান্ট উইলোবি আমাদের সাথে যোগ দেন। তিনি বারুদখানা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন এবং আমাদেরকে বলেন যে কিভাবে তিনি ও আরো কয়েকজন ইউরোপীয় কিভাবে বারুদখানা রক্ষার চেষ্টা করেছেন। বাদশাহ'র লোকজন বারুদখানার দখল চাইলে তারা অস্বীকার করায় বিদ্রোহীরা বেলা দু'টার দিকে তারা মই বেয়ে বারুদখানায় প্রবেশ করে ইত্যাদি। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আমরা কাশ্মীর গেটেই অবস্থান করি এবং তখন হঠাৎ করে এক ঝাঁক গুলি উড়ে আসে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার ঠিক কাছেই। এতে ৭৪ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন গর্ডন ও লেফটেন্যান্ট রেভোলি নিহত হন এবং ৫৪তম রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট অসবর্ন আহত হন। লাইট কোম্পানির এক সিপাহি আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে চলে যেতে বলে তা না হলে আমিও গুলির শিকার হতে পারি। আমিও দেখলাম যে সেখানে অবস্থান অর্থহীন। ৫৪তম রেজিমেন্টের সিপাহিরা আর নিয়ন্ত্রণে নেই দেখে আমি সেখান থেকে চলে গিয়ে ৭৪তম রেজিমেন্টের এক অফিসারের সাথে যোগ দিলাম। প্রধান রাস্তা ধরে আমরা ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ারের দিকে যাচ্ছিলাম। লাইট কোম্পানির যে সৈন্যটি আমার সাথে ছিল সে পরামর্শ দিল প্রধান রাস্তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা তাই করলাম এবং ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ারে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার গ্রাভসকে আমাদের অভিজ্ঞতা জানালাম। সেখানে দু'টি কামান এবং ৩৮তম পদাতিক রেজিমেন্টের ৩০০ সৈন্য ছিল, যারা তখনও আদেশ পালন করছিল। কিন্তু আমি সেখানে পনের মিনিটের বেশি সময় ছিলাম না। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো পশ্চাদপসরণের এবং ৩৮ রেজিমেন্টের সৈন্য আমাদের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিল এই বলে যে আমরা যেখানে যাব, তারাও আমাদের সাথেই থাকবে। তারা সারিবদ্ধ হয়ে সেনানিবাসের রাস্তা ধরলো। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছে তারা একজন দু'জন করে সারি ভেঙে তাদের নিজ নিজ ছাউনিতে চলে যাচ্ছিল এবং আমি জিজ্ঞাসা করায় তারা উত্তর দিল যে তারা পানি পান করতে যাচ্ছে। তারা তাদের পোশাক ও সাজসজ্জা ছেড়ে একসময়ে একত্রেই চলে গেল। এ অবস্থা দেখে আমি আমার কোয়ার্টার গার্ডে গেলাম। তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। আমি আমার প্রহরীদের বললাম আমার সাথে আসতে এবং তাদের সাথে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে কথা বললাম। শেষ পর্যন্ত হাবিলদার মেজর ও দু'জন সৈন্য আমার সাথে থাকতে সম্মত হলো। আমরা রওয়ানা হলেও রাতের অন্ধকারের কারণে পথ হারিয়ে ফেললাম এবং সকাল হলে বুঝতে পারলাম যে সারা রাতে আমরা দিল্লি ছেড়ে চার মাইল পথও অতিক্রম করতে পারিনি। তিন দিন পর্যন্ত আমি বরফকলের কাছাকাছি ছিলাম, যা নগরী থেকে তিন মাইল দূরে। হাবিলদার এবং সৈন্যদের একজন

www.pathagar.com

প্রথম সকালেই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল খাবার আনার অজুহাতে, অপরজন পরদিন কেটে পড়লো। অতঃপর এক ভিক্ষুকের সহায়তায় আমি দিলি- থেকে পালিয়ে কর্নালে পৌঁছলাম।

প্রশ্ন : ১১ মে আপনি আপনার নিজস্ব সৈন্যদের আচরণ থেকে বা এর অব্যবহিত পর আপনি যা উপলব্ধি করেছেন, তাতে কি আপনার মনে হয়েছে যে ৫৪তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের সিপাহিরা মিরাট থেকে বিদ্রোহীদের আগমন সম্পর্কে আগেই অবহিত ছিল?

উত্তর : ১১ মে অথবা এরপর কোনকিছু দেখে আমার তা মনে হয়নি, কিন্তু তাদের ওই দিনের কর্মকা ের কারণে এবং পরে যেসব তথ্য পেয়েছি তাতে আমি এখন বিশ্বাস করি যে, তারা সাধারণভাবে জানতো যে কি ঘটতে যাচ্ছে। গত সেপ্টেম্বরে লেফটেন্যান্ট ভাইবার্ট আমাকে বলেছিলেন যে রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর শেখ ইমাম বখশ পরলোকগত ক্যাপ্টেন রাসেলের কাছে বলেছিল যে ১১মে'র দু'মাস আগে আমাদের ছাউনিতে লোকজনের আনাগোনা চলছিল এবং সিপাহিদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করছিল। বিগত ৮ জুন ক্যাপ্টেন রাসেল বদলি-কা-সরাই এ নিহত হন। আমার বিশ্বাস, সুবেদার মেজর এখনো মিরাটে আছেন।

সাক্ষীকে জেরা করতে বন্দী অস্বীকৃতি জানান। সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়। দিল্লির সাবেক বাদশাহ'র সচিব মুকুন্দ লালকে আদালতে তলব করে রীতি অনুসারে হলফনামা পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের উৎস সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?

উত্তর : প্রায় দুই বছর আগে থেকে দিল্লির বাদশাহ সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট এবং ইংরেজদের কাছে বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে তার শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। ব্যাপারটি এরকম, মির্জা সোলায়মান শিকোহ'র পুত্র, মির্জা খান বখশের পুত্র মির্জা হায়দার শিকোহ ও মির্জা মুরাদ লক্ষ্ণৌ থেকে দিলি-তে এসে হাসান আসকারির সাথে সলাপরামর্শ করে বাদশাহকে বলেন যে তার উচিত একটি চিঠি লিখে তা পারস্যের বাদশাহ'র কাছে প্রেরণ করা। তারা পরামর্শ দেয় যে, এই চিঠিতে উল্লেখ থাকবে যে ইংরেজরা বাদশাহকে বন্দী করে রেখেছে এবং বাদশাহ'র প্রতি শ্রদ্ধার যেসব বিষয় রয়েছে তার সবই স্থগিত করা হয়েছে, এমনকি তার উত্তরাধিকারী নিয়োগের অধিকার পর্যন্ত খর্ব করা হয়েছে। আরো বলা হবে যে উত্তরাধিকারী হিসেবে তার যে কোন পুত্রকে মনোনয়নের ব্যাপারে তার ইচ্ছার প্রতিও কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করা হচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে দুই বাদশাহ'র মধ্যে সমঝোতা, প্রতিনিধিদের সফর ও চিঠি বিনিময় ইতিবাচক ফল দিতে পারে। বাদশাহ'র বিশেষ সশস্ত্র রক্ষী সিদি কাম্বারকে মাহবুব আলী খানের মাধ্যমে রাহা খরচ বাবদ একশ' রুপি প্রদান করে বাদশাহ'র নিজস্ব দফতর থেকে একটি চিঠি প্রস্তুত করে পারস্যের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। অতঃপর মির্জা হায়দার ও তার ভাই লক্ষ্ণৌতে ফিরে যায় এবং তার আরেক ভাই মির্জা

www.pathagar.com

নজফকে বাদশাহ্'র এক দূরাত্মীয় মির্জা আগা জানের পুত্র, মির্জা মুশাররাল-উদ-দীনের পুত্র মির্জা বুলাকি'র সাথে পারস্যে পাঠিয়ে বাদশাহকে তা লিখিতভাবে জানান। তিন বছর আগে দিল্লিতে মোতায়েন করা কিছু সৈন্য মির্জা আলীর মাধ্যমে বাদশাহ্'র মুরীদে পরিণত হলে তিনি তাদেরকে তার আশির্বাদের স্মারকচিহ্ন স্বরূপ গোলাপি এর করা একটি রুমাল উপহার দেন। জমাদার হামিদ আলীও এ কাজে সহায়তা করেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রতিনিধি এ ঘটনা শোনার পর ভবিষ্যতে বাদশাহ্ কর্তৃক সেনাবাহিনীর কোন সদস্যকে তার মুরীদে পরিণত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এটা বলা যায় যে, সেদিন বাদশাহ্ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার প্রায় বিশ দিন আগে খবর পাওয়া যায় যে মিরাটের সৈন্যরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এটা শোনা যায়নি যে তারা সেখান থেকে এসেছিল। বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা যখন আসে তখন তারা প্রথমে যায় বাদশাহ্'র প্রাসাদের জানালার নিচে এবং বাদশাহকে বলে যে তারা মিরাটে সকল ইংজেরকে হত্যা করে এসেছে এবং এখানেও যারা আছে তারা অবিলম্বে তাদেরকে হত্যা করবে। তারা আরো বলে যে ভবিষ্যতে তারা বন্দীকে তাদের বাদশাহ্ বলে বিবেচনা করবে এবং এখন গোটা হিন্দুস্তানে একজন ইংরেজও আর নেই, সকলকে হত্যা করা হয়েছে। তারা একথাও বলে যে সমগ্র সেনাবাহিনী এখন থেকে বাদশাহ্'র আদেশ মান্য করবে। বাদশাহ্ বলেন যে তারা যদি নিজেদের সিদ্ধান্তে এসে থাকে তাহলে সকল পরিণতির জন্য তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তারা যদি এভাবে প্রস্তুত থাকে তাহলে তারা আসতে পারে এবং সকল ব্যবস্থাপনা নিজেদের দায়িত্বে নিতে পারে। এই গোলযোগ যখন চলছিল তখন বিশ্বাসঘাতকেরা নগরীতে প্রবেশ করে। বাদশাহ্'র সশস্ত্র রক্ষীরা তাদের সাথে যোগ দেয় এবং কাবুলের একজন বাসিন্দা কাদিরদাদ খান রেসিডেন্ট ফ্রেজারকে হত্যা করে। অন্যদিকে কিছু পদাতিক সৈন্য আরো কিছু রক্ষীর সাথে মিলে কিল-ার রক্ষীদের কমান্ডান্টের আবাসে গিয়ে তাকে হত্যা করে। এরপর নগরীর যেখানেই তারা ইংরেজদের পায় সেখানেই তাদেরকে হত্যা করে। একই দিনে দামামা বাজিয়ে ঘোষণা করা হয় যে বিশ্বের শাসক আল-াহ্ এবং বাহাদুর শাহ্ হচ্ছেন দেশের শাসক ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। পরদিন ১২মে সৈন্যরা যখন মিরাট থেকে আসে এবং দিলি-র সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়, তখন বাদশাহ্ সিংহাসনে বসেন, তার সম্মানে তোপধ্বনি করা হয়, প্রধানমন্ত্রী মাহবুব আলী খান সমগ্র সেনাবাহিনীকে ভোজে আপ্যায়িত করার নির্দেশ দেন। সে অনুসারে সিপাহিদের খাবার সরবরাহ করা হয় এবং দেশীয় অফিসারদের অর্থ উপঢৌকন দেয়া হয়। ইতিপূর্বে দিওয়ান-ই-খাসে একটি রৌপ্য সিংহাসন রাখা হতো, যার ওপর বিশেষ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে বাদশাহ্ উপবেশন করতেন। কিন্তু ১৮৪২ সালের পর থেকে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রতিনিধি বাদশাহ্'র সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে নজরানা প্রদান ও কুর্নিশ করার স্বাভাবিক রীতি রহিত করা হয়েছিল এবং সিংহাসনটি বাদশাহ্'র বৈঠকখানার নিচে একটি স্থানে রাখা হয়েছিল। তখন থেকে ১২ মে পর্যন্ত এটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। আবার যখন সেটি

www.pathagar.com

তুলে আনা হয়, বাদশাহ্ সেটিতে বসেন, যেন যথার্থই তিনি সিংহাসনে আরোহন করেছেন।

প্রশ্ন : ১১ মে'র পূর্বে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কি বাদশাহ'র কাছে কোন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল?

উত্তর : আমি জানি না যে বন্দীর কাছে সরাসরি কোন প্রস্তাব এসেছিল কি না, কিন্তু বাদশাহ'র ব্যক্তিগত অনুচররা, যারা তার খাস কামরার প্রবেশ পথে বসে থাকতো তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো এবং বলতো যে খুব শিগগির, প্রায় অবিলম্বে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করবে এবং লাল কিল্লায় আসবে, যখন বাদশাহ'র সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকল পুরনো অনুচরেরা পদোন্নতি লাভ করবে এবং উন্নত ভাতা পাবে।

বিকেল চারটায় আদালত পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতে
পঞ্চদশ দিবস

শনিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮

বেলা ১১টায় দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে পুনরায় আদালত বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত। বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়, সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস। সাবেক বাদশাহ'র সচিব মুকুন্দ লালকে তলব করে তার হলফনামা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল পুনরায় তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : এভাবে কথা বলতে পারে বাদশাহ'র এমন ব্যক্তিগত অনুচর কারা ছিল?

উত্তর : বসন্ত আলী খান ও তার অনুচরেরা।

প্রশ্ন : বিদ্রোহ শুরু হওয়ার কতোদিন আগে থেকে তারা এভাবে কথা বলছিল?

উত্তর : চার দিন আগে থেকে।

প্রশ্ন : আপনার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, পারস্যের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মির্জা হায়দার শিকোহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু জানা গেছে যে বাদশাহ তাকে লক্ষ্ণৌতে নিন্দিত করার অভিযোগে মির্জা হায়দার শিকোহকে দোষারোপ করেন। এ সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা কি?

উত্তর : সতর্কতা হিসেবে এ কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছিল, যাতে কোনভাবে ঘটনার সত্যতা প্রকাশ হয়ে না পড়ে এবং বাস্তবে যা ঘটছে তার সাথে কোন যোগসূত্র আছে বলে প্রমাণ না পাওয়া যায় বরং প্রমাণিত হয় যে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য ছিল।

প্রশ্ন : কার আদেশে বন্দী মহিলা ও শিশুদের কিল্লায় হত্যা করা হয়েছিল?

উত্তর : এই লোকগুলোকে তিনদিন ধরে পাকড়াও করা হয়েছে এবং চতুর্থ দিবসে পদাতিক ও অশ্বারোহীরা মির্জা মোগলের সাথে বাদশাহ'র মহলের দরজায় গিয়ে বন্দীদের হত্যা করার জন্য তার অনুমতি প্রার্থনা করে। এ সময়ে বাদশাহ তার মহলের অন্দরে ছিলেন। মির্জা মোগল ও বসন্ত আলী খান ভিতরে প্রবেশ করেন, আর সৈন্যরা বাইরে অপেক্ষমান থাকে। বিশ মিনিট পর তারা বাইরে বের হয়ে আসেন এবং বসন্ত আলী খান চিৎকার করে ঘোষণা করেন যে

www.pathagar.com

বাদশাহ বন্দীদের হত্যার অনুমতি দিয়েছেন এবং তারা বন্দীদের নিয়ে যেতে পারে। সে ঘোষণা অনুযায়ী বাদশাহ'র অনুচরেরা, যাদের হেফাজতে বন্দীরা ছিল, তারা আটকে রাখার স্থান থেকে বন্দীদের বের করে আনে এবং বিদ্রোহ সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়ে হত্যা করে।

প্রশ্ন : এ ব্যাপারে আপনি কি আরো কিছু জানেন?

উত্তর : যুদ্ধ শুরু হবার পর যে কেউ কোন ইউরোপীয় সৈন্য বা অফিসারের মাথা আনতে পারতো, তাকে দুই রুপি করে পুরস্কার দেয়া হতো।

প্রশ্ন : কখনো কি ইউরোপীয় সৈন্য অথবা অফিসারকে জীবন্ত বন্দী করে আনা হয়েছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে মুসলমানরা কি কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল অথবা এই বিদ্রোহ ঘটানোর জন্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিল?

উত্তর : বিদ্রোহীরা যখন এখানে আসে মুসলমানরা সাথে সাথে তাদের সাথে যোগ দেয়। কিন্তু এ কথা দিয়ে এটা প্রমাণ করা কঠিন যে তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল না? কিন্তু এতে শুধুমাত্র নিচের পর্যায়ের লোকজন জড়িত ছিল, উচ্চ পর্যায়ের লোকজন নয়।

প্রশ্ন : আপনি কি ওপরের পর্যায়ের কোন মুসলমানের নাম বলতে পারেন, যারা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেয়নি? বাদশাহ এবং শাহজাদারা নিশ্চয়ই এতে যোগ দেননি।

উত্তর : বিদ্রোহের দিনের প্রসঙ্গে আমার আগের বক্তব্য এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং পরবর্তীতে আর কোন বিষয়ের সাথে তা সংশ্লিষ্ট নয়।

প্রশ্ন : বাদশাহ'র সাথে যারা একান্ত আলোচনার সুযোগ লাভ করতেন তারা কারা ছিলেন?

উত্তর : প্রধানমন্ত্রী মাহবুব আলী খান, যিনি একজন খোজা ছিলেন, তিনি বাদশাহ একান্ত সাহচর্য লাভ করতেন। এছাড়া ছিল ধর্মতাত্ত্বিক হাসান আসকারি, তার প্রিয় রাণী জিনাত মহল, বন্দীর কন্যা নানি বেগম, আরেক কন্যা আগা বেগম, বাদশাহ'র আরেক স্ত্রী আশরাফুন্নেসা। এবং যখন কোনকিছু লিখার প্রয়োজন পড়তো, তখন বাদশাহ'র বিশেষ সাচিবিক দফতর থেকে হাকিম আহসান উল-াহ খানের নির্দেশে লিখা হতো এবং আরো একজন লোক ছিল, যে জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু আমার নামেরই অনরূপ মুকুন্দ লাল নাম ছিল তার।

সাক্ষীকে ১, ২ ও ৩ নম্বর দেয়া 'হত্যা' শিরোনামে ফারসিতে লিখা দলিল প্রদর্শন করে জানতে চাওয়া হলো যে সেই হাতের লিখাগুলো তিনি সনাক্ত করতে পারেন কি না?

উত্তর : না, হাতের লিখাগুলো আমি চিনতে পারছি না। সুবেদার বখত খানের নতুন অফিস থেকে এগুলো লিখা হয়ে থাকতে পারে। একজন লেখক, যিনি মৌলভি ছিলেন, তিনি কাগজপত্র প্রস্তুত করতেন এবং বাদশাহ'র সিলমোহর লাগানোর জন্য নিয়ে আসতেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি কি 'সাদিক-উল-আখবার' পাঠ করতেন?

উত্তর : না, আমি কখনো পত্রিকাটি পাঠ করিনি।

বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। আদালত সাক্ষীকে জেরা করে :

প্রশ্ন : হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে মুকুন্দ লাল কায়স্থ ছাড়া কেউ কি বন্দীর সাথে একান্ত গোপনীয় আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন?

উত্তর : না, অন্য কোন হিন্দুকে অনুরূপ আস্থায় নেয়া হয়নি।

প্রশ্ন : এটা কি আপনার গোচরে আছে যে বিদ্রোহের পর যেসব দেশীয় রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেন, সেগুলোকে উস্কানি দিয়ে দিল্লিতে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য দিল্লি থেকে কোন দূত প্রেরিত হয়েছিল কি না?

উত্তর : আমি জানি না।

সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়ার পর ক্যাপ্টেন টিটলারকে আদালতে তলব করে তাকে যথারীতি হলফনামা পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : বিগত ১০ মে আপনি কি দিল্লিতে ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আপনি কি ওই দিন সেনা চৌকি টহলের জন্য ব্যবহার করা হয়, এমন একটি গাড়িকে আপনার রেজিমেন্টের সেনা ছাউনিতে যেতে দেখেছেন অথবা শব্দ শুনেছেন কি না। যদি তা হয়, তাহলে বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

উত্তর : জি হ্যাঁ! ১০ মে, রোববার বিকেল তিনটার দিকে আমি আমার দরজার পাশ দিয়ে বিউগল ও গাড়ির চাকা অতিক্রম করার শব্দ শুনতে পাই। আমি যেখানে থাকতাম, সেখানে এ ধরনের ঘটনা অস্বাভাবিক। আমার এক ভৃত্যকে বলি দৌড়ে গিয়ে দেখার জন্য যে কেউ আমার বাড়িতে আসছে কি না। সে বাইরে গিয়ে প্রায় সাথে সাথে ফিরে এসে আমাকে জানায় যে একটি ঘোড়ার গাড়ি দেশীয় সৈন্যদের বয়ে ছাউনির দিকে যাচ্ছে। আমার বাড়িটি এক কোনায় অবস্থিত ছিল বলে গাড়িটিকে বাড়ির তিনদিক অতিক্রম করতে হবে, গাড়িটি দ্বিতীয় পাশ অতিক্রম করার আগেই আমি আগের ভৃত্যকেই বলি রেজিমেন্টের সুবেদার মেজরকে আমার সালাম দিতে এবং বলতে যে আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছিল যে তিনি ও আমার রেজিমেন্টের অন্য দেশীয় অফিসাররা, যারা কোর্ট মার্শালের ডিউটিতে মিরাট গিয়েছিলেন তারা নিশ্চয়ই এই গাড়িতে ফিরে আসছেন। ভৃত্য একটু পরই ফিরে এসে বললো যে গাড়িতে মিরাট থেকে আসা অনেক দেশীয় সৈন্য থাকলেও তাদের কেউই আমাদের রেজিমেন্টের নয়। তার কথায় আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে সে সৈন্যদের প্রসঙ্গেই বলেছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো বাদশাহ'র সাথে একান্ত আলোচনায় অংশ নেননি?

উত্তর : জি না।

প্রশ্ন : তাহলে আপনার পক্ষে কি করে পারস্যের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের বিষয়টি জানা সম্ভব হয়েছিল?

উত্তর : আমি প্রধানমন্ত্রী মাহবুব আলী খানের সাথে থাকতাম। যদিও আমার চাকুরি ছিল বাদশাহ'র অধীনে, কিন্তু আমার কাজ ছিল বিশেষভাবে মাহবুব আলী খানের সাথে সংশি-ষ্ট। এর ফলে তার কাছ থেকে গোপন কিছু বিষয় জানতে পারতাম।

প্রশ্ন : কিল্লায় কি সাধারণভাবে ধরে নেয়া হতো যে বাদশাহ'র ওপর হাসান আসকারির দারুন প্রভাব ছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, শুধুমাত্র কিল-ায় নয়, নগরীতেও বিশ্বাস করা হতো যে ধর্মীয় নেতা হাসান আসকারি এবং মাহবুব আলী খান বাদশাহ'র ওপর প্রভূত প্রভাব খাটাতে সক্ষম।

প্রশ্ন : বাদশাহ'র কন্যাদের একজন কি হাসান আসকারির মুরীদ ছিলেন না? এবং তাদের দু'জনের মধ্যে একজন বাদশাহ'র সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হতেন।

উত্তর : বাদশাহ'র কন্যা নওয়াব বেগম, যিনি মির্জা জামান শাহের স্ত্রী ছিলেন, তিনি হাসান আসকারির মুরীদ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেড় বছর আগে ইন্তেকাল করেন। অন্য দু'জন, যাদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তারা প্রকাশ্য মুরীদ না হলেও হাসান আসকারির পবিত্রতার প্রতি দারুণ আস্থাশীল ছিলেন।

প্রশ্ন : বাদশাহ কি কখনো ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে সৈন্যদের উৎসাহিত করার জন্য কিল্লা থেকে বাইরে বের হয়েছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ! বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার পর ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি একটি খোলা গরুর গাড়িতে উঠে বারুদখানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, যেখানে বিদ্রোহীদের মূল অংশ অবস্থান করছিল, কিন্তু কিল-া থেকে ২০০ গজ অতিক্রম করার আগেই তাকে থামানো হয় এবং সেখানে এক ঘন্টা কাটিয়ে তিনি ফিরে আসেন। সে সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনী নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে এতো সংক্ষিপ্ত পথ যাওয়ার পরই কেন বাদশাহকে থামতে হলো, আসলে এর কারণ কি ছিল?

উত্তর : তিনি সেনাবাহিনীর সাথে গিয়েছিলেন নগরীকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশমুক্ত করতে। সৈন্যরা যখন একাজে নিয়োজিত, তখন তিনি তাদের উৎসাহিত করেন।

প্রশ্ন : বাদশাহ কি অভ্যাসবশতঃ 'সাদিক-উল-আখবার' নামে পত্রিকাটি পড়তেন?

উত্তর : তিনি সবসময় পড়তেন কি না তা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু এই পত্রিকাটি এবং অন্যগুলোও তার কাছে আসতো।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের কয়েক মাস আগে থেকে দিল্লিতে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকের চাইতে অধিক ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছিল?

উত্তর : আমি তা জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১১ মে আপনি কি প্রত্যক্ষ করেছেন?

উত্তর : ১১ মে সকালে, মনে হয় সকাল নয়টার দিকে আমার এক ভৃত্য দৌড়ে কক্ষে প্রবেশ করে বলে যে লেফটেন্যান্ট হল্যান্ড বলে পাঠিয়েছেন যে সৈন্যরা দিলি-তে আসছে। আমি ইউনিফর্ম পরে তার কাছে গেলাম এবং দু'জন মিলে এডজুট্যান্ট লেফটেন্যান্ট গ্যাম্বিয়ারের কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে সেখানে আমাদের রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল কেনিভেট, ক্যাপ্টেন গার্ডনার ও ব্রিগেড মেজর ক্যাপ্টেন নিকোল উপস্থিত। তখনই আমি জানতে পারি যে বিদ্রোহিরা মিরাট থেকে দিল্লির দিকে আসছে এবং আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো ছাইনিতে গিয়ে আমার ও ক্যাপ্টেন গার্ডনারের কোম্পানিকে তৈরি করতে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো ২০০ সৈন্যকে তৈরি করে ব্যাগে স্বাভাবিক পরিমাপে গুলি নিয়ে তাদেরকে শহরের বাইরে পাহাড়ের ওপরে নতুন বারুদখানার কাছে একটি বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে। তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে বলতে হবে যাতে নদীর অপর তীর থেকে কেউ এদিকে আসতে না পারে। ক্যাপ্টেন গার্ডনার ও আমি সাথে সাথে ছাউনিতে এসে সৈন্যদের কিছুটা উত্তেজিত অবস্থায় দেখলাম এবং বেশ কষ্টে আমাদের দু'টি কোম্পানি থেকে একশ' করে সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হলাম। কিন্তু গুলি বিতরণ করতে গিয়ে বিঘ্নের মুখে পড়লাম। এর কারণ জানার জন্য বারবার বারুদখানায় লোক পাঠানোর পর আমি নিজেই সেখানে গেলাম এবং খালাসিরা আমাকে বললো যে, "আমরা কি করতে পারি। গুলি নেওয়ার জন্য যেসব সৈন্যরা এসেছে তারা গুলি ও টুপি নিয়ে আমাদের সাথে ঝগড়া করছে। আমরা তো গণনা করা ছাড়া কোনটাই দিতে পারি না।" আমি কাজটি দ্রুততর করে আমার কোম্পানিতে ফিরে এলাম। সৈন্যদের মাঝে যখন গুলী ও টুপি বিতরণ করা হচ্ছিল, তখন তারা তাদের মধ্যে অনেকে তাদের জন্যে যতগুলো নির্ধারিত তার চেয়ে বেশি গুলি নিচ্ছিল। আমি আরো বিলম্ব যাতে না হয় সেজন্যে কিছু না বলে বেশি গুলি নেয়া সৈন্যদেরকে সনাক্ত করে রাখলাম, যাতে তাদেরকে পরে শাস্তি দিতে পারি। ক্যাপ্টেন গার্ডনার ও আমি সৈন্যদেরকে উত্তেজিত অবস্থায় চিৎকার করতে করতে ছাউনি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করলাম। আমাদের দু'জনের কারো পক্ষে তাদের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। এখানে আমি একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে, ১১ মে সকালে তা ঘটেছিল, কিন্তু আমি উলে-খ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওইদিন সকালে একজন দেশীয় অফিসারের কোর্ট মার্শালে শাস্তির ব্যাপার জানানোর জন্যে ব্রিগেড প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যারাকপুরে ঈশ্বরী পারে নামে এই অফিসারের কোর্ট মার্শালের ঘটনায় আমি সমগ্র রেজিমেন্টে আপত্তির গুঞ্জন লক্ষ্য করেছিলাম। যদিও এই গুঞ্জন মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটিকে মনে হয়েছিল কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী, যা আগে কখনো তাদের মাঝে লক্ষ্য করিনি। আমরা যখন বারুদখানার নিকটবর্তী বাড়িতে পৌছলাম, নদীর বাঁকের বিভিন্ন স্থানে

www.pathagar.com

প্রহরা নিয়োগ করলাম। অস্ত্র জমা নেয়ার পর অবশিষ্ট সৈন্যদের এক জায়গায় রেখে আমি বাড়িটিতে প্রবেশ করলাম। প্রচ গরমের দিন এবং আমাদের কিছু লোক তরমুজ ও মিষ্টি সংগ্রহ করেছিল। সেগুলো তারা আমাদের কাছে আনলো এবং তা থেকে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলো। গার্ডনার ও আমি লক্ষ্য করছিলাম যে সৈন্যরা আমাদের প্রতি কতটা খেয়াল রাখছে। ইতোমধ্যে আমাদের ডাকা হলো নগরীর বিভিন্ন স্থানে জ্বলে উঠা আগুন দেখার জন্য। এর কিছুক্ষণ পর আমরা কামানের গোলা বর্ষণের শব্দ শুনলাম। এসবের কোনকিছু আমাদের স্পর্শ করেনি। ক্যাপ্টেন গার্ডনার আমাকে বললেন যে কতো সৌভাগ্যের ব্যাপার যে আমাদের লোকজন বেশ ভালোভাবে আছে, কারণ আমরা নিশ্চিত যে নগরীতে গুরুতর কিছু ঘটে চলেছে। বিশেষ করে আম্বালা ও অন্যান্য জায়গায় যে অগ্নিকাণ্ড গুলো ঘটেছিল সে ঘটনাগুলোর কথা আমরা ভাবলাম। এবার আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের সৈন্যরা কড়া রোদের মধ্যে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। আমি তাদেরকে নির্দেশ দিলাম রোদের মধ্যে না থেকে ভিতরে আসার জন্য। তারা বললো, "আমরা রোদে থাকতেই পছন্দ করি।" আমি আবার তাদেরকে একই নির্দেশ দিলাম। আমি যখন একটি কক্ষে প্রবেশ করি তখন প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করলাম যে একজন দেশীয়, যাকে দেখে সৈনিকই মনে হচ্ছে, সে কোম্পানির সৈন্যদের ভর্ৎসনা করছে এবং বলছে যে প্রতিটি শক্তি বা সরকারের টিকে থাকার নির্ধারিত সময় থাকে এবং এটা খুব ব্যতিক্রমী কোন ব্যাপার নয় যে, ইংরেজদের অবসান ঘনিয়ে এসেছে এবং তাদের গ্রন্থেও এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আমি তাকে গ্রেফতার করার আগেই নগরীর বারুদখানায় বিস্ফোরণ ঘটলো এবং দু'টি কোম্পানির সৈন্যরা উচ্চ আওয়াজ তুলে তাদের অস্ত্র তুলে নিয়ে 'পৃথিরাজ কি জয়' অথবা 'বিশ্ব পালকের বিজয়' ধ্বনি তুলে নগরীর উদ্দেশ্যে ছুটলো।

প্রশ্ন : ১০ মে'র আগে আপনি কি এমন কোনকিছু লক্ষ্য করেছেন, যা থেকে আপনার মনে ধারণা হতে পারতো যে আপনার রেজিমেন্টের সিপাহিরা অবাধ্য হয়ে পড়েছে?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি কি আর কোন পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছেন, যা থেকে দিল্লিতে গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ার আগেই আপনার এ সম্পর্কে ধারণা হতে পারতো?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমার পুরনো এক ভৃত্য, যে লোকটি ছাব্বিশ বছর ধরে আমাদের পরিবারে ছিল, সে এ সময়ে ছুটিতে যাচ্ছিল এবং আমি যখন তাকে ফিরে আসার জন্য বিশেষভাবে বলছিলাম, বেশ ক'বার সে চেহারায় বিষাদের ছাপ ফুটিয়ে বলেছিল, "জি হ্যাঁ, জনাব, তখনো যদি আপনার চুল্লীর অস্তিত্ব থাকে।" অর্থাৎ আপনার ও আপনার পরিবারের যদি আমাকে চাকুরিতে রাখার মতো অবস্থা থাকে। বিদ্রোহের এক সপ্তাহ বা দশদিন আগে সে এই মন্তব্য করেছিল। এর কাছাকাছি সময়ে সে আমাকে ছেড়ে যায় এবং এরপর তাকে

www.pathagar.com

আর দেখিনি।

বন্দী তাকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর আদালত কক্ষে তলব করা হয় দিল্লির সাবেক বাজার সার্জেন্ট সার্জেন্ট ফ্লেমিংকে এবং রীতি অনুসারে তাকে হলফনামা পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : বিদ্রোহ শুরু হওয়ার কিছুদিন পূর্বে কি আপনার পুত্রের সাথে বন্দীর পুত্র জওয়ান বখতের ঘোড়া নিয়ে খেলার অভ্যাস ছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, । পাঁচ ছয় বছর ধরেই সে তা করে আসছিল।

প্রশ্ন : আপনার পুত্রের বয়স কতো?

উত্তর : তার বয়স উনিশ বছর।

প্রশ্ন : বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পূর্বে সে কি আপনার কাছে বন্দীর পুত্র জওয়ান বখতের দ্বারা তাকে কোনকিছু বলা সম্পর্কে কি কোন অভিযোগ করেছিল?

উত্তর : ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে সে মি. ফ্রেজারের অফিস থেকে আসে, যেখানে সে কাজ করতো এবং আমাকে বলে যে ওই দিন সকালে সে বরাবরের মতোই প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি গিয়েছিল এবং সেখানে সে বন্দীর পুত্র জওয়ান বখতকে দেখতে পায়, যে সেখানে থাকতো। এই জওয়ান বখত তাকে বলে যে সে যাতে আর না আসে, কারণ সে একজন ইংরেজ বিধর্মীর মুখে দেখতে চায় না এবং তার উচিত ছিল বহুদিন আগেই তাদের সকলকে হত্যা করে তার পদতলে রাখা। এরপর জওয়ান বখত তার দিকে লক্ষ্য করে থু থু নিক্ষেপ করে। আমার পুত্র বিষয়টি তখন মি. ফ্রেজারকে বলে, কিন্তু মি. ফ্রেজার উত্তর দেন যে, সে একটি মুর্খ এবং এ ধরনের বাজে কথায় কান না দেয়ার পরামর্শ দেন। এরপর, আমার যতদূর মনে আছে মে মাসের দুই তারিখের দিকে প্রধানমন্ত্রী আমার পুত্রকে ডেকে পাঠান তার পাওনা পরিশোধের জন্য এবং এবারও বন্দীর পুত্র জওয়ান বখত আরো তীব্র ভাষায় তাকে গালমন্দ করে এবং বলে যে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে তার মস্তক বিদীর্ণ করবে। আমার পুত্র বিদ্রোহ চলাকালে এই স্থানেই নিহত হয়।

বন্দী তাকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

বিকেল সাড়ে তিনটায় আদালত ২৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার পর্যন্ত মুলতবী করা হয়, যাতে অন্যান্য সাক্ষীদের আদালতে হাজির করার সুযোগ পাওয়া যায় এবং দোভাষি প্রয়োজনীয় দলিলপত্রগুলো তরজমা করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

আদালতে
ষোড়শ দিবস

মঙ্গলবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল।

বেলা ১১টায় দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে আদালত পুনরায় বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে আদালত কক্ষে হাজির করা হয়। তার উকিল গোলাম আব্বাস তার সাথে আসেন।

দশম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের অফিসার ক্যাপ্টেন মার্টিনোকে আদালতে তলব করে রীতিমাফিক হলফনামা পাঠ করানো হয়।

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : আপনি কি ১৮৫৭ সালে জানুয়ারি মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত আম্বালায় বন্দুক চালনায় প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আমি সেখানে ছিলাম।

প্রশ্ন : হিন্দুস্থানের প্রতিটি দেশীয় রেজিমেন্টের একটি করে অংশ কি এখানে বন্দুক চালনা শিক্ষার জন্য উপস্থিত থাকতো?

উত্তর : প্রতিটি দেশীয় রেজিমেন্ট থেকে নয়, ৪৮টি দেশীয় রেজিমেন্টের চারজন করে সিপাহি এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিল।

প্রশ্ন : এই লোকগুলোর সঙ্গে কি বিদ্রোহের আগে ওইসব জেলার বিভিন্ন গ্রামে রুটি বিতরণ প্রসঙ্গে আপনার কোন আলোচনা হয়েছিল?

উত্তর : জি হ্যাঁ, হয়েছিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন সিপাহির সাথে আমার খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। আমি তাদের কাছে রুটি বিতরণ বলতে তারা কি বুঝে এবং কারা এগুলো বিতরণ করছে বলে তারা মনে করে– তা জানতে চেয়েছি। তারা এ সম্পর্কে আমাকে বলেছে যে জাহাজে দেয়া বিস্কুটের আকৃতি বিশিষ্ট রুটিগুলো দেখে তাদের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে সরকারের আদেশে তাদেরই নিয়োজিত লোকদের দ্বারা এগুলো বিতরণ করা হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে যাতে হিন্দুস্থানের সকলে একই ধরনের খাবার খেতে বাধ্য হয় এবং বিতরণ করা রুটিকে তারা এরই প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছে। তাছাড়া এই রুটি আরো ইঙ্গিত বহন করে যে, খাদ্যের মতো তাদেরকে একই ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণে বাধ্য

www.pathagar.com

হতে হবে তাদেরকে, যাকে তারা বলছে "এক খাবার এক ধর্ম।"

প্রশ্ন : আপনি যতোটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন তাতে এই ধারণা কি আপনার সেনানিবাসে বিভিন্ন রেজিমেন্টের সিপাহিদের মধ্যে সাধারণভাবে বজায় ছিল?

উত্তর : আমার ধারণা, এটি বজায় ছিল প্রতিটি রেজিমেন্টের সিপাহিদের মাঝে।

প্রশ্ন : সরকারের কাছে এমন কোন তথ্য ছিল কি না যে সিপাহিদের মধ্যে যে আটা বিতরণ করা হচ্ছিল তাতে হাড়ের গুড়া মিশ্রিত থাকতো, যাতে তাদের ধর্মনাশ হয়?

উত্তর : জি, এ ঘটনা আমি প্রথম জানতে পারি মার্চ মাসে। আমাকে বলা হয় যে সরকারি গুদাম থেকে সিপাহিদের জন্য যে আটা সরবরাহ করা হয় তাতে এভাবে ভেজাল দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে সিপাহিরা সাধারণভাবে এতে বিশ্বাস করেছে?

উত্তর : আমি বিভিন্ন লোকের পাঠানো চিঠিপত্র দেখেছি, যেগুলো সিপাহিরা স্বেচ্ছায় আমাকে দিয়েছে, যে চিঠিগুলোর লেখকরাও অবশ্যই সিপাহি, তারাও নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছে যে ঘটনাটি সত্য।

প্রশ্ন : সিপাহিরা কি কখনো আপনাকে অন্য কোন বিষয়ে অভিযোগ করেছে অথবা কোন বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়েছে?

উত্তর : তাদের অভিযোগ বরং বলা যায় ভয় ছিল এটি। তারা আশংকা করতো যে সরকার জবরদস্তিমূলকভাবে তাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : তাদের কেউ কি কখনো হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্পর্কে সরকারের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কিছু বলেছে?

উত্তর : জি হ্যাঁ, এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ছিল এটি তাদের সামাজিক অধিকারের ওপর একটি হামলা।

প্রশ্ন : তাদের মধ্যে কেউ কি অযোধ্যার সংযুক্তিকরণ সম্পর্কে কথা বলেছে, অর্থাৎ সরকার স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলোকে শেষ করে দিতে যাচ্ছে, এ ধরনের ইঙ্গিতবহ কিছু বলেছে কি না?

উত্তর : আম্বালায় এ প্রসঙ্গে আলোচনা হতো এবং মনে হতো যে ব্যাপারটিকে তারা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু পরে, বিদ্রোহ ঘটার এক সপ্তাহ পর তৃতীয় অশ্বারোহী রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাদের সহযোগী বন্ধুদের দ্বারা বিদ্রোহ ঘটেছে সে সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে সে সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলে যে, "আপনারা হিন্দুস্থানের সবকিছু বিজয় ও কব্জা করে ফেলেছেন, আর কোন বিদেশি রাষ্ট্র আপনাদের দখলের জন্য অবশিষ্ট নেই এবং এখন তোমরা আমাদের ধর্ম ও আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করতে বদ্ধপরিকর।" এ সময়ে আমি কর্নালে কমিশারিয়েট অফিসার হিসেবে ছিলাম এবং তৃতীয় অশ্বারোহী রেজিমেন্টের যে সৈন্যদের প্রসঙ্গে আমি বলছি তারা বিশ্বস্ত ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো কোন সিপাহিকে অভিযোগের সুরে বলতে শুনেছেন যে

www.pathagar.com

ইংরেজ মিশনারীরা দেশীয়দের খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে চায়?

উত্তর : না, আমার জীবনে কখনো এমনটি শুনিনি। আমার মনে হয় না যে তারা এ ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামিয়েছে।

প্রশ্ন : আম্বালা সেনানিবাসে যে গুলি সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য দেয়া হতো তা কি কোনভাবে চর্বিযুক্ত ছিল?

উত্তর : না, বিশেষ করে অস্ত্রাগার থেকে যে গুলি দেয়া হতো সেগুলো তো নয়ই। বিতরণের আগে চর্বি মেশানো হয়েছে এমন গুলি কখনোই বিতরণ করা হতো না। তারা নিজেদের গুলি পিচ্ছিল করতো ঘি ও মোমের মিশ্রণ দিয়ে। এগুলো তারা নিজেরাই সুবিধামতো কিনে নিতো।

প্রশ্ন : হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বলপূর্বক বঞ্চিত করা সম্পর্কিত অভিযোগ কি আপনি কখনো পেয়েছেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, গুলির প্রশ্নে যতোটা জানি, মুসলিম সিপাহিরা বিষয়টি নিয়ে হাসাহাসি করেছে যে শুধু হিন্দুরাই তাদের ধর্ম নাশের অভিযোগ করছে। কিন্তু অযোধ্যা সংযুক্তিকরণের প্রশ্নে যারা কথাবার্তা বলেছে তারা অভিযোগ হিসেবে কথা বলেছে। কিন্তু আমি জানি না যে তারা মুসলমান কি না।

বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। আদালত তাকে জেরা করে :

প্রশ্ন : বিদ্রোহের আগে আপনি কি আপনার অধীনস্থ সৈন্যদের আচরণে অস্বাভাবিক কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন অথবা যা ঘটতে যাচ্ছিল এমন কোন ধারণা করতে পেরেছেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, তারা খুব সাধারণভাবে আমাকে বলেছে যে একটি বিদ্রোহ ঘটতে যাচ্ছে এবং আম্বালয় রাতের বেলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোর মধ্যে তা সুস্পষ্ট ছিল। আমরা প্রথম যেদিন এনফিল্ড রাইফেলের গুলি বর্ষণ করি সেদিনই প্রথম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে এবং ১০ মে পর্যন্ত প্রতি রাতেই অগ্নিকাণ্ড অব্যাহত ছিল। আমরা ১৭ এপ্রিল থেকে এনফিল্ড রাইফেলের গুলির ব্যবহার শুরু করেছিলাম। যদিও সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে যারা তথ্য দিতে পারবে, তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, কিন্তু তথ্য দেয়ার জন্য কেউ আসেনি। এবং একটা অঘটন যে ঘটতে যাচ্ছে তা যেমন অনিবার্য ছিল, তেমনটি তথ্য দিতে না আসাটাও সাধারণ অসন্তোষের লক্ষণ ছিল। উপরোক্ত বিষয়ে আমি সেনাবাহিনীর সদর দফতরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম, যে সদর দফতর তখন আম্বালায় ছিল। তাছাড়া সেনাবাহিনীর অ্যাসিস্ট্যান্ট এডজুট্যান্ট জেনারেল ক্যাপ্টেন সেপটিমাস বেচার এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমি আলোচনাও করেছি।

সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সার্জেন্ট ফ্লেমিং এর স্ত্রী মিসেস ফ্লেমিংকে আদালতে তলব করে রীতিমাফিক তাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

www.pathagar.com

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : এপ্রিল মাসের শেষ দিকে আপনি কি বন্দীর স্ত্রী জিনাত মহলের বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে কি আপনি তার পুত্র জওয়ান বখতকে দেখেছেন?

উত্তর: জি হ্যাঁ।

প্রশ্ন : তখন কি ঘটেছিল তা বর্ণনা করুন।

উত্তর: আমি বন্দীর পুত্র জওয়ান বখতের শ্যালিকার সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, আর জওয়ান বখত তার স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে অনুষ্ঠানে আমার কন্যা স্কালিও উপস্থিত ছিল। আমি যখন তার শ্যালিকার সাথে কথা বলছিলাম তখন আমার কন্যা আমাকে বলে, "মাম্মি তুমি কি শুনেছো যে ওই তরুণ বদশাশটা কি বলছে, সে আমাকে বলছিল যে আর মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকল বিধর্মী ইংরেজকে তার পদতলে আনবে, সে হিন্দুদের হত্যা করবে।" একথা শুনে আমি জওয়ান বখতের দিকে ফিরে তাকে প্রশ্ন করি "তুমি এসব কি বলছো?" সে উত্তর দেয় যে সে শুধুমাত্র রসিকতা করছিল। আমি বলি, তুমি যে হুমকি দিয়েছো, তা যদি ঘটে তাহলে তোমার মস্তকই সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। সে আমাকে বলে যে পারসিকরা দিল্লিতে আসছে এবং তারা যখন আসবে, তখন আমরা অর্থাৎ আমি এবং আমার কন্যা যেন তার কাছে যাই, তাহলে সে আমাদের রক্ষা করবে। এরপর সে আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমার মনে হয়, এ ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে।

বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

সংবাদ লেখক চুনী লাল লিখিত ১১ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত সংবাদপত্রের সংখ্যাগুলো, যেগুলো তার বাড়ি থেকে জব্দ করা হয়েছিল, সেগুলোর মূল ও অনূদিত কপি আদালতে পাঠ করা হয় :

১৮৫৭ সালের ১০ মে রাতের কোন এক সময়ে মি. ফ্রেজার মিরাট থেকে একটি চিঠি লাভ করেন, যাতে সেখানকার পদাতিক সৈন্যদের বিদ্রোহী আচরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখন এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সকালে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া যায় যে তৃতীয় অশ্বারোহী রেজিমেন্ট এবং দু'টি দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের সৈন্যরা গুলির বিষয় নিয়ে মিরাটে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং দিল্লির দিকে আসছে। ফ্রেজার সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত সৈন্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন এবং আর্দালিকে বলেন, ঝাজ্জারের নওয়াবের প্রতিনিধিকে তলব করতে। স্যার থিওফিলাস মেটকাফি একই সময়ে নগরীতে আসেন এবং প্রধান দারোগাকে নির্দেশ দেন নগরীর ফটকগুলোতে প্রহরী মোতায়েন ও ফটক বন্ধ করে দিতে। দারোগা অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রতিপালন করেন। ফ্রেজারও নগরীতে আসেন তার ঘোড়ার গাড়িতে, তার সাথে ছিল তার ব্যক্তিগত প্রহরায় নিয়োজিত ঝাজ্জারের অশ্বারোহী বাহিনীর কয়েকজন সৈনিক। ইতোমধ্যে নিশ্চিত হওয়া

www.pathagar.com

গেছে যে, কিছু অশ্বারোহী সৈন্য সেতুতে উপনীত হয়েছে, সেখানে কর আদায়কারীকে হত্যা করে তার টং ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই অশ্বারোহীদের একজন কিল-ার প্রহরী প্রধানের ব্যাপারেও এতো নির্লিপ্ত ছিল যে সে তার প্রতি পিস্তলের গুলি নিক্ষেপ করে, কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। উক্ত সৈন্যরা কিল-ার মহলের জানালার নিচে সমবেত হয় বলে জানা যায় এবং তারা বাদশাহকে বলে যে তারা তাদের ধর্মের জন্য যুদ্ধ করতে এসেছে এবং তাদের জন্য কিল-ার ফটক খুলে দিতে অনুরোধ জানায়। বাদশাহ তখনই কিল-া রক্ষীদের প্রধানকে খবর পাঠান যে মিরাট থেকে কিছু সৈন্য হাজির হয়েছে এবং একটা গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। খবর পেয়ে রক্ষী প্রধান ক্যাপ্টেন ডগলাস অবিলম্বে বাদশাহ সমীপে উপস্থিত হন এবং সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন যে তারা বাদশাহ'র মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে এবং তাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তারা উত্তর দেয় যে তার সাথে তারা বুঝাপড়া করবে। মি. ফ্রেজার ইতোমধ্যে কাশ্মীর গেটে উপস্থিত হয়ে সেখানে প্রহরীদের বলেন যে তাদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেবার জন্য লালন করা হয়েছে, কিছু বিদ্রোহী সৈন্য মিরাট থেকে এসেছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে সাহায্য করতে তাদেরকে প্রয়োজন। প্রহরীরা তাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায় এই বলে যে তার বিরুদ্ধে যদি কোন দুশমন হামলা করতে আসতো তাহলে তার নির্দেশ মানতে তাদের কোন আপত্তি থাকতো না। মি. ফ্রেজার তখন কিছু ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে কলকাতা গেটে যান এবং সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফ্রেজারের ব্যক্তিগত জমাদার জ্বালা সিং তাকে বলে নগরী ছেড়ে যেতে এবং তাকে জানায় যে মুসলমানরা একটি বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তিনি তাকে বলেন যে নগরী ত্যাগ করার মতো কিছু তিনি করবেন না। এ সময়ের মধ্যে নগরীর সকল দোকান বন্ধ হয়ে যায়। পাদ্রি জেনিংস এবং অন্য এক ভদ্রলোক মিরাট থেকে সৈন্যদের আগমন প্রত্যক্ষ করছিলেন কিল-ার প্রহরী প্রধানের আবাসের ওপর একটি বুরুজ থেকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে। ক্যাপ্টেন ডগলাস তার ঘোড়ার গাড়িযোগে কলকাতা গেটে ফ্রেজারের সাথে যোগ দেন এবং পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে তাকে পাঠ করতে দেন। ফ্রেজার তখন তার দেহরক্ষীদের বলেন প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে। থানবি বাজারের মুসলমানরা রাজঘাটে গিয়ে বিদ্রোহিদের সাথে পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করে গেট খুলে দিয়ে তাদেরকে ভিতরে প্রবেশের সুযোগ দেয়। তারা কালবিলম্ব না করে ইউরোপীয়দের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ ও তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। দরিয়াগঞ্জে বসবাসরত ইউরোপীয়দের হত্যা ও তাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে তারা দেশীয় চিকিৎসক চমন লালকে হত্যা করে, যিনি তার দাওয়াখানার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নগরীর মুসলমানরা বিদ্রোহী সৈন্যদের এরপর বলে যে মি. ফ্রেজার কলকাতা গেটে আছেন। তারা সাথে সাথে সেদিকে রওয়ানা হয় এবং সেখানে গিয়ে সেখানে জড়ো হওয়া ভদ্রলোকদের লক্ষ্য করে বন্দুক ও পিস্তল দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। দু'জন নিহত হয়। ফ্রেজারের অশ্বারোহী বিদ্রোহিকে গুলি চালিয়ে আহত করেন। অতঃপর ফ্রেজার ও ক্যাপ্টেন ডগলাস একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে কিল্লায় ফিরে আসেন। ডগলাস কিল-ার গেটের ওপরে তার আবাসে যান এবং ফ্রেজার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠার সময় বিদ্রোহিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপেই নিহত হন। তার হত্যাকারীরাই ওপরের কক্ষে

www.pathagar.com

উঠে ক্যাপ্টেন ডগলাস, পাদ্রি জেনিংস ও তার কন্যা এবং অপর এক ভদ্রলোককে হত্যা করে। এ সময়ে কিল্লা ও নগরীর মুসলমানরা কিল্লার প্রহরী প্রধানের আবাস ও নগরীর ইউরোপীয়দের আবাসসমূহ লুণ্ঠনের জন্য যাচ্ছিল। স্যার থিওফিলাস মেটকাফি একটি ঘোড়ায় আরোহন করে, খোলা তরবারি হাতে বিদ্রোহিদের ধাওয়া খেয়ে চাঁদনী চক হয়ে আজমীর গেট দিয়ে নগরীর বাইরে বের হয়ে যান। দিল্লির তিনটি পদাতিক রেজিমেন্ট বিদ্রোহিদের সাথে যোগ দেয় এবং তাদের কিছু অফিসারকে হত্যা করে। এরপর সকল বিদ্রোহী ইউরোপীয় নারী পুরুষ, যারা দারিয়াগঞ্জ, কাশ্মীর গেটের আশেপাশে ও মেজর স্কিনারের বাসভবনে যেখানেই পায় তাদের সকলকে হত্যা করে। তারা নগরীর কিছু মুসলিম ও হিন্দুর সাথে মিশে প্রধান থানা ও বারোটি পুলিশ চৌকি ধ্বংস করে এবং রাস্তার সকল বাতি ভেঙ্গে ফেলে। প্রধান দারোগা আত্মগোপন করেন, কিন্তু তার সহকারী আহত অবস্থায় পলায়নে সক্ষম হন। বিদ্রোহী ও বিক্ষুব্ধ জনতা যখন ব্যাংকে হামলা করে তখন দু'জন ভদ্রলোক, দুই শিশু ও তিনজন মহিলা ছাদে আশ্রয় নেয়। বিদ্রোহিদের একজন একটি গাছে আরোহণ করলে ছাদ থেকে এক ভদ্রলোক তাকে গুলি করে। এরপর বিদ্রোহিরা ব্যাংকে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর অশ্বারোহীরা চলে গেলেও মুসলমানরা রয়ে যায় এবং দুই ভদ্রলোক ও মহিলাদের লাঠির আঘাতে হত্যা করে। মুসলমানরা বিদ্রোহিদের সাথে সাথে যায়, তাদের ধর্মের সাফল্যে উল্লাস ধ্বনি করে। বল-ভগড়ের রাজা জনৈক রেলওয়ে অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, যিনি বেলা ১০টায় ফিরে আসেন। দিলি-স্থ তিনটি পদাতিক রেজিমেন্টের সৈন্যরা ট্রেজারি লুট করে নিজেদের মধ্যে অর্থ ভাগ করে নেয় এবং বেসামরিক দফতর ও আদালত এবং কলেজ লুট করে সেই ভবনগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। অশ্বারোহীরা সেনানিবাসে প্রবেশ করে সেখানকার সকল বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। এসব কার্যের পর অশ্বারোহী রেজিমেন্ট ও দুই রেজিমেন্ট পদাতিক, যারা মিরাট থেকে এসেছে, তারা দিল্লির তিন রেজিমেন্টের সাথে একত্রে বাদশাহ'র জন্য অপেক্ষা করে এবং তার সমর্থন কামনা করে। তারা বাদশাহ'র শাসন সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাদশাহ উত্তরে বলেন যে তিনি তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে সব ধরনের অনুকূল্য ও দয়া প্রদর্শন করতে চান। তিনি তাদেরকে সলিমগড়ে ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং একই সাথে মন্তব্য করেন যে সকল রাস্তা ও বাজার বন্ধ থাকবে এবং লুণ্ঠন ও দস্যুতা রহিত করতে হবে। কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় তাদের স্ত্রীসহ বারুদখানার দিকে গেছে জানতে পেরে অশ্বারোহী ও পদাতিকরা দরিয়াগঞ্জ থেকে দু'টি কামান আনে ও পাথর দিয়ে সেগুলো ভর্তি করে গেটের ওপর বর্ষণ করে। ইউরোপীয়রাও পাল্টা গোলা বর্ষণ করে। এক পর্যায়ে বারুদখানায় বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে নগরীর বেশ কিছু লোক নিহত হয় এবং আশেপাশের অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। যেসব ইউরোপীয় নারীপুরুষ বারুদখানায় ছিল তারা নদীর দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু অশ্বারোহী সিপাহিরা তাদের ধাওয়া করে হত্যা করে। তিনজন সার্জেন্ট ও দু'জন মহিলাকে গ্রেফতার করে বাদশাহ'র কাছে আনার পর একজন সার্জেন্ট তার নিজের ও সহবন্দীদের নিরাপত্তা ভিক্ষা করেন এই বলে যে তিনি আশ্রয় না দিলে বিদ্রোহিরা তাদের হত্যা করবে। বাদশাহ তাদেরকে ইবাদতখানায় স্থান দেন। সূর্যাস্তের ঘন্টাখানেক

www.pathagar.com

আগে রাজা নহর সিং তার স্ত্রী, ভাই ও শ্যালক এবং মি. মুন্টোকে নিয়ে ছদ্মবেশে বল-ভগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পদাতিক বিদ্রোহিরা কোষাধ্যক্ষ সালিগ্রামের বাড়িতে হামলা চালায়, কিন্তু মধ্যরাতের আগে তারা বাড়িটির বিশাল গেট ভাঙ্গতে পারেনি। তারা নগরীর মুসলমানদের নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে এবং সেখানে যা ছিল সবকিছু লুণ্ঠন করে। কিছুসংখ্যক সার্জেন্ট সেনানিবাস থেকে দু'টি কামান নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু অচিরেই অশ্বারোহীরা আসে ও কামান ফিরিয়ে আনে। লাল কিল্লায় একুশবার তোপধ্বনি করা হয় এবং সারা রাত ধরে নগরীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অস্বস্তি ও টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করে।

মঙ্গলবার, ১২ মে, ১৮৫৭। বাদশাহ দিওয়ান-ই-খাসে আসেন, যেখানে প্রধানরা তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ৫৪তম রেজিমেন্টের সুবেদাররা বাদশাহ'র জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তারা নিবেদন করেন যে প্রাত্যাহিক রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কিছু লোককে নিয়োগ করা উচিত। রামশাই মল ও দিলওয়ানি মলকে দায়িত্ব দেয়া হয় যে তারা প্রতিদিন পাঁচশ রুপি মূল্যের খাবার, ডাল, ছোলা ইত্যাদি সরবরাহ করবে এবং রেজিমেন্টগুলোর কাছে পৌছাবে। চারজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ব্যবসায়ী আলী মোহাম্মদের পুত্র মোহাম্মদ ইব্রাহিমের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। বিদ্রোহিরা এ খবর পেয়ে সেখানে যায় ও ইউরোপীয়দের হত্যা ও বাড়িটি লুণ্ঠন করে। দেশীয় পোশাক পরে এক ইউরোপীয় মহিলা অ্যালেনবারো ট্যাংকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা তাকে হত্যা করে। পদাতিক সৈন্যরা বলপূর্বক নগরীর সবগুলো রাস্তার পাশের খাবারের দোকানে প্রবেশ করে লুটপাট চালায়। এ ঘটনা জানতে পেরে বাদশাহ পাহাড়গঞ্জের সাবেক দারোগা মির্জা মুনীর-উদ-দীন খানকে নগরীর শাসকের দায়িত্বে ন্যস্ত করে এক রেজিমেন্ট পদাতিকসহ প্রধান থানায় পাঠান লুটতরাজ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। মির্জা জানান যে খোদ সৈন্যরাই চৌরি বাজারে লুটতরাজে লিপ্ত। এ খবর শোনার পর বাদশাহ প্রতিটি রেজিমেন্টের সুবেদারদের তলব করে নির্দেশ দেন দিল্লি- গেটে এক রেজিমেন্ট, কিল্লার কাছে এক রেজিমেন্ট এবং আজমীর গেট, লাহোর গেট, ফরাশখানা, কাশ্মীর গেট ও অন্যান্য গেটে এক কোম্পানি করে এবং দরিয়া বাজারে এক কোম্পানি সৈন্য নিয়োগ করার জন্য এবং তিনি বলেন যে তার প্রজারা লুণ্ঠিত হবে তা তিনি বরদাশত করতে পারেন না। অতঃপর পদাতিক ও অশ্বারোহীরা নাগর শেঠ সড়কে হামলা চালায় লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। সেখানকার বাসিন্দারা গেট বন্ধ করে দিয়ে সৈন্যদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে তাদেরকে হটিয়ে দেয়। কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় কেরানী তাদের স্ত্রীদের নিয়ে কিষণগড়ের রাজা কল্যাণ সিং এর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বিদ্রোহিরা সেখানে গিয়ে বন্দুক ও পিস্তল দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। ইউরোপীয়রা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। এরপর বিদ্রোহিরা দু'টি কামান আনে, কেরানী ও তাদের স্ত্রীরা এই পর্যায়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে আশ্রয় নেয় এবং বিদ্রোহিরা চলে আসে। বাদশাহ মির্জা মোগলকে নির্দেশ দেন এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে নগরীতে লুণ্ঠন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। মির্জা মোগল নির্দেশ অনুসারে একটি হাতির পিঠে উঠে প্রধান থানাগুলোতে

www.pathagar.com

গিয়ে আদেশ জারি করেন যে কোন ব্যক্তিকে যদি লুণ্ঠনের জন্য দায়ী বলে পাওয়া যায় তাহলে তাকে নাক ও কান হারানোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এবং যেসব দোকানি তাদের দোকান খুলবে না ও সৈন্যদের রসদ দিতে অস্বীকার করবে তাদেরকে জরিমানা করা হবে এবং বন্দী হিসেবে আটক রাখা হবে। রাণী তাজমহল বেগমকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। দু'জন ইউরোপীয় দেশীয়ের ছদ্মবেশ ধারণ করে যাওয়ার সময় বিদ্রোহিদের হাতে ধরা পড়ে কোতোয়ালির সামনে প্রাণ হারায়। বাদশাহ্ একটি হাতির পিঠে বসে, পিছনে জওয়ান বখতকে নিয়ে দুই রেজিমেন্ট পদাতিক ও কিছুসংখ্যক কামান নিয়ে রাজকীয়ভাবে নগরী পরিদর্শনে বের হয়ে প্রধান সড়কগুলোর পাশে দোকানপাট খোলার ব্যবস্থা করেন এবং দোকানিদের নির্দেশ দেন তাদের ব্যবসা পরিচালনা ও সৈন্যদের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রির জন্য, এরপর তিনি কিল-ায় ফিরে আসেন। হাকিম আহসান উল-াহ্ খানের মাধ্যমে হাসান আসকারি বাদশাহ'র সাথে সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করেন। তিনি নজর হিসেবে বাদশাহকে একটি সোনার মোহর দেন এবং বাদশাহ্ তাকে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বলেন যে তার সাথে একান্তে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করছেন তিনি। বাদশাহ্ একটি সম্মানসূচক খিলাত প্রদান করেন মির্জা মুনীর-উদ-দীন খানকে, যেহেতু তিনি তাকে দিলি-র প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। মির্জা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নজর হিসেবে বাদশাহকে দেন চার রুপি।

বুধবার, ১৩ মে ১৮৫৭। বাদশাহ্ তার ইবাদতখানা থেকে বের হয়ে আসেন। নওয়াব মাহবুব আলী খান ও অন্যান্য প্রধানরা তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শাহী তদারককারী হাসান মির্জাকে আদেশ দেয়া হয় মির্জা আমির-উদ-দীন খানকে হাজির করার জন্য। তদারককারী ফিরে এসে জানান যে মির্জা অসুস্থ বলে উপস্থিত হতে অক্ষম। প্রধান দারোগা মুনীর-উদ-দীন খানকে জানান হয় যে সেনাবাহিনীকে খাদ্য ও অন্যান্য রসদ পাঠানো হয়নি, অতএব এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। হাসান আলী খানকে উত্তর দেন যে, এসব সৈন্য খুনী, যারা তাদের মনিবদের খুন করেছে এবং তাদেরকে কোনভাবে আস্থায় নেয়া যায় না। ধর্মীয় নেতাদের বংশধর শাহ্ নাজিমুদ্দিন এবং মৃত নওয়াব মোহাম্মদ খানের পুত্র বুধান সাহিবকে নির্দেশ দেয়া হয় আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য। মির্জা মোগল, মির্জা খিজির সুলতান, মির্জা আবদুল-াহ্ এবং অন্যান্যদেরকে পদাতিক রেজিমেন্টের কর্নেল হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদেরকে আদেশ প্রতিপালনের জন্য তাগিদ দেয়া হয়। শাহ্ নাজিমুদ্দিন জানান যে, অশ্বারোহীরা নওয়াব মীর হামিদ আলী খানকে তার বাড়িতে আটক করেছে এবং পায়ে হাঁটিয়ে হাকিম আহসান উল-াহ্ খানের কাছে আনা হয়েছে এই অজুহাতে যে তিনি কিছু ইংরেজকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যদিও মীর বলেন যে যদি তার বাড়িতে কোন ইংরেজ লুকিয়ে ছিল বলে আলামত পাওয়া যায় তাহলে তিনি নিজেকে দোষী বলে মেনে নেবেন। একথা জানার পর বাদশাহ্ অশ্বারোহী ও পদাতিকদের সাথে শাহ্ নাজিমুদ্দিনকে গিয়ে মীর হামিদ আলী খানের বাড়ি তল-াশীর নির্দেশ দেন। শাহ্ নাজিমুদ্দিন ও মির্জা আবু বকর গিয়ে হামিদ আলী খানের বাড়ি তল-াশী করেন, কিন্তু কোন ইংরেজ কিংবা মিশ্র জাতের কাউকে সেখানে

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। অতএব, অশ্বারোহী ও পদাতিকরা যে সম্পত্তি লুট করেছিল তা ফিরিয়ে দিয়ে মীর হামিদ আলী খানকে মুক্তি দেয়া হয়। মির্জা আবুবকরকে অশ্বারোহী রেজিমেন্টের কর্নেল পদে নিয়োগ দেয়া হয়। গোয়েন্দা তথ্য আসে যে কিষণগড়ের রাজা কল্যাণ সিং-এর বাড়িতে কেরানী, মহিলা ও শিশুসহ উনিশ জন লোক আশ্রয় নিয়েছে এবং অশ্বারোহী ও পদাতিকরা তাদেরকে বন্দী করে বন্দুকের গুলির শিকারে পরিণত করেছে। কিছু অশ্বারোহী কর্নেল স্কিনারের বাড়িতে যায় এবং জোসেফ স্কিনারের পুত্রকে ধরে এনে কোতোয়ালির সামনে হত্যা করে। কিছু লোক দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অশ্বারোহী ও পদাতিকরা নারায়ণ দাস ও সহকারী রাজস্ব সংগ্রাহক রাম চরণ দাসের বাড়িতে যায় এবং অভিযোগ করে যে তাদের বাড়িতে ইংরেজদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তারা তাদের সম্পত্তি লুট করে। কাজি পান্নু ও তার পুত্র কিছু পদাতিকের দ্বারা নিহত হয়। দু'জন ইংরেজ দেশীয়ের বস্ত্র ধারণ করে বদাররু গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অশ্বারোহীদের হাতে ধরা পড়ে ও নিহত হয়। বাদশাহ প্রতিটি রেজিমেন্টের ব্যয় নির্বাহের জন্য চারশ' রুপি করে প্রদান করেন। মির্জা মুনীর-উদ-দীন ঘোষণা করেন যে যারা বাদশাহ'র অধীনে চাকুরি গ্রহণ করতে চায়, তারা যাতে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে আসে এবং যাদের বাড়িতে ইংরেজদের পাওয়া যাবে তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বিচার করা হবে। আলীগড়ের নওয়াব আহমদ আলী খান ও ওয়ালিদাদ খান তলব পেয়ে দরবারে এসে বাদশাহকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাদেরকে প্রতিদিন দরবারে হাজির থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। বাদশাহ প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীকে তলব করে মূল্য নিয়ন্ত্রণ, গুদাম খুলে দেয়া ও বাজারে শস্য বিক্রয়ের নির্দেশ দেন। মির্জা মুনীর-উদ-দীন খান দু'শ লোক সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রধান সড়ক দরিয়ায় এবং নগরীর অন্যান্য অংশে মোতায়েন করে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখার জন্য। লাল কুয়ানের একটি দোকান থেকে দু'জন ভিশতিওয়ালা মাখন চুরি করায় তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। কুলি খান ও সরফরাজ খান নামে দুই জঘন্য বদমাশসহ আরো কিছু মন্দ চরিত্রের লোককে অভিযুক্ত করে তাদেরকে ধরা হয় তেলিওয়ারা ও সব্জিমন্ডিতে লুটতরাজ করার জন্য।

বৃহস্পতিবার, ১৪ মে ১৮৫৭। বাদশাহ তার খাস কামরা থেকে ইবাদতখানায় আসেন। হাসান মির্জা, ক্যাপ্টেন দিলদার আলী খান, হাসান আলী খান এবং তলব পেয়ে মির্জা মুনীর-উদ-দীন খান, মির্জা জিয়া-উদ-দীন খান ও মৌলভি সদর-উদ-দীন খান উপস্থিত ছিলেন। তারা বাদশাহকে তাদের শ্রদ্ধা জানান। মৌলভি বাদশাহকে নজর দেন একটি স্বর্ণ মুদ্রা। বাদশাহ তাকে বেসামরিক ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের জন্য বলেন। মৌলভি সাহেব অবশ্য অনুরোধ জানান তাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য। এরপর কোষাধ্যক্ষ সালিগ্রাম এসে বাদশাহকে একটি সোনার মোহর নজর দেন। বাদশাহ জানতে চান যে প্রধান কোষাগারে কি পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত আছে। সালিগ্রাম উত্তর দেন যে তিনি জানেন না। বাদশাহ তাকে নির্দেশ দেন তার একজন প্রতিনিধি কোষাধ্যক্ষের কাছে প্রেরণ করতে। সালিগ্রাম বলেন যে, তিনি তা করবেন। হাসান আলী খান বাদশাহ'র কাছে রহমত আলী খানের পরিচয় পেশ করেন এবং তিনি বাদশাহকে একটি সোনার মোহর

www.pathagar.com

নজর দেন। বাদশাহ'র প্রশ্নে তিনি আরো জানান যে তিনি নওয়াব ফৈয়াজ মোহাম্মদ খানের পুত্র ও হাসান আলী খানের ভাগ্নে। সর জং খানের পুত্র মোহাম্মদ আলী খান বাদশাহকে একটি সোনার মোহর পেশ করেন। বাদশাহ তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, তিনি দাদরি'র প্রধান বাহাদুর জং খানের ভাগ্নে।

সানোয়াতের প্রধানের একান্ত প্রতিনিধি বাদশাহকে জানান যে তার মনিব অসুস্থ বলে দরবারে আসতে পারেননি। তিনি জয়পুর যেতে চান। তিনি জয়পুরের শাসক রাজা রাম সিং এর উদ্দেশ্যে একটি আদেশ লিখা হয় তাকে তার সেনাবাহিনীসহ দিল্লি-তে অবিলম্বে হাজির হওয়ার জন্য। উপরোক্ত প্রতিনিধি জানায় যে সে অবিলম্বে জয়পুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। অতঃপর ঝাজ্জারের নওয়াব আবদুর রহমান খান, দাদরি'র বাহাদুর জং খান, পাত্তাদিহের আকবর আলী খান, বল-ভগড়ের রাজা নহর সিং এর বরাবরে আদেশ জারি করা হয়। দোজাওনা'র হাসান আলী খান, ফারুকনগরের নওয়াব আহমদ আলী খানের কাছেও আদেশ পাঠানো হয় তাদেরকে দরবারে হাজির হওয়ার তাগিদ দিয়ে। মির্জা আমিন-উদ-দীন খান ও মির্জা জিয়া-উদ-দীন খানের প্রতি আদেশ দেয়া হয় ঝিরকা-ফিরোজপুর ও গুরগা ও জিলার ব্যবস্থাপনা দেখাশোনা করার জন্য, যে জায়গাগুলো অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়ে আছে। গুপ্তচর মারফত খবর পাওয়া গেছে যে চান্দ রাওয়ালের গুজ্জাররা প্রতি রাতে সব্জিমন্ডি, তেলিওয়ারা, রাজপুর, মান্ডেরসা ও অন্যান্য স্থানে হামলা চালিয়ে লুটপাট করছে। মির্জা মোগলকে নির্দেশ দেয়া হয় গুজ্জারদের অপতৎপরতা বন্ধ করার জন্য। মির্জা আবুবকর তার অশ্বারোহীদের নিয়ে উক্ত গুজ্জারদের গ্রামে গিয়ে অগ্নিসংযোগ করেন। লক্ষ্মৌর ভূসম্পত্তি তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত বাহাদুর শাহ বাদশাহ'র সমীপে হাজির হয়ে একটি সোনার মোহর নজর হিসেবে দেন। আম্বালা থেকে গুপ্তচর হিসেবে আগত একজন ইউরোপীয় সৈন্যকে পাকড়াও করে বাদশাহ'র সামনে হাজির করা হলে তিনি তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। কয়েকজন সুবেদার ও কিছু পদাতিক জুতা পরিহিত অবস্থায় গালিচার ওপর দাঁড়ায়। বাদশাহ তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভর্ৎসনা করেন। প্রধান দারোগা মুনীর-উদ-দীন খানের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করা হয় ৩৮তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টকে নিয়ে দিল্লি সেনানিবাসে যাওয়ার জন্য এবং সেখানে, সব্জিমন্ডি, পাহাড়ি দুররাং ও অন্যান্য স্থানে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও যথেচ্ছাচার বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। মিরাট থেকে আগত চারজন লোক সৈন্যদের জানায় যে ইউরোপীয় বাহিনী এগিয়ে আসছে তাদের নির্মূল করার জন্য। সৈন্যরা এই তথ্যে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, ফলে তারা চার ব্যক্তিকে আটক করে। নিগমবোধের দারোগাকে নির্দেশ দেয়া হয় মি. ফ্রেজার ও ক্যাপ্টেন ডগলাসের মৃতদেহ কবরস্থানে নিয়ে দাফন করতে। যেসব ইউরোপীয় নারী পুরুষের মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশ কার্যকর করা হয়। মি. ফ্রেজারের বাড়ির সকল আসবাবপত্র গুজ্জাররা লুণ্ঠন করে নিয়েছে এবং সকল রেকর্ডপত্র এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের এজেন্সির সবকিছু তছনছ করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

শুক্রবার, ১৫ মে ১৮৫৭ । বাদশাহ্ যখন তার খাস কামরায় তখন মৌলভি আবদুল কাদির তার কাছে একটি তালিকা পেশ করেন, যা সৈন্যদের বেতন সংক্রান্ত । মহামান্য বাদশাহ্ মৌলভিকে এক জোড়া শাল উপহার দেন নওয়াব মাহবুব আলী খানের সহকারী হিসেবে তাকে নিয়োগের সম্মানে । এরপর মৌলভি একটি হাতির পিঠে উঠে তার বাড়ি যান । সানোয়াতের প্রধান শেও সিং এর প্রতিনিধি বাদশাহকে এক বোতল দামি তেল উপহার দেন এবং একটি লিখিত আদেশ লাভ করেন জয়পুরের রাজোর দরবারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে । কাওলাহ্ মহলের তত্ত্বাবধায়ক গোলাম নবী খান অশ্বারোহী মীর আকবর আলীর সাথে আসেন, যিনি ফ্রেজারের সাথে থাকতেন । তিনি জানান যে ঝাজ্জারের নওয়াবের প্রেরিত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী হাজির হয়েছে, কিন্তু নওয়াব স্বয়ং আসতে পারেননি তার রাজ্য বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে । বল-ভগড়ের রাজার পক্ষে হাজির হয়েছেন মৌলভি আহমদ আলী এবং এক রুপি নজরসহ একটি দরখাস্ত পেশ করেছেন, যাতে রাজা নিবেদন করেছেন যে গুজ্জারদের হামলা ও লুণ্ঠনের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি স্বয়ং দরবারে আসতে পারেননি । কিন্তু এই অপশক্তিকে উপযুক্তভাবে দমন করার পর তিনি অবশ্যই হাজির হবেন । তার আগমনের জন্য আদেশ প্রেরণ করা হয় । গোয়েন্দা তথ্য আসে যে, রোহতাকের ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে গেছে এবং কোষাগার লুণ্ঠিত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে । জানা গেল যে, গুরগাঁও এর কোষাগার লুণ্ঠিত হয়েছে । এ খবর পেয়ে বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন যে এক রেজিমেন্ট সৈন্য রোহতাক গিয়ে সেখানকার অর্থ নিয়ে আসবে । আবদুল করিমের কাছে আদেশ পাঠানো হয় তাকে চারশ' পদাতিক ও এক রেজিমেন্ট অশ্বারোহী সৈন্যের তালিকা তৈরি করতে, যাদের মধ্যে পদাতিকদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন হবে পাঁচ রুপি ও অশ্বারোহীদের বিশ রুপি হারে । প্রায় দু'শ জন লোককে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া গেল । মুদ্রক আবদুল কাদির বাদশাহ্'র কাছে কিছু কাগজ পেশ করে বললেন যে তিনি যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । বাদশাহ একটি আদেশ জারি করলেন অশ্বারোহীদের অফিসারদের উদ্দেশ্যে যে মির্জা আবুবকরকে তাদের নেতৃত্বে থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এখন থেকে তারা বাদশাহ্'র আদেশের অধীনে থাকবে । কাজী ফয়েজ উল্লাহ্ বাদশাহ্'র সামনে হাজির হয়ে তাকে পাঁচ রুপি নজর ও তাকে নগরীর দারোগা হিসেবে নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি দরখাস্ত পেশ করেন । তার অনুরোধ রক্ষা করা হয় । এক স্বর্ণকার একই ব্যবসায়ে জড়িত এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার সাথে তার পূর্ব শত্রুতা ছিল । তাকে আটক করা হয় । জয়সিংপুরার মেওয়াটিরা রেলওয়ে অফিসারের বাড়ি থেকে চার হাজার রুপি এবং অন্যান্য সম্পত্তি লুট করে । অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা গিয়ে মেওয়াটিদের আটক করে ও জয়সিংপুরা ধ্বংস করে দেয় । জয়পুরের রাজার খাস প্রতিনিধি লালা বুধ সিং জয়সিংপুরার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাদশাহ্'র কাছে আরজি করলে তিনি আদেশ জারি করেন যে, বাদশাহ্'র অনুমতি ছাড়া কোন পদাতিক বা অশ্বারোহী জয়সিংপুরায় যেতে পারবে না । বাদশাহ্'র কাছে তথ্য সরবরাহ করা হয় যে সৈন্যরা নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে বাজার, সড়ক ও গলিতে টহল দেয়ার সময় তরবারি উদ্যত অবস্থায় রাখে এবং এর ফলে ভয়ে দোকানপাট খোলা হয় না । একথা জেনে বাদশাহ্ কিল্লার গেটে আদেশ পাঠান যে খোলা তরবারি হাতে

www.pathagar.com

কেউ নগরীতে যেতে পারবে না। ঝাজ্জারের অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতির কাছে আদেশ পাঠান হয় যে তিনি তার লোকজনদের নিয়ে যাতে মাহতাববাগের শিবির স্থাপন করেন। জানা যায় যে রামজিদাস গুরওয়ালার মালিকানাধীন খাদ্যশস্য ভর্তি চৌদ্দটি নৌকা সকালে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে দিলওয়ানি মলের কাছে নির্দেশ পাঠান হয় যাতে মালামাল খালাস করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দু'জন পদাতিক সৈন্য দু'শ রুপি উদ্ধার করে তা রামজিদাস গুরওয়ালার জিম্মায় দিয়েছে, যা তারা লক্ষ্মৌতে গ্রহণ করবে। বিষয়টি জানাজানি হলে উক্ত দুই পদাতিকের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং অবিলম্বে এক কোম্পানি সৈন্যকে মহাজনের বাড়িতে পাঠান হয়, যিনি উক্ত অর্থ তাদেরকে অর্পন করেন। নগরীর ব্যবসায়ীদেরকে আদেশ দেয়া হয় দরবারে হাজির হওয়ার জন্য। পদাতিক ও অশ্বারোহীরা নিজেদের মাঝে আলোচনা করে দিওয়ান-ই-খাসে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে তারা তাদের বেতন, পোশাক পাচ্ছে না এবং দৃঢ়তার সাথে তারা বলে যে মাহবুব আলী খান ও হাকিম আহসান উল্লাহ খান ব্রিটিশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। সৈন্যরা লাল কুমু নামে খ্যাত এক হাভেলিতে গিয়ে শাহ নিজাম-উদ-দীনকে অভিযোগ করে যে তিনি দু'জন ইউরোপীয় মহিলাকে তার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন। শাহ নিজাম-উদ-দীন উত্তর দেন যে তিনি তাদের সংবাদদাতার সাথে মোকাবেলা করতে চান। সৈন্যরা তখন এক ব্যক্তিকে হাজির করে যার বাড়ি রামপুর এবং সে বলে যে লোকমুখে সে কথাটি শুনেছে। শাহ নিজাম-উদ-দীন বলেন যে তারা যদি তার বাড়িতে কোন ইউরোপীয় মহিলাকে পায় তাহলে স্বাধীনভাবে তার বাড়ি লুট, এমনকি তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু তারা যদি মিথ্যা অভিযোগে কিছু করতে চায় তাহলেও তারা তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে। এর উত্তরে সৈন্যদের আর কিছু বলার ছিল না। মাহবুব আলী খান কোরআনের কসম কেটে বলেন যে তার সাথে ব্রিটিশের কোন যোগাযোগ নেই। আগা মোহাম্মদ খানের বাড়ি ঘেরাও করে সৈন্যরা সকল সম্পত্তি নিয়ে যায়।

শনিবার, ১৬ মে ১৮৫৭। বাদশাহ দিওয়ান-ই-খাসে দরবার অনুষ্ঠান করেন। হাকিম আহসান উল-াহ খান, বেতন দানকারী আগা সুলতান, ক্যাপ্টেন দিলদার আলী খান, রহমত আলী খান ও অন্যান্য প্রধানরা বাদশাহকে শ্রদ্ধা জানান। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা তাদের অফিসারদের সাথে এসে বাদশাহকে একটি চিঠি প্রদান করেন, যা আহসান উল-াহ খান ও নওয়াব মাহবুব আলী খানের সিলমোহরযুক্ত। তারা অভিযোগ করে যে নগরীর দিলি- গেটে তারা চিঠিটি আটক করেছে, যে চিঠি হাকিম ও নওয়াব ইংরেজদের কাছে পাঠাচ্ছিল, যাতে তারা ইংরেজদেরকে অবিলম্বে আসার আমন্ত্রন জানিয়েছে এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা যদি বাদশাহ'র পুত্র মির্জা জওয়ান বখতকে বাদশাহ'র উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত থাকে তাহলে তারা দিলি-তে বর্তমানে অবস্থানরত সকল সৈন্যসহ তাদের হাতে দিল্লি তুলে দেবে। চিঠিটি আহসান উল্লাহ খান ও নওয়াব মাহবুব আলী খানকে দেখানো হলে তারা এটি জাল বলে দাবী করেন যে নিঃসন্দেহে এ কিছু লোকের ষড়যন্ত্রের অংশ এবং সিলমোহরও জিপসাম দিয়ে তৈরি করা, যা আসল নয়। তারা তাদের হস্তাক্ষরযুক্ত আংটি খুলে সৈন্যদের সামনে নিক্ষেপ করেন।

www.pathagar.com

তারা কোরআনের কসম কেটে বলে যে কাগজের ওপর সিলমোহর তাদের নয় এবং চিঠি সম্পূর্ণ ভূঁয়া। কিন্তু সৈন্যরা তাদের বক্তব্যে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করে না। কিছু লোক অশ্বারোহীদের বলে যে বেশ কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় খালের সাথে যুক্ত একটি আচ্ছাদিত নর্দমায় আত্মগোপন করে আছে। মির্জা আবুবকর এ খবর শুনে কিছু অশ্বারোহী সাথে নিয়ে উল্লেখিত জায়গার দিকে রওয়ানা হন এবং নর্দমায় লাফিয়ে পড়ে পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে, কিন্তু কোন ইউরোপীয়কে পাওয়া যায় না। এরপর অশ্বারোহী ও পদাতিকরা তাদের তরবারি হাতে নিয়ে হাকিম আহসান উল্লাহ খানকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের দৃঢ় সন্দেহের কথা ব্যক্ত করে যে তিনি গোপনে ইংরেজদের সাথে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করছেন। তারা আরো বলে যে এ কারণেই তিনি ইউরোপীয়দের বন্দী করে রেখেছেন, যাতে ইংরেজরা এলে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারে এবং দেশীয় সৈন্যদের হত্যা করতে পারে। বিষয়টি চুকে যায় নারী, পুরুষ ও শিশুসহ বায়ন্ন জন ইউরোপীয়কে কয়েদখানা থেকে সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে। তাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে পুকুরের কাছে নিয়ে যায়। শাহজাদা মির্জা মাঝলি ভর্ৎসনা করার চেষ্টা করেন যে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে মহিলাদের হত্যা করা কিছুতেই আইনানুগ নয়। এ কথায় অশ্বারোহীরা উক্ত শাহজাদাকেই হত্যার উদ্যোগ নেয়, তিনি দৌড়ে প্রাণ রক্ষা করেন। এরপর সৈন্যরা বন্দীদের সেখানে বসায় এবং একজন তাদের দিকে বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে। গুলি লাগে বাদশাহ'র এক অনুচরের দেহে। এরপর বাদশাহ'র দেহরক্ষীদের দু'জন নারী শিশুসহ সকল ইউরোপীয়কে হত্যা করে তরবারির আঘাতে। পুকুরের পাশে প্রায় দু'শ মুসলমান দাঁড়িয়ে বন্দীদের প্রতি জঘন্য সব গালিগালাজ বর্ষণ করে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। বাদশাহ'র দেহরক্ষীদের একজনের তরবারি ভেঙ্গে যায়। হত্যাকা ণ্ডর পর মৃতদেহগুলো দু'টি গরুর গাড়িতে তোলা হয় এবং নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। এ ঘটনা হিন্দুদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং বলে যে যারা এই জঘণ্য হত্যাকা ঘটিয়েছে তারা কখনোই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। গেটে মোতায়েন সৈন্যরা স্বস্তিবোধ করে। কেউ অশ্বারোহীদের অবহিত করে যে কোষাধ্যক্ষ মথুরা দাসের বাড়িতে কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় লুকিয়ে আছে এবং 'চৌধুরী কা. কাঁচা' নামক রাস্তায়ও কিছু ইউরোপীয় আছে। অশ্বারোহীরা স্থান দু'টিতে ব্যাপক তল্লাশির পরও কোন ইউরোপীয়কে পায় না এবং ফিরে আসে। মাল্যগড়ের ওয়ালিদাদ খানের কাছে একটি আদেশ পাঠানো হয় যে, গুজ্জাররা যমুনা নদীর পূর্ব দিকে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে, যা তাকে দমন করতে হবে। দু'জন তাঁতি দেশীয় সৈন্যের ছদ্মবেশে নগরীতে লুণ্ঠনে লিপ্ত থাকার সময় ধরা পড়েছে। লাহোর গেটের দোকানিরা একটি অভিযোগ পেশ করেছে যে নগরীতে তাদের অংশের দারোগা কাশিনাথ তাদের কাছ থেকে এক হাজার রুপি ঘুষ দাবী করে হুমকি দিয়েছে যে তারা যদি তার দাবীকৃত অর্থ না দেয় তাহলে তাদেরকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালিতে পাঠিয়ে দেবে। হাকিম আহসান উল-হ খান এর প্রেক্ষিতে কাজি ফৈয়াজ উল্লাহকে আদেশ দেন উক্ত দারোগাকে গ্রেফতার করার জন্য।

রোববার, ১৭ মে ১৮৫৭। বাদশাহ যখন তার খাস কামরায়, তখন অশ্বারোহী ও

www.pathagar.com

পদাতিক সৈন্যরা তাদের অফিসারদেরসহ এসে নিবেদন করে যে তারা সলিমগড় দুর্গকে সুদৃঢ় করেছে এবং তারা বিশ্বাস করে যে মহান বাদশাহ সেখানে গিয়ে তাদের কাজ পরিদর্শন করবেন। বাদশাহ তখন একটি খোলা গাড়িতে উঠে পরিদর্শন করেন যে কামানগুলো কিভাবে মোতায়েন করা হয়েছে এবং সৈন্যদের এই আশ্বাস দিয়ে ফিরে আসেন যে তিনি তাদের সাথে অভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ একাত্ম এবং তিনি আশা করেন যে তারা হাকিম আহসান উল্লাহ খান, নওয়াব মাহবুব আলী খান এবং রাণী জিনাত মহলের ওপর আস্থা রাখবে। তিনি আরো বলেন যে নিজ হাতে ইউরোপীয়ের গর্দান ছিন্ন করবেন, যদি কাউকে তার কাছে আনা হয়। এসব শোনার পর সৈন্যরা নিশ্চিত হয় এবং হাকিম আহসান উল-াহ খানও দোষমুক্ত হন। সেতুতে একজন লোক ধরা পড়ে চিঠিসহ, মিরাটে কোন ইউরোপীয়ের পাঠানো চিঠি ছিল সেটি। পদাতিকরা লোকটিকে একটি কামানের সাথে বেঁধে সেখানে রেখে দেয়। বিদ্রোহিরা দিওয়ান-ই-খাসে তাদের বিছানা ছড়িয়ে স্থান নেয়। যখন তাদেরকে সেখান থেকে অপসারণ করা হয়, তখন নতুন গালিচা ও ঝাড়বাতি দিয়ে সাজানো হয়। মির্জা আমিন-উদ-দীন খান ও মির্জা জিয়া-উদ-দীন খান তলব পেয়ে দরবারে আসেন ও বাদশাহকে শ্রদ্ধা জানান। প্রতিদিন দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশে তারা অস্বস্তি বোধ করেন। বাদশাহ অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দেন সৈন্য সংগ্রহ করতে এবং বলেন যে বিশাল এই ভূখ তাদেরই। তারা উত্তর দেয় নির্দেশ অনুসারে তারা কাজ করবে। এরপর ইবাদাত খান ও মীর খান, যারা জাহাঙ্গীরাবাদের নওয়াব মোস্তফা খানের ভাই, আকবর খান ও উপস্থিত অন্যান্যরা প্রত্যেকে বাদশাহকে দুই রুপি করে নজর দেন। পরে পদাতিকদের নেতা নিয়োগের বিষয়টি বিবেচিত হয়। গরহি হারসারু থেকে এক অশ্বারোহী এসে জানায় যে গুরগাঁও জিলার রাজস্ব কয়েক লাখ রুপি দিলি-তে পাঠানো হচ্ছিল এক কোম্পানি পদাতিক ও কিছুসংখ্যক অশ্বারোহীর প্রহরাধীনে। পথিমধ্যে তিনশ' মেওয়াটি ও গুজ্জার এই তহবিল লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে হামলা চালায় এবং যুদ্ধ এখনো চলছে। এই খবরে মুদ্রণ দফতরের মৌলভি মুহাম্মদ আবুবকরকে নির্দেশ দেয়া হয় অবিলম্বে দুই কোম্পানি সৈন্য ও অশ্বারোহীদের একটি দলসহ গুজ্জারদের প্রতিহত করে নিরাপদে তহবিল দিল্লিতে নিয়ে আসতে। মির্জা মোগলের চাকুরিতে নিয়োজিত এক মেথরকে পদাতিক সৈন্যরা বেদম প্রহার করে সে গুপ্তচরবৃত্তি করছে সন্দেহে। অবশ্য মির্জা মোগলের আদেশে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। একটি খবর আসে যে জয়সিংপুরার মেওয়াটিরা, যারা রেলওয়ের তত্ত্বাবধায়কের বাড়িতে লুটপাট করেছিল, তাদের কিছু লোক আহত হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে লোকগুলো ইংরেজদের চাকুরিতে ছিল। নাদহাউলি'র জোতদাররা দরবারে এসে প্রত্যেকে বাদশাহকে এক রুপি করে নজর দিয়ে তাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। বাদশাহ তাদের নিজ নিজ গ্রামের যথাযথ ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দেন, যার অন্যথায় তাদেরকে ভর্ৎসনার মুখোমুখি হতে হবে। বাদশাহ'র দু'জন দূতকে মিরাটে পাঠানো হয়েছিল গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা ফিরে এসে জানায় যে, প্রায় এক হাজার ইউরোপীয় সৈন্য এবং আরো কিছু ইংরেজ নারী পুরুষ ও শিশু সদর বাজারে সমবেত হয়েছে এবং সুরাজ কুণ্ডে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেখানে তারা হাতিতে টানা কামানও মোতায়েন করেছে। তারা আরো জানায় যে গুজ্জাররা মিরাট থেকে সলিম-

www.pathagar.com

পুর পর্যন্ত সড়কের সর্বত্র ডাকাতি-রাহাজানি করছে এবং তাদের সাথেও দুর্ব্যবহার করেছে। বাদশাহ যমুনার ওপর সেতুতে দুই কোম্পানি পদাতিক সৈন্য মোতায়েনের নির্দেশ দেন। হাকিম আবদুল হক দরবারে এসে বাদশাহকে পাঁচ রুপি নজর দেন। রুরকি থেকে পাঁচ কোম্পানি অশ্বারোহী মিরাটে আসে। ইউরোপীয়দের এই সৈন্যদের প্রয়োজন ছিল সেখানে অবস্থান করে কর্তব্য পালনের জন্য। কিন্তু লোকগুলো কর্তব্য পালনে আপত্তি জানালে ইংরেজরা তাদের ওপর হামলা চালায়। বহু লোক নিহত হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেশীয় অশ্বারোহীরা পালিয়ে দিল্লিতে চলে আসে। বেশ কিছু আদেশ লিখিত ও প্রেরিত হয়, দুই, তিন ও চারজন করে অশ্বারোহীর মাধ্যমে। তারা অবিলম্বে পাতিয়ালার মহারাজা বুন্দির রাজার কাছে হাজির হবে। দিওয়ান কিষণ লালের বাড়ির বারান্দা থেকে দু'টি শিশু মাটিতে পড়ে মারা যায়। খবর আসে যে আম্বালা থেকে সৈন্যরা আসছে। অন্য সবকিছু শান্ত।

সোমবার, ১৮ মে ১৮৫৭। বাদশাহ তার খাস কামরা থেকে দিওয়ান-ই-খাসে আসেন এবং সিংহাসনে বসেন। পাঁচটি রেজিমেন্টের বাদক দল এসে ইংলিশ সুর বাজাতে থাকে। মির্জা মোগলের প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ, মির্জা কচাক সুলতান, মির্জা খায়ের সুলতান, মির্জা মেন্দু ও অন্যান্য পুত্রদের পদাতিক বাহিনীর কর্নেল হিসেবে নিয়োগ দান উপলক্ষে বাদশাহ তাদের অস্ত্র ও সম্মানসূচক খিলাত প্রদান করেন। বাদশাহ তার নাতি মির্জা আবুবকরকে পদাতিক রেজিমেন্টের কর্নেল পদ দান করেন। মির্জা মোগল বাদশাহকে তিনটি সোনার মোহর এবং অন্যান্য শাহাজাদারা প্রত্যেকে একটি করে মোহর ও পাঁচ রুপি করে নজর প্রদান করেন তাদেরকে সম্মানিত করার কৃতজ্ঞতা হিসেবে। হাসান আলী খান এসে বাদশাহকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাকে প্রতিদিন নিয়মিত দরবারে উপস্থিত থাকতে বলা হয় এবং তিনি উপস্থিত থাকতে সম্মত হন। বাদশাহ তখন বলেন যে দেশের বড় একটি অংশ তার ওপর ন্যস্ত করা হবে এবং তাকে নির্দেশ দেন সৈন্য সংগ্রহ করতে। হাসান আলী খান উত্তরে বলেন যে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না, তবে নিয়মিত দরবারে উপস্থিত হবেন। যে দু'জন সওয়ারকে বার্তা নিয়ে আলোয়ারে পাঠানো হয়েছিল তারা ফিরে আসে এবং জানায় যে পুরো পথ জুড়ে হাজার হাজার গুজ্জার ছড়িয়ে আছে এবং রাহাজানি করছে। গুজ্জাররা তাদের ঘোড়া, বস্ত্র ও অর্থ লুণ্ঠন করেছে, তারা বাদশাহ'র চিঠি পর্যন্ত ছিনিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তাদের হাতে গুঁজে দিয়েছে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তারা তাদের ঘোড়া দু'টি ফেরত দিয়েছে। একজন উটচালক, যাকে ফররুখনগরের নওয়াব আহমদ আলী খানের কাছে একটি বার্তাসহ পাঠানো হয়েছিল সে ফিরে এসে জানিয়েছে যে গুজ্জাররা তাকে অগ্রসর হতে দেয়নি। অশ্বারোহীদের অফিসাররা এসে জানায় যে পাঁচজন অফিসার রুরকি থেকে মিরাট গেছে। সকল ইউরোপীয় তাদের বিবিসহ তাদের পরিখায় জড়ো হয়েছে, জায়গাটির নাম দুমদুমা। ইউরোপীয়রা দেশীয় অশ্বারোহীদের উত্তেজিত করার সকল চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তারা দিল্লিতে আসতে না পারে এবং মিরাটেই অবস্থান করে সেখানে কর্তব্য পালন করে। তারা তাদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু সৈন্যরা এসব প্রস্তাব ও প্রলোভনে ভুলতে

www.pathagar.com

অস্বীকার করেছে। এতে ইউরোপীয়রা একদিন ভোররাতে তাদের ওপর কামানের গোলা বর্ষণ করে, এতে দুই শতাধিক সৈন্য নিহত হয়। অবশিষ্ট সৈন্য পালিয়ে মহান বাদশাহ'র দরবারে এসেছে। তাদেরকে সলিমগড়ে বাস করার নির্দেশ দেয়া হয়। নওয়াব মাহবুব আলী খান, রামজি দাস গুরওয়ালা, রামজি দাস গুদানওয়ালা, কোষাধ্যক্ষ সালিগ্রাম ও নগরীর অন্যান্য ব্যবসায়ীদের একটি তালিকা তৈরি করে তার নিজস্ব দূত দিয়ে একটি করে বার্তা পাঠান যে সৈন্যদের প্রতিদিনের খরচ, যা ২,৫০০ রুপি এবং যৌথভাবে তাদেরকে পাঁচ লাখ রুপি প্রদান করতে হবে। এই আদেশ পেয়ে ব্যবসায়ীরা মাহবুব আলী খানের কাছে গিয়ে জানায় যে বিদ্রোহের ফলে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে, এখন কোথা থেকে তারা এই বিপুল অর্থ দেবে? রামজি দাস বলেন মাহবুব আলী খান যদি অন্য ব্যবসায়ীদের অর্থ দিতে বাধ্য করতে পারে তাহলে তিনিও অর্থ দেবেন। মির্জা আবুবকর তার অশ্বারোহীদের নিয়ে চান্দ্রাওয়াল ও ওয়াজিরাবাদ গ্রামের উদ্দেশ্যে গেছেন রাহাজানির অপরাধে গুজ্জারদের শাস্তি দেয়ার জন্য। কিন্তু গুজ্জাররা পালিয়ে গেছে।

মঙ্গলবার, ১৯ মে ১৮৫৭। বাদশাহ তার খাস কামরা থেকে দিওয়ান-ই-খাসে আসেন। দু'জন অশ্বারোহী মিরাট থেকে এসে জানায় যে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী বেরেলি ও মুরাদাবাদ থেকে কয়েক লাখ রুপির তহবিল নিয়ে মিরাটে পৌঁছেছে। সেখানকার ইউরোপীয়রা তাদের কাছে অভিযোগ করেছে যে মিরাটে যে বাহি-নী ছিল তারা বিদ্রোহ করেছে এবং তাদের অনেককে হত্যা করে দিল্লি-তে গেছে। বেরেলি ও মুরাদাবাদের বাহিনী তাদেরকে উত্তর দেয় যে ইউরোপীয়রা তিনশ' দেশীয় অশ্বারোহী ও অন্যান্য সৈন্য হত্যা করে এবং প্রতিশোধ নিয়েছে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে বেরেলি ও মুরাদাবাদের সৈন্যরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবে। একথা শুনে ইউরোপীয়রা তাদের আশ্রয়ে চলে যায় এবং কামানের গোলা ছোঁড়ে। বেরেলি ও মুরাদাবাদের সৈন্যরা তাদের কামান তাক করে প্রত্যুত্তর দেয়। বিধাতার ইচ্ছায় একটি গোলা ইউরোপীয়দের বারুদখানায় গিয়ে পড়ে এবং তাদের অবস্থানের আশাপাশের এলাকা উড়ে যায়। এই তথ্য লাভের পর দরবারে উপস্থিত সৈন্যরাও বাদশাহ উৎফুল্ল হন এবং আনন্দের প্রকাশ হিসেবে সলিমগড় দুর্গ থেকে পাঁচটি গোলা বর্ষণ করা হয়। এরপর খবর আসে যে গুরগাঁও এর কর সংগ্রাহক পালিয়ে যাওয়ার সময় গরহি হারসারুতে সতের হাজার রুপি রেখে গেছে। একশ' অশ্বারোহী ও দুই কোম্পানি সৈন্যকে পাঠানো হয় সেই অর্থ আনার জন্য এবং নির্দেশ দেয়া হয় যে আনীত অর্থ কোষাগারে জমা থাকবে। বাইজা বাঈ এর পাঠানো এক অশ্বারোহী এসে জানায় যে তার মালকিন ইউরোপীয় ও তাদের স্ত্রীদের হত্যার খবরে উৎফুল্ল হয়নি এবং কিছু তথ্যের জন্য তাকে পাঠিয়েছে। বাদশাহ তাকে জানান যে এখানে যে ইউরোপীয়রা ছিল তাদেরকে নির্মূল করা হয়েছে। তিনি তাকে নির্দেশ দেন অন্য দু'জন অশ্বারোহীর সাথে গোয়ালিয়রে একটি বিশেষ বার্তা বয়ে নিতে এবং বাঈ সাহিবকে বলতে যে তিনি যাতে তার সৈন্যদের নিয়ে অবিলম্বে দরবারে এসে তার আনুগত্য প্রমাণ করেন। এরপর বাদশাহ তার দরবার অনুষ্ঠান করেন। মহামান্য বাদশাহ পূর্বোলি-খিত মির্জাকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ উপলক্ষে মূল্যবান খিলাত, একটি রৌপ্য কলমদানি প্রদান ও 'বিজয়ী

www.pathagar.com

দেশের বাদশাহ'র প্রধানমন্ত্রী' উপাধি দান করেন। মির্জা বাদশাহকে দশটি সোনার মোহর নজর হিসেবে দেন। বাদশাহ অনুরূপ সম্মানসূচক খিলাত দান করেন তার পুত্র মির্জা বখতাওয়ার শাহকে, তাকে ৭৪তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের কর্নেল হিসেবে নিয়োগ দিয়ে। মির্জা বখতাওয়ার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ বাদশাহকে দু'টি সোনার মোহর ও পাঁচ রুপি নজর নিবেদন করেন। বাদশাহ একই অনুষ্ঠানে তার প্রত্যেক পুত্রকে কর্নেল হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদেরকে দু'টি করে দামামা প্রদান করেন। শাহী তদারককারী হাসান মির্জাকে নির্দেশ দেয়া হয় পাতিয়ালার কুনওয়ার অজিত সিংকে হাজির করার জন্য। কুনওয়ার হাজির হয়ে সোনার মোহর নজর দেন। বাদশাহ বলেন যে তিনি ভালোভাবে জানেন যে, কুনওয়ার বরাবর দিলি-তে ছিলেন এবং তাকে খিলাত প্রদান করেন। কুনওয়ার তার কৃতজ্ঞতা হিসেবে পাঁচ রুপি নজর পেশ করেন। আহমদ মির্জা ও হাকিম আবদুল হকের পুত্র দরবারে এসে প্রত্যেকে পাঁচ রুপি করে নজর দেন। মোহাম্মদ আকবর আলী খান প্রেরিত রিসালদার হাজির হয়ে তার নিজের পক্ষ থেকে দুই রুপি নজর এবং একটি দরখাস্ত পেশ করেন তার এলাকায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাতে তিনি দ্রুত দরবারে উপস্থিত হতে পারেন। নাথু দর্জির বাড়িতে দুইজন ইংরেজ ভদ্রলোক, তিনজন মহিলা ও একটি শিশু লুকিয়ে রাখা হয়েছে মর্মে খবর পেয়ে একদল অশ্বারোহী অবিলম্বে সেখানে গিয়ে তাদেরকে বন্দী করে কিল্লায় আনে ও দর্জির বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। বাদশাহ বন্দীদের দায়িত্ব সৈন্যদের ওপর ন্যস্ত করেন। বাদশাহ সলিমগড়ে যান, সেখানে তিনি সামরিক সালাম গ্রহণ করেন। বিশতম রেজিমেন্টের অফিসাররা তাকে জানায় যে মিরাট থেকে দু'জন অশ্বারোহীর আনীত খবরের প্রেক্ষিতে ইংরেজদের আশ্রয় উড়িয়ে দেয়ার কৃতিত্ব তারা দাবি করে না, অতএব তারা সেখানে গিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দিতে চায়। বাদশাহ বলেন যে, এর কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু সাথে পরামর্শ দেন যে, তারা যদি যায় তাহলে তাদের প্রধান সেনাপতি মির্জা মোগলের সাথে আলোচনা করে যেতে পারে। প্রধান দারোগা কাজি ফয়েজ উল্লাহর কাছে নির্দেশ পাঠানো হয় যে যমুনা নদীর ওপর নৌকার সেতুর দু'টি নৌকা স্থানচ্যুত হয়েছে এবং তা ঠিক করার জন্য ১০০ শ্রমিক পাঠাতে হবে। গুপ্তচর মারফত খবর পাওয়া যায় যে, বেশ কিছু চিকিৎসক নগরীর মুসলিম বাসিন্দাদের সাথে মিলিত হয়ে জুমা মসজিদে একটি পতাকা উত্তোলন করেছে, যা ব্রিটিশদের নির্মূল করার জন্য বাধ্যতামূলক যুদ্ধের ঘোষণা এবং চিকিৎসকরা ইংরেজদের হত্যা করার ফজিলত বর্ণনা করছে। তারা বলছে যে হাজার হাজার মুসলিম তাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। বিষয়টি জানার পর বাদশাহ তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করলেন, "সকল ইংরেজ নিহত হয়েছে, তাহলে কাদের বিরুদ্ধে তোমরা এই পতাকা উত্তোলন করেছো," এবং নির্দেশ দিলেন পতাকা নামিয়ে ফেলতে। মৌলভি সদর-উদ-দীন খান জুমা মসজিদে গমণ করে চিকিৎসকদের সাথে আলোচনা করে পতাকা নামিয়ে আনতে বাধ্য করেন। কয়েকটি গরুর গাড়ি ভর্তি খাদ্যশস্য, লবণ ইত্যাদি নগরীর বাইরে আটক করে নগরীতে আনা হয়।

বুধবার, ২০ মে ১৮৫৭। বাদশাহ তার খাস কামরা থেকে দিওয়ান-ই-খাসে আসেন।

www.pathagar.com

হাকিম মোহাম্মদ সায়াদ এসে তার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বাদশাহ মন্তব্য করেন যে তিনি (হাকিম সায়াদ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জুমা মসজিদে মুসলিম পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তারা সকলে নিহত হয়েছে, সে জন্যে তা করার আর কোন প্রয়োজন নেই। হাকিম উত্তর দেন যে এটি হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তোলন করা হয়েছিল। একথায় বাদশাহ বলেন যে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের একই রকম মনে করেন এবং তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ধর্মযুদ্ধকে প্রশ্রয় দেবেন না। খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তার মন্তব্য ছিল যে, নগরীতে যেসব খ্রিস্টান ছিল তাদের সকলে নিহত হয়েছে। এরপর সেনাবাহিনীর অফিসাররা অভিযোগ করেন যে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম পতাকা উত্তোলন করেছিল। কিন্তু বাদশাহ তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে পতাকা উত্তোলনের লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের হত্যা করা। অফিসাররা আরো বলেন যে, বারুদখানার এক ভৃত্যকে সেতুতে আটক করা হয়েছে যখন সে গোলন্দাজ ছাউনি থেকে একটি ছোট তামার কামান চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। বাদশাহ লোকটিকে কামানের গোলা বর্ষণ করে মৃত্যুদ কার্যকর করার নির্দেশ দেন। মির্জা আমিন-উদ-দীন খান, মির্জা জিয়া-উদ-দীন খান, হাসান আলী খান ও রহমত আলী খান দরবারে এসে বাদশাহকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাদশাহ তাদের প্রতি তার আনুকূল্যের নিদর্শন হিসেবে একটি করে ছড়ি প্রদান করেন। তারা প্রত্যেকে বাদশাহকে পাঁচ রুপি করে নজর দেন। মির্জা মোগলকে আদেশ দেয়া হয় মিরাটের দিকে অগ্রসর হতে এবং সাথে চারটি কামান, চার রেজিমেন্ট পদাতিক ও অশ্বারোহী নিয়ে ইংরেজ দুর্গ উড়িয়ে দিতে। মির্জা মোগল পরামর্শ দেন যে, মির্জা আমিন-উদ-দীন খান, মির্জা জিয়া-উদ-দীন খান, হাসান আলী খান এবং অন্যান্য প্রধানরা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকারী, তাদেরকে তার সাথে পাঠানো যেতে পারে, যারা ইংরেজদের নির্মূলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ পরামর্শ শোনার পর উপরোক্ত প্রধানরা নীরবতা পালন করেন। বাদশাহ অতঃপর মির্জা আবুবকরকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে সেনাবাহিনীর সাথে যাত্রা শুরু করতে। নওয়াব মাহবুব আলী খান ও হাকিম আহসান উল্লাহ খানকে নির্দেশ দেয়া হয় মিরাটের অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে। পদাতিক সৈন্যরা মিরাট থেকে আগত একটি গরুর গাড়ি তল্লাশি করে কিছু অলংকার লুট করে। কিছু সৈন্য সেনানিবাসের পরে অবস্থিত মুবারকবাগ তল্লাশি করে সেখানে লুকিয়ে থাকা দু'জন ইউরোপীয়কে হত্যা করে। সেনাবাহিনীর অফিসাররা এসে অনুরোধ জানায় বন্দী পাঁচজন ইউরোপীয় মহিলাকে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে। বাদশাহ হাকিম মাহ-বুব আলীকে নির্দেশ দেন এ ব্যাপারে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দিতে। উপস্থিত মৌলভি জানান যে, শরীয়ত মোতাবেক মহিলাদের হত্যা করা কিছুতেই আইনসিদ্ধ নয়। বাদশাহ তার খাস কামরায় চলে যান, যেখানে তিনি রাণী ও সচিব মুকুন্দ লালের সাথে আলোচনায় মিলিত হন।

বিকেল চারটায় আদালত মুলতবী করা হয় পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত।

www.pathagar.com

আদালতে
সপ্তদশ দিবস

বুধবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল।

বেলা ১১টায় দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে পুনরায় আদালত বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত। বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়, সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস।

আদালতে 'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত খবরের সারাংশ ফারসিতে এবং পরে ইংরেজি তরজমা পাঠ করা হয়, যা নিম্নে পেশ করা হলো :

৬ জুলাই ১৮৫৭ : শাহী সিলমোহরযুক্ত একটি আদেশ জারি করা হয় সেনাবাহিনী প্রধান বরাবরে, যাতে তাকে সেনাবাহিনীর দৈনিক ভাতার ব্যবস্থাপনা ও সরকারের সামরিক বিষয়ের নির্দেশনা তার ওপর ন্যস্ত করা হয়।

৭ জুলাই ১৮৫৭ : কাশ্মীরের শাসক রাজা গুলাব সিং এর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি দরখাস্তে রাজ্যের সর্বত্র তার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদন করা হয়েছে। দোস্ত মোহাম্মদ খানের পক্ষ থেকে অপর এক দরখাস্তে বাদশাহ'র দরবারে আগমনের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে, এ দরখাস্ত এসেছে সেনাপতি বাহাদুরের মাধ্যমে। এর উত্তরে বার্তা প্রেরণের আদেশ দেয়া হয়েছে।

৯ জুলাই ১৮৫৭ : সেনাপতি বখত ইয়ার খান অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণ সজ্জিত একটি বাহিনী পাঠিয়েছেন, যেটিকে দুশমন নির্মূলের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে এবং এই বাহিনী উল্লেখযোগ্য সাহসিকতার সাথে লড়েছে। যুদ্ধের অগ্রগতি জানিয়ে প্রতি মুহূর্তে খবর আসছে।

১১ জুলাই ১৮৫৭ : দরবারের সংবাদপত্র 'সিরাজ-উদ-আখবার' থেকে এটা নিশ্চিত যে বাদশাহ তার দরবার অনুষ্ঠান করেছেন। সাম্রাজ্যের অভিজাতরা তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। অভিশপ্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান, যুদ্ধ পরিচালনার ব্যবস্থাপনা এবং মহামান্য বাদশাহ'র সেনাবাহিনী গঠনকারী বীরদের সাহসিকতার খুঁটিনাটি বিষয় বাদশাহ'র অবগতির জন্য পেশ করা হয়। গোলাম নবী খান বরাবরে একটি আদেশ জারি করা হয় নগরীর দরিয়া নামক এলাকায় অবস্থিত ঝাজ্জারের বাড়ি আহতদের আবাসের জন্য খালি করার ব্যবস্থা করতে। জিহাদিদের জন্য কিছু তহবিল দেয়া হয় তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

১২ জুলাই ১৮৫৭ : বেনারসের দুই প্রধান সৈয়দ আলী ও বাকের আলীর পক্ষ থেকে দরখাস্ত পাওয়া গেছে, যাতে তারা বলেছেন যে তারা অভিশপ্ত বিধর্মীদের হত্যা করেছেন

www.pathagar.com

এবং বর্তমানে মহান বাদশাহ'র মর্জির ওপর অপেক্ষা করছেন। তাদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনমূলক একটি উত্তর অবিলম্বে পাঠানো হয়েছে।

১৩ জুলাই ১৮৫৭ : সেনাপতি বাহাদুরের দরখাস্তে মহান আল-হত্তা'য়ানার রহমতে আগ্রা দখলের খবর দেয়া হয়েছে। বাদশাহকে সম্মান জানানো হয়েছে একুশ বার তোপধ্বনি করে ও বাদকদল তাদের সুর বাজিয়েছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। আজ ইংরেজি লিখিত চিঠিসহ দু'জন গুপ্তচরকে পাকড়াও করা হয়েছে এবং তাদেরকে মির্জা মোগলের কাছে পাঠানো হয়েছে তদন্ত করার জন্য। ঝাঁসি রেজিমেন্টের অফিসারদের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত পাঠানো হয়েছে, যাতে অনৈতিক বিধর্মীদের হত্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এর একটি উত্তর লিখা হয়েছে।

১৫ জুলাই ১৮৫৭ : হোসাইন বখত খান তার ঠিকানায় একটি রাজকীয় বার্তা লাভ করেছেন, যাতে তাকে ঝাঁসির বাহিনীর সাথে সাক্ষাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে বাহিনী আগামীকাল সকালে এসে পৌঁছবে এবং আজমীর গেটের বাইরে তাদের শিবির সংস্থাপনের ব্যবস্থা করতে।

১৬ জুলাই ১৮৫৭ : ঝাঁসি বাহিনীর অফিসাররা দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহকে তাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তরবারি ও পিস্তল প্রদান করেন। বাদশাহ তার বদান্যতা হিসেবে তাদের তাৎক্ষণিক ব্যয় নির্বাহের জন্য দুই হাজার রুপি প্রদান করেন।

১৭ জুলাই ১৮৫৭ : একটি খবর এসেছে যে আম্বালা থেকে দুই রেজিমেন্ট পদাতিক সৈন্য এসে পৌঁছেছে। আদেশ জারি করা হয়েছে যে মির্জা মোগল তাদের আবাসের ব্যবস্থা করবে পূর্বে যেসব রেজিমেন্ট এসেছে তাদের ছাউনিতে।

১৮ জুলাই ১৮৫৭ : কবরস্থানে ইংরেজদের বেশকিছু গুপ্তচরকে ধরে বন্দী হিসেবে আটক রাখা হয়েছে।

২ আগস্ট ১৮৫৭ : গভর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে পাঠানো এক দরখাস্তে বলা হয়েছে যে, বিদ্রোহী দুশমন বাহিনীকে পশ্চাদপসরনে বাধ্য করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে জারিকৃত আদেশে দরখাস্তটি দফতরে জমা দিতে বলা হয়েছে।

৪ আগস্ট ১৮৫৭ : নিমাচ বাহিনীর সেনাপতি সিধারি সিং এবং অন্যান্য বীর অফিসার তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তাদের পরিকল্পনা পেশ করেন যে পাহাড়ের ওপর থেকে কিভাবে ইংরেজদের বিতাড়ন করা সম্ভব। এ বিষয়ে বাদশাহ তাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন।

৫ আগস্ট ১৮৫৭ : বাদশাহ দু'টি আদেশ জারি করেছেন, একটি নওয়াব ওয়ালি দাদ খান বাহাদুরকে, তার দরখাস্তের প্রতিউত্তর হিসেবে যে ব্রিটিশদের দ্বারা দখল করে রাখা পাহাড় পুনর্দখলের পর তার কাছ সৈন্য পাঠানো হবে। অন্যটি আলোয়ারের রাজাকে, একটি দরখাস্তের সাথে তার রাজস্ব পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ সম্বলিত।

৬ আগস্ট ১৮৫৭ : সৈন্যদের সাহসিকতা ও বীরত্বের বর্ণনা শুনতে বাদশাহ মগ্ন ছিলেন। ঠিক তখনই গোয়েন্দা তথ্য আসে যে সাহসী সৈন্যরা পাহাড় দখল করেছে। অবিলম্বে সেখানে আরো সৈন্য ও গোলাবারুদ প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়।

৭ আগস্ট ১৮৫৭ : খবর পাওয়া যায় যে সৈন্যরা তাদের গোলন্দাজ অবস্থানে যাওয়ার পর

www.pathagar.com

অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। দিনের প্রায় শেষভাগে বিস্ময় সৃষ্টির মতো খবর আসে যে মহল্লা জহুরিওয়ালা নামক স্থানে বারুদখানায় দুর্ঘটনাবশত গোলা বর্ষিত হয়েছে এবং সেখানে নিয়োজিত নারী ও পুরুষ শ্রমিক এমনভাবে দগ্ধ হয়েছে যে তারা যেন কাবাবে পরিণত হয়েছে, বিস্ফোরণে ভবন ধ্বংস হয়েছে। যখন সদা প্রস্তুত পদাতিক সৈন্যরা যে কোন সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছিল, তখন তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের মাধ্যমে জানতে পারে যে শাহী হাকিমের লোকজনই আগুন লাগিয়ে বাড়িটি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছে। তখন তারা হাকিম আহসান উল্লাহ খানের বাড়ি এবং তার আশেপাশের বাড়িগুলো পর্যন্ত লুণ্ঠন করে। প্রত্যেকে যা পেয়েছে তা নিয়ে গেছে। ঘটনাটি শোনার পর বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং হাকিমকে নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে একটি ঘোষণা জারি করেন যে কেউ যদি হাকিমের কোন সম্পত্তি নিয়ে থাকে তাহলে অবিলম্বে যাতে ফেরত দেয়, তা না হলে তাদের পেট চিরে সেই সম্পত্তি বের করা হবে। এরপর বাদশাহ বিবেচনা করেন যে আল্লাহই সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং তিনি এ সংক্রান্ত একটি কবিতা উচ্চারণ করেন ;

আমার শত্রুরা সকল দিক থেকে জড়ো হয়েছে
হে আলী, ক্ষমতাধর, আল্লাহর ওয়াস্তে
আমার সাহায্যে অদৃশ্য সৈনিক প্রেরণ করুন
আপনার কাছ থেকে আমি বিজয় প্রার্থনা করি।

অতঃপর আদালতে নিম্নের দলিলটি মূল ফরাসিতে ও পরে ইংরেজি তরজমা পাঠ করা হয়। যা এখানে পেশ করা হলো :
"মহান আল্লাহর অনুমোদন নিয়ে শুরু করছি, যিনি আমাদের জাতির প্রভু। ধর্মের বিজয়ের লক্ষ্যে এই চিঠি লিখা হচ্ছে।"
আপনারা সকল রাজা নিজ নিজ গুণ, মহান যোগ্যতা ও উদারতার জন্য খ্যাত এবং তদুপরি আপনারা নিজ নিজ ধর্ম ও অন্যের ধর্মবিশ্বাসের রক্ষাকারী। আপনাদের কল্যাণের কথা মনে রেখে, আমি নিবেদন করছি যে, আল্লাহ আপনাদেরকে শারীরিক যে অস্তিত্ব দিয়েছেন তা মহান সৃষ্টিকর্তার বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য, যা উপলব্ধির জন্য আপনারা নিজেদের বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাছাড়া তিনি আপনাদেরকে যে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং ভূখ ও সরকার পরিচালনার এখতিয়ার দিয়েছেন, যাতে যারা আপনার ধর্মের ক্ষতি করতে চায় তাদের ধ্বংস করতে পারেন। অতএব, আপনাদের ওপর দায়িত্ব হচ্ছে, যেহেতু আপনাদের ক্ষমতা রয়েছে, যারা আপনার ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষতি করতে পারে তাদের হত্যা করা এবং যাদের সে ক্ষমতা নেই, তাদের উচিত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সেই একই লক্ষ্যে পরিকল্পনা করা, যাতে আপনার ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করা যায়। কারণ, আপনার ধর্মীয় গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যে, অন্যের ধর্ম গ্রহণের চাইতে শাহাদতবরণ অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লাহতায়ালা ঠিক একথাটি বলেছেন এবং প্রত্যেকের কাছে তা স্পষ্ট। ইংরেজরা এমন জাতি যারা সকল ধর্মকে

www.pathagar.com

উৎখাত করেছে। হিন্দুস্থানের ধর্ম নাশ করার উদ্দেশ্য আপনাদের ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত। দীর্ঘদিন যাবত তারা গ্রন্থ রচনা করে পাদ্রিদের মাধ্যমে সেগুলো সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের কর্তৃত্বকে কাজে লাগিয়ে অসংখ্য ধর্মপ্রচারক এনেছে তাদের নিজ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে– একথা তাদের নিজস্ব বিশ্বস্ত এক প্রতিনিধির কাছ থেকে জানা গেছে। তাহলে বিবেচনা করে দেখুন যে, কেমন সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের ধর্মকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। যেমন, প্রথমঃ যখন একজন মহিলা বিধবা হয়, তারা তাকে বলে দ্বিতীয় বিবাহ করতে। দ্বিতীয়তঃ মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীর আত্মাহুতি দান প্রাচীন ধর্মী রীতি, ইংরেজরা তা রহিত করেছে এবং এটি নিষেধ করে তাদের নিজেদের আইন জারি করেছে। তৃতীয়তঃ তারা লোকদের বলেছে যে তাদের উচিত তাদের (ইংরেজদের) ধর্ম গ্রহণ করা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে যদি তারা তা করে তাহলে সরকার তাদের সম্মানিত করবে এবং তাদেরকে গির্জায় যেতে হবে এবং সেখানে ধর্মের যে রীতি বর্ণনা করা হয় তা শুনতে হবে। তাছাড়া তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং রাজাদের বলেছে যে একমাত্র তাদের স্ত্রীদের গর্ভজাতরাই তাদের সরকার ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং দত্তক নেয়া সন্তানকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করা হবে না, যদিও আপনাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে দশ ধরনের বংশধর উত্তরাধিকারের শরীক হবে। এই পরিকল্পনা দ্বারা তারা আপনার কাছ থেকে আপনার সরকার ও সম্পত্তি দখল করে নেবে, যা ইতোমধ্যে তারা নাগপুর ও লক্ষ্মৌতে করেছে। এখন তাদের অন্যান্য ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার কথাও ভেবে দেখুন। তাদের কর্তৃত্ব খাটিয়ে তারা বন্দীদের বাধ্য করছে তাদের রুটি খেতে। বহু বন্দী না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু তাদের রুটি খায়নি। অনেকে খেয়ে তাদের ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। তারা এখন উপলব্ধি করেছে যে এই পরিকল্পনা সফল হয়নি এবং সেজন্য হাড় চূর্ণ করে আটা ও চিনির সাথে মিশ্রিত করে সরবরাহ করতে বদ্ধপরিকর, যাতে লোকজন কোন সন্দেহ না করে সেগুলো ভক্ষণ করে। তাছাড়া তারা হাড় ও মাংস ক্ষুদ্রাকারে ভেঙ্গে চালের সাথে মিশিয়ে দিয়ে তা বিক্রির জন্য বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং এসব ছাড়াও আমাদের ধর্ম নাশের অন্যান্য সম্ভাব্য পরিকল্পনা উদ্ভাবন করে তা কাজে লাগাচ্ছে। সর্বশেষ, কিছু বাঙালি এসবের প্রেক্ষিতে বলেছে যে এ ব্যাপারে সৈন্যরা যদি ইংরেজদের ইচ্ছার কাছে সাড়া দেয় তাহলে বাঙালিরাও তা মেনে নেবে। ইংরেজরা এ বিষয় জানার পর সম্মতির ভঙ্গিতে বলেছে যে, "নিশ্চয়ই এটি একটি চমৎকার চিন্তা," তারা কখনো কল্পনা করেনি যে এভাবে নিজেদের নির্মূল ডেকে আনছে। এখন তারা ব্রাহ্মণদের ও অন্যান্যদের হুকুম দিচ্ছে চর্বিযুক্ত গুলি কামড়াতে। মুসলিম সৈন্যরা মনে করেছে যে এর দ্বারা ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদের ধর্মই শুধু বিপদে পড়বে, তথাপি তারাও সেই গুলিতে কামড় দিতে অস্বীকার করেছে। এক্ষেত্রে ইংরেজরা দু'টি ধর্ম বিশ্বাসই ধ্বংস করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যারা গুলিতে কামড় দিতে অস্বীকার করেছে তাদের সকলকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে। এই ধরনের স্বেচ্ছাচার দেখে সৈন্যরা এখন আত্মরক্ষায় ব্রতী হয়ে ইংরেজদের হত্যা করতে শুরু করেছে এবং যেখানে তাদের পেয়েছে সেখানেই হত্যা করেছে। এখানে সেখানে এখনো যেসব ইংরেজ আছে সৈন্যরা তাদেরকেও হত্যা করার উপায় ভাবছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরেজরা যদি হিন্দুস্থানে তাদের অবস্থান

www.pathagar.com

অব্যাহত রাখে তাহলে এদেশে প্রত্যেককে হত্যা করবে এবং সুনিশ্চিতভাবে আমাদের ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আমার দেশের কিছু কিছু লোক, যারা ইংরেজদের সাথে যোগ দিয়েছে, তারা এখন তাদের পক্ষ নিয়ে লড়ছে। তাদের ব্যাপারেও আমার চিন্তা আছে এবং আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ইংরেজরা আপনাদের ও তাদের কারো ধর্মকেই ছাড়বে না। বিষয়টি আপনাদের ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইছি যে আপনাদের জীবন ও ধর্মকে রক্ষার জন্য আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন? আপনাদের ও আমার দৃষ্টিভঙ্গি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে সামান্য বিঘ্ন সহ্য করেই আমরা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারি এবং আমরা যদি তা করি তাহলে আমাদের ধর্ম ও দেশ দুটোই রক্ষা করতে পারি। এই ধারণা ও চিন্তা যেহেতু শুধুমাত্র ধর্ম এবং এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান সকলের জীবন রক্ষার জন্য, সেজন্য আপনাদের অবহিত করতেই এ চিঠি মুদ্রণ করা হলো। আপনারা সকল হিন্দু গঙ্গা, তুলসি ও সালিগ্রামের পবিত্রতায় বিশ্বাসী এবং সকল মুসলিম আল্লাহ ও কোরআনে বিশ্বাসী, ইংরেজরা উভয়ের অভিন্ন শত্রু এবং তাদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তাই তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। এবং এর ফলেই উভয়ের জীবন ও ধর্ম রক্ষা পাবে। অতএব, আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করা উচিত। হিন্দুরা গরু জবাই করাকে তাদের ধর্মের প্রতি চরম অবমাননা বলে বিবেচনা করে। এ পরিস্থিতি দূর করার জন্য হিন্দুস্থানের সকল মুসলিম প্রধান একটি মতৈক্যে উপনীত হয়েছে যে হিন্দুরা যদি তাদের সাথে মিলিতভাবে ইংরেজদের হত্যা করতে এগিয়ে আসে, তাহলে মুসলমানরা সেই দিন থেকে গরু জবাই বন্ধ করে দেবে এবং যারা তা করবে না, তাহলে তারা কোরআন অবমাননা করেছে বলে ধরে নেয়া হবে এবং মুসলমানরা গরুর মাংস খেলেও বিবেচনা করা হবে যে তারা শূকরের মাংস খেয়েছে। হিন্দুরা যদি ইংরেজদের হত্যা করতে সম্মত না হয়, বরং তাদের রক্ষার চেষ্টা করে তাহলে ভগবানের দৃষ্টিতে তারা গো হত্যা ও গো মাংস খাওয়ার পাপ করেছে বলে বিবেচিত হবে। সম্ভবতঃ ইংরেজরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনার্থে হিন্দুদের আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করবে যে মুসলমানরা যেহেতু হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত গো হত্যা বন্ধে সম্মত হয়েছে, তারা তা পালন করবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই এ হিন্দুদের যোগ দিতে বলবে। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান মানুষই এ ধরনের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হবে না, কারণ ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি ও শপথ সবসময় প্রতারণাপূর্ণ ও স্বার্থ সন্ধানী। একবার তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হলে তারা সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। কারণ প্রতারণা তাদের মজ্জাগত অভ্যাস এবং হিন্দুস্থানের জনগোষ্ঠীর সাথে তারা সবসময় যে প্রতারণা ও চক্রান্ত করে এসেছে তা ধনী দরিদ্র সকলেই জানে। তাহলে তারা যা বলছে, তার প্রতি কি আপনারা কান দেবেন? জেনে রাখুন, আপনারা এমন একটি সুযোগ আর কখনোই পাবেন না। আমরা সবাই জানি যে, একটি চিঠি লিখা বন্ধুত্বের পথে অর্ধেক অগ্রসর হওয়ার সমান। আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা এ চিঠির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে উত্তর লিখবেন। এই চিঠি বেরেলি শহরের বাহাদুরি মুদ্রণ যন্ত্রে মৌলভি সৈয়দ কুতুব শাহ সাহিবের নির্দেশে মুদ্রিত হয়েছে।"

www.pathagar.com

নিম্নে বর্ণিত অংশ দেশীয় সংবাদপত্র 'সিরাজ-উল-আখবার'-এ প্রকাশিত বিবরণীর সারাংশ, যা মূল ফারসিতে আদালতে পাঠ করা হয়। যার ইংরেজি তরজমা পেশ করা হলো :

মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট ১৮৫৭। ভোর ও দিনের আলোর মধ্যবর্তী সময় প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আচার আচরণ পালনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। রাষ্ট্রে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি (হাকিম)কে বাদশাহ'র নাড়ি পরীক্ষা করে দেখার সম্মান দেয়া হলো। বাদশাহ এরপর তার রাজসিক সিংহাসনে উপবেশন করলেন এবং সাম্রাজ্যের বিখ্যাত ও মর্যাদাবান অভিজাতদের বাদশাহ সমীপে হাজির হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। তারা শ্রদ্ধার সাথে বাদশাহকে কুর্নিশ করলেন। তিনি শাহী দফতরে প্রস্তুত দু'টি আদেশ পরীক্ষা করে দেখলেন। একটি আদেশ দেয়া হয়েছে পেশোয়ারে নিয়োজিত বাহাদুর আলী খান, হাসান আলী খান, দুর্গা প্রসাদ ও ভূপ সিং বরাবর এবং তাদেরকে অবিলম্বে দরবারে হাজির হতে বলা হয়েছে, যাতে তারা সাথে উপযুক্ত পরিমাণে তহবিল নিয়ে আসে। অপর আদেশ দেয়া হয়েছে শাহজাদা মির্জা মোহাম্মদ কচাককে, যাতে তিনি নাসিরাবাদ বাহিনীকে বেতন পরিশোধ করেন। এরপর তিনি বিশেষ সিলমোহর লাগিয়ে আদেশ দু'টি অবিলম্বে প্রেরণের নির্দেশ দেন। অতঃপর বাদশাহ নিম্নে বর্ণিত দরখাস্তগুলো বিবেচনা করেন– মুস্তফাবাদের বাসিন্দা মোহাম্মদ আবদুল গাফফার খানের পুত্র তানাওয়ান খানের দরখাস্ত, যাতে তিনি বাদশাহ'র প্রতি তার আস্থা ও আনুগত্যের বিষয় ব্যক্ত করে শাহী দরবারে আগমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ বল-ভগড়ের রাজা নহর সিং মীর ফতেহ আলীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে বাদশাহ'র প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে আস্থাশীল ও অনুগত এবং তার শুভেচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয়তঃ ভুপালের ওয়ারিস মোহাম্মদ খানের দরখাস্ত, যাতে ছেচলি-শ জন অভিশপ্ত ইংরেজকে হত্যা করার বিষয় জানিয়েছেন এবং একটি ঘোষণা সংযুক্ত করেছেন, যা শহর ও গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে, যারা অভিশপ্ত ইংরেজদের হত্যায় একইভাবে নিয়োজিত হয়েছে। তিনি শাহী বার্তা লাভ করায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। চতুর্থতঃ ইন্দোরের কাশি রাও হোলকারের একটি দরখাস্ত, যাতে তিনি বাদশাহ'র প্রতি তার শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার বিষয় ব্যক্ত করেছেন এবং ইংরেজদের ধ্বংস সাধন ও নির্মূলে তার স্থির উদ্দেশ্য ও বদ্ধপরিকর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। নিহত দুশমনের পাঁচটি ছিন্ন মস্তক প্রেরণ করেছেন বলেও তিনি দরখাস্তে উল্লেখ করেছেন। পঞ্চমতঃ দোজানা'র বাসিন্দা আবদুস সামাদ খানের পুত্র, গোলাম মোহাম্মদ খানের পুত্র, মোহাম্মদ আমির খানের দরখাস্ত।

উপরোক্ত দরখাস্তসমূহ পাঠ করার পর বাদশাহ সিদ্ধান্ত নেন যে, আরো বিবেচনার পর দরখাস্তগুলো উত্তর দেয়া উচিত।

সেনাবাহিনীর অফিসাররা বাদশাহ'র কাছে হাজির হয়ে নিবেদন করেন যে, গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ বখত খান বাহাদুর বাদশাহ'র বিজয়ী বাহিনীর সাথে আলাপুরের উদ্দেশ্যে গেছেন বিধর্মী দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং এখন সক্রিয় সংঘর্ষে নিয়োজিত আছেন। তার সহযোগিতার জন্য সেখানে অবিলম্বে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানো

www.pathagar.com

প্রয়োজন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদেশ জারি করা হয় যে সেনাবাহিনীর একটি অংশ সেখানে পাঠানো উচিত।

অতঃপর বাদশাহ্ তার খাস কামরায় চলে যান, যেখানে তার খাবার পরিবেশন করা হয়। এরপর তিনি বৈকালিক বিশ্রাম উপভোগ করেন। এরপর তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের একটি আদায় করেন, অতঃপর আরেক ওয়াক্ত নামাজের সময় উপস্থিত হলে তিনি তা আদায় করেন। দিবাবসানে তিনি হাকিম আহসান উল্লাহ্ খানকে তার নাড়ি পরীক্ষা করার অনুমতি দেন। অবসাদ দূর ও আনন্দ উপভোগের জন্য তিনি অতঃপর সলিমগড়ের মনোরম উদ্যান পরিদর্শনে যান এবং সেখান থেকে ফিরে তিনি তার খাস কামরায় প্রবেশ করেন। তেলিওয়ারায় মোতায়েন সৈন্যদের অফিসাররা অভিযোগ করে যে তাদেরকে বিশ্রাম দেয়ার সুযোগ দিতে সেখানে কোন বাহিনীকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়নি। পুনরায় বাদশাহ্ দিওয়ান-ই-খাসে আসেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে উত্তেজিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে আবার খাস কামরায় চলে যান। সূর্যাস্তের পর যারা দরবারে ছিল তাদেরকে বিদায় নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

বুধবার, ২৬ আগস্ট ১৮৫৭ : সূর্যোদয় ও ভোরের মধ্যবর্তী সময়ে ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার পর বাদশাহ্ রাষ্ট্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে (হাকিম) তার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি দেন। এরপর তিনি সিংহাসনে বসেন। শ্রদ্ধাভাজন অভিজাতরা চাঁদের চারপাশের বলয়ের মতো তার সামনে হাজির ছিল। সেনাবাহিনীর অফিসাররা নিবেদন করে যে দুশমনের সাথে যুদ্ধরত বাহিনীর সাহায্যার্থে বাড়তি সৈন্য প্রেরণ করা প্রয়োজন। কারণ, তারা প্রশংসনীয় কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে আদেশ জারি করা হয় যে সমগ্র সেনাবাহিনী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের অভিযানে যেতে হবে। এরপর বাদশাহ্ নিচে উল্লেখিত তিনটি আদেশ পরীক্ষা করে দেখেন, যেগুলো শাহী দফতরে তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো সিলমোহর সংযুক্ত করার পর বাদশাহ্ সেগুলো যথাস্থানে পাঠানোর অনমুতি প্রদান করেন।

প্রথম আদেশ : সেনাবাহিনীর অফিসারদের উদ্দেশ্যে আদেশ দেয়া হচ্ছে যে বাহিনীর অর্ধেকাংশ নজফগড়ে যাবে এবং বাকি অর্ধেক যাবে তেলিওয়ারার দিকে। দ্বিতীয় আদেশ : মির্জা মোহাম্মদ জহুর-উদ-দীন বাহাদুরকে আদেশ দেয়া হচ্ছে অপরাধ মার্জনা করার ক্ষমতা প্রয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ও সমগ্র সেনাবাহিনী যে তার অধীনে তা বিবেচনায় রাখতে।

তৃতীয় আদেশ : ঠাকুর চমন সিংকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার আরো ভাইদের নিয়ে আসার জন্য।

শাহজাদা মোহাম্মদ আজিম বাহাদুরের কাছ থেকে একটি দরখাস্ত পাওয়া যায়, যাতে তিনি দুশমন বাহিনী এসে পড়ায় উদ্ভূত সমস্যার কথা জানিয়ে তার সাহায্যার্থে কামানসহ বাড়তি সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছেন। বাদশাহ্ এ ব্যাপারে একটি রাজকীয় বার্তা প্রেরণের নির্দেশ দেন। এরপর তিনি দরবার থেকে তার খাস কামরায় চলে যান এবং মধ্যাহ্নের খাবার গ্রহণ করে বিশ্রামে কাটান কিছু সময়। নামাজ শেষ করে বাদশাহ্ বিনোদনে অংশ

www.pathagar.com

নেন এবং দ্বিতীয়বার নামাজ আদায় করেন। দিবাবসান ঘনিয়ে এলে বাদশাহ অভিজাতদের সাথে নিয়ে সলিমগড় উদ্যানে গমন করেন বিনোদন ও আনন্দে কাটানোর জন্য। সন্ধ্যার পর উদ্যান থেকে তিনি ফিরে এসে খাস কামরায় চলে যান।

বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট ১৮৫৭ : ভোরে শয্যা থেকে উঠে বাদশাহ কিছু সময় অতিবাহিত করেন প্রথামাফিক ইবাদত বন্দেগিতে। শাহী হাকিমকে তার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি দেন। অতঃপর বাদশাহ রাজকীয় সিংহাসনে বসেন এবং তার পুত্রবৃন্দ ও সাম্রাজ্যের অভিজাতরা হাজির হয়ে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বলদেও সিং কুন্ডলা কুশ বাদশাহকে তার নজর দেয়ার পর বাদশাহ তাকে পদাতিক বাহিনীর কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দু'টি শাল উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বাদশাহকে আরো কিছু নজর প্রদান করেন, যা গৃহীত হয়। বাদশাহ অতঃপর তার দফতরে প্রস্তুত ছয়টি আদেশ পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষার পর তার বিশেষ সিলমোহর লাগিয়ে আদেশসমূহ যথাস্থানে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

প্রথম আদেশ : মির্জা মোহাম্মদ খায়ের সুলতান বাহাদুরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তহবিল সংগ্রহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আর কারো কোন ধরনের পরামর্শ প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় আদেশ : মির্জা মোগল বাহাদুর, মির্জা খায়ের সুলতান বাহাদুর এবং সেনাবাহিনীর অফিসার ও পরামর্শ সভার সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, রামজি দাস গুরওয়ালার নিকট থেকে দু'বার অর্থ পাওয়া গেছে এবং তার কাছে যাতে আর কোনভাবেই কোন অর্থ দাবী করা না হয়।

তৃতীয় আদেশ : মির্জা আবুল হাসান ওরফে মির্জা আবদুল-হ বাহাদুরকে দোজানা'র আমির খানের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে দরবারে উপস্থিতির নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

চতুর্থ আদেশ : ইন্দোরের কাশি রাও হোলকারকে দরবারে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

পঞ্চম আদেশ : বল-ভগড়ের প্রধান রাজা নহর সিং এর প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে, তার প্রেরিত একটি ঘোড়া পাওয়া গেছে এবং তাকে বলা হচ্ছে যে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তার নিপীড়িত হওয়ার কোন ভয় নেই।

ষষ্ঠ আদেশ : ফতেহ আলী খানের মাধ্যমে রামপুরের আবদুল্লাহ খানের পুত্র তানাওয়ার আলী খানকে দরবারে উপস্থিতির নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিছু সৈন্য সাফল্য, বীরত্ব ও উদ্যোগের কথা জানিয়েছে এবং বিশেষ করে নিমাচ বাহিনীর ব্যাপারে। তারা নজফগড়ের কৃষকদের সমবেত হওয়ার বিষয়ও জানিয়েছে। অসুস্থ অনুভব করে বাদশাহ অবিলম্বে শাহী হাকিমকে হাজির করার নির্দেশ দেন এবং খাস কামরায় চলে যান। মধ্যাহ্ন ভোজের পর তিনি কিছু সময় শয্যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকেন। নামাজের পর তিনি বিনোদনে অংশ নেন এবং আবার নামাজের সময় উপস্থিত হলে তিনি নামাজ পড়েন। হাকিম তার সাথে ছিলেন, যিনি তাকে শীতল দাওয়াই দেন। দিনের শেষে দরবারের সদস্যরা বিদায় গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

শুক্রবার, ২৮ আগস্ট ১৮৫৭। স্বাভাবিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের পর বাদশাহ্ হাকিমকে অনুমতি প্রদান করেন তার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখতে এবং এরপর তিনি দরবারে আসেন, যেখানে সাম্রাজ্যের অভিজাতরা তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কাশ্মির বাসিন্দা খাজা ইসমাইল খান এগিয়ে এসে দরবারে উপস্থিতির স্বাভাবিক রীতি অনুসারে বাদশাহ্কে নজর প্রদান করেন। বাদশাহ্ দুর্বল অনুভব করে খাস কামরায় চলে যান। দুপুরে খাবার গ্রহণ করে তিনি বিশ্রাম নেন, এরপর দু'টি নামাজ আদায় করে বিকেলে শীতল দাওয়াই সেবন করেন এবং সে দিনের জন্য তার অভিজাতদের বিদায় জানান। অতঃপর চারটি আদেশ বিশেষ সিলমোহর যুক্ত করে যথাস্থানে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

প্রথম আদেশ : ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ শফির কাছে তার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে দেয়া আদেশে তাকে আশ্বস্ত করা হয় যে বাদশাহ্ তার সাথে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ নন। এবং নিমাচ বাহিনীর ব্যাপারে তিনি কোন সন্দেহও পোষণ করেন না।

দ্বিতীয় আদেশ : মির্জা রহমত বাহাদুরের কাছে আদেশ পাঠানো হয় ইমামবাড়ার বাড়া পরিশোধের তাগিদ দিয়ে, যা 'নজর নিসার' নামক বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায় করা হয়ে থাকে।

তৃতীয় আদেশ : ফররুখনগরের প্রধান আহমদ আলী খানকে নির্দেশ দেয়া হয় কিছু বন্দুক পাঠানোর জন্য।

চতুর্থ আদেশ : বাহাদুর জংকে আদেশ দেয়া হয় তার এলাকায় চৌদ্দটি উট চুরি হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে।

খানপুরের প্রধান আবদুল লতিফ খানের পক্ষ থেকে পাঠানো একটি দরখাস্তে দরবারে উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি এবং তার সাথে কিছু হাতি আনা সম্পর্কে জানান হয় যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

বেলা একটায় আদালত শনিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয় এবং উলে-খ করা হয় যে সাক্ষী হিসেবে সেদিন মি. এভেরেট উপস্থিত থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

আদালতে
অষ্টাদশ দিবস

শনিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সাল

বেলা ১১টায় আদালত পুনরায় বসে দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত। বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়, সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস। চতুর্দশ অনিয়মিত অশ্বারোহী রেজিমেন্টের রিসালদার এবং বর্তমানে কন্সটেবুলারি ফোর্সের অফিসার জন এভেরেটকে আদালতে তলব করে রীতিমাফিক হলফনামা পাঠ করা হয়।

ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : ১৮৫৭ সালের ১১মে কি আপনি দিল্লি-তে ছিলেন?

উত্তর: জি হ্যাঁ, ছিলাম।

প্রশ্ন : তাহলে বিদ্রোহ শুরু হওয়া সংক্রান্ত যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন তা বর্ণনা করুন।

উত্তর: সকাল নয়টার দিকে মিরাট থেকে বিদ্রোহিরা নগরীতে প্রবেশ করে। সতর্কতা জারি করা হয় যে তারা ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও সকল খ্রিস্টানকে হত্যা করছে। আধ ঘন্টা পর বারুদখানার কাছে বন্দুকের গুলী বিনিময়ের শব্দ শুনতে পাই। আমি আমার বাড়িতেই সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপচাপ পড়ে থাকি, যেহেতু আমি অসুস্থতাজনিত ছুটিতে দিল্লিতে ছিলাম। কিন্তু ভাড়া করা যে বাড়িতে গিয়ে আমি ছিলাম সেখানে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছিলাম না। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আমি কর্নে স্কিনারের বাড়িতে গিয়ে সারারাত সেখানে কাটালাম। পরদিন খুব সকালে আমি মির্জা আজম বেগের (একজন সরদার বাহাদুর ও প্রথম অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর অবসর ভাতা গ্রহণকারী) বাড়িতে গিয়ে তাকে বললাম আমাকে দিনের বেলায় তার বাড়িতে রাখার জন্য এবং যে কোনভাবে নগরীর বাইরে চলে যেতে সাহায্য করার জন্য। তিনি আমাকে তার বাড়িতে চুপচাপ থাকতে বলে জানালেন যে আমার কথা অনুসারে তিনি ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করবেন। সেখানে আমি একদিন ও এক রাত কাটালাম। দ্বিতীয় দিনে তিনি আমাকে বললেন যে তার প্রতিবেশীরা তার বাড়িতে আমার লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে জেনে গেছে। মি. জর্জ স্কিনারও তার বাড়িতে ছিলেন। মির্জা আজিম বেগ, অর্থাৎ যার সাথে আমরা ছিলাম, তিনি লাল কিল্লায় গেলেন আমাদের রক্ষার জন্য বাদশাহ'র কাছ থেকে একজন প্রহরী আনার জন্য। তিনি

www.pathagar.com

চলে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর আমার কাছে খবর পাঠালেন যে বাদশাহ'র চিকিৎসক আহসান উল্লাহ খান তার বাড়িতে খ্রিস্টানদের আশ্রয় দেয়ার খবরে অতিশয় ক্রুদ্ধ (আহসান উল-াহ ছিলেন আজিম বেগের আত্মীয়)। তিনি আশা করে যে আমরা অবিলম্বে তার বাড়ি থেকে চলে যাই। তার ইচ্ছা অনুসারে আমি তার বাড়ি ত্যাগ করলাম, কিন্তু জর্জ স্কিনার বাড়িটির জেনানা মহলে আত্মগোপন করে রইলেন। সরদার বাহাদুরের বাড়ি থেকে আমি দু'শ গজ যাওয়ার পর কিছু বিদ্রোহী সিপাহিকে দেখতে পেলাম। আমার কাছেই একটি মসজিদ ছিল এবং আমি ভাবলাম যে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে আমি চুপ করে অবস্থান করি, তাহলে বিদ্রোহিরা আমাকে অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু মসজিদের পাশ দিয়ে সার বেঁধে যাওয়ার সময় কেউ আমাকে সনাক্ত করে বিদ্রোহিদের ডেকে বললো যে মসজিদে একজন খ্রিস্টান আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাকে বন্দী করে আমাকেসহ মির্জা আজিম বেগের বাড়িতে গেল এবং জর্জ স্কিনারকেও বন্দী করলো। আমাদের দু'জনকেই কোতোয়ালিতে নিয়ে যাওয়ার পথে তৃতীয় লাইট ক্যাভালরি'র প্রায় এগারজন অশ্বারোহীর মুখোমুখি হলো বিদ্রোহিরা। তারা জানতে চাইলো, "তোমরা কাদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছো? তারা কি খ্রিস্টান?" সিপাহিরা উত্তর দিলো, "হ্যাঁ," তখন অশ্বারোহীরা পিস্তল বের করে বললো, "তাহলে ওদেরকে কোতোয়ালিতে নেয়ার প্রয়োজন কি। আমরা এখানেই কেন ওদের হত্যা করছি না?" অন্যেরা উত্তর দিলো, "কোতোয়ালি খুব দূরে নয়। ওরা ওখানে যাক, এরপর তোমাদের যা খুশী করতে পারো।" কোতোয়ালিতে পৌঁছার পর সিপাহিরা কোতোয়ালের কাছে বললো যে তারা দু'জন শিশুকে বন্দী করে এনেছে। কোতোয়াল কোন উত্তর দিল না। এক অশ্বারোহী স্কিনারের কাছে এসে তার চুল ধরে কোতোয়ালি থেকে পঞ্চাশ পদক্ষেপ দূরে টেনে নিয়ে গেল এবং খালের দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে পিস্তল দিয়ে গুলী করলো। আরো কয়েকটি গুলী করা হলো তাকে লক্ষ্য করে এবং জীবনশূন্য হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি কোতোয়ালির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যে ওরা এসে আমাকেও নিয়ে যাবে। কিন্তু অশ্বারোহীরা স্কিনারকে হত্যা করার পর কিল-ার দিকে চলে গেল। অতঃপর কোতোয়ালির হাবিলদার আমাকে নির্দেশ দিল বন্দীদের মাঝে গিয়ে বসার জন্য। সেখানে আরো চল্লিশ জন খ্রিস্টান নারী, পুরুষ ও শিশুর সাথে আমি পঁচিশ দিন অবস্থান করলাম। এরপর আমরা মোহাম্মদ ইসমাইল নামে একজন মৌলভির সুপারিশে মুক্তি লাভ করলাম, যিনি আমাদের সকলকে মুসলমান বলে প্রমাণ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে আমাদের মধ্যে কেউ যদি খ্রিস্টান থেকেও থাকে তাহলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং কেউ ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তাদের হত্যা করা আইনানুগ হবে না। কিন্তু আমাদেরকে নগরী ছেড়ে যেতে দেয়া হলো না। আমি অতপর মৌজুদ নামে এক আফ্রিকানের সাথে বসবাস করতে চলে গেলাম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এই লোকটির সঙ্গে কি আপনার আগে থেকেই ঘনিষ্টতা ছিল?

উত্তর: আমি লোকটিকে ভালোভাবে জানতাম, কারণ সে আগে কর্নেল স্কিনারের সাথে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিল, কিন্তু ১৮৪২ সালের দিকে সে চাকুরি ছেড়ে দেয়।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের সময় এই আফ্রিকান লোকটি কার অধীনে চাকুরিতে ছিল?

উত্তর: লোকটি বাদশাহ'র চাকুরিতে ন্যস্ত ছিল এবং কয়েক বছরের জন্য ছিল।

প্রশ্ন : সে কি কখনো আপনাকে কোম্পানির চাকুরি ত্যাগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছে ও বাদশাহ'র কাছে যেতে বলেছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ, এ সম্পর্কে সে আমাকে বলেছে। বিদ্রোহের তিনদিন আগে সে আমার কাছে আসে যখন আমি আমার সৈন্যদের জন্য ঘোড়া কিনতে ঘোড়া পরীক্ষা করছিলাম। সে আমাকে বলে যে আমার সাথে কথা বলতে চায়। তার সাথে আমি এক পাশে গেলে সে আমাকে বলে, "আপনি আপনার সৈন্যদের সহ কোম্পানির চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বাদশাহ'র চাকুরিতে যোগ দিন।" সে বন্ধুর মতো আমাকে পরামর্শ দেয়। আমি তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, "এই গরম মওসুমে আপনি সর্বত্র রুশদের দেখতে পাবেন।" লোকটির ধারণায় আমি হেসে ফেলি এবং তাকে চলে যেতে বলি, কারণ আমি কাজে ব্যস্ত, তার সাথে অন্য কোন সময় আমি দেখা করবো। এই আলোচনা হয় ১৮৫৭ সালে ৯মে শনিবার বেলা ১১টায়। সে আর ফিরে আসেনি। যাহোক, আমি কোতোয়ালি থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার কাছে গেলে সে আমাকে বলে, "আমি কি আপনাকে চলে আসতে বলিনি?" এরপর আমাকে বলে যে কাম্বার নামে একজন আফ্রিকানকে বিদ্রোহের দুই বছর আগে এখান থেকে কন্সটান্টিনোপলে পাঠানো হয়েছে। সে আরো বলে যে এই কাম্বার দিলি- ত্যাগ করেছে মক্কায় যাওয়ার কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে দিল্লির বাদশাহর দূত হিসেবে গেছে রাশিয়া থেকে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায়। কাম্বার দিলি- ছেড়ে যাওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে যে সে দু'বছরের মধ্যে ফিরে আসবে।

প্রশ্ন : মৌজুদের সাথে অবস্থানের সময় বিদ্রোহের সাথে সংশি-ষ্ট আরো কোন গোয়েন্দা তথ্য কি আপনি পেয়েছেন?

উত্তর: না, বিদ্রোহের সাথে সম্পর্কিত কোনকিছু নয়। কিন্তু সে রাতের বেলায় বাড়ি ফিরতো এবং আমাকে দিনের খবর শোনাতো এবং একবার সে আমাকে বলে যে বাদশাহ তার সকল পুত্র ও গুরুত্বপূর্ণ লোকদের নিয়ে একটি দরবার অনুষ্ঠান করেছেন এবং তাদেরকে বলেছেন যে গাজী-উদ-দীন নগরে যুদ্ধের পর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তারা দরবারে আসা থেকে বিরত থাকছে এবং তিনি ধারণা করছেন যে ভীতির কারণেই এমন ঘটছে। বাদশাহ আরো বলেন যে, এখনই সকলের ঐক্যবদ্ধ থাকার সময় এবং আন্তরিকতার সাথে এক হয়ে বৃটিশদের পাহাড়ের ওপর থেকে বিতাড়নের সময়। তিনি বলেন, "তোমরা যদি তা না করো, তাহলে আমার কথাগুলো খেয়াল করো, বৃটিশরা যদি পুনরায় দিলি-তে প্রবেশ করে তাহলে তারা তৈমুরের বংশের একজন

www.pathagar.com

মানুষকেও জীবন্ত রাখবে না।" মৌজুদ নামের এই লোকটি দশ বা বারোজন আফ্রিকানের প্রধান ছিল, যারা বাদশাহ'র অধীনস্থ ছিল। সে বাদশাহ'র একান্ত প্রহরী ছিল এবং সবসময় তার পাশে থাকতো। এবং আমার মনে হয় সে আমাকে যা বলেছে তার ওপর নির্ভুলভাবে নির্ভর করা যায়।

প্রশ্ন : মৌজুদ নামের এই লোকটি কি আপনাকে কোন অর্থ দিতে চেয়েছিল অথবা কোম্পানির চাকুরি ছাড়ার জন্য অন্য কোনভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে তার প্রস্তাব বাদশাহ'র পক্ষ থেকে অথবা কোন পদস্থ কর্মকর্তার পক্ষ থেকে ছিল কি না?

উত্তর: আমি প্রস্তাবটিকে আদৌ গুরুত্ব সহকারে নেইনি। আমি শুধু ভেবেছি যে এটি লোকটির নিজস্ব আহম্মকি মাত্র।

প্রশ্ন : আপনার কি এমন জানা আছে যে কোম্পানির সামরিক বিভাগে চাকুরিরত আর কোন ব্যক্তিকে বাদশাহ'র কাছে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কি না?

উত্তর: না, আমার এমন কিছু জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো আপনার রেজিমেন্টের লোকদের রুটি নিয়ে কথা বলতে শুনেছেন কি না, যেগুলো বিদ্রোহের আগে গ্রাম থেকে গ্রামে বিতরণ করা হয়েছে?

উত্তর: না, ওই সময় আমি ছুটি নিয়ে আমার নিজের গ্রামে ছিলাম, এবং আমি যা শুনেছি তা হচ্ছে, রুটি বিতরণের কাজ চলছে, কিন্তু এর অর্থ কি তা কারোই বোধগম্য হয়নি।

প্রশ্ন : ১১ মে'র ক'দিন আগে থেকে আপনি দিল্লিতে ছিলেন?

উত্তর: প্রায় তের চৌদ্দ দিন আগে থেকে।

প্রশ্ন : তখন আপনি কি লোকদের বলতে শুনেছেন যে শিগগির গোলযোগ শুরু হতে যাচ্ছে?

উত্তর: না, আমি অসুস্থ ছিলাম এবং দিল্লির লোকদের সাথে আমার সামান্য আলোচনাই হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে বিদ্রোহের পর মৌজুদ আপনাকে বলেছে রুশদের শিগগিরই সর্বত্র দেখা যাবে, আপনি কি জানেন, নগরীর বাসিন্দাদের মধ্যে সাধারণভাবে এ বিশ্বাস ছিল কি না?

উত্তর: জি হ্যাঁ, আমার মনে হয় ছিল, মুসলমানদের মধ্যে এটি সাধারণ আলোচনার বিষয় ছিল, যাদের সাথে আমার আলোচনা হতো। তারা বলতো যে গ্রীষ্ম মওসুমে তারা রুশদের আশা করছে।

প্রশ্ন : বিদ্রোহের আগে দেশীয় অফিসার এবং আপনার রেজিমেন্টের সৈনিকদের সাথে কি কোম্পানির সরকার সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছে?

উত্তর: মির্জা তকি বেগ নামে চতুর্দশ অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর একজন অফিসার আমাকে বলেন যে তাদের গ্রন্থে লিখা আছে যে একটি পরিবর্তন ঘটবে এবং

www.pathagar.com

শিগগিরই ব্রিটিশ শাসন উৎখাত হবে। এটা হয়েছিল পেশোয়ারে। আমার মনে নেই যে সেটি ১৮৫৫ অথবা ১৮৫৬ সালে কি না।

প্রশ্ন : আপনি কি কাউকে ইংরেজ শাসন কতোদিন টিকে থাকবে সে সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছেন কি না অর্থাৎ ঘটনাচক্রে সরকার খুব বেশিদিন টিকতে পারবে কি না?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন কি না দিল্লির হিন্দু অথবা মুসলমানরা কোম্পানির সরকারের প্রতি অধিক বিরূপ?

উত্তর: মুসলমানরা।

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো শুনেছেন যে পারস্যের বাদশাহ্ একটি সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লিতে আসছে অথবা আপনি দেশীয়দের মুখে ইংরেজ ও পারসিকদের মধ্যে যুদ্ধের কথা শুনেছেন?

উত্তর: না, আমি কখনো এ বিষয়ে কোন দেশীয়ের সাথে আলোচনা করিনি। আমি ইংরেজি সংবাদপত্র পাঠ করে তথ্য লাভ করতাম।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন কি না যে রুশদের সম্ভাব্য আগমন সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয়ে বিদ্রোহের আগে দেশীয়দের মধ্যে আলোচনা হতো কি না?

উত্তর: না, এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারি না। কারণ, দেশীয়দের সাথে আমার কখনো কোন আলোচনা হতো না।

বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। আদালত সাক্ষীকে জেরা করে :

প্রশ্ন : দিল্লি- অবস্থানকালে কোনভাবে আপনি শুনেছেন কি না বা ধারণা করতে পারেন কি না যে বন্দী বিদ্রোহী সৈন্যদের সাথে অনিচ্ছার সাথে যোগ দিয়েছেন?

উত্তর: আমি যা শুনেছি, আমি শুধু তাই বলতে পারি। বিদ্রোহিদের প্রথম আগমণে বাদশাহ অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখতে পান যে তিনি আটকা পড়ে গেছেন, তখন এতে তিনি যোগ দেন, এক পক্ষকালের মধ্যে। এ শুধু শোনা কথা, এর পক্ষে আমি কোন প্রমাণ দিতে পারবো না।

সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

বন্দীর উকিল গোলাম আব্বাসকে সাক্ষী হিসেবে তার হলফনামা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তাকে জেরা শুরু করেন :

প্রশ্ন : এই বারটি দলিলের দিকে লক্ষ্য করুন এবং বলুন যে এগুলো খাঁটি কি না?

উত্তর: যে আদেশগুলোর ওপরিভাগে পেন্সিল দ্বারা স্বাক্ষরিত সেগুলো নিঃসন্দেহে খাঁটি। কারণ পেন্সিলে আদেশ সম্বলিত লিখা বন্দীর। অন্য দলিলগুলো খাঁটি নয় বলে সন্দেহ করার কোন কারণ আমার নেই। পেন্সিল দিয়ে সাংকেতিকভাবে লিখা সম্বলিত দলিল ও এই দলিলও খাঁটি, কারণ সাংকেতিক হস্তাক্ষর বাদশাহ'র।

www.pathagar.com

এই দলিলগুলো এখন দোভাষি মূল ফারসিতে পাঠ করবে এবং ইংরেজি তরজমা পাঠ করার পর এখানে পেশ করা হবে।

বিকেল ৪টায় আদালত ৩ মার্চ, বুধবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয় দোভাষিকে দেশীয় সংবাদপত্রের সারাংশ তরজমা করার সুযোগ দেয়ার জন্য।

পরিশিষ্ট সপ্তম

*** মুকুন্দ লালের দরখাস্ত, মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট ১৮৫৭**

বরাবর

দরিদ্রের প্রতিপালক

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে বাদশাহ্ যখন দরবার অনুষ্ঠান শেষে তার খাস কামরায় চলে যান, তখন মৌলভি ফজল-উল-হক, নওয়াব আহমদ কুলি খান বাহাদুর, বুধান সাহিব ও মির্জা খায়ের সুলতান বাহাদুরের বরাবরে লিখিত আদেশ দেয়া হয়, যার বিস্তারিত নিচে পেশ করা হলো : সেনাবাহিনীর সকল অফিসার নওয়াব আহমদ আলী খানের কাছে এসে তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ দাবি করে, বাদশাহ বেলা ১২টায় পুনরায় বের হয়ে আসেন। এ বিষয়গুলো আমি আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি। তদুপরি, উপরোক্ত সকল আদেশ বাদশাহ'র দ্বারা পরীক্ষা করে দেখার জন্য পেশ করা হয়। বিশ্বের রাণী নিদ্রিত ছিলেন, অতএব, আদেশে সিলমোহর দেয়া সম্ভব হয়নি। সেগুলো বিকেল তিনটায় সিলমোহর যুক্ত হবে। এখন বেলা দু'টা বাজে এবং যদিও আজকের দিনের জন্য বাদশাহ'র দরবার সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সকল অফিসার নওয়াব আহমদ কুলি খানের জন্য বসে আছে।

১. রাও তুলারামের ঠিকানায় অর্থ প্রেরণের জন্য পাঠানো হলো। শামসির-উদ-দৌলতের নির্দেশে লিখিত।

২. রাও তুলারামের ঠিকানায় শাধরাউলির পরামর্শে অর্থ প্রেরণের জন্য শামসির-উদ-দৌলতের নির্দেশে লিখিত।

৩. জয়জি সিন্ধিয়ার ঠিকানায়। সেনাপতি গোলাম গাউস খানের নির্দেশে লিখিত।

৪. বাইজা বাঈ বরাবর। সেনাপতি গোলাম গাউস খানের নির্দেশে লিখিত।

৫. রানা ভগবন্ত সিং বরাবর। সেনাপতি গোলাম গাউস খানের নির্দেশে লিখিত।

৬. চান্ধারি মানবেধার এর ঠিকানায়। সেনাপতি গোলাম গাউস খানের নির্দেশে লিখিত।

৭. মৌলভি ওয়াজির আলী খানের ঠিকানায় সেনাপতি গোলাম গাউস খানের নির্দেশে লিখিত।

৮. মহাও ও ইন্দোরের বাহিনীর অফিসারদের প্রতি সেনাপতি গোলাম গাউস খানের নির্দেশে লিখিত।

৯. মোরার বাহিনীর অফিসারদের প্রতি সেনাপতি গোলাম গাউস খানের নির্দেশে লিখিত।

www.pathagar.com

১০. বখশিশ আলীর ঠিকানায় হাসান বখশ উজবেকীর নির্দেশে আলাগড়ের জন্য পাঁচশ পদাতিক সৈন্য নির্বাচনের তাগিদ দিয়ে লিখিত।

১১. মোহাম্মদ বখশের অনুরোধে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার অনুমতির জন্য কুলিয়াত উল-া বেগ খান ও হাসান বখশ উজবেকীর নির্দেশে লিখিত।

১২. রাও তোলারাম বরাবরে সাধরাউলির রাজস্ব পরিশোধের জন্য শামসির-উদ-দৌলত বাহাদুরের নির্দেশে লিখিত।

১৩. রাও তোলারাম বরাবরে তার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য শামসির-উদ-দৌলত বাহাদুরের নির্দেশে লিখিত।

১৪. রাও তোলারাম বরাবরে খাজাঞ্চি প্রেরণের জন্য শামসির-উদ-দৌলত বাহাদুরের নির্দেশে লিখিত।

১৫. রাও তোলারাম বরাবরে টান্ডা মালহারিয়ার রাজস্ব প্রেরণের জন্য শামসির-উদ-দৌলত বাহাদুরের নির্দেশে লিখিত।

১৬. হাসান বখশ উজবেকী বরাবরে আলীগড় জিলার রাজস্ব আদায়ের জন্য মৌলভি ফজল-উল-হক, শামসির-উল-দৌলত বুধান সাহিব ও মির্জা খানের সুলতানের উপস্থিতিতে লিখিত।

১৭. ফৈয়াজ আহমদ বরাবরে বুলন্দশহর ও আলিগড় জিলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করে মৌলভি ফজল-উল-হকের নির্দেশে লিখিত।

১৮. ওয়ালিদাদ খান বরাবরে রাজস্ব আদায়ে উপরোক্ত দুই ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য লিখিত– মৌলভি ফজল-উল-হক।

১৯. রাও গুলাব সিং বরাবরে হাসান বখশ উজবেকী ও ফৈয়াজ আহমদের মাধ্যমে ১২ হাজার রুপি রাজস্ব পরিশোধের জন্য লিখিত।

২০. খানপুরের আবদুল লতিফ খান বরাবরে হাসান বখশ ও ফৈয়াজ আহমদের মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের জন্য লিখিত।

২১. চাতাউরি'র মোহাম্মদ আলী খান বরাবরে হাসান বখশ ও ফৈয়াজ আহমদের মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের জন্য লিখিত।

২২. ধরমপুরের জহুর আলী বরাবরে হাসান বখশ ও ফৈয়াজ আহমদের মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের জন্য লিখিত।

২৩. হাকিমপুরের মোহাম্মদ দাউদ খান বরাবরে হাসান বখশ ও ফৈয়াজ আহমদের মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের জন্য লিখিত।

২৪. রাজা দাম্মান সিং বরাবরে হাসান বখশ ও ফৈয়াজ আহমদের মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের জন্য লিখিত।

২৫. শাহবাদের (নাম অস্পষ্ট) বরাবরে তার ভূখণ্ডে আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য নওয়াব সাহিব কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে লিখিত।

২৬. মৌলভি আবদুল হক খান বরাবরে গুরগাঁও জিলার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করার জন্য মৌলভি ফজল-উল-হক নির্দেশিত হয়ে লিখিত, যার ভাগ্নে গুরগাঁও যাবেন।

২৭. ব্যবসায়ী নারায়ণ দাস বরাবরে কোন অর্থ দাবি না করা সম্পর্কে মির্জা খায়ের

www.pathagar.com

সুলতান কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে লিখিত। ভৃত্য মুকুন্দ লালের দরখাস্ত।
(কোন আদেশ অথবা নোট দেয়া হয়নি। দরখাস্তটি কার বরাবরে করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত মির্জা মোগলের বরাবরে।)

মির্জা মোহাম্মদ খায়ের সুলতানের সিলমোহরযুক্ত আদেশ, তারিখ ৯ জুন, ১৮৫৭

"বরাবর
সেনাবাহিনীর অফিসার ও সুবেদারবৃন্দ,
আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কামনা করছি। আল্লাহর রহমতে সেনাবাহিনী তাদের ধর্মের জন্য এখানে যে যুদ্ধ করছে তা পুরোপুরিই বিজয়সূচক। সেজন্য আপনাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে আপনাদের ধর্মীয় চেতনা এখনো যদি জাগ্রত থাকে তাহলে অবিলম্বে এখানে চলে আসতে, তাহলে সরকার কর্তৃক আপনারা উচ্চ পুরস্কৃত হবেন এবং তাছাড়া আপনাদের ধর্ম ও বিশ্বাস সংরক্ষিত হবে। দৃঢ়তার সাথে আশা করা যাচ্ছে যে যেখানেই হোক না কেন ইংরেজরা নিহত হবে। এই স্থানের প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, একজন ইংরেজকেও ছেড়ে দেয়া হবে না। বাদশাহ এখন তার সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিনি সেনাবাহিনীতে আপনাদের ভাইদের পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রাখতে সকল ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের ওপর পুরস্কার বর্ষণ করেছেন।"

মির্জা মোহাম্মদ জওয়ান বখতের আদেশ, সম্ভবত তার স্বহস্তে লিখা, তারিখ ৯ জুন ১৮৫৭
"বরাবর
শুভাকাংখী ও সন্দেহাতীত বিশ্বস্ত
মীর আহমদ আমীর
আপনার সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বজায় থাকুক। হরপ্রসাদের মাধ্যমে এইমাত্র একটি বন্দুক, ছোরা ও তরবারি হস্তগত হয়েছে। আপনার সন্তুষ্টির জন্য এই পত্র লিখা হচ্ছে।"
পত্রের উল্টো পিঠে লিখা, ১৮৫৭ সালের ৯ জুন থানায় একটি তরবারি ও বন্দুক গৃহীত হয়েছে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট

শাহী খাজাঞ্চির অফিসারদের দরখাস্ত, তারিখ ১১ জুন ১৮৫৭
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আপনার সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকুক
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে আপনার আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সহকারী রাজ তত্ত্বাবধায়ক বসন্ত আলী খানের মাধ্যমে ১,০০০ রুপি পরিশোধ করা হয়েছে উপহার হিসেবে এবং শিরসা থেকে আগত পদাতিক রেজিমেন্টের সৈনিকদের দৈনিক ভাতা প্রদানের জন্য। দরখাস্তকারী কামনা করে যে আপনার স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রাপ্তি রশিদ দ্বারা তাকে আনুকূল্য প্রদর্শন করা হবে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনার

www.pathagar.com

আজন্ম ভৃত্য শাহী খাজাঞ্চির অফিসারদের দরখাস্ত।

পেন্সিলে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ– এই অর্থ বাদশাহ লাভ করেছেন।

শাহী খাজাঞ্চির অফিসারদের দরখাস্ত, তারিখ ১৫ জুন ১৮৫৭

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আপনার সমৃদ্ধি কামনা করি
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আপনার আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বেরেলি থেকে আগত সৈন্যদেরকে আংশিক উপঢৌকন এবং অবশিষ্টাংশ তাদের দৈনিক ভাতা বাবদ মোট ১৩০০ রুপি প্রদান করা হয়েছে। অতএব, আপনার দরখাস্তকারী প্রার্থনা করছে যে তাকে আপনার স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রাপ্তি রশিদ প্রদান করে বাধিত করা হোক। বিষয়টি প্রয়োজনীয় বলে আপনার খেদমতে পেশ করা হলো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি।
উপঢৌকন-১,০০০ রুপি
ভাতা- ৩০০ রুপি
মোট- ১,৩০০ রুপি
আপনার আজন্ম ভৃত্য খাজাঞ্চির অফিসারবৃন্দ।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত প্রাপ্তি স্বীকার, এই অর্থ বাদশাহ পেয়েছেন।

রিসালদার মোহাম্মদ মুর্তাজা খানের তারিখবিহীন দরখাস্ত। উল্টো পিঠে লিখা তারিখ ৯ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে আপনার আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী ও অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিকরা দেড় মাসকাল ধরে বেগম সুমরু নামে পরিচিত আপনার উদ্যানে ছাউনি ফেলে বসবাস করছে। সেখানে বাড়ির নিচের অংশের গোসলখানায় জড়ো করে রাখা ময়লা আবর্জনা তাদের নিজস্ব তহবিলের এক রুপি ব্যয় করে অপসারণ করে অশ্বারোহীদের প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম রেখেছে। এখন গোয়ালিয়র থেকে নিয়মিত অশ্বারোহীরা এসে সেখানে স্থান নিয়েছে এবং আমার বাহিনীর অশ্বারোহীরা খোলা জায়গায় বৃষ্টিতে ভিজে নিদারুন দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়েছে। কারণ, গোসলখানা ছাড়া উদ্যানটিতে আশ্রয় নেয়ার আর কোন স্থান নেই। অতএব, আমি প্রার্থনা করছি যে নিয়মিত বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রতি আদেশ দেয়া হোক, যাতে তারা আমাদের দখলে কোনপ্রকার বাদ না সাধে এবং অবস্থানের জন্য অন্যত্র জায়গা খুঁজে নেয় অথবা নিজেদের

www.pathagar.com

জন্য অর্ধেকটা জায়গা নেয় এবং বাকি অর্ধেক আমাদের জন্য রাখে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার খেদমতে পেশ করা হলো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করছি। রিসালদার মীর মোহাম্মদ মুরতাজা খানের দরখাস্ত।"

* পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ : "মির্জা মোগল গোয়ালিয়রের অশ্বারোহীদের নির্দেশ প্রদান করবে, যাতে তারা অর্ধেকটা জায়গা নিজেদের জন্য রেখে বাকি অর্ধেক দরখাস্তকারীকে দেয়।"
কালি দিয়ে দরখাস্তের উল্টো পিঠে বাদশাহ'র নোট লিখা। তারিখ ৯ জুলাই ১৮৫৭।

বাদশাহ স্বাক্ষরিত আদেশ, তারিখ ২৭ জুলাই ১৮৫৭।
"বরাবর
শাহী খাজাঞ্চির অফিসারবৃন্দ
সেনাবাহিনীর সদস্যদের দৈনিক ভাতা এবং বারুদখানার সাথে সংশি-ষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য আপনাদের কাছে জমাকৃত অর্থ থেকে ৪,০০০ রুপি প্রদান করুন। বিষয়টি জরুরি বিবেচনা করবেন।"

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ স্বাক্ষরিত আদেশ, তারিখ ২৭ জুলাই ১৮৫৭।

"বরাবর
শাহী খাজাঞ্চির অফিসারবৃন্দ
বাদশাহ'র কাছে ১,০০০ রুপি প্রেরণ করুন নিমাচ থেকে আগত পদাতিক সৈন্যদের পুরস্কৃত করার জন্য। কোন বিলম্ব করবেন না, বিষয়টি জরুরী বিবেচনা করবেন।"

* বাদশাহ'র পক্ষ থেকে প্রেরিত তিনটি আদেশের খসড়া, যাতে কোন স্বাক্ষর বা সিলমোহর নেই। প্রেরণের তারিখ ২১ আগস্ট ১৮৫৭।

"ভূমি কর আদায়ের অধঃস্তন তহশিলদার ও বাগপাতের জোতদার গোলাম মাউদ-উদ-দীন খান– একটি বাহিনী প্রেরণের জন্য আপনার দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে আপনারকে জানানো যাচ্ছে যে মির্জা হাজির পুত্র মির্জা মোহাম্মদ শাহ আপনার সাথে রয়েছে এবং আপনাকে আমার একান্ত সেবক হিসেবে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে আপনি রসদ সরবরাহের ব্যাপারে হৃদয় ও মন থেকে আন্তরিক থাকবেন। আপনাকে আরো নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, আপনি সেনাবাহিনীর অনুগত থাকবেন এবং খাজাঞ্চির রাজস্ব প্রেরণ অব্যাহত রাখবেন এবং আপনার আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে সামান্য হলেও নজর প্রেরণ করবেন।"

"বরাবর
সোনিপত, পানিপত, নজফগড়, বাহাদুরগড়ের

www.pathagar.com

প্রধান কৃষক, জোতদার ও চাষীবৃন্দ এবং
মেওয়াস্তের গ্রামবাসীবৃন্দ,
আমার দৌহিত্র মির্জা শাহরুখ বাহাদুরের পুত্র মির্জা আবদুল-াহ বাহাদুর এবং লর্ড গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ বখত খান বাহাদুরের প্রতি আপনাদের পূর্ণ আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। তারা আপনাদের এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং আপনাদের সকলকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে উল্লিখিত শাহজাদা ও সেনাবাহিনীর অফিসাররা রসদ সরবরাহের জন্য যে আদেশ প্রদান করবেন তার প্রেক্ষিতে আপনারা রসদ সরবরাহ করবেন। এছাড়াও আপনাদের আরো নির্দেশ দেয়া হচ্ছে রাজস্ব হিসেবে আদায়কৃত অর্থ অথবা আপনাদের আনুগত্য স্বীকারমূলক নজর আপনাদের বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে প্রেরণ করতে, সাথে শাহজাদার বাহিনী থেকে একজন সামরিক প্রহরী থাকবে, কোন অবস্থাতেই অন্য কারো ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা সঙ্গত হবে না। এ ব্যাপারে সকলসতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। শাহী আদেশ অনুসারে কাজ করুন।"

"বরাবর
সিদধারী সিং এবং নিমাচ থেকে আগত সমগ্র বাহিনী
ও হীরা সিং,
জেনে রাখুন, আপনাদেরকে আলাপুর, প্যানিপত ও সোনিপতের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে বেরেলি থেকে আগত বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এ কার্য করতে আপনারা আপনাদের সন্তুষ্টি অর্জন করবেন। দেশের সেবায় আপনারা যে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের উর্ধে উঠে কাজ করবেন তা অতি আবশ্যিক। আপনাদের যাত্রা করতে যাতে কোন বিলম্ব না হয়। লর্ড গভর্নর বখত খান বাহাদুরের অনুরোধে এ আদেশ জারি করা হলো।"

শাহরানপুরে নিয়োজিত মোহাম্মদ খাজা হাসান খানের দরখাস্ত। মুরাদনগর থেকে ১৮৫৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর লিখিত

"বরাবর
মহান বাদশাহ, দরিদ্রের প্রতিপালক,
মানবতার প্রভু,
পরম শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার বরাবরে এই দরখাস্তকারী এর আগেও দরখাস্তের মাধ্যমে ও মৌখিক বার্তা দ্বারা ছয়টি কামানসহ মুরাদনগর ও গাজিয়াবাদকে বিচ্ছিন্ন করা ও হিন্দান নদীর ওপর সেতু ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যে ইংরেজরা এগিয়ে আসছে সে সম্পর্কে প্রতিদিন গোয়েন্দা তথ্য প্রেরণ করেছি এবং বাড়তি সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছি, যাতে বিধর্মীদের কচুকাটা করতে পারি। মহামহিম এখনো কোন সাহায্য দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করেননি। মিরাট থেকে আগত মুসাফিরদের কাছ থেকে এইমাত্র খবর পাওয়া গেছে যে ইউরোপীয়রা বিধর্মীদের চাকুরিতে নিয়োজিত সাবেক অধঃস্তন

www.pathagar.com

তহশিলদার আলী খানের সাথে মিলে চারটি কামান নিয়ে মিরাট ত্যাগ করে এখন মুরাদনগরের পথে রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য আপনার দরখাস্তকারীকে আক্রমণ ও সেতু ধ্বংস করা। এর আগে কিছু ইউরোপীয় হাপপার থেকে ছয়টি কামান নিয়ে বের হয়ে পিলখাওয়াহ গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে ও সেখানকার প্রায় দেড়শ বাসিন্দাকে হত্যা করেছে। এই বাহিনীও এদিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক। এ তথ্য পাওয়ার পর দরখাস্তকারী সমগ্র অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে রাস্তার ওপর অবস্থান নিয়েছে। মহান বাদশাহ'র জন্য জীবন উৎসর্গ করতে আপনার দরখাস্তকারীর কোন দ্বিধা বা অনিচ্ছা নেই, কিন্তু সংখ্যাগত দুর্বলতার প্রেক্ষিতে ও কামানের অনুপস্থিতিতে সে কিছুটা ভীত যে সেতুটি ভেঙ্গে দেয়া হতে পারে। সেতুটি যদি কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (আল্লাহ না করুন) তাহলে সৈন্যদের যাতায়াত ও রসদ সরবরাহ পুরোপুরি বাধাগ্রস্ত হবে। আপনার দরখাস্তকারী বিশ্বাস করছে যে তার শক্তিবৃদ্ধি করতে দ্রুততার সাথে পদাতিক ও কামান পাঠানো হবে। তাহলে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিধর্মীদের প্রতিহত করা যাবে। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা করি। শাহরানপুরে নিয়োজিত ও মুরাদনগর থেকে প্রেরিত মোহাম্মদ খাজা খানের দরখাস্ত।"
পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ– "দরখাস্তে উল্লেখিত প্রয়োজনের ব্যাপারে মির্জা মোগল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"
দরখাস্তের উল্টো পৃষ্ঠায় বাদশাহ'র আদেশের প্রেক্ষিতে সম্ভবতঃ মির্জা মোগলের আদেশ, "ব্রিগেড মেজঃ সাহিবকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।"
পাশাপাশি আরেকটি আদেশ, দৃশ্যতঃ ব্রিগেড মেজর কর্তৃক– "একটি আদেশ লিখিত হোক চতুর্দশ পদাতিক রেজিমেন্টের রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে। তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭।

বাদশাহ'র স্বাক্ষর, সিলমোহর ও তারিখবিহীন দরখাস্ত

"বরাবর
এলাহাবাদ প্রদেশের রাজা, নওয়াব ও প্রভাবশালী
বাসিন্দাবৃন্দ
আপনারা শাহী আনুকূল্য লাভ করছে বলে বিবেচনা করবেন। আমাদের বিশেষ সেবক, প্রধান আলী কাশিমকে এলাহাবাদ প্রদেশ ও অধীনস্থ জিলাসমূহের সরকারে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এবং আশা করা হচ্ছে যে সকল ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা তাকে প্রদান করবেন। তার আদেশের পরিপন্থী কোন কাজ করবেন না অথবা তার সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়াও কিছু করবেন না। আরো জানান হচ্ছে যে, অভিশপ্ত ইংরেজদের নির্মূলে আপনারা তার সাথে যোগ দেবেন। যদি দেখা যায় যে আপনারা উৎসাহের সাথে কাজ করেছেন তাহলে উদারভাবে আপনাদের পুরস্কৃত করা হবে। অন্যথায় আপনাদের কোন কল্যাণ হবে না।"

www.pathagar.com

"বরাবর
বান্দার নওয়াব
আমার বিশেষ খাদেম আলী কাশিমকে এলাহাবাদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই আদেশ লাভের পর আপনার কর্তব্য হচ্ছে অবিলম্বে তার সাথে আপনার কামান, অশ্বারোহী ও পদাতিকদের নিয়ে ইংরেজদের নির্মূলের জন্য যোগ দেয়া। তাছাড়া যে কোন ব্যাপারে তার ইচ্ছার পরিপন্থী কাজ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই আদেশকে অনিবার্য ও জরুরি বলে বিবেচনা করবেন এবং সে অনুসারে কাজ করবেন।"

সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের তারিখবিহীন আদেশ
"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি যে আপনার দরখাস্তকারী ভৃত্য গতকাল থেকে এসে অপেক্ষা করছে এবং বসার বা দাঁড়ানোর মতো কোন স্থান পাচ্ছে না। সেজন্য আমি প্রার্থনা করছি যে আমার ও আমার সঙ্গীদের, সব মিলিয়ে ৮৪ জন জিহাদির জন্য আবাসের ব্যবস্থা করবেন, যেখানে আমরা বিশ্রাম নিতে পারি। বিষয়টি জরুরী বলে আপনার কাছে পেশ করা হলো। সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান জিহাদি ও মহামান্য বাদশাহ'র শুভাকাংখীর দরখাস্ত।"
পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ– "বর্তমানে রাজস্বের কি অবস্থা আপনি সে সম্পর্কে জানেন। জিহাদিরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে, আমরা যার প্রশংসা করি।"

www.pathagar.com

আদালতে
ঊনবিংশ দিবস

বুধবার, ৩ মার্চ ১৮৫৮ সাল

বেলা ১১টায় দিল্লির লাল কিল-ার দিওয়ান-ই-খাসে আদালত পুনরায় বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

আদালত কক্ষে বন্দীকে আনা হয়, সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস।

নিম্নে ১৮টি দলিলের মূল আদালতে পাঠ করেন দোভাষি এবং সেগুলোর ইংরেজি তরজমা পাঠ করেন ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল। এখানে শ্রেণীবদ্ধভাবে তা পেশ করা হলো :

দিলি-র সংবাদপত্র 'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ :

স্থানীয় গোয়েন্দা তথ্য : "পারস্য– পারস্যের সংবাদপত্র থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে পারস্যের বাদশাহ তার দেশের সকল সৈন্যের প্রতি আদেশ জারি করেছেন যে, তারা যাতে বিভিন্ন এলাকায় নিয়োগ লাভ না করে এবং অন্য কোন আদেশ জারি করার পূর্বেই তেহরানে সমবেত হয়। তাদেরকে যা বলা হয়েছে আশা করা হচ্ছে যে, তারা অবিলম্বে হৃদয় ও মন দিয়ে তা পালন করবে। এটা সম্প্রতি জানা গেছে যে, আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পারস্যের বাদশাহ'র পক্ষ থেকে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ ছিল মাত্র, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ও তাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার প্রকৃত পরিকল্পনা আড়াল করার উদ্যোগের অংশ ছিল। কারণ, আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান বৃটিশ শক্তির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে ইংরেজ ও পারসিকদের মধ্যে সকল অনৈক্যের কারণ সৃষ্টি করেছেন। পারস্যের বাদশাহ প্রকাশ্যে ইংরেজদের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেননি, অথবা আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে শত্রুতামূলক সম্পর্কও সৃষ্টি করেননি। তথাপি এটা নিশ্চিত যে তিনটি শক্তির মধ্যে কিছু পরিবর্তনের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।"

'সাদিক-উল-আখবার' এর ২৬ জানুয়ারি ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত খবরের সারাংশ :

স্থানীয় সংবাদ : "ফ্রান্স– সকল সংবাদপত্র একযোগে ঘোষণা করেছে যে ফ্রান্সের রাজা ও তুরস্কের সম্রাট এখন পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রকাশ্যে ইংরেজ অথবা পারসিকদের মিত্র বলে

www.pathagar.com

ঘোষণা না করলেও দুই পরস্পরবিরোধী পক্ষের রাষ্ট্রদূতরা উপরোক্ত দুই শাসকের দরবারে গোপনে নানা উপঢৌকন নিয়ে গেছেন। কেউ কেউ মনে করেন ফ্রান্সের রাজা ও তুরস্কের সম্রাট নিজেদেরকে কখনো পারসিক ও ইংরেজদের মধ্যেকার যুদ্ধে জড়িত করবেন না; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বলছে যে তারা উভয়েই পারসিকদের পক্ষ নেবেন। অতঃপর যা ঘটবে তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। রুশদের ব্যাপারে বলা যায় যে, তারা কার পক্ষে থাকবে, সে ব্যাপারে তাদের প্রস্তুতি নিয়ে কোন রাখঢাক করবে না এবং পারসকিদের সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে, সেটা তহবিল দিয়ে হোক অথবা সৈন্য পাঠিয়েই হোক। বলা যেতে পারে যে, রুশরাই মূলতঃ যুদ্ধের কারণ, তারা পারসিকদের শুধুমাত্র একটি আলখেল্লা হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হবে, বিশেষ করে হিন্দুস্থানের বিজয়ের ব্যাপারে। এটা বিশ্বাস করতে হবে যে রুশরা খুব শিগগিরই বিপুল বিক্রমে ময়দান দখল করে নেবে। এ সম্পর্কে যদি আরো কিছু জানা যায় তাহলে তা প্রকাশিত হবে। 'সাদিক-উল-আখবার' এর পাঠকরা প্রস্তুতি নিয়ে থাকুক যে ভবিষ্যতের আবরণ তাদের জন্য কি লুকিয়ে রেখেছে।"

১৮৫৭ সালের ১৬ মার্চ 'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ :
স্থানীয় খবর : "পারস্যের দরবার– এই মুদ্রণালয়ে বোম্বে থেকে প্রাপ্ত সংবাদপত্রের খবরে জানা গেছে যে পারস্যের বাদশাহ একদিন হিরাতের বেশ কিছুসংখ্যক প্রধানকে তার কিছু অমাত্যের সাথে দরবারে তলব করেন এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের সাথে আলোচনা করেন। যথাবিহিত আলোচনার পর তারা তাকে পরামর্শ দেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য এবং আল্লাহর ওপর তাদের নির্ভরশীলতা ব্যক্ত করেন যে আল্লাহ চান যে তিনিই বিজয়ী হবেন এবং তারা তাকে বলেন যে "হিরাত দখল করার পর অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে আপনি হিন্দুস্থানের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন।" তারা আরো বলেন যে রুশরাও চাচ্ছে যে পারসিকদের উচিত ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে লড়া এবং হিন্দুস্থান বিজয় করা। এরপর বাদশাহ শপথ উচ্চারণ করে বলেন যে দরবারীদের সাথে আলোচনা করে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট, যারা তাকে তার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের বিপরীতে ইতিবাচক পরামর্শ দিয়েছে। তিনি দরবারীদের কাছে এই প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন যে হিন্দুস্থানে উপনীত হওয়ার পর তাদেরকে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করবেন, অর্থাৎ একজনকে বোম্বে, আরেকজনকে কলকাতা, তৃতীয়জনকে পুনা'র এবং এভাবে এক একজনকে দায়িত্বে অভিষিক্ত করবেন এবং তিনি দিল্লির বাদশাহ'র মাথায় হিন্দুস্থানের মুকুট পরাবেন। ঠিক এ সময়েই গোয়েন্দা তথ্য আসে যে, প্রধানমন্ত্রী মূল্যবান রত্নপাথরে খচিত বাদশাহ'র মুকুট গোপনে বিক্রি করে দিয়েছেন। হাজি আলী নামে এক ব্যবাসায়ী এক লাখ বিশ হাজার ফ্রাংক মূল্যে ক্রয় করে তাকে অর্থের একটি অংশ প্রদান করেছে। এ খবর পাওয়ার পর বাদশাহ তার কূটবুদ্ধি সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীকে তলব করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। অতঃপর বাদশাহ উক্ত ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করে তাকে জরিমানা করেন এবং পরিমিতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে তার অসন্তোষ বুঝতে দেন যে, তিনি যে অন্য দেশের লোকদের সাথে

www.pathagar.com

চক্রান্তে লিপ্ত তা বাদশাহ'র অজানা নয়। জানা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল অন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং এ ব্যাপারে বাদশাহ'র সাথে পরামর্শক্রমে শান্তি পূর্ণ একটি নীতি বজায় রাখা। বাদশাহকে জানানো হয়েছে যে রুশ সম্রাট তাকে সহযোগিতা করার জন্য চার লাখ সৈন্যের একটি কার্যকর বাহিনী পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসহ প্রেরণ করেছেন এবং এর একটি অংশ ইতোমধ্যে পারসিকদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং আরো জানানো হয়েছে যে রুশ সম্রাট ঘোষণা করেছেন যে, পরিকল্পিত যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংখ্যা যদি অপর্যাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে আরো সৈন্য প্রেরণ করা হবে। এর উত্তরে বাদশাহ রাশিয়ার সম্রাট আলেকজান্ডারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে রুশ বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজকোষ থেকে তহবিল দেয়া হবে। আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে রুশ বাহিনীর বার্তাবাহকরা যাতে কোনকিছুর ঘাটতিতে না পড়ে অথবা কোন দুর্ভোগের সম্মুখীন না হয়। এরপর ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বাদশাহ'র কাছে একটি শুভেচ্ছা বার্তা পেশ করেন, যিনি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং বর্তমানে শুকরিয়া আদায় করেন। জর্জিয়ার রাষ্ট্রদূত তার রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন যে, ইংল্যান্ড ও তুরস্কের আইনের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তার দেশে এখনো নারীপুরুষ উভয় ধরনের দাসের ক্রয়বিক্রয় অব্যাহত আছে। সমগ্র পারস্য জুড়ে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে বিগত পাঁচ প্রজন্ম ধরে যে পারস্যের বাদশাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছেন তার প্রধান কারণ হলো পারস্যে সিংহাসনের অধিকারী হিন্দুস্থান জয় করতে ইচ্ছুক। সেই লক্ষ্যে পারস্য সব ধরনের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম জড়ো করছে এবং সেগুলো খাজাঞ্চির মতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হননি। এমনকি পারস্যের বর্তমান বাদশাহ নাসির-উদ-দীন দীর্ঘদিন যাবত একই উদ্দেশ্য লালন করা সত্ত্বেও হিন্দুস্থানের দিকে এগিয়ে যাননি। একদিকে হিরাত অনায়াসে তার হাতে এসেছে, অন্যদিকে রুশদের সাহায্য এসেছে প্রায় অদৃশ্য ও অকল্পনীয়ভাবে। তৃতীয়তঃ অমাত্য ও প্রধানরা সর্বসম্মতভাবে হিন্দুস্থানে অগ্রসর হওয়ার পরমর্শ দিয়েছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করবেন। চতুর্থতঃ গোটা জাতি একটি জিহাদের জন্য জেগে উঠেছে। অতএব, একটি যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া পারস্যের বাদশাহের জন্য আর কোন বিকল্প নেই। এটাও বলা হয়েছে কাবুলের শাসক আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান গোপনে পারস্যের বাদশাহ'র সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলেও ইংরেজদের কাছে স্বীকার করেছেন যে পারস্যের বাদশাহ'র সাথে তার মারাত্মক শত্রুতা বিদ্যমান। এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে পারস্যের শাসকেরা সবসময়ই শাহ কামরান ও সুজা-উল-মুলকের বংশধর ছিলেন। কিন্তু পারস্যের বাদশাহ হিরাতে যুবরাজ ইউসুফকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেছেন। এই যুবরাজ এখন পারস্যের বাদশাহকে পরামর্শ দিচ্ছে আমিরের কাছ থেকে কাবুলের শাসন ক্ষমতা নিয়ে তার ওপর ন্যস্ত করার জন্য। অর্থাৎ এর মাধ্যমে পারসিকরা কাবুলের দিকে এগিয়ে আসবে। তিনি আরো আশংকা করছেন যে পারসিকদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে যুবরাজ ইউসূফ শেষ পর্যন্ত কাবুলকে আফগানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে এবং শাহ সুজা-উল-মুলকের উত্তরাধিকারীরা আর কাবুলের ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে

www.pathagar.com

আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান পারস্যের বাদশাহ্‌কে একটি চিঠিতে লিখেন যে তিনি সবসময় পারস্যের বাদশাহ'র প্রজা এবং তার সাথে ব্রিটিশ সরকারের কোন সম্পর্ক নেই।"

১৮৫৭ সালের ১৯ মার্চ 'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ :

"পারস্যের বাদশাহ'র ঘোষণা : – পারস্যের বাদশাহ'র নামে জারি করা একটি ঘোষণার কপি দিল্লি-র রাস্তা ও গলির প্রবেশ পথগুলোতে সাটিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার এক বন্ধু জুমা মসজিদের পিছনের দেয়ালে সাটানো অনুরূপ ঘোষণাপত্রে যা বলা হয়েছে তা হুবহু টুকে এনেছেন। এই ঘোষণা অধিকাংশ লোক দেখেছে। সংক্ষিপ্তভাবে এই ঘোষণার নির্গলিতার্থ হলো যে, 'যারা সত্য ধর্মে বিশ্বাসী, তারা খ্রিস্টানদের সহযোগিতা করা থেকে নিজেদের বিরত রাখবে এবং সঠিক ও যথার্থ হিসেবে মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের পূর্ণ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবে। আল্লাহতায়ালা যখন ইচ্ছা করবেন, তখন আমি পারস্যের বাদশাহ হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আসীন হবো এবং হিন্দুস্থানের বাদশাহ ও জনগণকে সন্তুষ্ট ও সুখী করবো। একইভাবে ইংরেজরা যেমন হিন্দুস্থানের বাসিন্দাদের সকল উপায়ে দুস্থে পরিণত করে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে পর্যন্ত বঞ্চনার শিকারে পরিণত করেছে, আমরা তাদেরকে ধনী ও সমৃদ্ধশালীতে পরিণত করবো। আমরা কোন ব্যক্তির ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবো না।, ঘোষণার মর্মার্থ এটিই। তাছাড়া, মোহাম্মদ সাদিক খান নামে এক ব্যক্তি, যার বদৌলতে এই ঘোষণা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে, তিনি লিখেছেন যে, চলতি মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত বেশ কিছুসংখ্যক পদস্থ অফিসারসহ ৯শ পারসিক সৈন্য হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছে এবং ৫শ' সৈন্য বিভিন্ন ছদ্মবেশে দিল্লি-তে অবস্থান করছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি তার নিজের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ৪ মার্চ তিনি স্বয়ং দিল্লি-তে পৌঁছেছেন এবং ঘোষণাপত্র বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেছেন যে দেশের সকল প্রান্ত থেকে তিনি গোয়েন্দা তথ্য লাভ করছেন এবং এখানে কি ঘটছে তা নিয়মিত পারস্যের বাদশাহ'র কাছে প্রেরণ করছেন। তিনি সকলকে ঘোষণা আকারে অবহিত করবেন এবং সৈন্য প্রেরণ ও অগ্রগতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সে ঘোষণায় জানা যাবে।

লোকজন বলাবলি করছে যে, এই ঘোষণা শুধুমাত্র অলস কল্পনাকে চাঙ্গা করার জন্য এবং আমার নিজের অভিমতও যেহেতু অনুরূপ, সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে মোহাম্মদ সাদিক খানের দিল্লি- আগমনের উদ্দেশ্য কি? তার উদ্দেশ্য যদি যুদ্ধ করা হয় তাহলে এভাবে, এ উদ্দেশ্যে আগমন অবাস্তব একটি ব্যাপার। তিনি যদি গুপ্তচর হিসেবে এসে থাকেন তাহলে একটি ঘোষণা দ্বারা তার উপস্থিতি সম্পর্কে জানানো কা জ্ঞানহীন অসংলগ্নতা ছাড়া কিছু নয় এবং তার এ আগমনের ব্যয় অর্থের অর্থহীন অপচয় মাত্র। সব হিসাব করে লাভ খুঁজে বের করা ও তার উদ্দেশ্যে ক্ষতিসাধন এহেন কর্মকা ে র সম্ভাব্য ফলাফল। এসব কিছুকে একপাশে রেখে এটিও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, পারস্যের বাদশাহ যদি হিন্দুস্থানের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাহলে সেক্ষেত্রে হিন্দুদের আনন্দিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? ঘোষণা থেকে এটা বুঝা যায় যে তিনি স্বয়ং

www.pathagar.com

হিন্দুস্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে আগ্রহী। পারস্যের বাদশাহ যদি আব্বাস শাহ শফির মতো আমাদের নিজস্ব বাদশাহকে সিংহাসনে বসান তাহলেই কেবল হিন্দুদের খুশী হওয়ার কারণ থাকতে পারে। তিনি যদি তা করেন তাহলেই বা বিস্ময়ের কি থাকতে পারে। তৈমুর লং স্বয়ং পারসিকদের ওপর শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করেছিলেন।"

১৮৫৭ সালের ২৩ মার্চ 'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ :
"পারস্যের বাদশাহ'র নামে জারিকৃত ঘোষণা– শেষ পর্যন্ত দিল্লির বিদ্রোহের কিছু চক্রান্ত কারী উদ্যোক্তার অপকর্মই গুরুত্ব লাভ করবে, জুমা মসজিদের পিছনের দেয়ালে পারস্যের বাদশাহ'র পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে এমন একটি ঘোষণা সাটানোর উদ্দেশ্য জনগণকে বিভ্রান্ত করা। এই ঘোষণার সারমর্ম হচ্ছে, মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের উচিত খ্রিস্টানদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা এবং পারস্যের বাদশাহ খুব শিগগিরই হিন্দুস্থান জয় করবেন এবং পুরস্কার ও আনুকূল্য বর্ষণের মাধ্যমে জনগণকে সুখে শান্তিতে রাখবেন। যে, লোকটি এই ঘোষণা প্রচার করেছে সে তার নাম লিখেছে মোহাম্মদ সাদিক খান। বলাবলি হচ্ছে যে দিল্লিতে কর্তৃপক্ষ এই অসম্ভব মিথ্যাচারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে। একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে কেউ যদি এই বিভ্রান্ত মিথ্যুককে গ্রেফতার করতে পারে, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাকে যথোপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করবে। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন যে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। যা হোক, আমাদের ভালো বন্ধু মোহাম্মদ সাদিক খান নামের প্রতারক, যে এই ঘোষণা প্রচার করেছে, আমরা নিশ্চিত যে সে যদি সরকারের হাতে পড়ে, তাহলে ভিনেগারে উত্তমরূপে সিক্ত দুই সোলের জুতা দিয়ে তার মাথায় আঘাত হানা হবে এবং তার মস্তক মু ন করে দেয়া হবে।"

১৮৫৭ সালের ১২ এপ্রিল 'দিল্লি উর্দু নিউজ' এ প্রকাশিত খবরের সারাংশ :
"স্থানীয় সংবাদ : কাবুল– দিল্লি গেজেটের একজন সংবাদদাতা ২৯ মার্চ কাবুল থেকে লিখেছেন যে, পেশ বোলাক ও সুরজু খাইল এর লোকদের শায়েস্তা করার জন্য আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের নির্দেশে প্রেরিত ছোট্ট একটি বাহিনী জালালাবাদে ফিরে এসেছে। পরে জানা যায় যে মোহাম্মদ শাহ খানের সাথে একটি সংঘর্ষে প্রায় ত্রিশ জন লোক নিহত হয়েছে এবং সমসংখ্যক লোক আহত হয়েছে। আমিরের সৈন্যরা মোহাম্মদ শাহ খানের রসদের বিপুল পরিমাণ দখল করেছে এবং শাহ খান নিজের জীবন বাঁচাতে লুমগানের দুর্গের দিকে পালিয়ে গেছেন। মীরদাদ খানের ভাই জালালাবাদ থেকে সদ্য এসেছেন এবং এই সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন যে, আমির দোস্ত মোহাম্মদ তাটমেগের দিকে যাত্রা করেছেন, কিন্তু এটা জানা যায়নি যে নববর্ষের দিনটি তিনি বাল্লা বাগ অথবা কাবুলে উদযাপন করবেন। মীরদাদ খানের ভাই আরো জানিয়েছেন যে, হিন্দুস্থানে প্রকাশিত কিছু ইংরেজি সংবাদপত্র আমিরকে পাঠ করে শোনানো হয়েছে, যাতে আমিরের কাছে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকারের অব্যবস্থাপনার বিষয়ে উল্লেখ ছিল। এতে আরো বলা হয়েছে যে, আমির উভয় পক্ষের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। এটা শোনার পর আমির মন্তব্য করেন যে, ইংরেজরা যখন বিপদে পড়ে তখন তারা কোটি কোটি পাউন্ড স্টার্লিং

www.pathagar.com

ব্যয় করে এবং এখন রুশদের প্ররোচনায় পারসিকরা যখন আফগানিস্তানে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে হিন্দুস্থান সরকারের বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তখন গভর্নর জেনারেল নিজ বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতায় আমিরের সাথে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেছে। সংবাদদাতা এর সাথে যোগ করেছেন যে, কাবুলে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে যে সুলতান মোহাম্মদ খানের উস্কানি ও দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার পরিণতিতে ইনাম হাজি পার্বত্য এলাকার জনগোষ্ঠীকে উত্তেজিত করে তুলছেন এবং সম্প্রতি জানা গেছে যে সুলতান জান উপঢৌকন ও মিত্রতার হাত বাড়িয়ে হিরাতে পারস্যের সেনাপতির কাছে আবেদন করেছেন গিরিশক এ হামলা চালানোর অনুমতি চেয়ে। তিনি জানিয়েছেন যে গিরিশক এর জনগণ তিন বছরের খাজনা মওকুফের শর্তে তাকে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে।"

'সংক্ষিপ্ত সংবাদ' শিরোনামে উর্দু সংবাদপত্রে ১৮৫৭ সালের ১৩ এপ্রিল প্রকাশিত সংবাদ :
"স্থানীয় সংবাদ : পারস্য– কিছুদিন আগে জুমা মসজিদের একটি দেয়ালে একটি ঘোষণাপত্র সাঁটানো অবস্থায় দেখা যায়। এতে একটি তরবারি ও একটি ঢালের ছবি অংকিত ছিল এবং এর বক্তব্যগুলো যেন পারস্যের শাহের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে, 'ইসলাম ধর্মে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসীদের জন্য এটি একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা তাদের কোমরের কাপড় শক্ত করে বেঁধে পারস্যের শাহকে সহযোগিতা করা এবং তার কর্তৃত্বকে বিশ্বস্ততার সাথে মান্য করা এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে দমন করা, যাতে যুদ্ধে তারা নির্মূল হয় এবং মুসলমানরা আনুকূল্য, পুরস্কার ও খেতাবের অধিকারী হয়, যা পারস্যের শাহ্ তাদের ওপর উদারভাবে তা অর্পন করবেন।, ঘোষণায় এটাও বলা হয় যে, পারস্যের শাহ্ খুব শিগগির হিন্দুস্থানে আসবেন এবং এ দেশকে তার সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করবেন নির্ভরশীল একটি ভূখ হিসেবে। বিপুল সংখ্যক লোক এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সমবেত হয়েছে এবং সর্বদা নিচের কবিতাটি বারবার আবৃতি করছে, যেন স্বতস্ফূর্ত ও অপ্রতিরোধ্যভাবে তাদের কণ্ঠ থেকে এটি নিসৃত হচ্ছে– "হে আল-াহ, দুর্ভাগ্যের হাওয়া থেকে পারস্যের ধূলিকে রক্ষা করুন, দীর্ঘকাল ধরে ধূলি এবং হাওয়া দু'টিই টিকে থাকুক।" বার্তা লেখক উলে-খ করেছেন যে, এটি ফারসি ভাষা থেকে তরজমা, কিন্তু মূল ভাষাতেই তা উচ্চারিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আদালতে নামবিহীন কিছু দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে এবং এসবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই তারিখ থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাশ্মীরের ওপর প্রচ আক্রমণ চালানো হবে এবং শীতল ও স্বর্গীয় দেশটি দরখাস্তকারীদের দখলে চলে আসবে। এই কাগজের লেখক এই সকল কিছুকে কা জ্ঞানহীন ও অবাস্তব কল্পনা বলে মনে করেন। কারণ কোন দেশ যদি এভাবে সরকারের হাত থেকে চলে যায়, তাহলে সেনাবাহিনী রাখার অর্থ কি থাকতে পারে!"

১৮৫৭ সালের ১১ মে 'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ :
"হিন্দুস্থান বিজয় সম্পর্কে পারস্যের শাহের ঘোষণা– 'পাঞ্জাবি' নামে ইংরেজি সংবাদপত্রের

www.pathagar.com

সম্পাদক তার পত্রিকার একাদশ সংখ্যায় মহুমরা দখল সম্পর্কে লিখেছেন। তার সংবাদদাতা এক যুবরাজের তাবুতে ঘোষণাটির তরজমা দেখতে পায়, যার সারমর্ম তিনি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং এখন যা তিনি তার পাঠকদের অবগতির জন্য প্রকাশ করছেন। ঘোষণার বিবরণ নিচে দেয়া হলো–

"এটা জানানো প্রয়োজন যে, ইংরেজ সরকার প্রথম তাদের বিজয়ী পতাকা হিন্দুস্থানে স্থাপন করেছে এবং ধাপে ধাপে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর সকল শক্তিশালী যুবরাজদের পরাভূত করেছে। অল্প কিছুদিন পূর্বে তারা আফগানিস্তান জয় করে, কিন্তু আফগানদের অস্থির বিক্ষোভের শিকার হয়ে তাদেরকে পরাজয় মানতে হয়। অতপর তারা লাহোর ও পেশোয়ার শহর এবং অন্যান্য স্বাধীন রাজ্য নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। তারা এখন আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে এসে পারস্যে তাদের থাবা বিস্তার করতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যে তারা আমাদের প্রতিবেশিদের সাথে, আমাদের স্বধর্মাবলম্বী ও আফগানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে, যাতে তারা তাদেরকে ভূখ অতিক্রম করতে দেয় এবং সেই সুযোগ নিয়ে পারস্যে লুণ্ঠন চালাতে পারে এবং সত্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে অনৈক্যের সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া এটাও শোনা গেছে যে, ইংরেজ বাহিনী স্থলপথে পারস্য অভিযানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যাত্রা শুরু করেছে এবং একটি অংশ মুসলমানদের মালিকানাধীন ছোট একটি নৌ দূর্গ দখল করে নিয়েছে এবং নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে। কিন্তু ইংরেজরা তাদের বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, কারণ তারা জানে যে তারা যদি এগিয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে মুসলিম তরবারির ধারাল প্রান্ত ও মুসলিম উত্তেজনা অনুভব করতে হবে এবং শিগগিরই পানির বাইরে মাছের মতো যাতনা সহ্য করে মরতে হবে। পারস্যে বাদশাহ শাহ নাসির-উদ-দীন, অতএব, অত্যন্ত আনন্দের সাথে নিম্নোক্ত ঘোষণা জারি করছেন :–

ঘোষণা– 'পারস্যের সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় সমবেত সকল সৈন্য বৈরি বিশ্বাসের অধিকারী দুশমনদের প্রতিহত করুক। আরব উপজাতির লোকজন মহানবীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করবে এটা আশা করা যায়। যারা আপনাদের ওপর আঘাত হানার উদ্যোগ নিয়েছে, তাদের ওপর একইভাবে আঘাত হেনে তাদেরকে হত্যা করুন। বৃদ্ধ ও যুবক, উচ্চ নীচ, বিজ্ঞ ও মুর্খ, কৃষক ও সৈনিক সকলের জন্য এখন সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে প্রয়োজন হচ্ছে তাদের স্বধর্মাবলম্বীদের সহযোগিতার জন্য জেগে উঠা। আপনারা অস্ত্র ধারণ করুন, মুসলিম পতাকা তুলে ধরুন এবং এই জাতির সদস্যদের আল-াহর নামে একটি জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এই ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত করুন। কারণ আল-াহতা'য়ালা তার মনোনীত ধর্মের প্রতিরক্ষাকারীদেরকে তাদের আকাংখা ও প্রচেষ্টার ফলাফল প্রদান করবেন এবং আমরাও তাদের ব্যাপারে অনেক বেশি সন্তুষ্টি পোষণ করবো। আমি ওমরাহদের মধ্যে সেরা ওমরাহ মির্জা জান কোশাকচি সাবাহি, জাতির বীর সন্তান মীর আলী খান ও অন্যান্য সেনাপতি, অফিসার ও প্রধানদের ২৫ হাজার সৈন্যসহ পারস্যের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করেছি। যুবরাজ নওয়াব শামসির-উদ-দৌলতকে ৩০ হাজার সৈন্যসহ মোজলুমারা'য় পাঠানো হয়েছে। গোলাম হাসান খান ও জাফির কুলি কানকে করাচি ডিগগির এর অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে কিরমানে পাঠানো হয়েছে।

www.pathagar.com

অস্ত্রশস্ত্রে ভালোভাবে সজ্জিত ২০ হাজার সৈন্যকে পাঠানো হয়েছে আজিবিয়া ও কারিবিয়ায় এবং নওয়াব আহসান সালতানাতকে ৩০ হাজার সৈন্য, ৪০টি কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছে কচ্ছ ও উত্তর প্রদেশের দিকে। এই সৈন্য বাহিনীকে এভাবে বিভিন্ন দিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে তারা আফগানিস্তানের প্রদেশসমূহ জয় করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে। প্রধান সুলতান আহমদ খান, দৌলত খান, সুলতান আলী খান ও মোহাম্মদ আলম খানকে নিয়োগ করা হয়েছে হিন্দুস্থান জয়ের লক্ষ্যে উপরোক্ত সেনাপতিদের অধীনে। আল্লাহর রহমতে এটা পুরোপুরিই আশা করা যায় যে তারা বিজয় অর্জন করবে। সেজন্য এখন সময় এসেছে ওই দেশের সকল মানুষ এবং সকল আফগান উপজাতি, যারা কোরআনে বিশ্বাস করে ও আল্লাহতা'য়ালার প্রেরিত রাসুলের পথ অনুসরণ করে তাদের খোলাখুলি এই ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের নির্মূল করার এবং তাদের মুসলিম ভাইদের সমর্থনে হাত বাড়িয়ে দেয়ার। কারণ, এর মাধ্যমেই তারা পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করতে পারবে। এমনকি সীমান্তে বিরাজমান গোলযোগ প্রশমিত করার বিষয়ও যদি হয়, তাহলেও এটা এমন তুচ্ছ ব্যাপার নয় যে বিশ্বাসীদের একটি ছোট্ট বাহিনীর দ্বারা তা সম্ভব। সকল মুসলমানের উচিত উৎসাহ ও শক্তি দিয়ে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা। তাছাড়া সকল আফগান উপজাতির জেনে রাখা উচিত যে আফগানিস্তান বিজয় করে একটি নির্ভরশীল সামন্ত রাজ্য হিসেবে পারস্যের সাথে যুক্ত করা পারস্যের বাদশাহ'র উদ্দেশ্য নয়। বরং এর বিপরীতে তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কান্দাহার রহিমদিল খান ও কহনদিল খানের অধীনস্থ এবং কাবুল আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের শাসনাধীনে পূর্বেই মতো থাকুক এবং সকল আফগান পূর্বের মতোই স্বাধীনতার আশির্বাদ উপভোগ করুক। আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের কর্তব্য হচ্ছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ গ্রহণ এবং মুসলমানদের সহযোগিতা প্রদান করবেন। মহানবীর পথ অনুসরণ করে যিনি তার বিশ্বাসের একজন অনুসারীকে সহযোগিতা করবেন, সেজন্য তিনি উত্তম পুরস্কার লাভ করবেন। এই ঘোষণা জারি করার পূর্বে আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান সবসময় বলে আসছেন যে পারস্যের সেনাবাহিনী যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তিনি সেই বাহিনীর সাথে অস্ত্র ও অর্থ নিয়ে যোগ দেবেন। এটা সুস্পষ্ট, এখন সময় এসেছে, তিনি যে সময়ের কথা বলতেন তা উপস্থিত হয়েছে। আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি সম্পূর্ণভাবে ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষার জন্য। আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান এখন তার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে মুসলমানদের দুশমনের বিরুদ্ধে আমার সাথে যোগ দিক এবং তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদেরকে হত্যা করুক। কারণ, এই কাজের সুযোগ লাভের মতো বড় কোন সুযোগ আর আসতে পারে না। তিনি যদি এই যুদ্ধে নিহত হন তাহলে নিশ্চিতভাবে শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন, আর যদি জীবিত থাকেন তাহলে ধর্ম রক্ষাকারী গাজী হিসেবে অভিহিত হবেন। সকল বিচারে দুশমনকে নির্মূলের লক্ষ্যে পরিচালিত জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু আমির যদি ভিন্নভাবে কাজ করেন, তাহলে প্রথমতঃ তা হবে তার নিজ ধর্ম অস্বীকার করার নামান্তর। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর কাছে তিনি হবেন ধিকৃত। তৃতীয়তঃ তিনি ভীরু বলে পরিচিত হবেন এবং চতুর্থতঃ আল্লাহর ক্রোধ

www.pathagar.com

অনিবার্যভাবে তার ওপর পতিত হবে।"

'পাঞ্জাবি' পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন যে ঘোষণাটি একটি সুদীর্ঘ কাগজ এবং তিনি শুধুমাত্র এর সারাংশ লাভ করেছেন এবং তার মন্তব্য হচ্ছে মোহ্মরা নাম স্থানটি অধিকার করার ফলেই এই ঘোষণাটি হস্তগত হয়েছে, তা না হলে এটি এখানে নাও আসতে পারতো। এসেছে এটাই যথেষ্ট, কারণ এখনো ব্রিটিশ মর্যাদার সূর্য উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। অতএব, নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যায় যে পারস্যের শাহের উদ্যোগ কোন কাজেই আসবে না।

'পাঞ্জাবি' পত্রিকার খবরের সারাংশ এখানেই শেষ। আমরা এখন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিতে যাচ্ছি : "গুজব শোনা যাচ্ছে যে একটি কার্যকর ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী খুব শিগ্‌গিরই বোলান পাস হয়ে আসছে। কিন্তু আমরা এই খবরকে গুরুত্ব দিচ্ছি না, কারণ গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের ভাতিজা সুলতান জান তার চাচার বিরুদ্ধে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পারস্যের শাহের সাথে যোগ দিয়েছেন। তিনি এখন কিছু সৈন্যসহ ফুররাহ থেকে কান্দাহারের পথে রয়েছেন। মোগলদের একটি বাহিনী তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য লড়তে পারস্যের দিকে যাচ্ছে। এ খবর আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের জন্যে আশংকার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, কারণ মোগলরা তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সামরিক যোগ্যতা উভয় দিক থেকেই শক্তিশালী।"

১৮৫৭ সালের ২৩ এপ্রিল মেজর লামসডেন কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় অফিসারের সাথে এবং সরকারের প্রতিনিধি ফৌজদার খানের সাথে মিলিত হয়ে নারাবে উপনীত হয়েছেন। করাচির সংবাদপত্র 'সিন্ধিয়ান' এর সম্পাদক 'বোম্বে টাইমস' এর উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে ৫০ হাজার পারসিক সৈন্য রুশদের নেতৃত্বে বুশায়ার দখল করেছে, কিন্তু ইংরেজরা সে স্থানটি পুনর্দখল করে নিয়েছে। তিন হাজার রুশ সৈন্য, যারা যুদ্ধে পারসিকদের সাথে যোগ দিয়েছিল তারা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা এখন ধীরে ধীরে উত্তরের দিকে জড়ো হচ্ছে এবং আরো জানা গেছে যে বিপুল শক্তিতে কাস্পিয়ান সাগর ও বোখারার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 'পাঞ্জাবি'র সম্পাদক লিখেছেন যে পারসিকরা তাদের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে আওয়ারগঞ্জ, কোকন, কুরশ ও অন্যান্য স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করেছে এবং সেসব স্থানে প্রচুর রসদ মওজুদ করেছে। ইকরাম খান, মোহাম্মদ আজিম খান, হায়দর খান, আফজাল ও আকবর খানের পুত্র জালালউদ্দিন খান পারস্যের শাহের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং গোলাম হায়দর খানকে পারস্যের শাহ ৩৬,০০০ রুপি দান করে সম্মানিত করেছে। তিনি এখন তার প্রতি নিবেদিত প্রাণ এবং এখন শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছেন যে আবার কখন রাস্তা খুলবে। পারসিকরা যদি অল্প সময়ের মধ্যে কান্দাহারে প্রবেশ করে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। পেশোয়ার থেকে আগত মুসাফিরদের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে যে, পারস্যের শাহ আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের ওপর কোনভাবে নির্ভর করছেন না, বরং আল্লাহর শক্তির ওপর ভর করে আছেন। পেশোয়ারে বিপুলসংখ্যক বৃটিশ সৈন্য জড়ো হয়েছে। আল্লাহ না করুন, সেখানে কি কোন যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যদি হয় তাহলে পরিণতিতে বিপুলসংখ্যক সৈন্য হতাহত হবে। এ মুহূর্তে পারস্য থেকে কোন সংবাদ আসা বন্ধ রয়েছে। কিছু অজ্ঞ লোকের মতো আমাদের পাঠকরা যাতে এমন কল্পনা

www.pathagar.com

না করেন যে ব্রিটিশ সরকার গোয়েন্দা তথ্য প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বরং এর বিপরীতে সরকার চায় যে পৃথিবীর দূর এলাকাগুলো থেকে আগত সঠিক গোপনীয় তথ্য জনগণের সামনে পেশ করা হোক এবং সংবাদপত্রগুলোর দ্বারা সমগ্র দেশ উপকৃত হোক। এবং একারণেই তারা আস্থা ও বিশ্বস্ততার সাথে সংবাদপত্র পাঠ করে এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকরদেরকে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করে উৎসাহিত করে। কিন্তু সংবাদ যদি না পাওয়া যায় তাহলে সে সাহায্য দিয়ে কি লাভ? যারা দূর দেশের সংবাদ পাঠ করার ব্যাপারে আগ্রহী, তারা ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে যে, নিশ্চয়ই কোন ডাকে সাম্প্রতিক সময়ের খবর আসবে– হয় শান্তির খবর অথবা যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু হবে। আমি সেগুলো কোন পূর্ব ধারণা বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই প্রকাশ করবো। কারণ সরকার অতি ন্যায়পরায়ণ, যারা কাউকে তার অধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বাধা দেয় না এবং এ কারণেই সরকারের এখতিয়ার প্রতিদিন বাড়ছে এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞান সাবেক সময়ের চাইতে দ্বিগুণ বিকশিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান এই সরকারের ন্যায়বিচার প্রয়োগ শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রাখুক।"

'সাদিক-উল-আখবার' এ ১৮৫৭ সালের ৭ জুলাই প্রকাশিত খবরের সারাংশ :

"পারস্যের শাহের ঘোষণা– পাঞ্জাব থেকে আগত এক ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পারস্যের বাদশাহ একটি ঘোষণা জারি করেছেন, যা নিরূপ :

"পারস্য সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় সমবেত সকল সৈন্য বৈরি বিশ্বাসের অধিকারী দুশমনদের অর্থাৎ ইংরেজদের প্রতিহত করুক। আরব উপজাতির লোকজন মহানবীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করবে এটাই আশা করা যায়। যারা আপনাদের ওপর আঘাত হানার উদ্যোগ নিয়েছে তাদের ওপর একইভাবে আঘাত হেনে তাদেরকে হত্যা করুন। বৃদ্ধ ও যুবক, উচ্চ ও নীচ, বিজ্ঞ ও মুর্খ, কৃষক ও সৈনিক সকলের জন্য এখন সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে প্রয়োজন হচ্ছে তাদের স্বধর্মাবলম্বীদের সহযোগিতার জন্য জেগে উঠা। আপনারা অস্ত্র ধারণ করুন, মুসলিম পতাকা তুলে ধরুন এবং এই জাতির সদস্যদের আল-াহর পথে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এই ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত করুন। কারণ, আল-াহতা'য়ালা তার মনোনীত ধর্মের প্রতিরক্ষাকারীদেরকে তাদের আকাংখা ও প্রচেষ্টার ফলাফল প্রদান করবেন এবং আমরাও তাদের ব্যাপারে বেশি সন্তুষ্টি পোষণ করবো। আমি ওমরাহদের মধ্যে সেরা ওমরাহ মির্জা জান কোশাকচি সাবাহি, জাতির বীর সন্তান মীর আলী খান ও অন্যান্য সেনাপতি, অফিসার ও প্রধানদের পঁচিশ হাজার সৈন্যসহ পারস্যের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করেছি। যুবরাজ নওয়াব শামসির-উদ-দৌলতকে ৩০ হাজার সৈন্যসহ মোহ্মারা'য় পাঠানো হয়েছে। গোলাম হাসান খান ও জাফির কুলি খানকে করাচি ডিগগির এর অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে কিরমানে পাঠানো হয়েছে। উত্তম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২০ হাজার সৈন্যকে পাঠানো হয়েছে আজিরিয়া ও কারিবিয়া'য় এবং নওয়াব আহসান-উস-সালতানাতকে ৩০ হাজার সৈন্য, ৪০টি কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছে কচ্ছ ও সিন্ধের উত্তর প্রদেশগুলোর উদ্দেশ্যে। এইসব সৈন্যবাহিনীকে এভাবে বিভিন্ন দিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তারা আফগানিস্তানের প্রদেশসমূহ জয়

www.pathagar.com

করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে। প্রধান সুলতান আহমদ খান, শাহ্ দৌলত খান, সুলতান আলী খান ও মোহাম্মদ আলম খানকে নিয়োগ করা হয়েছে হিন্দুস্থান জয়ের লক্ষ্যে উপরোক্ত সেনাপতিদের অধীনে। আল-াহ্‌র রহমতে এটা পুরোপুরিই আশা করা যেতে পারে যে তারা নিশ্চিত বিজয় অর্জন করবে। সেজন্য এখন সময় এসেছে ওই দেশের সকল মানুষ, সকল আফগান উপজাতি, যারা কোরআনে বিশ্বাস করে ও আল-াহ্‌তা'য়ালার প্রেরিত রাসুলের পথ অনুসরণ করে তাদের খোলাখুলি এই ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিরুদ্ধেবাদীদের নির্মূল করার এবং তাদের মুসলিম ভাইদের সমর্থনে হাত বাড়িয়ে দেয়ার। কারণ, এর মাধ্যমেই তারা পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করতে পারবে। সকল মুসলমানের উচিত উৎসাহ ও শক্তি দিয়ে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা। তাছাড়া, সকল আফগান উপজাতির জেনে রাখা উচিত যে, আফগানিস্তান বিজয় করে একটি নির্ভরশীল সামন্ত রাজ্য হিসেবে পারস্যের সাথে যুক্ত করা পারস্য শহরের উদ্দেশ্য নয়। বরং এর বিপরীতে তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কান্দাহার এলাকাটি রহিমদিল খান ও কহুনদিল খানের অধীনস্থ থাকবে এবং কাবুল পূর্বের মতোই আমি দোস্ত মোহাম্মদ খানের শাসনাধীনে থাকবে এবং হিন্দুস্থান তৈমুর বংশের হাতে থাকবে। সকল আফগান পূর্বের মতোই স্বাধীনতার আশির্বাদ উপভোগ করবে। আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের কর্তব্য হচ্ছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ গ্রহণ ও মুসলমানদের সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং হৃদয় থেকে মাসিক এক লাখ রুপি লাভের তাগিদ পরিহার করবেন। মহানবীর পথ অনুসরণ করে যিনি তার বিশ্বাসের একজন অনুসারীকে সহযোগিতা করবেন সেজন্য তিনি উত্তম পুরস্কার লাভ করবেন। এই ঘোষণা জারির পূর্বে আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান সবসময় বলে এসেছেন যে, পারস্যের সেনাবাহিনী যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তিনি সেই বাহিনীর সাথে অস্ত্র ও অর্থ নিয়ে যোগ দেবেন। তিনি যে সময়ের কথা বলতেন এখন সে সময় উপস্থিত হয়েছে। আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান এখন তার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে মুসলমানদের দুশমনদের বিরুদ্ধে আমার সাথে যোগ দিক এবং দুশমনকে হত্যা করুক। কারণ, এই কাজের সুযোগ লাভের মতো বড় কোন সুযোগ আর আসতে পারে না। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন তাহলে নিশ্চিতভাবে শহীদের মর্যাদা লাব করবেন, আর বেঁচে থাকলে ধর্ম রক্ষাকারী গাজী হিসেবে খ্যাতির অধিকারী হবেন। সকল বিচারে দুশমনকে নির্মূলের লক্ষ্যে পরিচালিত জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু আমির যদি ভিন্নভাবে কাজ করেন তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবে খ্রিস্টান হিসেবে পরিচিত হবেন এবং তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ শিগগিরই আপতিত হবে। পারস্যের বাদশাহ আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের কাছে নিজের পত্র প্রেরণ করেছেন, "হে আমির, আপনি কি ইংরেজদের সাথে যোগ দিয়েছেন, এবং নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন! একজন মুসলিম হিসেবে আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি এইসব লোক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে এবং আমার সাথে যোগ দিয়ে তাদের ধ্বংসসাধনের জন্য কাজ করতে। তাছাড়া জেনে রাখুন, সকল মুসলিম অভিযোগ করছে যে, ইংরেজদের সাথে যোগ দিয়ে আমির সত্য ধর্মের অবমাননা ডেকে এনেছে। অর্থলালসা যদি আপনার আচরণের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে আমার কাছ থেকে দ্বিগুণ স্বর্ণ নিন। আপনি কি হিন্দুস্থানের

www.pathagar.com

রাজন্য ও প্রধানদের সাথে ইংরেজদের সন্ধি ভঙ্গ ও যুদ্ধের ব্যাপারে কিছুই শোনেনি?" আমির এই চিঠি লাভ করে শ্রদ্ধাভাজন বিবেচনা করেছেন এবং সোয়াতের প্রধানকে সাথে নিয়ে এই দিকে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পারস্যের বাদশাহ হিরাতে প্রবেশ করেছেন এবং কান্দাহারে তার সৈন্যরা ইংরেজদের কচুকাটা করেছে এবং সামনে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।"

'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ ।
"পারসিক বাহিনীর আগমন– আমার এক সুবিবেচক ফারসিভাষী বন্ধু সম্প্রতি এসে জানিয়েছেন যে পারসিক বাহিনী, যারা দীর্ঘ সময় ধরে হিরাতের নিকটবর্তী ফুরবাহ নামক স্থানে কহনদিল খানের পুত্র সুলতান জান খানের অধীনে অপেক্ষায় ছিল, তারা পারস্যের বাদশাহ'র অনুমতি পেয়ে কান্দাহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। এ খবর শোনার পর আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের পুত্র দুই থেকে তিন হাজার সুশৃংখল সৈন্য নিয়ে তার সাথে মোকাবেলা করেন। পুরো ছয়দিন যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয় পক্ষে বেশ কয়েকশ' লোক নিহত হয়। এক পর্যায়ে আমিরের পুত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় নেন এবং পারসিক বাহিনী পুরোপুরি কান্দাহার দখলে নিয়ে পানি ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। আমিরের পুত্র অতপর কাবুলে বার্তা পাঠান তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আমির দোস্ত মোহাম্মদ অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্য পাঠাবেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও জানা গেছে যে আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান পারস্যের বাদশাহে'র কাছে পূর্ণ বিনয়ের সাথে একটি পত্র পাঠান যে তিনি তার অন্যান্য প্রজার মতোই এবং ইংরেজদের সাহায্য করার কোন ইচ্ছাই তার নেই। তিনি পারস্য শাহকে হিন্দুস্থানের দিকে সৈন্য পরিচালনার আহবান জানিয়ে বলেন যে তার পক্ষে যা কিছু করণীয় ও তার সামর্থের মধ্যে যা করার আছে তা দিয়ে সাহায্য করতে তিনি কখনো পিছপা হবেন না এবং প্রয়োজনে রসদ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। আরো জানা গেছে যে আমির কিছু অর্থ ও দুর্লভ উপহারসামগ্রী পারস্যের বাদশাহ'র কাছে পাঠাবেন। হিরাতের প্রধান শাহজাদা মোহাম্মদ ইউসুফ হিন্দুস্থান ও ইংরেজদের ব্যাপারে পারস্যের বাদশাহকে গোয়েন্দা তথ্য জানিয়ে থাকেন। শাহজাদার ওপর বাদশাহ'র পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং তিনি মাঝে মাঝে তার পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।"

'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের সারাংশ, ১০ আগস্ট ১৮৫৭।
"পারস্যের বাদশাহ'র কৌশল– পারস্যের বাদশাহ অভিশপ্ত ও অবিশ্বাসী ইংরেজদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধের পর ফররুখ খানের মাধ্যমে শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং আমি এর মধ্য দিয়ে প্রথম থেকেই যা দেখে এসেছি তাতে এটি অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য ছাড়া হতে পারে না। একজন কবি বলেছেন, "বিধিনিষেধের সৌন্দর্য অবশ্যই আগ্রহ বর্জিত কিছু নয়" এবং আমি নিশ্চিত যে এই প্রস্তাবের মধ্যে কিছু গোপন কৌশল আছে। আমি এখন অনুভব করছি যে আমার এ ধারণার কারণে আমার নিজেকেই প্রশংসা করতে হয়। কারণ, একজন বিশ্বস্ত লোকের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে পারসিকদের আসল উদ্দেশ্য ছিল হিরাতের দখল বজায় রাখা এবং ইংরেজদের আবুশহর থেকে বিতাড়ন করা। সেই লক্ষ্যে

www.pathagar.com

এই ঘটনাই কাঙ্ক্ষিত ছিল। দু'টি শক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ইংরেজরা আবুশহর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু পারস্যের শাহ্ হিরাত থেকে সৈন্য অপসারণ করেননি। এর ফলে ইংরেজরা যথেষ্ট লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে বলেছে যে পারসিকদের সাথে তারা উপযুক্ত সমঝোতা করবে। যাহোক, এটি একটি অলস হুমকি। আমরা দেখতে পাবো যে তাদের যখন কিছু শক্তি সঞ্চারিত হবে তখন তারা এখন যা করার ছিল তা করতে পারবে। সেই একই লোক আরো জানায় যে পারসিকরা বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ৫০,০০০ সৈন্য সাথে নিয়ে কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান দৃশ্যতঃ এখনো বিধর্মীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন, কিন্তু গোপনে তিনি পারসিকদের সাথে কিছু প্ররোচনায় লিপ্ত আছেন। কাবুলের অভিজাতদের মধ্যে কিছু অফিসার ধীরগতিতে হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ ধরণের খবর শুনে খ্রিস্টানরা অধিকতর শংকিত এবং তারা স্বীকার করছে যে কোম্পানির শাসনের অবসান এখন অবশ্যই ঘটবে।

১৮৫৭ সালের ২৩ আগস্ট 'দিল্লি উর্দু নিউজ' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ :
"পারসিক সেনাবাহিনীর খবর– পেশোয়ার ও পাঞ্জাব থেকে আগত কিছু লোকের কাছ থেকে জানা গেছে যে পারসিক সেনাবাহিনী আটক পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ খবর আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, কিন্তু মানুষের মুখে শোনা গুজব হিসেবে প্রকাশ করেছি। কারণ, এটি সম্ভব এবং যদি না হয় তাহলে সাথে সাথে তা মিথ্যা বলে ঘোষণা করা যেতে পারে। কিন্তু তথাপি একটি বিষয় স্বীকার করতে হবে, যেভাবে লোকজন এখন বলাবলি করছে, তাতে কোন তথ্যের ওপরই আর নির্ভর বা বিশ্বাস করার উপায় নেই। পরিস্থিতিতে কোন সংবাদ প্রকাশ করার সময় এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য ও ধারণা এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম।"

১৮৫৭ সালের ২৪ আগস্ট 'সাদিক-উল-আখবার' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ :
"পারসিক বাহিনীর নিকট উপস্থিতি– 'ফতেহ আখবার' এর সম্পাদক বলেছেন যে তিনি পেশোয়ার থেকে আগত কিছু লোকের কাছ থেকে শুনেছেন পারসিক বাহিনী পথে লড়াই করে আটক এ উপনীত হয়েছে। সম্পাদক এ খবর বিশ্বাস করেননি। কিন্তু কিছু কারণে আমার মনে হয়েছে যে খবরটির গুরুত্ব আছে। প্রথমতঃ সামান্য ভিত্তি ছাড়া কোন লোকই কিছু বলে না। দ্বিতীয়তঃ একজন দরবেশ শাহ্ নিয়ামত উল-হ্ মৌলভি তার কবিতায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন : 'অগ্নি উপাসক ও খ্রিস্টানরা সমগ্র হিন্দুস্থানের ওপর একশ' বছর তাদের শাসন পরিচালনার পর তাদের অন্যায় ও নিপীড়ন যখন বাড়াবাড়ির মাত্রায় পৌঁছবে, তখন এক আরব রাজপুত্রের জন্ম হবে, যিনি তাদেরকে বিজয়ের লক্ষ্যে খতম করবেন,"– তৃতীয়তঃ মুলতানে যখন সৈন্যরা বিদ্রোহ করে, তখন কিছু লোক বলেছিল যে তাদের অফিসাররা দীর্ঘদিন ধরে পারস্যের শাহের সাথে পত্র বিনিময় করছিল। চতুর্থতঃ পারস্য শাহের প্রেরিত একজন গুপ্তচর জানতে পারে যে ব্রিটিশদের মাঝে আমার এক বন্ধু ইসলামের দারুন ভক্ত, যিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন যে, পারস্যের শাহ হিন্দুস্থানে আগমনের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অতএব, তিনি আগে অথবা পরে আসবেন, গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

বিষয় হচ্ছে তিনি যে আসবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন।"

১৮৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর 'দিল্লি- উর্দু নিউজ' এ প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ :

"স্থানীয় সংবাদ, পারস্য– কিছু লোক এখন আবার বলতে শুরু করেছে যে, পারসিক সেনাবাহিনী বোলান ও বিবি নাররি পাস হয়ে এসে পড়েছে এবং আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান তার ভূখণ্ডের মাঝ দিয়ে তাদেরকে অবাধে আসার সুযোগ দিয়েছেন আনন্দিতচিত্তে। কিন্তু হিন্দুস্থানি প্রবাদ অনুসারে, "একজন ব্রাহ্মণ তখনই কোন ভোজের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেন, যখন তিনি তা পান।" হিন্দুস্থানের লোকজন তখনই এ খবর বিশ্বাস করবে যখন তারা সুস্পষ্টভাবে এর প্রমাণ পাবে। কিন্তু কিছু লক্ষণ থেকে আমরা তবুও এ খবরের কিছু সত্যতা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। এখনকার গোয়েন্দা তথ্য সত্য অথবা মিথ্যা যাই হোক না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে পারসিক সেনাবাহিনী আসবে, তা বোলান পাস, বোম্বে অথবা সিন্ধু যেখানে দিয়েই হোক না কেন তা কোন ব্যাপার নয়। আল্লাহতা'য়ালা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ।"

১৮৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সেনাপতি মির্জা মোগলের সিলমোহরযুক্ত আদেশ

"বরাবর

সাহসিকতার প্রতীক

দিল্লির প্রধান দারোগা

আপনার নিরাপত্তা কামনা করে জানাচ্ছি যে, এইমাত্র খবর পেয়েছি যে আজ রাতে ইংরেজরা বড় ধরনের হামলা পরিচালনা করার প্রস্তুতি নিয়েছে। অতএব, আপনাকে গোটা নগরীতে দামামা বাজিয়ে ঘোষণা করতে বলা হচ্ছে যে, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী দায়িত্ব সরাসরি কাশ্মীর গেটে সমবেত হওয়া এবং সাথে লোহার শাবল ও গাঁইতি আনা। এ আদেশকে জরুরি বলে বিবেচনা করবেন।"

বাদশাহ'র স্বাক্ষর ও সিলমোহরবিহীন আদেশ। তবে তার নামে প্রদত্ত।

"বরাবর

আমার কীর্তিমান ও বীর পুত্র মির্জা জহুরউদ্দিন ওরফে

মির্জা মোগল বাহাদুর,

জেনে রাখো যে, যখন পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যরা প্রথম আমার কাছে আসে, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে বলেছিলাম যে আমার কোন তহবিল বা সম্পদ নেই, যা দিয়ে আমি তাদেরকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু আমার জীবনকে বিপদাপন্ন করতে অনিচ্ছুক নই, যদি তা কোন কাজে লাগে। আমার পক্ষ থেকে এই ঘোষণায় তার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল, এমনকি আমার নেতৃত্বের আনুগত্য ও অধীনতায় তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অতপর, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বারুদখানা ও শাহী কোষাগারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে।

www.pathagar.com

যাতে পরবর্তীতে এগুলো তাদের ও আমার দ্বারা লাভজনকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এরপর তারা দিওয়ান-ই-খাস, দিওয়ান-ই-আম, মাহ্‌তাব বাগ ও অন্যান্য স্থানে তাদের আবাস গেড়ে বসে এবং যেমন মর্জি তেমন আচরণ করতে শুরু করে। তাদের অজ্ঞতা, তাদের আরাম আয়েশের কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিষেধ করা হয় তাদের কাজে কোন বাধা দিতে। পরবর্তীতে, যদিও এ ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি, তবুও অশ্বারোহী ও পদাতিকদের প্রত্যেককে দৈনিক ভাতা দেওয়ার জন্য অর্থ ধার করা হয়। নগরীতে লুণ্ঠন ও আগ্রাসী তৎপরতা নিষেধ করে বারবার আদেশ জারি করা হয়, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি এবং সে পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। তাছাড়া, পদাতিক রেজিমেন্টের সৈন্য দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আম যদিও ছেড়ে গেছে, কিন্তু তাদেরকে যে নগরীর বাইরে শিবির সংস্থাপন করার এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের যে অস্ত্র নিয়ে নগরীতে ঘোরাফিরা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং নগরবাসীর ওপর নিপীড়ন না করতে বলা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পদাতিকদের একটি রেজিমেন্ট নগরীর মাঝে, একটি লাহোর গেটে, আরেকটি আজমীর গেটে অর্থাৎ নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরেই ছাউনি ফেলেছে এবং কয়েকটি বাজার একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। তাছাড়া, ইউরোপীয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এমন ভ্রান্ত অজুহাতে তারা দিন অথবা রাতের যে কোন প্রহরে নগরীর বিভিন্ন বাড়িতে প্রবেশ করে লুটতরাজ চালাচ্ছে। দোকানপাটের তালা ভেঙ্গে তারা প্রকাশ্যে দোকানের মালামাল এবং বলপূর্বক তাদের ঘোড়ার রশি খুলে ঘোড়াগুলোও নিয়ে যাচ্ছে। এই বাড়াবাড়িগুলো যে তারা করছে, তার একমাত্র কারণ হলো নগরীগুলো তারা দখল করেছে কোনরূপ সামরিক অভিযান ছাড়াই এবং তারা কেউ যুদ্ধে নিহত বা সর্বশান্ত হয়নি। চেঙ্গিস খান, নাদির শাহ এবং যেসব বাদশাহ স্বেচ্ছাচারী হিসেবে খ্যাত, তারাও প্রতিরোধ ছাড়া আত্মসমর্পণ করা নগরীগুলোর শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। সেনাবাহিনীর লোকজন রাজ কর্মচারি ও নগরবাসীদের হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং দুশমনের সহযোগিতাকারী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। শাহী ফরাশখানা দখল করে থাকা পদাতিক ও উদ্যানে অবস্থানকারী অশ্বারোহীদের প্রতি বারবার আহ্বান জানানো হয়েছে সেসব স্থান খালি করে দিতে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা তা করেনি। এই জায়গাগুলো এমন যে এমনকি নাদির শাহ, আহমদ শাহ অথবা কোন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রবেশ করেননি। সেনাবাহিনীর লোকজন প্রথমে অনুরোধ জানিয়েছিল যে শাহজাদারাই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে নিয়োজিত হোক এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের আনুগত্য করার। তা করা হলো। এরপর তারা বললো, শাহজাদাদেরকে সম্মানসূচক খিলাত প্রদান করা হলে তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং শাহজাদাদের নিয়োগের স্থিতি বৃদ্ধি পাবে যদি সকল ইউরোপীয় বন্দীদের তখনই হত্যা করা হয়। এই নিবেদনও প্রতিপালন করা হয় এবং সেই দিনই বিশেষ সিলমোহরযুক্ত আদেশে প্রকাশ্যে বলা হয় যে, নগরীতে আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সৈন্যদের পক্ষ থেকে সহিংসতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এতেও কোন কাজ হয়নি। সবকিছু বাদ দিয়েও একটি বিষয়ে মন্তব্য করা যায় যে, ব্রিটিশ সরকারের চাকুরিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অফিসাররাও যখন লালকিল্লায় এসেছেন তারা

www.pathagar.com

দিওয়ান-ই-আমের পাশে পৌঁছে ঘোড়া থেকে অবতরণ করে অবশিষ্ট পথ পায়ে হেঁটে এসেছেন। কিন্তু এইসব সৈন্যরা অতি সম্প্রতি পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে উঠে দিওয়ান-ই-খাস পর্যন্ত চলে আসছে এবং একটি ছোট দরজা খোলা রেখে দু'টি গেটই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো তারা ঘোড়ার পিঠে উঠেই দিওয়ান-ই-আম এবং জলওয়া খানা পর্যন্ত আসে। তাদের পোশাক অবিন্যস্ত, মাথায় পাহড়ি নেই এবং বাদশাহের প্রতি যে মর্যাদা দেয়া উচিত সে ব্যাপারে তারা উদাসীন। এমনকি সেনাবাহিনীর অফিসাররা পর্যন্ত যেমন যেনতনভাবে পোশাক পরে দরবারে আসছে। পাগড়ির বদলে তারা টুপি পরছে এবং তরবারি বহন করছে। ব্রিটিশ শাসনামলেও তাদের মর্যাদার কেউই এমন আচরণ করেনি। তারা অর্থহীনভাবে বারুদখানার যাবতীয় সরঞ্জাম অপচয় করেছে, রাজকোষের সমুদয় অর্থ শেষ করেছে এবং এখন তারা হট্টগোল করে দৈনিক ভাতা দাবি করছে, সর্বোপরি প্রতিদিন অধিক সংখ্যক লোকের জন্য ভাতা নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া দোকানিদের ওপর নিপীড়ন ও সহিংসতা চালিয়ে তাদের মালামালের মূল্য পরিশোধ না করেই বলপূর্বক সেগুলো দিয়ে যাচ্ছে এবং অকল্পনীয় ধরনের সবরকম বাড়াবাড়ি তারা করছে। নগরীর বাইরে বিরাজমান পরিস্থিতিও জানা প্রয়োজন। কোন সৈন্য আইনশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন না করার ফলে শত শত লোক নিহত হচ্ছে এবং হাজার হাজার লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে। বেসামরিক প্রশাসনের ব্যাপারে বলতে হয় যে, প্রদেশ, রাজস্ব ও পুলিশী ব্যবস্থাপনার জন্য শাহী সৈন্যের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে বলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এবং এখনো অশ্বারোহী অথবা পদাতিক সৈন্যের মধ্য থেকে কাউকে লালকিল্লা ও নগরীর বাইরে কোন কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। এ পরিস্থিতিতে সরবারাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য নগরী ও দেশের জন্য হতাশা ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছুই আশা করার নেই। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সৈন্যরা রাজকর্মচারিদের দোষারোপ করছে তারা বিনোদনে কাটাচ্ছে বলে এবং তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে মর্মে অভিযোগ করছে। তাদেরকে অপমান করছে এবং তারা যখন তাদের দৈনিক ভাতা অথবা গুলি নিতে আসছে তখন সেগুলো দাবি করছে অর্থহীন কর্তৃত্ব জাহির করে। অথচ নিয়ম অনুসারে রাজ কর্মচারিদেরই তাদের আদেশ করার কথা। রাজ কর্মচারিরা বিনয় ও সমঝোতাপূর্ণ আচরণ করলেও সৈন্যরা তাতে সন্তুষ্ট নয়। এ পরিস্থিতিতে কি করে বিশ্বাস করা সম্ভব যে এই লোকগুলোর হৃদয়ে রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ চিন্তা কাজ করছে অথবা হৃদয়ে রাজ কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য পোষণ করছে? আরো একটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে যে রাজ কোষাগারে কোন অর্থ নেই এবং নগরীর ব্যবসায়ীরা লুণ্ঠিত ও সর্বশান্ত হয়ে যাওয়ায় তারা ঋণ দেয়ার মতো অবস্থায় নেই। তাহলে আর কতো দিনের জন্যে সৈন্যদের দৈনিক ভাতা পরিশোধ করে যাওয়া সম্ভব হবে? কবে তারা ভাতা দাবি করা বন্ধ করবে? নগরীতে রসদ সরবরাহ ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, সামনে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে? সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, সৈন্যরা নিজেরাই সকল প্রকারের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, আর দোষ চাপাচ্ছে রাজকর্মচারিদের ওপর। সংক্ষেপে, সৈন্যরা যদি এ ধরনের আচরণই চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে এটাই স্পষ্ট যে সার্বভৌমত্বের ধ্বংস অনিবার্য এবং অতি নিকটে। ক্লান্ত ও অসহায় বোধ করে আমি আমার জীবনের অবশিষ্ট

www.pathagar.com

দিনগুলো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য কোন কাজে নিয়োগ করার এবং দায়িত্ব ও সমস্যায় ভারাক্রান্ত 'বাদশাহ' উপাধি পরিহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমার বর্তমান দুঃখ ও বিষাদ ছেড়ে ধর্মীয় গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রথমে খাজা সাহিবের মাজারে গমন ও সেখানে অবস্থান করে, সেখান থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর মক্কায় উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো। এটা বিবেচনায় রাখতে হবে যে, যখন এই সিপাহিরা আসে তখন বাদশাহ'র কর্মচারি অথবা নগরীর বাসিন্দারা তাদেরকে কোনভাবেই বাধা দেয়নি কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের শত্রুতামূলক আচরণ করেনি। অতএব, তারা কিছুতেই তাদের জীবন ও সম্পত্তিহানির জন্য দায়ী হতে পারে না। আমি সৈন্যদের দেখেছি দুশমনের আলোকে, সেক্ষেত্রে আমি তাদের সাথে কি করে অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে বলে ভাববো এবং আমি কেন তাদের স্বার্থে আমার সন্তানদের সরাসরি জড়িত করবো? এখন যে স্বেচ্ছাচার ও নিপীড়ন চলছে, তা আমার শাহী মর্যাদার জন্য অবমাননাকর। এখন এমন বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে আমি বাদশাহ হিসেবে তাদের সাথে জড়িত এবং আমি লুণ্ঠন ও হত্যাকা অনুমোদন করছি। যখন বাদশাহ ও জনগণের মধ্যে সমঝোতা ও সদ্ভাব বজায় ছিল এবং সেনাবাহিনীর সাথেও সুসম্পর্ক ছিল, তখন এ ধরনের কার্যকলাপে কেউ সায় দিতে পারতো না, এখন তারা যা করছে তা শুধুমাত্র দুশমন বা প্রতিপক্ষ বাহিনী দ্বারাই করা সম্ভব। সৈন্যদের জন্য প্রশংসনীয় কাজ সেটাই হতো তা হচ্ছে জনগণকে রক্ষা ও জনগণের কল্যাণ সাধন করা, বাদশাহকে মান্য করা এবং রাজকর্মচারিদের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা। আমি যা আশা করেছিলাম সেভাবে সৈন্যরা আচরণ করলে তার ফল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো শান্তি। তুমি, আমার পুত্র, এখন অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সকল অফিসারকে তলব করবে এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা করবে যে তারা যদি সত্যিসত্যিই রাষ্ট্রের সেবা করতে চায় তাহলে তাদেরকে লিখিতভাবে ঐক্যমত্যে পৌছতে হবে যে তারা কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে। তাহলে আমি তাদের আশ্বস্ত করতে ও তাদের সন্তুষ্টির জন্য লিখিত দলিল প্রদান করবো এবং তারা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ করতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, বিশেষতঃ বর্তমানে যেসব নিপীড়ন ও লুণ্ঠনজনিত তৎপরতা চালু আছে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে পদাতিক বাহিনীর তাবুগুলো আজই নগরীর বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং হত্যা ও নগরীতে লুটতরাজের জন্য দোষী প্রমাণিত হলে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। যাতে অন্যেরা তাদের অপকর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে বলে মনে করতে না পারে। যখনই কোন রেজিমেন্টকে অন্যত্র যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে, তা এককভাবে হোক অথবা অনেক সংখ্যককে হোক, সে নির্দেশ গোলযোগ দমন করতে অথবা শৃংখলা রক্ষার জন্য হোক, তাদেরকে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন ছাড়াই যাত্রা করতে হবে। ইংরেজ বাহিনীর এগিয়ে আসার নিশ্চিত খবর যখন পাওয়া যাবে, তখন এই রেজিমেন্টগুলো ফিরে এসে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যে কি পরিমাণ সৈন্য বিভিন্ন স্থানে রাখতে হবে এবং সেভাবে সেনাবাহিনীর শক্তি বিভাজন করাই সঙ্গত। অতপর নগরীতে সেনাবাহিনীর একটি অংশকে রাখার প্রয়োজন রয়েছে, যা এখন নেই। সমগ্র দেশ ও নগরীতে বিশৃংখল একটি পরিস্থিতি দেখে সৈন্যদের কেউ আর তাদের ছাউনি থেকে ন্যূনতম চেষ্টা করার জন্যও বের হচ্ছে না।

www.pathagar.com

তাদের কাছে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তারা যদি উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করতে স্বেচ্ছায় এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে উদ্যোগ না হয় তাহলে আমি বিশ্রাম গ্রহণ ও শান্তি লাভের আশায় দরবেশী জীবন গ্রহণ করে খাজা সাহিবের দরগা'য় চলে যাব। এই পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে কেউ যাতে আমাকে বিরত করার চেষ্টা না করে। তারা কিল্লা, নগরী ও দেশের প্রভু হিসেবেই থাকুক। কারন পুরনো আমল থেকে আগত বাদশাহদের কেউ, অথবা বর্তমান যুগ পর্যন্ত আসা কোন যোদ্ধা নিপীড়ন ও কঠোরতামুক্ত নিরাপদ ও শান্তি পূর্ণ আশ্রয় প্রত্যাশী কাউকে বাধা দেয়ার পরিবর্তে অবাধে তাকে তার পথে যেতে দিয়েছে। আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি তার প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে উত্তর লাভ করবে এবং তাদেরকে সে অনুযায়ী দাপ্তরিক আদেশের আওতায় পরিচালনা করবে। তুমি আমার প্রস্তাবকে হালকাভাবে গ্রহণ করো না। আমার বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে এ ধরনের দুশ্চিন্তার বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। একটি জাতির সরকার ও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ শিশুদের খেলার মতো বিবেচনা করা উচিত নয়।"

স্বাক্ষর ও সিলমোহর ছাড়া একটি রাজকীয় আদেশ। সম্ভবত অফিস কপি।
তারিখ– ১৭ জুলাই ১৮৫৭ সাল।
"বরাবর
বিশেষ সেবক, সাহসিকতার প্রতীক মহাউ বাহিনীর
সিদধারি সিং, শেখ গাউস মাহমুদ, হীরা সিং
এবং নিমাচ থেকে আগত বাহিনীর কমিশনড ও
নন-কমিশনড অফিসারবৃন্দ
আপনারা শাহী আনুকূল্য লাভ করেছেন বলে বিবেচনা করবেন এবং আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই এক দরখাস্তে মুততারায় উপস্থিতির বিষয় অবহিত করেছেন এবং গোলাসহ দু'টি কামান দাবি করেছেন। মহান বাদশাহ এ প্রেক্ষিতে যে আদেশ দিয়েছেন তা আপনাদের কাছে প্রেরণ করা হলো। সে অনুযায়ী আদেশ প্রতিপালন করতে ও বাদশাহ সমীপে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। আমার দয়াশীলতার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো।"
চারটি দলিলের তরজমা নিচে পেশ করা হলো:
প্রথম দলিল: মোহাম্মদ বখত খানের দরখাস্তের কপি, যার সাথে জম্মুর শাসকের কাছে প্রেরিতব্য বার্তা, যাতে বাদশাহ'র বিশেষ সিলমোহরযুক্ত করতে হবে।
দ্বিতীয় দলিল: উপরোক্ত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বাদশাহ'র আদেশ।
তৃতীয় দলিল: জম্মুর শাসকের কাছে প্রেরিতব্য বার্তার কপি, যে কারণে উপরোক্ত দরখাস্ত লিখা হয়েছে।
চতুর্থ দলিল: উল্টো পৃষ্ঠায় সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতি আদেশের কপি।

প্রথম দলিলের বিবরণ:
২২ আগস্ট ১৮৫৭

www.pathagar.com

"বরাবর
মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ
আপনার শাসন সমৃদ্ধ হোক,
মহামহিম, জম্মুর শাসকের বরাবরে লিখা একটি বার্তা এখানে সংযুক্ত করা হলো। এবং প্রার্থনা করা হলো যে এটি আপনার বিশেষ সাংকেতিক সিলমোহর দ্বারা সত্যায়ন করা হোক এবং আমার কাছে পুনরায় ফেরত পাঠানো হোক। আপনার শাসনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার বিশেষ খাদেমের দরখাস্ত।
সিলমোহর সংযুক্ত–
মোহাম্মদ বখত খান, সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ

দ্বিতীয় দলিলের বিবরণ : বাদশাহ'র আদেশ।
দরখাস্তের ওপর উল্টো করে সিলমোহর লাগানো। কিন্তু স্বাক্ষর সোজা করে দেয়া। সাংকেতিক অক্ষরে খোদাই করা বাদশাহ'র বিশেষ সিলমোহর আপনার অনুরোধের প্রেক্ষিতে যুক্ত করা হলো, যা এখন আপনার বরাবরে পাঠানো হচ্ছে।

তৃতীয় দলিলের বিবরণ :
"বরাবর
নিবেদিতপ্রাণ ও বিশ্বস্ত রাজা গুলাব সিং
জম্মুর শাসক
আপনার সম্মানের প্রতি যথাযথ বিবেচনা রেখে আপনাকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আপনার দরখাস্তের বিষয় বিস্তারিত আমাকে জানানো হয়েছে। আপনার ভূখণ্ডে র সর্বত্র অভিশপ্ত, অবিশ্বাসী ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডে র খুঁটিনাটি বিষয়ও আমি জানতে পেরেছি। আপনি শত প্রশংসার যোগ্য। সকল সাহসী লোক মিলে যা করতে পারতো আপনি একা তা করে দেখিয়েছেন। আপনি দীর্ঘজীবী হোন ও সমৃদ্ধি লাভ করুন। স্বল্পসংখ্যক বিধর্মীর মধ্যে যারা এখন পার্বত্য পরিখায় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলেছে এবং আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের যোগ্য বলে মনে করছে, তাদেরও অনেকে নিহত হয়েছে এবং খুব অল্পসংখ্যক কোনমতে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তারাও সমভাবে নির্মূল হওয়ার যোগ্য। তারা তাদের অপকর্মের শাস্তি শিগগিরই লাভ করবে। বোম্বে বাহিনী, যার সংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক, তারা নিরাপদে আজমীরে পৌঁছেছে। তারা বিকানীর, যোধ-পুর, কোতাহ, ও জয়পুর এবং তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন জেলায় অবিশ্বাসীদের খুঁজে বের করে হত্যা করেছে এবং তারা তাদের কাজ অব্যাহত রাখবে। জানা গেছে যে তারা সরকারের কেন্দ্র দিল্লিতে এক সপ্তাহ অথবা দশ দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ সকল অশুভ ও অকল্যাণ থেকে তাদের রক্ষা করুন। এ পরিস্থিতিতে আপনাকে বছরের ভিজা মৌসুমের কষ্ট ও দুর্ভোগের বিষয় চিন্তা না করে, বাদশাহ'র সমীপে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে আপনার করের অর্থসহ। পথিমধ্যে আপনি যেসব অভিশপ্ত বিধর্মী ইংরেজকে এবং অন্য দুশমনকে পাবেন তাদেরকে হত্যা করুন। আপনার আশা আকাংখা

www.pathagar.com

যাই হোক না কেন আপনাকে যে মর্যাদা ও অবস্থানে নেয়া হবে তা আপনার কল্পনারও ঊর্ধ্বে হবে এবং আপনাকে আরো পুরস্কৃত করা হবে ও রাজা উপাধিতে ভূষিত করা হবে। আপনি আমার আনুকূল্য লাভের যথার্থই যোগ্য।"

চতুর্থ দলিল :

"বরাবর

নিয়মিত অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসারবৃন্দ,

যখন পুরো বিজয় অর্জিত হয়, তখন বিজয়ী ভূখণ্ডের খাজনা পুনরায় কোষাগারে সঞ্চিত হতে থাকে। নিম্নের কাঠামো অনুসারে সেনাবাহিনীর মধ্যে বেতন পরিশোধ করা হবে–

নিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিক -

মাসিক ২০ রুপি

নিয়মিত পদাতিক বাহিনীর সৈনিক -

মাসিক ১০ রুপি

নিয়মিত গোলন্দাজ বাহিনীর সৈনিক -

পাওয়া যায়নি

অন্যান্য বাহিনী

অশ্বারোহী সৈনিক -

মাসিক ১৪ রুপি

পদাতিক সৈনিক -

মাসিক ৮ রুপি

অন্যান্য সকলের মাসিক বেতন তাদের যোগ্যতা ও কাজ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং আশা করা হবে যে তাদের দ্বারা জনগণের রক্ষার দায়িত্ব প্রতিপালিত হবে। যারা জনগণের ওপর নিপীড়ন চালাবে ও নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করবে তা উপযুক্ত শাস্তি লাভ করবে। আল-াহর রহমতের ওপর আস্থা রাখার জন্য আপনাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে এবং বিজয়ের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। সেই সাথে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেও। রাষ্ট্রের কল্যাণে আপনারা সকল শক্তি প্রয়োগ করুন এবং সাফল্যের ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা পোষণ করে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করুন। এই আদেশ অনুসারে কাজ করার জন্য আপনাদেরকে বলা হচ্ছে।"

বেলা ২টায় আদালত পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয় বন্দীকে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য সম্পন্ন করার সুযোগ দিতে।

www.pathagar.com

আদালতে বিংশতিতম দিবস

বৃহস্পতিবার, ৪ মার্চ ১৮৫৮ সাল

দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে বেলা ১১টায় আদালত পুনরায় বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

আদালত কক্ষে বন্দীকে হাজির করা হয়, সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস। বন্দী আদালতকে উর্দুতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখা তার বয়ান পেশ করেন, যা দোভাষি কর্তৃক আদালতে পাঠ করা হয়।

বেলা সাড়ে ১২টায় আদালত মুলতবী করা হয় ৯ মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্যন্ত, যাতে দোভাষি উক্ত সময়ের মধ্যে বন্দীর বয়ান তরজমা করতে ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল তার উত্তর লিখতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

আদালতে একবিংশতিতম দিবস

মঙ্গলবার, ৯ মার্চ ১৮৫৮ সাল

দিল্লির লাল কিল্লায় দিওয়ান-ই-খাসে বেলা ১১টায় আদালত পুনরায় বসে। আদালতের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, দোভাষি ও ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেলসহ সকলে উপস্থিত।

বন্দীকে আদালত কক্ষে আনা হয়, সাথে আসেন তার উকিল গোলাম আব্বাস।

আত্মপক্ষ সমর্থন করে বন্দীর দেয়া বয়ানের ইংরেজী তরজমা পাঠ করতে শুরু করেন ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল :

"আসল ঘটনা নিরূপ। বিদ্রোহের দিনের পূর্বে এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন খবর ছিল না। সকাল ৮টায় বিদ্রোহী সৈন্যরা সহসা আসে এবং কিল্লার মহলের নিচে জানালার কাছে হৈ চৈ শুরু করে। তারা জানায় যে মিরাটে সকল ইংরেজকে হত্যা করে তারা এসেছে এবং এর কারণ হিসেবে তারা বর্ণনা করে যে গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ দাঁতে কামড় দিয়ে ব্যবহার করানো হচ্ছিল তাদেরকে, যা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মাচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি কাজ। একথা শোনার পর আমি কিল্লার গেট ও জানালা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেই এবং কিল্লার প্রহরীদের কমান্ডান্টকে খবর পাঠাই। আমার বার্তা পেয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আসেন এবং নিচে বিদ্রোহী সৈন্যদের কাছে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে গেট খুলে দিতে অনুরোধ করেন। আমি তাকে তা করতে বাধা দেই এবং গেট যাতে না খোলা হয় সে নির্দেশ দান করি। তিনি বারান্দায় গিয়ে সৈন্যদের কিছু বললে তারা চলে যায়। এরপর কিল্লার প্রহরীদের কমান্ডান্ট আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বলেন যে গোলযোগ বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি এখনই গ্রহণ করেছেন। এর কিছুক্ষণ পরই মি. ফ্রেজার দু'টি কামান চেয়ে পাঠান এবং কমান্ডান্ট আরেকটি বার্তা পাঠান দু'টি পালকি চেয়ে এবং বলেন দু'জন মহিলা তার সাথে আছেন এবং তাদেরকে প্রাসাদে জেনানা মহলে আশ্রয় দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। অবিলম্বে আমি পালকি পাঠাই এবং একই সময়ে দু'টি কামান নিয়ে যাওয়ারই নির্দেশ দেই। এর একটু পরই আমার কাছে খবর আসে যে পালকি পৌঁছার পূর্বেই মি. ফ্রেজার, কিল্লার প্রহরীদের কমান্ডান্ট ও মহিলাসহ সকলে নিহত হয়েছেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ কাটেনি, বিদ্রোহী সৈন্যরা দলে দলে দিওয়ান-ই-খাসে চলে আসে, চত্তরে ভিড় করে, ইবাদতখানায় পর্যন্ত চলে আসে, আমাকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে

www.pathagar.com

এবং সর্বত্র তাদের প্রহরী মোতায়েন করে। আমি তাদেরকে প্রশ্ন করি যে তাদের উদ্দেশ্য কি এবং তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য বলি। উত্তরে তারা আমাকে নিরব দর্শক হিসেবে থাকতে বলে এবং জানায় যে তারা তাদের জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং এখন তাদের ক্ষমতায় যা কুলায় তাই তারা করবে। আমাকেও হত্যা করা হতে পারে বলে ভয় করে আমি চুপ থাকি এবং আমার খাস কামরায় চলে যাই। সন্ধ্যার দিকে এই বিশ্বাসঘাতকেরা কিছু ইউরোপীয় নারীপুরুষকে বন্দী করে আনে, যাদেরকে তারা বারুদখানা থেকে আটক করেছিল এবং তাদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি কিছুটা জবরদস্তির পথ গ্রহণ করে তখনকার মতো তাদের জীবন রক্ষা করতে সফল হই। বিদ্রোহী সৈন্যরা তাদেরকে নিজেদের দায়িত্বে বন্দী হিসেবে রাখে। পরে আরো দু'বার তারা এইসব ইউরোপীয়কে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল এবং আমি তখনো আমার প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে হত্যা করা থেকে আবার বিরত রাখতে সক্ষম হই। তখনকার মতো বন্দীদের জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু শেষবার, যদিও আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বিদ্রোহী সৈন্যদের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হই, কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত করে না এবং ওইসব বেচারি লোকগুলোকে হত্যা করে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। এই হত্যাকাণ্ডের কোন ধরনের আদেশই আমি দেইনি। মির্জা মোগল, খায়ের, সুলতান, মির্জা আবুবকর এবং আমার ব্যক্তিগত অনুচরদের একজন বসন্ত, যারা সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়েছিল তারা আমার নাম ব্যবহার করে থাকতে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণা ছিল না। তারা যা করেছে তাদের মধ্যে আমার নিজস্ব সশস্ত্র রক্ষীরা ছিল কি না আমি তাও জানি না। যদি তারা হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে তাহলে আমার আদেশের বাইরে স্বাধীনভাবে তা করেছে। মির্জা মোগলের আহ্বানেও তারা করে থাকতে পারে। এমনকি হত্যাকাণ্ডের পরও এ সম্পর্কে কেউ আমাকে কোন খবর দেয়নি। আমার ভৃত্যরা মি. ফ্রেজার, কিল-এর রক্ষীদের কমান্ডান্টকে হত্যা করার কাজে অংশ নিয়েছিল বলে কোন কোন সাক্ষীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি একই উত্তর দিতে চাই যে আমি তাদেরকে কোন আদেশ দেইনি। তারা যদি হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে তাহলে তাদের নিজেদের ইচ্ছায় নিয়েছে। এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই এবং আমাকে কেউ এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি। আমি আল-াহর কসম কেটে বলছি, যিনি আমার সাক্ষী, আমি মি. ফ্রেজার অথবা অন্য কোন ইউরোপীয়ের হত্যার আদেশ দেইনি। আমি আদেশ দিয়েছি মর্মে মুকুন্দ লাল ও অন্যান্য সাক্ষী যা বলেছে তা মিথ্যা বলেছে। মির্জা মোগল ও মির্জা খায়ের সুলতান যদি এমন আদেশ দিয়ে থাকে তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ তারা বিদ্রোহী সৈন্যদের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এইসব ঘটনার পর বিদ্রোহী সৈন্যরা মির্জা মোগল, মির্জা খায়ের সুলতান ও মির্জা আবুবকরকে আনে ও বলে যে তারা তাদেরকে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে পেতে চায়। প্রথমে আমি তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে সৈন্যরা পীড়াপীড়ি শুরু করে এবং এক পর্যায়ে মির্জা মোগল ক্রুদ্ধ হয়ে তার মায়ের বাসভবনে চলে যায়। বিদ্রোহীদের ভয়ে ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি চুপ থাকি এবং পরে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে মির্জা মোগলকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ নিয়োগ করা হয়। আমার সিলমোহর ও আমার স্বাক্ষর সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা ছিল যে, সৈন্যরা যেদিন আসে ও

www.pathagar.com

ইউরোপীয়দের হত্যা করে, তারা সেদিন থেকে আমাকে বন্দীতে পরিণত করে এবং সেভাবেই আমি তাদের ক্ষমতার অধীনে ছিলাম। তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তারা প্রস্তুত করে আমার কাছে আনতো এবং আমাকে আমার সিলমোহর লাগাতে বাধ্য করতো। কখনো তারা আদেশের খসড়া নিয়ে আসতো এবং আসল কপি তৈরি করতো আমার সচিব। অন্য সময় তারা মূল চিঠি আনতো যেগুলো তারা পাঠাতে চায় এবং কপিগুলো আমার দফতরে ফেলে আসতো। সেজন্য বহু ধরনের হাতের লিখায় অনেক খসড়া আদেশ ও চিঠি বিচার প্রক্রিয়ায় স্থান পেয়েছে। যখন তখন তারা ঠিকানা লিখা ছাড়া শূন্য খামের ওপর সিলমোহর লাগিয়ে নিতো। জানার কোন উপায় ছিল না যে এসব খামে তারা কি ধরনের কাগজ পাঠাচ্ছে অথবা কার কাছে পাঠাচ্ছে। আদালতে মুকুন্দ লালের পক্ষ থেকে অজ্ঞাত ঠিকানায় একটি দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে, যাতে দরখাস্তে উল্লেখিত তারিখে জারিকৃত আদেশের একটি তালিকা রয়েছে। এই তালিকা থেকেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে কার কার নির্দেশে এতো অধিক সংখ্যক আদেশ জারি করা হতো। এ ধরনের আরো কতো আদেশ জারি হয়েছে তা বলা মুশকিল। কিন্তু এসবের কোনটির সাথে আমার সম্পর্ক নেই। অতএব, এটিও প্রমাণিত হয় যে যারই ইচ্ছা হয়েছে, তিনি তার ইচ্ছা অনুসারে আদেশ লিখে আমার কর্তৃত্ব ছাড়াই, এমনকি সেসব আদেশের উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু কি সে সম্পর্কে আমাকে কিছুমাত্র অবহিত না করেই জারি করেছেন। আমি এবং আমার সচিব জীবনের বিপদ নিয়ে ছিলাম যে এসব ব্যাপারে কিছু বলার সাহস করিনি। আমার নিজ হাতে লিখা আদেশের ব্যাপারেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যখনই সৈন্যরা, অথবা মির্জা মোগল, অথবা মির্জা খায়ের সুলতান অথবা মির্জা আবুবকর কোন দরখাস্ত এনেছে, তারা অবশ্যই তাদের সাথে সেনাবাহিনীর অফিসারদের এনেছে এবং তারা যা করতে চেয়েছে অনুরূপ আদেশ তৈরি করে এনেছে অথবা কাগজে লিখে তা আমাকে আবার নিজ হাতে লিখতে বা সত্যায়ন করতে বাধ্য করেছে। ব্যাপারগুলো এতো দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে তারা এমনভাবে কথা বলতো, যাতে আমি তাদের কথা শুনতে পাই। তাদের কথাবার্তায় স্পষ্ট ছিল যে যারা তাদের ইচ্ছায় সাড়া দেবে না তাদেরকে পস্তাতে হবে, অতএব তাদের ভয়ে আমি কিছুই বলতে পারিনি। তদুপরি তারা আমার ভৃত্যদের দোষারূপ করে যে তারা ইংরেজদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছে এবং তাদের সাথে যোগসাজসে লিপ্ত আছে। বিশেষ করে হাকিম আহসান উল্লাহ খান, মাহবুব আলী খান এবং রাণী জিনাত মহলকে ইঙ্গিত করে বলে যে তাদেরকে ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য হত্যা করা হবে। একদিন তারা আসলেই হাকিমের বাড়ি লুণ্ঠন এবং তাকে বন্দী করে হত্যার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অনেক দেনদরবারের পর তারা হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেও তাকে বন্দী করে রাখে। এরপর তারা আমার অন্যান্য ভৃত্যদেরও বন্দী করে। তাদের মধ্যে শামসির-উদ-দৌলত এবং রাণী জিনাত মহলের পিতাও ছিলেন। এমনকি তারা ঘোষণা করে যে আমাকে অপসারণ করে তারা মির্জা মোগলকে বাদশাহ করবে। তখন ব্যাপারটি ছিল ধৈর্য ও সুবিবেচনার। কিন্তু আমার কি ক্ষমতা ছিল অথবা তাদের সাথে আমার সন্তুষ্ট হওয়ার কি কারণ থাকতে পারতো? সেনাবাহিনীর অফিসারদের স্পর্ধা এমন সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, রাণী জিনাত মহলকে পর্যন্ত বন্দী হিসেবে রাখতে চায়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি

www.pathagar.com

ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। আমি যদি আমার পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারতাম তাহলে কি আমি হাকিম আহসান উল্লাহ খান ও মাহবুব আলী খানকে বন্দী করে রাখার অনুমতি দিতাম? অথবা হাকিমের বাড়ি লুণ্ঠনের ঘটনা সহ্য করতাম? বিদ্রোহী সৈন্যরা একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে সকল বিষয় আলোচিত হতো এবং আলোচনার পর বিদ্রোহীদের কাউন্সিল পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় অনুমোদন করতো। কিন্তু আমি কখনো তাদের আলোচনায় অংশ নেইনি। ফলে আমার অজ্ঞাতে ও আমার আদেশ ছাড়াই তারা শুধু কোন ব্যক্তি নয়, বেশ কিছু দোকানপাট, বাড়িঘর সবই লুণ্ঠন করেছে, যাকে খুশী হত্যা করেছে, বন্দী করেছে এবং মহাজনদের কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ দাবি করা সঙ্গত মনে করেছে, তা আদায় করে ছেড়েছে। নগরীর শ্রদ্ধাভাজন লোকদের কাছ থেকেও তারা অর্থ আদায় করেছে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে। যা কিছু ঘটেছে, তা করেছে বিদ্রোহী সেনাবাহিনী। আমি তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলাম, কি করার ছিল আমার? তারা হঠাৎ করে আসে এবং আমাকে তাদের বন্দীতে পরিণত করে। আমি অসহায় ছিলাম এবং ভীতির কারণে আমি বাধাগ্রস্ত ছিলাম। তাদের যা প্রয়োজন, আমি তা করেছি, তা না হলে তারা আমাকে অবিলম্বে হত্যা করতো। এটা সার্বজনীন সত্য। নিজেকে এমন দুর্দশার মধ্যে পতিত দেখতে পাই যে আমি আমার জীবন নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, আর আমার অধীনস্থ লোকগুলোও যে তাদের হাত থেকে ছাড়া পাবে এমন আশা ছিল না। এ পরিস্থিতিতে আমি দারিদ্র্য পর্যন্ত মেনে নেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেই, দরবেশের বস্ত্র ধারণ করে প্রথমে কুতুব সাহিবের দরগায় এবং পরে সেখান থেকে আজমীর এবং আজমীর থেকে শেষ পর্যন্ত মক্কায় চলে যাওয়া স্থির করি। কিন্তু সেনাবাহিনী আমাকে সেই অনুমতি দেয়নি। সরকারি বারুদখানা ও কোষাগার লুণ্ঠন করেছে সৈন্যরা এবং যা খুশী তাই করেছে। তাদের কাছ থেকে আমি কিছুই গ্রহণ করিনি কিংবা তাদের লুণ্ঠিত কোনকিছু তারা আমার কাছে আনেনি। একদিন তারা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে রাণী জিনাত মহলের বাড়িতে যায়, কিন্তু তাদের পক্ষে বাড়িটির দরজা ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে তারা যদি আমার কর্তৃত্বের অধীন হতো অথবা তাদের সাথে আমার কোন যোগসাজস থাকতো তাহলে কি করে এ ঘটনাগুলো ঘটতো? এসব ছাড়াও বিবেচনার বিষয় হচ্ছে কোন ব্যক্তিই দরিদ্রতম লোকের স্ত্রীকে একথা বলে দাবি করে না যে, “তাকে আমার হাতে তুলে দাও, আমি তাকে বন্দী করবো।” আবিসিনীয় কাম্বার প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সে আমার কাছ থেকে ছুটি নেয় মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার জন্য। আমি তাকে পারস্যে পাঠাইনি। অথবা তার মাধ্যমে পারস্যের শাহের কাছে কোন চিঠিও পাঠাইনি। কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ কাহিনী রটিয়েছে। মোহাম্মদ দরবেশের দরখাস্ত আমার কোন দলিল নয় যে সেটি বিশ্বাস করতে হবে। আমার কোন দুশমন কিংবা মিয়া হাসান আসকারি যদি এই দরখাস্ত পাঠিয়ে থাকে তাহলে সেটির ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। বিদ্রোহী সৈন্যদের আচরণ সম্পর্কে বলতে হয় যে তারা আমাকে কখনো সালাম দেয়নি অথবা অন্যভাবে সম্মান প্রদর্শন করেনি। তারা দিওয়ান-ই-খাস ও ইবাদতখানায় ঘুরাফিরা করেছে পায়ে জুতা পরে। যে সৈন্যরা তাদের মনিবদের হত্যা করেছে আমার পক্ষে কি করে তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করা সম্ভব?

www.pathagar.com

যেভাবে তারা তাদের হত্যা করেছে, একইভাবে তারা আমাকে বন্দী করেছে এবং আমাকে সন্ত্রস্ত রেখেছে, তাদের কর্মকাণ্ডের অনুমোদন আমার নামে করিয়ে নেয়ার জন্য আমাকে ব্যবহার করেছে। এইসব সৈন্য তাদের নিজেদের অফিসারদের, পদস্থ ও কর্তৃত্বশালীদের হত্যা করেছে দেখার পর সেনাবাহিনী ও কোষাগার ছাড়া আমার মতো একজন লোকের পক্ষে কি করে তাদের প্রতিহত করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব?

কিন্তু আমি কোনভাবেই তাদেরকে কোন সহযোগিতা করিনি। বিদ্রোহী সৈন্যরা প্রথম যখন আসে, তখন প্রাসাদের নিচের দরজা আমি বন্ধ করে দিয়েছি, যাতে তারা কিল-ায় প্রবেশ করতে না পারে, যেহেতু তখন তা আমার ক্ষমতার অধীনে ছিল। আমি কিল-ার প্রহরীদের কমান্ড্যান্টকে তলব করে তাকে অবহিত করেছি যে কি ঘটেছে এবং তাকে বিদ্রোহিদের মাঝে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছি। মহিলাদের আনার জন্য আমি দু'টি পালকি পাঠিয়েছি এবং কিল্লার গেট সুরক্ষিত রাখার জন্য দু'টি কামানও পাঠিয়েছি। এগুলোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে পাঠিয়েছিলেন কিল-ার প্রহরীদের কমান্ড্যান্ট ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রতিনিধি। তাছাড়া ওই রাতেই আমি উটের পিঠে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি আগ্রায় লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে, এখানে যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল ততক্ষণ আমি যা সম্ভব ছিল সবই করেছি। আমি নিজের ইচ্ছায় শোভাযাত্রায় যাইনি। আমি সিপাহিদের নিয়ন্ত্রণে ছিলাম এবং বলপূর্বক তাদের মর্জি অনুসারে আমাকে ব্যবহার করেছে। যে সামান্য সংখ্যক ভৃত্যকে আমি নিয়োগ করেছিলাম, তা শুধু আমার জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে। কারণ বিদ্রোহী সিপাহিদের পক্ষ থেকে আমার ভীতি উদ্রেকের যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সৈন্যরা যখন পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়, আমি তখন সুযোগ পেয়ে গোপনে প্রাসাদের গবাক্ষ পথে বের হয়ে আসি এবং হুমায়ুনের সমাধিতে আশ্রয় নেই। সেখান থেকে আমাকে আমার জীবনের নিশ্চয়তা দিয়ে বের করে আনা হয় এবং আমি তখনই নিজেকে সরকারের কাছে সোপর্দ করি। বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল। এতে কোন মিথ্যা যেমন নেই, তেমনি সত্য থেকে কোনরূপ বিচ্যুতিও নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত এবং তিনিই আমার সাক্ষী যে যা সত্য এবং আমার যা কিছু মনে আছে আমি শুধু তাই লিখেছি। শুরুতে আমি শপথ করে আপনাদের বলেছি যে আমি শুধু সত্যই লিখবো, যাতে কোন বাড়তি কিছু থাকবে না এবং কোন ঘাটতি থাকবে না, এবং এখন আমি তাই করেছি।
সাংকেতিক স্বাক্ষরযুক্ত

দ্রষ্টব্য : মির্জা মোগলের উদ্দেশ্যে দেয়া আদেশের সৈন্যদের কর্মকা র ব্যাপারে অভিযোগ এবং আমার খাজা সাহিবের দরগায় ও সেখান থেকে মক্কায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আদালতের শুনানীতে বক্তব্য এসেছে। আমি ঘোষণা করছি যে এ ধরনের কোন আদেশের ব্যাপারে আমি কিছু স্মরণ করতে পারছি না। উল্লেখিত আদেশটি উর্দু ভাষায় লিখিত, যা আমার দফতরের নিয়ম বহির্ভূত, যেখানে সব ধরনের দলিল লিখা হয়েছে ফারসি ভাষায়। অতএব, আমি জানি না যে, এটি কখন, কিভাবে লিখা হয়েছে। মনে হয় যে আমি

www.pathagar.com

সৈন্যদের দ্বারা সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি এবং দুনিয়াদারী ছেড়ে দারিদ্র মেনে নিয়ে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেখে মির্জা মোগল তার দফতরে এটি লিখিয়ে তাতে আমার সিলমোহরযুক্ত করে থাকবে। যাই হোক না কেন, উল্লেখিত আদেশ দ্বারাও সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমার অসন্তুষ্টি ও আমার পুরো অসহায়ত্বও প্রমাণিত হয়, যা আমি যা লিখেছি তাকে পুরোপুরিই সমর্থন করে। অন্যান্য দলিলপত্র সম্পর্কে বক্তব্য হলো, এইমাত্র যে দলিলটির ব্যাপারে উল্লেখ করা হলো সেটি ছাড়া রাজা গুলাব সিংকে পাঠানো বার্তা, বখত খানের দরখাস্ত এবং এর ওপর আমার স্বাক্ষর ও সিলমোহর এবং আদালতে পেশকৃত অন্যান্য দলিল সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আমি ইতোমধ্যে বলেছি যে সেনাবাহিনীর অফিসাররা যখন যা মনে করেছে, আমার অজ্ঞাতে তা লিখে তাতে আমার সিলমোহর যুক্ত করেছে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে ওই দলিলগুলোও অনুরূপ, যা আমাকে দিয়ে জোর করিয়ে লিখিয়ে নেয়া হতে পারে, বিশেষতঃ বখত খানের দরখাস্তের ওপরের লিখাগুলো, যা অন্যান্য দলিলের ক্ষেত্রেও হয়েছে।

সাংকেতিক স্বাক্ষরযুক্ত

www.pathagar.com

রায় ঘোষণার দিন

ডেপুটি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে প্রদত্ত তার বক্তব্যে শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বক্তব্য, আদালতে মামলার শুনানীর বিভিন্ন পর্যায়ে আহরিত বিভিন্ন আলামত এবং প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তা যথাসম্ভব গুছিয়ে পেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। যখন নগরীতে বিদ্রোহ চলছিল তখন থেকে বেশ কয়েক মাস ধরে আমাদের তদন্ত পরিচালিত হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে বিভিন্ন ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। আমাদের পরিশ্রম বাস্তবিকপক্ষে এই সীমা পর্যন্ত ছিল না অথবা আমরা যে কাজটি সম্পন্ন করেছি তাকে আমাদের কর্তব্যের সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বর্ণণা করতে পারি। বন্দীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আনা হয়েছে এবং যদিও তার মর্যাদা ও রাজকীয়তা সন্দেহাতীত এবং আজ যে রায় ঘোষিত হবে তার সাথে এর সম্পর্ক কিছুটা সাময়িক গুরুত্বের, সেক্ষেত্রে একজন নির্দোষ অথবা সাজাপ্রাপ্ত হবে, আমি ধারণা করি যে এতে অন্ততঃ প্রমাণিত হবে যে বিচারে অধিক ভয়াবহ বিষয়গুলোর প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে। আমি অবশ্যই দূরবর্তী ও নিকটতর কারণগুলোর প্রসঙ্গ অবতারণা করবো, যা এমন এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল, ইতিহাসে যা নজীরবিহীন, বিদ্রোহে সংঘটিত বর্বরতার দিক থেকে এবং আকস্মিকতার দিক থেকেও। বিদ্রোহের উপাদানগুলো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হলেও এইসব উপাদানই বিদ্রোহীদেরকে এক অভিন্ন যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছিল এমন এক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, যা এই দেশের বাসিন্দা-মুসলিম বা হিন্দু যাই হোক না কেন, তাদের প্রতি কোনভাবেই আক্রমণাত্মক ছিল না। আমার ভয় হয়, যে বিষয়টির প্রতি এখনো অভ্রান্তভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ আমি ভ্রান্তির মাঝে রয়েছি যে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ছিল বলে যে ধারণা করা হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট বলে প্রমাণিত হতে পারে। দেশীয়দের এ সংগ্রাম ছিল ক্ষমতা ও স্থান লাভের জন্য, যা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছিল ধর্ম, রক্ত, গাত্রবর্ণ, অভ্যাস ও অনুভূমি এবং সকল কিছুতে বিদেশি এক জনগোষ্ঠী দ্বারা। এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত যাই হোক না কেন, যে প্রশ্ন আমার সাথে সংশ্লিষ্ট, এখন পর্যন্ত সেগুলোর সন্তোষজনক কোন সমাধান পাওয়া যায়নি যে, কোন্ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে সহিংস এই বিদ্রোহ সংঘটিত হলো, যার সাথে একের পর এক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে এবং এর প্রধান মূল উস্কানিদাতা কারা ছিল? আমি নিশ্চিত যে এই আদালতের সদস্যরা আমাদের বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমার সাথে একমত হবেন যে, এ ধরনের প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয় এবং

www.pathagar.com

কেন উত্তর পাবো না সেটিও একটি প্রশ্ন। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমি বিশ্বাস করি যে, বিভিন্ন মহল ও উৎস থেকে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য স্থানীয় তদন্ত একেবারেই অপ্রতুল। কিন্তু এখনো আমরা আশা করতে পারি যে এ বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টা নিস্ফল হবে না, যদি আমরা আমাদের পুরো সাফল্যের জন্য নিজেদেরকে অভিনন্দন জানাতে না পারি, নিদেন পক্ষে আমরা সাফল্যের কাছাকাছি উপনীত হয়েছি বলে কৃতিত্ব নিতে পারি। আমার মনে হয়, কিছু কিছু লোক, দিলি-র দরবার দীর্ঘকাল থেকেই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্র ছিল, এই উপসংহারে পৌঁছা ছাড়াই আদালতের সুবিস্তৃত শুনানী বিবেচনা করবে। ক্ষমতার তাৎপর্যহীন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রদর্শন থেকে উপলব্ধি করা যায়, যে নামসর্বস্ব রাজকীয়তার এই ধারক তার বিশ্বাসের তারকা হিসেবে মুসলিম উগ্রবাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার মাঝে এখনো কেন্দ্রীভূত রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা আকাংখা। তারা তার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন তিনি সম্মানের উৎস এবং তার চেয়েও অধিক তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে শুধু মুসলমানরাই নয়, আরো হাজার হাজার লোক, যারা ভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসী, যাদের সাথে খুব সহজে ধর্মীয় বন্ধন সম্ভব বলে ধারণা করা হতো না। এখন একটি বিষয়ের ওপর পূর্ণ আলোকপাত করাটা একদিনের কাজ নয়, অথবা এক মাসেরও নয়। সময়ই গোপনীয়তা প্রকাশের সবচেয়ে বড় উপায় এবং সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শীঘ্র হোক আর বিলম্বেই হোক, সময়ই ঝর্ণার মুখ খুলে দেবে, যা থেকে অশুভ ও দুর্দশার ধারা প্রবাহিত হবে। সে সময়ের উপস্থিতি পর্যন্ত আমাদেরকে আমাদের বর্তমান তদন্তের ফলাফলের ওপরই নির্ভর করতে হবে। আমরা চক্রান্তকারীদের অনেক গোপন কর্মকা সামনে আনতে সক্ষম হয়েছি, যা বিবেচনায় আনা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি কোন ধারণা করতে চাই না। এটি আমাদের তদন্তের একটি দিক ছিল, যার প্রেক্ষিতে আমি কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাই। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্ভবতঃ এই বক্তব্যের সূচনায় মানানসই হবে।

তাহলে আমি এখন বলতে পারি যে, গত মে মাসে মিরাটে থার্ড লাইট ক্যাভালরি'র নন-কমিশনড অফিসার ও সৈনিকসহ ৮৫ জনকে গুলি ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে কোর্ট মার্শালে দেয়া হয়েছিল। কোর্ট মার্শালের রায় ঘোষণার পর প্যারেড গ্রাউন্ডে তাদেরকে বেড়ি পরানো হয় ৯ মে সকালে এবং মিরাটে অবস্থানরত তিনটি দেশীয় রেজিমেন্ট প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে ১০ মে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ছিল ৩৬ ঘন্টা, যা মিরাটে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণাকারী দেশীয় সৈন্য এবং এখানে যাারা ছিল তাদের সাথে যোগ দিয়েছে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ঘোড়ার গাড়িতে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে সাধারণত পাঁচ ঘণ্টার মতো লাগে এবং বিদ্রোহিরা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এই সুযোগটি গ্রহণ করে এবং আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন টিটলারের সাক্ষ্যেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মিরাটের বিদ্রোহিদের দ্বারা ভর্তি একটি ঘোড়ার গাড়ি রোববার সন্ধ্যায় ৩৮তম নেটিভ ইনফেন্ট্রির ছাউনিতে আসে এবং সন্দেহ নেই যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সোমবার সকালে তাদের বিদ্রোহী সহযোগীদের আগমনের জন্য প্রস্তুত রাখা।

www.pathagar.com

যদিও আমাদের কাছে এ বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ নেই, তবুও খুব সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে, এইসব পরিকল্পনাকারীদের জন্য রোববার সন্ধ্যায় শুধুমাত্র প্রথম সাক্ষাৎ ছিল না। এর আগেও তারা তাদের অশুভ গোপন মন্ত্রণা বৈঠক করেছে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা বলতে চাই যে, মিরাটে বিদ্রোহী অশ্বারোহী সৈন্যদের বিচার যে আদালত করেছে, সেটি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগেই মিরাট ও দিল্লির সিপাহিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, চর্বিযুক্ত গুলি ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা একযোগে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরবে এবং তারা পুরোপুরি সে ব্যবস্থা নিয়েছিল। রোববার সন্ধ্যায় কিল্লার ফটকে যারা প্রহরায় ছিল তারা তাদের উদ্দেশ্যকে আর চাপা রাখেনি এবং পরদিন তারা কি ঘটনা ঘটবে বলে আশা করছিল সে সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনাও করেছে। সমগ্র ঘটনার ভালো ও মন্দ দিক উপলব্ধি করতে হলে একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে সিপাহিরা যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন মিরাটে তিনটি দেশীয় রেজিমেন্টের অস্ত্রখানায় চর্বিযুক্ত একটি গুলিও ছিল না। এমনকি, আমি যতদূর জানতে পেরেছি দিল্লিতেও চর্বিযুক্ত কোন গুলি ছিল না। আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, দেশীয় সৈন্যরাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালোভাবে অবহিত থাকার কথা যে প্রাকটিস করার গুলি স্মরণাতীতকাল থেকেই রেজিমেন্টের বারুদখানায় দেশীয় সিপাহিদের নিজস্ব বর্ণ, জাতি ও ধর্মের লোকরাই তৈরি করে আসছিল। অর্থাৎ তাদের হাতে দোষণীয় কোনকিছু তুলে দেয়া একেবারেই অসম্ভব একটি ব্যাপার ছিল। যদি দেয়া হতো তাহলে গুলি তৈরির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অবশ্যই এর অপবিত্রতা সম্পর্কে জানতে পারতো। তাহলে চর্বিযুক্ত গুলি তাদের রেজিমেন্টের বারুদখানায় সম্ভবত তৈরি হয়নি, যদি তা হতো তাহলে সেখানে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই সে ধরনের গুলি তৈরির কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারতো। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে মুসলমানদের কোন জাতপাত নেই, এমনকি মধ্যভারতের উচ্চ বংশজাত মুসলমানরাও ধরা যায় অর্ধ মুসলমান ও অর্ধ হিন্দু, যারা শূকরের মাংস স্পর্শ করলেও ধর্মহানি হবে বলে মনে করে না। আমাদের মাঝে এমন কে আছে যারা প্রায় প্রতিদিন এইসব মুসলমানদেরকে আমাদের খানসামা হিসেবে দেখি না, যারা আমাদের থালাবাসন বহন করছে, যেগুলো খোলামেলা সেই বিশেষ বস্তুটি ধারণ করেনি, যা গুলির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা তাদের আপত্তির কারণে পরিণত হয়েছে। এমনকি আমরা যদি স্বীকার করেও নেই যে সকল গুলি উত্তমরূপে শূকর ও গরুর চর্বিতে মাখানো হয়েছে, তাহলে সেগুলো মুসলিম সিপাহিদের পক্ষে ধর্মীয় কারণে ব্যবহার না করার যৌক্তিক কি কারণ থাকতে পারে? তাদের ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়রা, যারা অফিসারদের ব্যক্তিগত কাজে নিয়োজিত তারা কখনো আমাদের টেবিলে যে খাবার পরিবেশন করতে হয় তা রান্না করতে তো দ্বিধা করেনি। অতএব, এ ক্ষেত্রে মুসলমান সিপাহিদের অভিযোগ ও আপত্তি এতো স্বচ্ছভাবে ভ্রান্ত যে এতে বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না যে তাদের মধ্যে কা জ্ঞান সম্পন্ন ও শ্রদ্ধাভাজন কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোন তথ্য জানতে পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি কিংবা সত্য জেনে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেনি। চর্বিযুক্ত গুলির গুজব এমন কৌশলে ছড়ানো হয়েছে যে সেগুলোই তাদেরকে নিজ নিজ

www.pathagar.com

ধর্মবিশ্বাস থেকে বঞ্চিত করার উপায়। সামান্য কিছু সম্মানজনক ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, যার পরিমাণ খুবই নগণ্য, যারা প্রকাশ্যে তাদের ভাইদের আচরণে সায় দেয়নি, কিন্তু এসব লোকও কোন অকাট্য প্রমাণ বা ব্যাখ্যা দাবি করেনি, যা সকলের বিশ্বাসের সাথে জড়িত, বরং তারাও নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এমন একটি বিষয়ে, যেখানে ভুলের কোন স্থান ছিল না এবং ভুলটি ছিল ভয়াবহ। দিল্লি অথবা মিরাটে চর্বিযুক্ত গুলি ব্যবহারের ব্যাপারে মুসলমান অথবা হিন্দু কারোই কোন সৎ আপত্তি ছিল না, যা এগুলো পাওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং এগুলোই তারা অত্যন্ত উল-াসে ব্যবহার করেছে, যখন তাদের লক্ষ্য ছিল তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যা করা অথবা তারা যখন আপনার আদালতে উপস্থিত বন্দীর পতাকাতলে সমেবত হয়ে মাসের পর মাস অব্যাহতভাবে সেই শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, যার প্রতি তাদের অনুগত থাকার কথা ছিল। আদালতের শুনানি চলাকালে আপনার সামনে যে অসংখ্য দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে, সেসবের মধ্যে এমন একটি দরখাস্তও পাওয়া যাবে না যা থেকে আদালত সামান্য ধারণা লাভ করতে পারে সে সিপাহিদের সবচেয়ে বড় ও বিশেষ অভিযোগটি কি। আমরা আদালতে ১৮০টির বেশি দরখাস্ত পেশ করেছি, যেসবের বিষয়বস্তু রান্না করার পাত্রের শব্দ উত্থিত হওয়া থেকে শুরু করে একটি গাধা উদ্ধার অথবা ঘোড়ার খুরে ফাটল সৃষ্টি হওয়ার মত বিষয় স্থান পেয়েছে এবং প্রতিটি দরখাস্ত বাদশাহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু এসব পত্র চালাচালির মধ্যে, যখন তারা তাদের গৃহীত শাসকের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং তার প্রতি অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে কোনরকম ব্যতিক্রম ঘটায়নি এবং তাদের ইউরোপীয় প্রভুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে কোন কার্পণ্য করেনি, তখনো সেসব দরখাস্তে মূল পাপের কোনরূপ নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না। আনুগত্যহীনতার চর্বির সামান্যতম দাগও দেখা যায় না। তাদের মাঝে এটা কেমন নির্দেশ হতে পারে যে, যখন তারা 'বিধর্মীরা নিপাত যাক' বলে সরব হচ্ছে, তখন কি করে প্রথম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দৃশ্যত পরিহার করে, যা দিয়ে তারা আমাদেরকে বিশ্বাস করিয়েছে যে, এর পরিণতিতেই তারা বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছে এবং এমন অপরাধ সংঘটন করেছে যার ফলে মানবতাও প্রকম্পিত হয়েছে। যখন তারা বৃটিশ অফিসারদের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিজেদের নিরাপদ ভেবেছিল এবং পরস্পর আশ্বস্ত ছিল তখনও চর্বিযুক্ত গুলির বিষয় দৃশ্যত সকল গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। সেই অভিযোগ সম্পর্কে কোন ফিসফিসানিও শোনা যায়নি, অথচ এটাই যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে সকলের স্মৃতিতে তা জ্বলজ্বল করতো, সারাক্ষণ তাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতো ও তাদের ভাবনাকে তিক্ত রাখতো, তাদের রক্তপিপাসাকে সর্বক্ষণ প্রভাবিত রাখতো এবং তাদের কৃত অপরাধের একমাত্র কারণ হিসেবে থাকতো এবং তাদের ক্ষমাশীলতার উর্ধ্বে রাখতো। তাদের বক্তব্যের মধ্যে কি বৈপরীত্য, যা তারা ইউরোপীয়দের কানে পৌঁছানোর জন্য উচ্চারণ করেছে– তখন চর্বিযুক্ত গুলি প্রসঙ্গই সামনে আনা হয়েছে, যার ব্যবহার সিপাহিদের কাছে সার্বক্ষণিক দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। আমরা যদি আসলেই এ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করি, আমরা যদি স্মরণ করি যে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণাকারী তিনটি রেজিমেন্টের কোনটির কোন সিপাহির কাছে কোন

www.pathagar.com

চর্বিযুক্ত গুলি ছিল না, অথচ তারাই শুধু পুরুষ নয়, নিরাপরাধ নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে এবং এইসব সিপাহিরা ভালোভাবে অবহিত ছিল যে যদি চর্বিযুক্ত গুলি থাকতোও তাহলে তাদেরকে সেগুলোই ব্যবহার করতে হতো এবং এর ফলে কোন একজন মুসলমানের কোন অবস্থাতেই সম্ভবত ধর্ম নাশের মতো ব্যাপার ঘটতো না অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে সাময়িক সংকটের মাঝেও পতিত হতো না। আর এ ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয়দের সম্পর্কে হিন্দুস্থানে প্রত্যেকে ভালোভাবে জানে যে দেশীয় কোন সৈন্যকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হলে শান্তির সময়ে সে তা পালন করতে বাধ্য এবং এজন্য সে কোন প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। কিন্তু দেখা গেছে যে এই লোকগুলোকে এমন এক বিদ্রোহে জড়ানো হয়েছে, যার পিছনে বাস্তব বা কাল্পনিক কোন কারণ জড়িত নেই। এই নৃশংসতা কাল্পনিক দানবদের দ্বারা, উগ্রবাদের গোলমেলে স্বপ্ন দ্বারা অথবা দুষ্টচক্র দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন, প্ররোচণা যতো কৌশলপূর্ণ হোক না কেন, সিপাহিরা প্রচ অজ্ঞতায় আবিষ্ট হয়ে এর মধ্যে জড়িত হয়েছে। চর্বিযুক্ত গুলি যদি একমাত্র অস্ত্র হতো তাহলে একটা কথা হতো, কিন্তু তাদের তীর রাখার তূণে যে বিষাক্ত অস্ত্রটি ছিল, তার কি সহজ কোন নিরাময় ছিল! এটা বুঝতে জ্ঞানের গভীরতার প্রয়োজন নেই, কোন দার্শনিক কর্তৃক জানানোর প্রয়োজন নেই যে তারা শুধুমাত্র তাদের অস্ত্র প্রয়োগ করে সম্ভাব্য সকল বিহ্বলতা সৃষ্টি করা থেকে নিস্কৃতি পেতে পারতো। ভদ্র মহোদয়গণ, আমি জানি না যে এই বিরক্তিকর প্রশ্ন থেকে আপনারা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সকল উপায়ে চিন্তাভাবনা করার পর আমি বলতে চাই যে, চর্বিযুক্ত গুলির চাইতেও গভীরতর ও অধিক শক্তিশালী কোনকিছু এর মাঝে নিহিত রয়েছে।

যে কার্যকারণ এমন একটি বিদ্রোহ ও হত্যাকা কে গতি দিয়েছে তার কম্পন প্রায় এক সাথে হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে, যার পূর্ব প্রস্তুতি অবশ্যই ছিল, যদিও এর পিছনে কোন বিজ্ঞতা কাজ করেনি এবং বিদঘুটে কৌশল সত্ত্বেও অত্যন্ত সফল ছিল। আমদেরকে অবশ্যই এই বিষয়টি বিবেচনা করার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে বহু স্থানে দেশীয় সৈন্যরা তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের বিরুদ্ধে যখন রুখে দাঁড়ায় তখন কোন অবস্থাতেই চর্বিযুক্ত গুলির প্রসঙ্গ ছিল না। বিদ্রোহী সংখ্যা দৃশ্যতঃ অনেক ছিল, কারণ তারা ভেবেছিল যে বিদ্রোহ করার এটাই অনুকূল সময়, কারণ কর্তৃত্বে থাকা একজনের বিরুদ্ধে তারা একশ' জন ছিল এবং তারা এ উপলক্ষে সুযোগ নিয়েছে লুণ্ঠন ও হত্যাকা চালানোর। এটা কি সম্ভব যে এই ভীতিকর কর্মটি হঠাৎ করেই ঘটেছে? চর্বিযুক্ত গুলির প্রশ্নের আগে দেশীয় সৈন্যরা কি খুব শান্ত ও সুশৃংখল অবস্থায় ছিল? কেউ কি ধারণা করতে পারে যে বিলম্বে হলেও যে শত্রুতার ভয়াবহ প্রমাণ আমরা পেয়েছি তা হঠাৎ করে ও দুর্ঘটনাবশতঃ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে? এটা কি খুব সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় যে এ ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ ঘটনা একটিমাত্র প্ররোচনায় শুরু হতে পারে? অথবা হিন্দুদের কোন বিশ্বাস, রীতি বা চিন্তার সাথে কি মিলানো যায় যে তারা কোনরকম খোঁজখবর না নিয়ে মানুষের রক্তপাত ঘটানোর মতো কাজে লিপ্ত হতে পারে, বিশেষত তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেছিল? তাছাড়া, এমন কল্পনা কি করা যায়

www.pathagar.com

যে মিরাটের তিনটি রেজিমেন্ট, এমনকি যখন দিলি-র সিপাহিদের সাথে যোগ দেয়, তখন কি তারা হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারকে উৎখাত করার চেতনায় উজ্জীবিত ছিল?

ভদ্র মহোদয়গণ, আমার মনে হয় আমাদের সামনে যদি কোন ষড়যন্ত্রের আর কোন প্রমাণ না থাকে, আগেকার কোন চক্রান্তের সাথে কোন ধরনের যোগসূত্রের প্রমাণ নাও থাকে, তাহলেও বিদ্রোহের প্রকৃতি থেকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন কিছু কাজ করেছে। বাস্তব জগতে কোন ঘটনার পিছনে কারণ ও প্রতিক্রিয়া থাকে এবং গত বছরের ভয়ানক বর্বরতা একটি রহস্য হিসেবেই রয়ে যাবে যদি আমরা এর কার্যকারণের মধ্যে একটি গুলির চাইতে ক্ষতিকর কোনকিছুর অস্তিত্ব শনাক্ত করতে না পারি। মিরাট এবং অন্যত্র এই গুলির প্রসঙ্গটি প্রকাশ্যে এবং বারবার বলা হয়েছে যে ১০ মে'র পূর্বে ধীরে ধীরে এটি দানা বেঁধেছে এবং চক্রান্ত শক্তি অর্জন করেছে, পরিপক্ক হয়েছে এবং বিদ্রোহিদেরকে দিলি-তে যুদ্ধের প্রথম আওয়াজ তুলতে প্রস্তুত করেছে, যা থেকে মনে হয়, যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তুতি ছিল তা সার্থক হয়েছে। শুরুতে সামান্য পরিমাণে উত্তেজনা থাকলেও শিগগিরই যুদ্ধের চেতনা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে এবং এরপর বাস্তব উদ্দেশ্য স্থান করে নেয় এবং একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে আসে, যাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারতো। আমরা যদি এইসব বিদ্রোহিদের সকল কর্মকা পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, বিদ্রোহের সূচনা থেকে তাদের মধ্যে ধূর্ততা ও গোপনীয়তার একটি সমন্বয় কাজ করেছে। যেমন, ৯ মে সকালে তাদের ৮৫ জন সহযোগীকে তাদের সামনে শৃংখলিত করে তাদের উপস্থিতিতে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু এর ফলে বিদ্রোহের কোন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি। এই লোকগুলোর কাছ থেকে অসন্তোষের সামান্যতম শব্দও উচ্চারিত হয়নি, অথচ এ ঘটনারও দীর্ঘদিন আগে থেকে নিশ্চয়ই তাদের হৃদয়ে বিদ্রোহের উপস্থিতি ছিল। কিন্তু কারো দ্বারা অপরাধীদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও প্রকাশ পায়নি। যতদূর দেখা গেছে, তার প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, মিরাটের পদাতিক রেজিমেন্টগুলি এবং থার্ড ক্যাভালরি'র অবশিষ্টাংশ কাংখিত পর্যায়েই অনুগত ছিল। তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর মতো অবস্থায় উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা সফলভাবে তাদের প্রতারণাকে চেপে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ৯ মে রাত বারটায় থার্ড ক্যাভালরি'র বিদ্রোহিদের কারাগারে প্রেরণের কাজ শেষ হলে সেই রাতটি পরবর্তী রাতের মতোই নিকটবর্তী অস্ত্রখানায় হামলা চালানোর অনুকূল একটি রাত ছিল। কিন্তু মিরাটে বিদ্রোহিদের উদ্যোগ তাদের হিসাবের চেয়েও আগে ঘটে যাওয়ায় এ উদ্যোগে দিলি-র সিপাহিদের প্রস্তুত করার মতো সময় পায়নি বিদ্রোহিরা। সেজন্য দিলি-র সাথে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন পড়ে ১১ মে সোমবার। এবং এ কাজটি যে করা হয়েছে তা ক্যাপ্টেন টিটলারের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বিদ্রোহে শরীক করার উদ্দেশ্য ছাড়া ভিন্ন কোন কারণে রোবব-ার সন্ধ্যায় মিরাট থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভর্তি সিপাহি সোজা ৩৮তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের ছাউনিতে চলে আসবে তা ধারণা করা যায় না।

এছাড়া, আমরা মিরাটে বিদ্রোহের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সেক্ষেত্রেও ধূর্ততা

www.pathagar.com

দেখতে পাই। মিরাট সেনানিবাসে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পক্ষে অনুকূল অবস্থা ছিল। সেখানে দেশীয় সেনা ছাউনি ইউরোপীয় সৈন্যরা সেনানিবাসের যে অংশে বাস করতো সেখান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটানোর ফলে সৃষ্ট গোলযোগ ও হৈহল-হর কোনকিছুই ইউরোপীয়রা জানতে পারেনি, যতোক্ষণ না তাদেরকে বিশেষভাবে জানানো হয়েছে। অফিসাররা খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের লোকদের বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে নিয়মানুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার কথাই ভাববে। এমনটি হয়ে থাকলে বিলম্ব অবশ্যই ঘটবে। ইউরোপীয়রা প্রস্তুত হবে, তাদের কাছে গুলি সরবরাহ করা হবে, তারা অফিসে সমবেত হবে এবং এরপর মার্চ করে প্রায় দু'মাইল পথ অতিক্রম করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিলম্ব ধরে নিয়েই বিদ্রোহিরা তাদের হিসাব কষেছিল যে অন্ততঃ দেড়টি ঘণ্টা তারা সম্পূর্ণ নিরাপদে তাদের কর্মকা চালিয়ে যেতে পারবে। বিদ্রোহ শুরু হয় সাড়ে ছয়টায়, যখন অন্ধকার তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিল এবং অন্ধকারের মধ্যে তারা তাদের অভিযান চালানোর সুযোগ পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এমনটিই ঘটেছিল। ইউরোপীয়রা যখন দেশীয় ছাউনিতে পৌঁছে তখন চারদিকে অন্ধকারের পর্দা এবং কোন দেশীয় সিপাহিকে দেখা যাচ্ছিল না এবং কেউ বলতে পারছিল না যে তারা চলে গেছে কি না। পরবর্তীতে তদন্ত চালিয়ে দেখা গেছে যে ধূর্ততায় পরিচালিত সিপাহিরা প্রথমে সরাসরি অথবা দিল্লিমুখী প্রধান সড়ক ধরে যায়নি অথবা দলবদ্ধভাবে কুচকাওয়াজ করেও মিরাট ত্যাগ করেনি। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তারা ৫, ৬ অথবা ১০ জন করে গিয়ে তাদের নির্ধারিত স্থানে সমবেত হয়। মিরাট থেকে তাদের এভাবে বের হয়ে যাওয়া সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল, কিন্তু এভাবে দিল্লিতে প্রবেশ করা অযৌক্তিক ছিল, যেখানে কোন ইউরোপীয় সৈন্যকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। এখানে অধিকতর প্রদর্শনীমূলক কিছুর প্রয়োজন ছিল এবং সে কারণে আমরা দেখতে পাই যে তারা একসাথে সারিবদ্ধভাবে সেতু পার হয়ে সম্পূর্ণ সামরিক শৃংখলায় একটি অশ্বারোহী দলের পিছনে কুচকাওয়াজ করে আসছে।

এ ক্ষেত্রে প্রথমবার আমরা প্রমাণ পাই যে, আপনার আদালতে উপস্থিত বন্দীর সাথে বিদ্রোহিদের যোগসূত্র ছিল। প্রথমেই তারা যার কাছে গিয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করে তিনি দিল্লির নাম সর্বস্ব বাদশাহ। ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বরুপূর্ণ এবং যে কোন বিচারে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল। অল্পক্ষণ পরেই বুঝা যায় যে বন্দীর যোগসূত্র ছিল। বিদ্রোহ তখনো ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেনি, ঠিক সে সময়েই বন্দীর একান্ত ভৃত্যরা তার প্রাসাদের আঙ্গিনায় এবং এমনকি প্রায় তার চোখের সামনেই তাদের সামনে পাওয়া প্রতিটি ইউরোপীয়ের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের স্মরণে আছে যে এইসব ইউরোপীয়ের মধ্যে ছিল দু'জন মহিলা, যাদের কোন অপরাধ ছিল না, যাদের অল্প বয়স ও নারী হওয়ার বিষয়ও কোন হৃদয়হীনের মাঝেও করুণার উদ্রেক করতে পারতো, কিন্তু মানুষরূপী এই দানবেরা তাদের হত্যা করেছে। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এই ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডের সামান্য অংশে হলেও মুসলমানদের জন্মগত ষড়যন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান। তা না হলে কি করে শিক্ষা, রাজ

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারের অহংকার, একটি সাবলীল ও সুন্দর জীবনের অধিকারী এই পক্ক কেশ বৃদ্ধ বর্বর কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হলেন না। কারণ কর্মকা গুলো ছিল মানবতা বিরোধী এবং অনেক ক্ষেত্রে জানোয়ারের নৃশংসতার চেয়েও জঘন্যতর।

আমরা এটা জানার জন্যে থামতে পারি যে, আদালতে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে কি না এবং পরবর্তী বছরগুলোতেও আমরা প্রশ্নটি করতে থাকবো যে তৈমুর বংশের শেষ বাদশাহ এই দুষ্কর্মের সহযোগী ছিলেন কি না? পরিস্থিতিই এখন তা বলবে। এইসব খুনিরা প্রকাশ্য দিবালোকে বহু লোকের সামনে এবং কোনরকম রাখঢাকের চেষ্টা না করেই হত্যাকা চালিয়েছে। ইতোমধ্যে এখানে বলা হয়েছে যে, তারা বন্দীর নিজস্ব অনুচরদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছে এবং কিল-ার এলাকার মধ্যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, যেখানে কোম্পানির সরকারের অধীনেও বন্দীর ক্ষমতাই ছিল চূড়ান্ত। অবশ্য আমি একথা বলবো না যে বন্দী এই খুনিদেরকে পূর্বেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। শুধুমাত্র ধারণা থেকে এ ধরনের কোন বিষয় আদালতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমি সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই। হাকিম আহসান উল্লাহ খান বলেছেন যে ওই সময়ে তিনি ও আদালতে উপস্থিত বন্দীর উকিল গোলাম আব্বাস বাদশাহ'র সাথে ছিলেন, যখন তাদেরকে জানানো হয় যে সিপাহিরা মি. ফ্রেজারকে হত্যা করেছে এবং ক্যাপ্টেন ডগলাসকে হত্যা করার জন্য গেছে। পালকির বেহারারা ফিরে আসায় তখনই সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, যারা তাদেরকে বলে যে তারা ফ্রেজারের হত্যাকা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তার মৃতদেহ ফটকে পড়ে আছে এবং সিপাহিরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে সেখানে যারা আছে তাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে। বাদশাহ'র নিজস্ব ভৃত্যরা যে হত্যাকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সাক্ষী কেন তা চেপে গেছে তা খুব সহজে অনুমান করা যায়। তার সাক্ষ্যের পরবর্তী এক অংশে, তিনি এমনকি একথাও বলেছেন যে, এইসব হত্যাকাণ্ডে বাদশাহ'র কোন ভৃত্য অংশ নিয়েছে তা তিনি কখনো শোনেননি বরং তিনি বলেছেন যে কারা হত্যাকা ঘটিয়েছে তা সাধারণভাবে জানা যায়নি। বাদশাহ'র নিজস্ব চিকিৎসক প্রসঙ্গটি এভাবে এড়িয়ে গেছেন, সন্দেহ নেই, তিনি এর গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা সাধারণভাবে জানা যায়নি এবং সময়ের এই ব্যবধান সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিগুলো ও তার নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আমাদের কোন সমস্যা হয়নি। এটা সাধারণভাবে জানা যায়নি যে বাদশাহ'র নিজস্ব ভৃত্যরা খুনি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এই ঘটনা ওই সময়ের নগরীর দেশীয় সংবাদপত্রগুলোতে গুরুত্বের সাথে উলে-খ করতে দেখেছি। এরপর, আমার পক্ষে আর অন্যান্য সাক্ষীর দেখা সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না, যারা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ দিয়েছেন যে বাদশাহ'র ভৃত্যরা খুনি। কারণ তাদের সাক্ষ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। আমি তাদের মাত্র একজনের সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি দিলেই যথেষ্ট হবে, যাতে তিনি বলেছেন, "এ সময়ে মি. ফ্রেজার নিচে অবস্থান করে গোলযোগ দমনের চেষ্টা করছিলেন এবং যখন এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তখন আমি লক্ষ্য করি যে পাথর খোদাইকারী হাজী একটি তলোয়ারের আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে এবং প্রায় একই

www.pathagar.com

সময়ে বাদশাহ'র ভৃত্যদের কয়েকজন তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে থাকে। ফ্রেজারের খুনিদের মধ্যে একজন ছিল আবিসিনীয়। এরপর তারা ওপরের কামরার দিকে ধাবিত হয় এবং আমি সাথে সাথে অন্য দরজা দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ির ওপরের দরজাটি বন্ধ করে দেই। আমি সবগুলো দরজা বন্ধ করে দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলাম এবং এ সময়ের মধ্যেই জনতা দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে উঠার সুযোগ পায় এবং সেদিকের একটি দরজা খুলে ফেলে ফ্রেজারের হত্যাকাণ্ডে জড়িত লোকগুলোকে ওপরে উঠার পথ করে দেয়। এরা সাথে সাথে সেই কামরায় ঝাঁপিয়ে পড়ে যেখানে ক্যাপ্টেন ডগলাস, মি. হাচিনসন ও মি. জেনিংস আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা তরবারি হাতে তাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে ও দু'জন মহিলাকে সাথে সাথে হত্যা করে। এ ঘটনার পর আমি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি। নিচে নামার পর আমি বাদশাহ'র এক ভৃত্য মানদো'র মুখোমুখি হই, সে আমাকে প্রশ্ন করে, "বলো, ক্যাপ্টেন ডগলাস কোথায়? তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছো।" সে আমাকে তার সাথে ওপরে উঠতে বাধ্য করে। আমি তাকে বলি, "তোমরা ইতোমধ্যে সকল ভদ্রলোককে হত্যা করেছো।" কিন্তু যে কামরায় ডগলাস ছিলেন সেখানে পৌঁছার পর আমি দেখতে পাই যে তিনি তখনো মারা যাননি। মানদো'ও তা দেখে এবং একটি ডা। দিয়ে তার কপালে আঘাত করে সাথে সাথে তাকে হত্যা করে।" এই দুই তরুণী মহিলার হত্যাকারীরা যে বাদশাহরই বিশেষ ভৃত্য ছিল তা প্রমাণিত হওয়ার পর আমরা পুনরায় হাকিম আহসান উল্লাহ খানের সাক্ষ্যের দিকে মনোযোগ দিতে পারি এবং তার কাছ থেকে নিশ্চিত হতে পারি যে খুনিরা বন্দীর কাছে তাদের কর্মকা জানানোর পর তিনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি একটি আদশেই প্রদান করেন, যা ছিল তার কিল্লার ফটকগুলো বন্ধ করে দেয়া সংক্রান্ত এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, এ আদেশ হত্যাকারীদের পলায়ন ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ছিল কি না। কিন্তু সাক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে উদ্দেশ্য তা ছিল না। হাকিম আহসান উল্লাহকে আরো জেরা করার পর তিনি স্বীকার করেছেন যে বন্দী অপরাধীদের খুঁজে বের করা বা তাদের শাস্তি দেয়ার মতো কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি এবং তখনকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু বাদশাহ'র কর্তৃত্বকে যদি তার ভৃত্যদের দ্বারা একপাশে সরিয়েও রাখা হয় তাহলেও তা অবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠার যথার্থ কারণ ছিল এবং অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারতো। কিন্তু তা যে করা হয়নি তা আমরা জেনেছি এবং বন্দীর ভৃত্যদের কাজ যদি তার দ্বারা প্ররোচিত নাও হয়ে থাকে তাহলেও সেসব কাজে তার ইচ্ছার প্রতিফলন যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। এভাবে আমরা প্রস্তুত ছিলাম যে এর পরে কি ঘটতে পারে। অর্থাৎ কোন একজন ভৃত্য তার চাকুরি হারায়নি, কোন ধরনের তদন্তের ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়নি। বরং সাক্ষীদের বক্তব্যেই জানা গেছে যে, বাদশাহ এইসব খুনীদেরকে তার চাকুরিতে বহাল রেখেছিলেন এবং আমরা ওইদিনের সংবাদপত্রে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত তথ্য দেখেছি। এরপর প্রশ্ন করা প্রয়োজন যে এই কাজগুলোর দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন কি না? এ ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইনের বিধান কি তা এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। কারণ তার চেয়েও উচ্চতর আইন আছে যা তাকে খালাস দিতে পারে অথবা শাস্তিও দিতে

www.pathagar.com

পারে। সে আইন হচ্ছে বিবেকের আইন এবং বোধের আইন, যে আইন, যারা আমার কথাগুলো শুনছেন তারা প্রত্যেকে প্রয়োগ করতে পারেন এবং যে রায় আইনের বিধান বা সামরিক আইন অনুসারে ঘোষিত হবে তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ। এটি এমন এক আইন যেটি স্থানীয় সংবিধান, মানুষের তৈরি প্রতিষ্ঠান অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না। সৃষ্টিকর্তা মানুষের হৃদয়ে এ আইন গেঁথে দিয়েছেন এবং সেটা কি একপাশে সরিয়ে রাখা উচিত?

সম্ভবতঃ এখন আমাদের মনোযোগ দেয়ার সময় যে অস্ত্রখানায় এ সময় কি ঘটছিল এবং সেদিকে বিদ্রোহিদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি ছিল তা জানার চেষ্টা করা। ক্যাপ্টেন ফরেস্ট আমাদেরকে বলেছেন যে সকাল নয়টার দিকে দেশীয় সিপাহিদের মূল অংশটি মিরাট থেকে এসে অশ্বারোহী দলকে সামনে রেখে বেয়নেটযুক্ত বন্দুক কাঁধের ওপর রেখে কুচকাওয়াজ করে সেতু অতিক্রম করছিল। এর এক ঘণ্টারও কম সময় পর ৩৮তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের একজন সুবেদার, যিনি অস্ত্রখানার গেটের বাইরে সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলেন, তিনি সৈন্যদের জানান যে, দিলি-র বাদশাহ্ একদল প্রহরী পাঠিয়েছেন অস্ত্রখানার দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য এবং সেখানকার সকল সকল ইউরোপীয়কে কিল-ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা যদি এতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের কাউকে অস্ত্রাগার ত্যাগ করতে দেয়া হবে না। ক্যাপ্টেন ফরেস্ট আরো বলেছেন যে তিনি এ সময়ে প্রহরী দলকে দেখেননি, কিন্তু যে লোকটি খবরটি এনেছিল তাকে দেখেছেন, লোকটি ছিল ভালো পোশাক পরিহিত একজন মুসলমান। এর কিছুক্ষণ পর বাদশাহ'র চাকুরিতে নিয়োজিত একজন অফিসার বাদশাহ'র নিজস্ব সৈন্যদের পোশাক পরিহিত একটি দলকে নিয়ে আসে এবং উল্লিখিত সুবেদার ও নন কমিশন্ড অফিসারদের বলে যে বাদশাহ তাকে পাঠিয়েছেন তাদেরকে কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিতে।

অতএব, আমরা দেখতে পাই যে, অস্ত্রাগার দখলের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। বিশ্বাস করতে হবে যে বাদশাহ'র পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল বলেই অবিলম্বে অস্ত্রাগারের দায়িত্ব নেয়ার জন্য প্রহরীদল পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। যারা দরবারের সদস্য ছিল তাদের সিদ্ধান্তও হতে পারে। এজন্য তাদেরকে কৃতিত্বও দেয়া যেতে পারে যে তারা স্থির মাথায় সবকিছু হিসাব করেছে এবং দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ নিয়েছে। বিদ্রোহের পর যেভাবে ঘটনা ঘটে চলেছিল তাতে পূর্ব গৃহীত একটি পরিকল্পনাই শুধু সামনে আসে, যা অনেকে পরামর্শ ও বিস্তারিত আলোচনার পরই গৃহীত হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে এ ধারণা করা কঠিন যে গোপন একটি উদ্যোগের সাথে জড়িত না থাকলে কারো পক্ষে সে মুহূর্তে এতো দ্রুত ও এতো কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় কার্য পরিচালনার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব। আপনারা অবশ্যই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং মনে মনে অনেক যুক্তিতর্ক করে কিভাবে তাদের পক্ষে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি ধারণায় উপনীত হতে পারবেন। এটি ছিল বাস্তবে একজন বাদশাহকে কতগুলো খুনি ও বদমাশ কর্তৃক তাদের সাথে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ।

www.pathagar.com

তার কাছে সুযোগের যে সম্ভাবনা দেখানো হয়েছিল তা অস্পষ্ট এবং প্রায় দুর্বোধ্য ছিল, কিন্তু তাকে যে ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে তা ছিল বিপুল। এমন একটি আশাহীন উদ্যোগে অংশ নিয়ে তিনি নিজের জীবনসহ সবকিছুকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু কি কারণে? একটি মুকুটের দূরবর্তী ঝলক, যা অভিন্ন একটি কারণ হতে পারে, তিনি আশ্বস্ত হয়ে থাকতে পারেন যে এই ডামাডোলে জড়িত না হলে তার হাতে রাজদ আসার যে হাতছানি তা আবার অপসারিত হয়ে যেতে পারে। আমরা সহজে কল্পনা করতে পারি যে এই পরিস্থিতিতে এই দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত বৃদ্ধ লোকটি তার অবস্থাকে উন্নীত করেছিলেন এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতায় নিজের সেনাবাহিনীকে অস্ত্রাগারে প্রেরণ করেছিলেন নিজেকে প্রাথমিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং তাও বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্তে, যখন দাঙ্গা ও বিশৃংখলাই ছিল চরমে। অথবা আমাদেরকে কি ধরে নিতে হবে যে একটি গোপন ও গভীরতর জ্ঞান ছিল, যে সম্পর্কে সেনাবাহিনীর অন্য অংশগুলো ইতোমধ্যে জানতো এবং যে পাঁচ বা ছ'টি রেজিমেন্ট বিদ্রোহের সূচনার সাথে জড়িত ছিল, অন্যেরা তাদেরকে অনুসরণের অপেক্ষায় ছিল? অথবা এ ধরনের পূর্ব সমঝোতা বাদশাহ ও তার ঘনিষ্ট সহচরদের মধ্যে না থাকতো তাহলে আমরা কি কুসংস্কার ও স্বপ্নপ্রাপ্ত আদেশের প্রতি মনোযোগী হবো, যেহেতু আর কোন স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কোন সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না? এই আদালতে আমরা সবকিছু শুনেছি, একটি সামুদ্রিক ঝড়ের কথা শুনেছি, যা পশ্চিম দিক থেকে এসে সমগ্র দেশকে প্লাবিত করবে, কিন্তু ঢেউ এর ওপর ভাসিয়ে রাখবে প্রাচীন রাজবংশের এই উত্তরাধিকারীকে। এই স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করেছেন হাসান আসকারি। তিনি বলেছেন, পারস্যের বাদশাহ'র সেনাবাহিনী বিধর্মী ইংরেজদের নির্মূল করে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসাবে এর আসল উত্তরাধিকারীকে। এর ওপর নির্ভরতার কারণই এইসব এশীয়দের শ্লথ গতিকে দ্রুততর করেছে এবং তাদের সিদ্ধান্তকে আরো দম ও সাহসী করে তুলেছে? আমি জানি যে অন্য কোন পরিস্থিতিতে প্রাচ্যের কোন দেশ ছাড়া অন্যত্র কোন ভূখণ্ডে এমন অর্থহীন কোন কল্পনাকে ব্যাখ্যা করা মুশকিল হতো এবং এ ব্যাপারে মন্তব্য করার মতো গুরুত্ব দেয়া হতো না। কিন্তু এখানে একটি বিরাট সামরিক বিদ্রোহকে গতি প্রকৃতি অগ্রগতি বিবেচনা করতেও তারা অযাচিতভাবে অশুভ কোনকিছুর প্রভাব বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে, যার সাথে অসংখ্য মানুষের ভাগ্য জড়িত।

এইসব পর্যালোচনাকে আরো স্পষ্ট করে তোলে অস্ত্রাগারের ওপর তাৎক্ষণিক হামলা চালানোর লক্ষ্যণীয় ও অস্বাভাবিক ঘটনা। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এমনটি শুধুমাত্র সিপাহিদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের ফলেই হতে পারে না। কারণ, সেখানে প্রথমে বাদশাহ'র নিজস্ব সৈন্যরাই দখল নিতে গিয়েছিল এবং সামরিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ব্যাপারটি ঘটানো হয়েছে তাতে একটি কর্তৃত্বের উপস্থিতিই প্রমাণিত হয়। এখানে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না, লুটপাটের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। অস্ত্রাগারের বিভিন্ন গেটে নন-কমিশন্ড অফিসাররা নিয়োজিত ছিল, আর অন্য একটি প্রহরী দল শ্রমিকদের কাজের তত্ত্বাবধান করছিল, যারা বাইরে থাকা মালামাল সরানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। অতএব, এখানে দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালনের জন্য বাদশাহ্ অথবা তার কোন কর্মকর্তা নিয়োজিত না হতেন, তাহলে বিশৃংখল একটি পরিস্থিতি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সুশৃংখল একটি অবস্থা কি করে ফিরে আসে? কোন্ ধরনের সতর্কতায় বাদশাহ্'র সৈন্যরা কি করে এমন একটি কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল?

১১ মে সোমবার একটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে বাদশাহ্'র পূর্ব জ্ঞান ছিল কি না সে সম্পর্কে আমার পক্ষে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, প্রাসাদের প্রভাবশালী কিছু বাসিন্দার কাছে ছিল এ সম্পর্কিত গোপনীয়তা। শাহজাদা জওয়ান বখতের অকারণ বাচালতা পর্যাপ্তভাবে এ বিষয়ের নির্দেশক। ইংরেজদের হত্যাকারে র পূর্বে তার মাঝে এমন উচ্ছাস লক্ষ্য করা গেছে যে তিনি তার এ উচ্ছাস চেপে রাখতে সক্ষম হননি। আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা আমি সত্য বলে মনে করি তা পরিস্কার করা অর্থাৎ, শুরু থেকে ষড়যন্ত্র শুধুমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং তাদের মধ্য থেকেও ষড়যন্ত্র সূচিত হয়নি বরং ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে ছিল কিল্লা ও নগরীতে এবং খুনিদের ব্যাপারে ইতোমধ্যে আমরা যা বর্ণনা করেছি তা কি এই বিষয়টিকেই প্রমাণ করে না? আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ ঘটার পূর্বে একাদশ ও বিশতম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের বিদ্রোহিরা অস্ত্রাগারে হামলা চালাতে অগ্রসর হয়েছিল এবং তখনই আমরা প্রথমবারের মতো বাদশাহকে তার সৈন্যদের মাধ্যমে দেখতে পাই যে তিনি প্রকাশ্যে সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ। সেই মুহূর্ত থেকে আর কোন রাখঢাক ছিল না, কোন কিছু চেপে রাখার চেষ্টা ছিল না। বিদ্রোহের ঝর্ণার স্ফীতির মধ্যে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন এবং কল্পনা করেছেন যে এটিই হিন্দুস্থানের সিংহাসন, কিন্তু বাস্তবে তিনি ভগ্ন কোনকিছুর মতো বালির মধ্যে আটকে ছিলেন।

এখানে আমি মুহূর্তের জন্য থামবো লেফটেন্যান্ট উইলোবি ও তার অধীনস্থ সাহসী লোকগুলো সম্পর্কে বলার জন্য, যারা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের সংখ্যাগত ব্যবধান সত্ত্বেও তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত অস্ত্রাগার রক্ষা করেছেন। কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কাকে অধিকতর প্রশংসা করতে হবে, অস্ত্রাগারটি ধ্বংসের সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা যারা অনুভব করেছিলেন এবং সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন অথবা চূড়ান্ত আত্মত্যাগের নিঃশঙ্কচিত্ত সিদ্ধান্ত যারা নিয়েছিলেন। এমন বীরত্বের প্রতি ন্যায়বিচার করা ইতিহাসবিদের কর্তব্য। আমি শুধু বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকেই এখানে তুলে ধরছি।

দিলি-তে অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ ঘটার সাথে বিদ্রোহিদের প্রতিটি আশা ভরসা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এটি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু আত্মত্যাগ ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং তখন থেকে ইউরোপীয়রা বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থাকলেও সরকারের কর্তৃত্বকে রক্ষা করে চলেছিল, যদিও তারা আসল ক্ষমতার কেন্দ্র হারিয়ে ফেলেছিল। তারা শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় জীবন রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিল। ফলে দিল্লি দুস্কৃতিকারীদের হাতে চলে যায়, যারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপরাধের মাধ্যমে নিজেদের কলংকিত করে, যার

www.pathagar.com

সমতূল্য অপরাধ খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। এবার আমরা দেখতে পাই যে, বাদশাহ স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে আসছেন এই মহা নাটকের মুখ্য অভিনেতা হিসেবে, যার দর্শক ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বাইরেও ছিল। সভ্যতা বিরোধী ও বর্বর শক্তি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সর্বত্র এই নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছে। সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, ১১ মে বিকেলে বাদশাহ দিওয়ান-ই-খাসে প্রবেশ করে একটি চেয়ারে উপবেশন করেন এবং সিপাহিদের অফিসাররা একজন করে এগিয়ে এসে বাদশাহকে কুর্নিশ করে এবং তাদের মাথায় তার হাত স্পর্শ করতে বলে। বাদশাহ তা করেন এবং একজন একজন করে এসে তার হাতের স্পর্শ নেয় এবং বাদশাহ তার মনে যা আসে তাই বলে তাদেরকে আশির্বাদ করেন। এ ঘটনার সাক্ষী বন্দীর উকিল গোলাম আব্বাস আদালতে উপস্থিত আছেন, তিনি আমাদের বলেছেন যে সিপাহিদের মাথায় বাদশাহ'র হস্ত স্থাপনের এই রীতি তাদের আনুগত্য ও সেবা গ্রহণের সাথে তুলনীয়। তিনি আরো বলেছেন যে, যদিও তিনি জানেন না যে বাদশাহ সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন মর্মে দিল্লিতে কোন ঘোষণা করা হয়েছিল কি না, কিন্তু তিনি না শুনলেও তা করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহের দিন থেকেই বাদশাহ'র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ওই রাতে একুশবার তোপধ্বনি করে তাকে শাহী সালাম জানানো হয়েছিল।

বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোই আমাদের বিবেচ্য বিষয় এবং এখন আমাদের পক্ষে সেসব নিয়ে আলোচনাই সম্ভবত সঙ্গত হবে। এক্ষেত্রে তারিখের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে ঘটনার ওপর গুরুত্ব প্রদানই আমাদের উচিত। দিল্লির সাবেক বাদশাহ মোহাম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, তিনি হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারের একজন পেনসনভোগী হওয়া সত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের ১০ মে থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত মেয়াদে বিভিন্ন সময়ে গোলন্দাজ রেজিমেন্টের সুবেদার মোহাম্মদ বখত খান এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর দেশীয় কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার ও অজ্ঞাতসংখ্যক সৈন্যকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত, সাহায্য ও উস্কানি দিয়েছেন।" এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণের এক দশমাংশও উদ্ধৃত করে আমি আদালতকে বিরক্ত করতে চাই না, যেগুলো অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণের জন্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এটা সম্ভবত দেখানো প্রয়োজন যে অভিযোগের প্রমাণগুলো নথিভুক্ত হয়েছে। অফিশিয়েটিং কমিশনার ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রতিনিধি মি. সন্ডার্স ব্যাখ্যা করেছেন যে কি পরিস্থিতিতে বন্দী হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারের পেনসনভোগীতে পরিণত হয়েছিলেন। তার পিতামহ শাহ আলম মারাঠাদের হাতে বন্দী হিসেবে থাকার পর মারাঠারা যখন ইংরেজদের সাথে ১৮০৩ সালের যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন তিনি বৃটিশ সরকারের কাছে নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেন। তার প্রার্থনা গৃহীত হয় এবং সেই মুহূর্ত থেকে দিল্লির নামে মাত্র বাদশাহরা বৃটিশের পেনসনভোগী প্রজায় পরিণত হন। ব্যাপারটি যতো খাপছাড়াই লাগুক না কেন, কিন্তু তখন এই পরিবারের বিষয় ভাবলে কোনকিছু অভিযোগ করার ছিল না এবং সুবিধা গ্রহণের দিকটি ছাড়া আর কোনকিছু মনে রাখারও প্রয়োজন নেই। বন্দীর পিতামহ যে শুধু সিংহাসন হারিয়েছিলেন তাই নয়, তার চক্ষু উৎপাটন করা হয়েছিল এবং তাকে সব ধরনের

www.pathagar.com

অপমানের শিকারে পরিণত করা হয়েছিল, তদুপরি তাকে রাখা হয়েছিল বন্দী হিসেবে। এ সময় লর্ড লেকের অধীনে ইংরেজরা তার মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং তার দুর্ভাগ্যে সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন ও পেনসনের সুবিধা দেন, যা তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও বহাল থাকে। তাদের মর্যাদা ও প্রভাবকে সংরক্ষণ করা হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ পর্যন্ত না কল্পকাহিনীর সাপের মতো তারা তাদের ওপরই ফণা বিস্তার করে, যাদের কাছে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য তারা ঋণী। গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার বখত খানের সাথে বন্দীর যোগসূত্রের ব্যাপারে সাক্ষ্যে যা পাওয়া গেছে তাও বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। বন্দীর নিজ হাতে লিখা দলিলের একটি এখানে উপস্থাপন করছি-

"বরাবর
বিশেষ খাদেম, লর্ড গভর্নর
মোহাম্মদ বখত খান বাহাদুর,

আমার আনুকূল্য গ্রহণ করুন এবং জেনে রাখুন যে নিমাচ বাহিনী যখন আলাপুরে পৌঁছে তখন তাদের রসদসামগ্রী এখানেই পড়ে ছিল। সেজন্যে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে আপনি ২০০ অশ্বারোহী, পাঁচ থেকে সাত কোম্পানি পদাতিক ও উল্লিখিত সকল রসদসামগ্রী অর্থাৎ তাঁবু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাড়িযোগে আলাপুরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আপনাকে আরো নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঈদগাহের কাছে অবস্থানরত বিধর্মীরা যাতে আর অগ্রসর হতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। আপনাকে আরো জানাচ্ছি যে সেনাবাহিনী যদি বিজয় অর্জন ছাড়াই ফিরে আসে এবং এর যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগে বিরত থাকে তাহলে পরিণতি হবে মারাত্মক। আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং এ আদেশগুলোকে কঠোরতর বলে বিবেচনা করবেন।"

একথা সত্য যে এই পত্রের কোন তারিখ উলে-খ নেই, কিন্তু এর বক্তব্য থেকে বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই যে এটি বিদ্রোহের শুরুর দিকেই লিখা হয়েছিল। সম্ভবত এই স্থান কিছু পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত স্থান যেখানে আমার অভিযোগের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করতে পারবো। অন্যান্য যাদেরকে আমরা বিচার করেছি বন্দী তাদের মতোই নিজেকে পরিস্থিতির শিকার হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে এ ব্যাপারে তার কোনকিছু জানা ছিল না। বিদ্রোহী সৈন্যরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে সর্বত্র প্রহরী নিয়োগ করেছিল এবং জীবনের ভয়ে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন এবং তার খাস কামরায় চলে গিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা পুরুষ, নারী ও শিশুদের বন্দী করেছিল, তিনি দু'বার তার প্রভাব খাটিয়ে ও পীড়াপীড়ি করে তাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন এবং তৃতীয়বারেও তাদেরকে রক্ষা করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহিরা তার কথায় কর্ণপাত করেনি এবং শেষ পর্যন্ত তার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নিরীহ লোকগুলোকে হত্যা করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে। এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান আপত্তি হচ্ছে, এটি শুধু সাক্ষ্য দ্বারা অসমর্থিতই নয়, বরং সকল সাক্ষ্যের সরাসরি পরিপন্থী। এ হত্যাকা তার নিজস্ব ভৃত্যরা অথবা অন্যরা করেছে কি না তার মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু পুরো বক্তব্যে অপরাধের অস্বীকৃতি পাওয়া যায়, তিনি

www.pathagar.com

বাধাহীন ব্যক্তি ছিলেন না বলে তার দাবী মূলতঃ তার অপরাধ অন্যের ওপর চাপানোর শামিল। তিনি তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত দলিলগুলোর যথার্থতা অস্বীকার করতে পারেন না অথবা নিজের হাতের লিখার প্রমাণ খন্ডন করতে পারেন না। তার বক্তব্য হচ্ছে, তিনি চাপে পড়ে লিখেছেন এবং একইভাবে তার সিলমোহর ব্যবহার করা হয়েছে। একটি ক্ষেত্রে শুধু তিনি নিজেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হননি, তা ছিল কিল্লা থেকে তার হুমায়ুনের মাজারে গমণ এবং সেখান থেকে পুনরায় কিল্লায় ফিরে আসা। এটা বলা প্রয়োজন যে, তার শেষ পদক্ষেপটি ছিল স্বেচ্ছা প্রণোদিত, কারণ সিপাহিরা তাকে জোরপূর্বক তাদের সাথে নিয়ে গেলে তাকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করতে দিতো না। অতএব, এ ব্যাপারে আমাদেরকে নিন্মের কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করতে হবে– "বিদ্রোহী সৈন্যরা যখন পলায়নের জন্য প্রস্তুত, তখন আমি গোপনে কিল্লার জানালার নিচ দিয়ে বের হয়ে যাই এবং হুমায়ুনের সৌধে অবস্থান করি।"

বিদ্রোহী সৈন্যরা যখন পলায়নের উদ্যোগ নিচ্ছিল, তখন তাদের সাথে গোপনে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করার পরিবর্তে কারো পক্ষে বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিল্লিতে অবস্থান করার সিদ্ধান্তই সর্বোত্তম পরিকল্পনা হতে পারতো। আমি বিষয়টি প্রতি ছত্রে ছত্রে বর্ণনার চেয়ে বরং তা অগ্রাহ্য করছি। এর প্রেক্ষিতে আমার উত্তর হচ্ছে, আমার বিশ্বাস, অভিযোগ কেমন পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা দেখানোর পর আমি এখন বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে চাই, যা প্রথম অভিযোগের চেয়েও অধিকতর প্রতিষ্ঠিত। অভিযোগটি হচ্ছে, "দিল্লিতে অবস্থান করে ১৮৫৭ সালের ১০মে ও ১ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বন্দী তার নিজ পুত্র ও হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারের প্রজা মির্জা মোগল এবং অজ্ঞাতনামা আরো অনেককে, দিলি- ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোর বাসিন্দাদের, যারা বৃটিশ সরকারের প্রজা, তাদেরকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ও যুদ্ধ পারিচালনা করতে উৎসাহিত, প্ররোচিত ও সাহায্য করেছেন।" এ অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণ করার পক্ষে দলিলাদি ও অন্যান্য আলামত এতো বেশি যে সেগুলো এখানে উপস্থাপন করাও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। সংবাদপত্রগুলো মির্জা মোগলকে কমান্ডার-ইন-চীফ পদে নিয়োগ, তাকে সম্মানসূচক পোশাক প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে লিখেছে। এ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য আরো প্রবল এবং যেসব চিঠিপত্র পাওয়া গেছে তাতে এটা স্পষ্ট যে বন্দীর পুত্র মির্জা মোগল সম্ভবত তার পিতার পরবর্তী অবস্থানেই ছিলেন এবং দিলি-তে বিদ্রোহিদের পরিচালনা করছিলেন। এ প্রেক্ষিতে আমি নজফগড়ের দারোগা মৌলভি মোহাম্মদ জহুর আলীর একটি দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত সার এখানে পেশ করছি।

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাঁহাপনাহ

পরম শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে শাহী ফরমান নজফগড়ের সকল ঠাকুর, চৌধুরী, কানুনগো ও পাটোয়ারীদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সর্বোত্তম ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আপনার নির্দেশের সাথে সম্মতি প্রকাশ করে আরো জানাচ্ছি যে, অশ্বারোহী ও পদাতিক

www.pathagar.com

সৈন্য সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, তাদের বেতন জেলার এই অংশের রাজস্ব থেকে পরিশোধ করা হবে। এ ব্যাপারে আপনার খাদেমের আশ্বাস তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না, যদি না সম্প্রতি বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত কিছু গাজী এখানে এসে পৌঁছে। নাগলি, কাকরোলা, ডাচাও, কাল্লান এবং আশপাশের অন্যান্য গ্রাম সম্পর্কে আপনার খাদেমের বক্তব্য হচ্ছে, পরিণতির কথা বিবেচনা না করে তারা সব ধরনের বাড়াবাড়ি করছে এবং মুসাফিরদের ওপর লুটতরাজ চালাচ্ছে।"

আমার মনে হয় এটিই দিলি- ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোর অজ্ঞাতনামা বাসিন্দাদের এবং তার নিজ পুত্র মির্জা মোগলকে বিদ্রোহে সাহায্য ও উস্কানি দেয়ার অভিযোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ। যে দরখাস্তটি থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি তাতে বন্দীর স্বাক্ষর বিদ্যমান এবং দরখাস্তটি তিনি মির্জা মোগলের কাছে পাঠিয়েছেন অবিলম্বে অফিসারসহ একটি রেজিমেন্ট নজফগড়ে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে। যাতে দরখাস্তকারীর ইচ্ছা পূরণ ও অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে তার পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টিও স্পষ্ট, যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু আরো একটি দরখাস্ত আছে যা এখনো আদালতে পেশ করা হয়নি, যেহেতু এটি বিলম্বে হস্তগত হয়েছে। দরখাস্তটি এখানে যথার্থ কারণেই পেশ করা যেতে পারে। দরখাস্তটি কুরাজপুরার নওয়াবের পুত্র আমীর আলী খান কর্তৃক ১২ জুলাই তারিখে লিখিত, যা নিম্নরূপ–

"বরাবর

মহান বাদশাহ, জাহাপনাহ,

শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করছি যে, আপনার দরখাস্তকারী আপনার শাহী দরবারে হাজির হয়েছে, যেখানে সম্রাট দারিউস পর্যন্ত একজন দ্বার রক্ষকের কাজে নিয়োজিত হতে পারে। মহানুভবের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করার অভিলাষ নিয়ে সে তার বাড়িঘর পরিত্যাগ করেছে। সে দুঃখ করছে যে অভিশপ্ত ইংরেজরা তাদের কামান আপনার প্রাসাদের দিকে তাক করেছে তা দেখার জন্য সে বেঁচে আছে, যে প্রাসাদের রক্ষক হচ্ছে বেহেশতের ফেরেশতারা। বিচক্ষণতার শক্তির প্রথম ভোর থেকে আপনার দরখাস্তকারী সংঘাত ও যুদ্ধের জন্য সিংহের মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং নিজের জীবনের প্রতি তার কোন তোয়াক্কা নেই–

"চিতাবাঘ পর্বত শিখরে উঠেও শিকার ধরে
আর কুমীর তাদের শিকার ধরে নদী তীরে।"

আপনার দখাস্তকারীর নিবেদন হচ্ছে যে তার আরজি যদি গৃহীত হয় এবং এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব যদি তার বিচার বিবেচনার ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং মহানুভবের সাহায্য পাওয়া যায়, তাহলে সে তিনদিনের মধ্যে শ্বেত চর্ম ও কৃষ্ণ ভাগ্যের অধিকারী এই লোকগুলোকে নির্মূল করবে। বিষয়টি প্রয়োজনীয় বলে পেশ করা হলো। আপনার শাসনের সমৃদ্ধি কামনা এবং এর ক্ষতি সাধনে অভিলাষীদের বিরুদ্ধে তিক্ত ও নোংরা ভাষায় অভিশাপ বর্ষণ করি। খুরাজপুরার প্রধান নওয়াব নাজাবত খানের পুত্র নওয়াব দুললাইন খানের পুত্র আমীর আলী খানের দরখাস্ত।"

www.pathagar.com

পেন্সিল দিয়ে বাদশাহ'র স্বাক্ষরিত আদেশ–

"মির্জা জহুর উদ্দিন প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিয়ে দরখাস্তকারীকে চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"

তৃতীয় অভিযোগ হচ্ছে, "বন্দী হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারের প্রজা হওয়া সত্ত্বেও এবং তার আনুগত্যের কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে ১৮৫৭ সালের ১১মে রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত বিশ্বাসঘাতক হিসেবে নিজেকে ক্ষমতাসীন বাদশাহ ও হিন্দুস্থানের সার্বভৌম শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন এবং অতঃপর চক্রান্তমূলকভাবে ও অবৈধ উপায়ে দিল্লি দখল করেন এবং ১৮৫৭ সালের ১০মে ও ১ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তার নিজ পুত্র মির্জা মোগল ও গোলন্দাজ রেজিমেন্টের সুবেদার বখত খান ও আরো অজ্ঞাতনামা বিশ্বাসঘাতকদের সাথে চক্রান্ত, শলাপরামর্শ করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি, বিদ্রোহ সংঘটন ও যুদ্ধ পরিচালনায় প্ররোচিত ও সাহায্য করেন এবং হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে দিল্লিতে সশস্ত্র বাহিনীর সমাবেশ ঘটান এবং বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন।"

বন্দী হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারের একজন পেনসনভোগী প্রজা ছিলেন। তার বিরুদ্ধে উথাপিত প্রথম অভিযোগের শুনানীতেই দেখানো হয়েছে যে, বৃটিশ সরকার তাকে অথবা তার পরিবারের কোন সদস্যকেই তাদের এখতিয়ার থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত করেনি। বরং তাদেরকে সব ধরনের দুর্দশা ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের ওপর উদারতা প্রদর্শন করেছে এবং বহু লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং এর সমপরিমাণ ভাতা প্রদান করেছে। তাদের কর্তব্য ছিল বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে সকলে স্বীকার করবেন এবং আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে এই বিশ্বাসঘাতক তার কল্যাণকারী সরকারকে প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র উৎখাত ও ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই বিকেল বেলায় তিনি দিওয়ান-ই-খাসে বিদ্রোহী সৈন্যদের কুর্নিশ গ্রহণ করেন ও তাদের মাথায় হস্ত স্থাপন করে জঘন্য এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তাদের সাথে নিজের ঐক্য ঘোষণা করেন। এ ধরনের একটি দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভবত কঠিন। রুদ্ধবাক কম্পিত এক বৃদ্ধ তার দুর্বল হাত বাড়িয়ে শক্তিশালী একটি রাজদ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন, যিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ, সম্রাটের মহিমা প্রকাশের চেষ্টা করছেন ষড়যন্ত্র ও হত্যার কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য আশির্বাদ দিয়ে। এমন একটি লোকের হৃদয়ে মৃতের স্তব্ধতা নেমে আসুক। তিনি তাকে ঘিরে রাখা বদমাশ ও খুনীদের কেন্দ্রীয় আকর্ষণে পরিণত হয়েছিলেন।

বন্দী যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘোষণা জারি করেছেন সে সম্পর্কে অনেক সাক্ষী বর্ণনা দিয়েছেন এবং বাস্তবেও তা ঘটেছে। এ ধরনের একটি বা দু'টি ঘোষণা দিলি-র মতো বিশাল একটি নগরীর সকল উপকণ্ঠে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। বন্দীর উকিলের বক্তব্য হচ্ছে যে, ১১মে বাদশাহ'র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গুলাব নামে এক বার্তাবাহকে

www.pathagar.com

'বিদ্রোহের পরপরই কি বাদশাহকে ক্ষমতাসীন শাসক বলে ঘোষণা করা হয়,' মর্মে প্রশ্ন করা হলে সে উত্তর দেয়, "জি হ্যাঁ, বিদ্রোহের দিনই দামামা বাজিয়ে ঘোষণাটি করা হয়, বিকেল তিনটার দিকে, যাতে বলা হয় যে, এখন বাদশাহ'র সরকার বহাল হয়েছে। আরেকজন সাক্ষী চুনী লাল বলেছেন, "১১মে প্রায় মধ্যরাতে কিল্লায় বিশবার তোপধ্বনি করা হয়। আমার বাড়ি থেকে আমি সে শব্দ শুনতে পাই এবং পরদিন দুপুরবেলা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করা হয় যে দেশ বাদশাহ'র দখলে এসেছে।" অভিযোগের পরবর্তী প্যারাগ্রাফে উল্লেখিত চক্রান্তমূলক ও অবৈধভাবে দিলি- দখল করে নেয়া সম্পর্কে কোন সাক্ষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন পড়ে না। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কোনদিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া কঠিন। অভিযোগ অনুসারে বন্দী ১৮৫৭ সালের ১০মে থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তার পুত্র মির্জা মোগল, গোলন্দাজ রেজিমেন্টের সুবেদার মোহাম্মদ বখত খান এবং আরো অসংখ্য বিভ্রান্ত অজ্ঞাত পরিচয় বিশ্বাসঘাতককে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি ও সাহায্য করেছেন।" মির্জা মোগলকে প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তার এই পদ লাভের বিষয় উদযাপনের জন্য বিদ্রোহের কয়েক দিবস পর বিশেষ রাষ্ট্রীয় শোভাযাত্রা বের করা হয়। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী চুনী লাল, কিন্তু কবে এই শোভাযাত্রা হয়েছিল তিনি তার দিন স্মরণ করতে পারেননি। এই দায়িত্ব লাভের পর মির্জা মোগলের কর্তৃত্ব ছিল অনিয়ন্ত্রিত এবং সুবেদার বখত খানের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর দায়িত্ব ছিল মির্জা মোগলের ওপর। সুবেদার বখত খানকে লর্ড গভর্নর জেনারেল ও কমান্ডার-ইন-চীফ দু'টি পদে অভিষিক্ত করা হয়। ১৭ জুলাই মির্জা মোগল তার পিতাকে জানান যে সেদিন তিনি সেনাবাহিনীর একটি দলকে নিয়ে শহরের বাইরে যান ইংরেজ অবস্থানের ওপর হামলা চালাতে, কিন্তু বখত খান তার উদ্যোগে হস্তক্ষেপ করেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে পুরো বাহিনী নিষ্ক্রীয় অবস্থায় থাকে। বখত খান জানতে চান যে কার হুকুমে সেনাবাহিনী ছাউনি ছেড়ে এসেছে এবং নির্দেশ দেন যে তার অনুমতি ছাড়া তারা কোন অভিযানে বের হতে পারবে না। ফলে বাহিনীকে ফেরত আসতে হয়। মির্জা মোগল এর সাথে আরো যোগ করেন "তার আদেশ পাল্টে যাওয়ার ফলে উচ্চ বা অধঃস্তন যে কোন অফিসারের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং সেনাবাহিনীর ওপর কার আসল কর্তৃত্ব থাকবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ কামনা করি।" এই চিঠির প্রেক্ষিতে কোন আদেশ জারি করা হয়নি। অথবা কোনও ইঙ্গিতও দেয়া হয়নি যে কি সিদ্ধান্ত আসতে পারে। কিন্তু ভালো কোন ব্যবস্থা যে হতে পারে, সে আশা ছিল। পরদিন ১৮ জুলাই আমরা দেখতে পাই যে, মির্জা মোগল ও বখত খান একত্রে কাজ করছেন, কারণ পিতার কাছে মির্জা মোগলের পরবর্তী চিঠিতে তাই প্রমাণিত হয়। চিঠির তারিখ ১৯ জুলাই 'এতে লিখা হয়েছে, "গতকাল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে যে এখন থেকে রাত ও দিনের বেলায় প্রতিরোধমূলক আক্রমন পরিচালিত হবে। আলাপুরের দিক থেকে যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর মেহেরবাণীতে এবং আপনার চিরন্তন মর্যাদার প্রভাবে একটি চূড়ান্ত বিজয়ের আশা করা যেতে পারে, যা শিগগিরই হাসিল হবে। সেজন্য আমি নিবেদন করছি যে আপনার পক্ষ থেকে বেরেলির জেনারেল বরাবরে

www.pathagar.com

ইতিবাচক আদেশ জারি করা হোক, যাতে তিনি সম্ভাব্য সাহায্য কাজে লাগান এবং তাকে আরো নির্দেশ দেয়া হোক তিনি যাতে আলাপুরের দিকে সেনাবাহিনীকে নিয়ে অগ্রসর হন এবং সেদিক থেকে বিধর্মীদের ওপর হামলা চালান, অন্যদিকে আপনার খাদেম তার বাহি-নী নিয়ে অন্য দিক থেকে হামলা চালাবে। দু'টি বাহিনী এভাবে সহযোগিতাপূর্ণভাবে যুদ্ধ করলে এক অথবা দু'দিনের মধ্যে সকল পামর বিধর্মীকে নরকে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া এটা আশা করা যায় যে আলাপুরের দিকে যে বাহিনী যাচ্ছে তারা দুশমনের সরবরাহ পথ বন্ধ করে দেবে। বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনা করে আপনার কাছে পেশ করা হলো।" এই চিঠিতে বাদশাহ'র স্বাক্ষরযুক্ত আদেশে বলা হয়েছে, "যে ব্যবস্থা উপযুক্ত বিবেচিত হবে মির্জা মোগল সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" এরপর দৃশ্যতঃ মির্জা মোগলের দেয়া পরবর্তী নির্দেশেও উলে-খ রয়েছে যে "বেরেলির জেনারেলের বরাবরে একটি আদেশ লিখা হোক।" আমার মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে এই তিনজন একত্রে ষড়যন্ত্র, আলোচনা করেছে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এক্ষেত্রে দু'টি দলিল পেশ করা যেতে পারে যা এখনো আদালতে পেশ করা হয়নি। এর একটি হচ্ছে, ১২ জুলাই জেনারেল মোহাম্মদ বখত খানের জারিকৃত একটি ঘোষণা। এটি 'দিলি- উর্দু নিউজ' থেকে সংগৃহীত, যাতে লিখা হয়েছে, "এই নগরীতে এবং দেশে বসবাসকারী জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে জানানো হচ্ছে যে, কোন দলের প্রধান, পেনসনভোগী, জোতদার এবং অন্যান্যরা যদি তাদের আয়ের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হয়ে ইংরেজদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকেন এবং কোনভাবে তাদেরকে গোয়েন্দা তথ্য প্রদান ও রসদ সরবরাহে সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন তাহলে তাদের কর্মকে ক্ষমতাহীন বলে বিবেচনা করা হবে না। অতএব, এখন ঘোষণা করা হচ্ছে যে, যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা পূর্ণ আস্থার সাথে থাকতে পারে এবং যখন চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে তখন তারা তাদের সাবেক ও সাম্প্রতিক উপাধিতে বহাল থাকবে, পরিপূর্ণভাবে যাচাই বাছাই এর পর তারা তাদের পাওনা লাভ করবে এবং বর্তমান গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে তাদের আয়ের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে পুরো সময়ের জন্য তার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। কিন্তু এই আদেশ জানার পর কোন ব্যক্তি যদি ইংরেজদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য পাচার করে অথবা রসদ সরবরাহ করে তাহলে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেয় সেভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। নগরীর প্রধান দারোগাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় বসবাসকারী উলি-খিত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর এই আদেশনামার উল্টো পৃষ্ঠায় তাদের স্বীকারোক্তিসহ নিতে যে তারা আদেশ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত এবং তা অবিলম্বে বাদশাহ'র কাছে প্রেরণ করবেন।" দ্বিতীয় দলিলটি ১৮৫৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর জারি করা বাদশাহ'র একটি আদেশ, যেটি নগরীর প্রধান দারোগাকে উদ্দেশ্য করে লিখা। এতে বলা হয়েছে, "আপনাকে নগরীতে ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, এটি জিহাদ এবং এই ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বাসের কারণে এবং এটি নগরীর সকল হিন্দু ও মুসলিম বাসিন্দার সাথে জড়িত। একইভাবে তা নগরীর বাইরে গ্রামগুলো এবং পাহাড়ে অবস্থানরত যেসব দেশীয় আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেছে তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইংরেজ সেনাবাহিনীর পক্ষে কোথাও কোন কর্মচারি, তারা পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর লোক হোক

www.pathagar.com

অথবা শিখ বা বিদেশি হোক, অথবা হিমালয় পর্বতের অধিবাসী বা নেপালি হোক না কেন, তারা তাদের বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল থেকে ইংরেজ ও তাদের ভৃত্যদের হত্যা করবে এবং আপনাকে আরো নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যে আপনি ঘোষণা করুন যারা এখনো ইংরেজ বাহিনীর সাথে আছে অথবা তাদের সাথে পাহাড়ে অবস্থান করছে, তারা হিন্দুস্থানের লোক হোক, অথবা বিদেশি বা পাহাড়ি, শিখ বা যে কোন দেশের বাসিন্দাই তারা হোক না কেন, অথবা তারা হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণকারী মুসলমান অথবা হিন্দু যাই হোক দুশমনের পক্ষ থেকে তাদের ভয় করার কোন কারণ নেই। যখনই তারা এ পক্ষে আসবে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে এবং তারা তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম পালন অব্যাহত রাখতে পারবে। আপনাকে আরো ঘোষণা করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, যারা দুশমনের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য যোগ দেবে তারা আমাদের চাকুরিতে থাকুক আর না থাকুক, তাদেরকে ইংরেজদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত যে কোন সম্পত্তি নিয়ে নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা এছাড়াও বাদশাহ'র কাছ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করবে।" এই মাত্র যে দলিলটি পাঠ করলাম, সেটি একটি অফিস কপি এবং এটি বাদশাহ'র প্রধান থানার দফতরে অন্যান্য দলিলের মধ্যে পাওয়া গেছে। এতে দারোগার সিলমোহরযুক্ত এবং বাদশাহ'র প্রধান দারোগার সহকারী ভাও সিংএর স্বাক্ষর রয়েছে। এর চেয়ে আরো বিশ্বস্ত ও অকাট্য প্রমাণ দেয়ার মতো দলিল কোন আদালতে কমই পেশ করা হতে পারে। আমার মনে হয় যে তৃতীয় অভিযোগের প্রমাণ সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে এবং আরো অসংখ্য দলিল থেকে আরো উদ্ধৃতি পেশ করা অপ্রয়োজন। অতঃপর আমরা চতুর্থ অভিযোগের শেষ অংশ প্রমাণ করার দিকে যেতে পারি।

আমার মনোযোগ আমি এখন এই অভিযোগের প্রতি নিবদ্ধ করবো। এতে বন্দীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে "১৮৫৭ সালের ১৬মে দিল্লি-তে কিল্লা-র চত্বরে অত্যন্ত নৃশংসভাবে ৪৯জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ইউরোপীয় ও মিশ্র ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত মহিলা ও শিশু।" এইসব নিরীহ লোকদের হত্যাকা সম্পর্কে আমার অভিযোগ করার কিছু নেই, আদালতে ঘটনার বিস্তারিত লোমহর্ষক বিবরণ পেশ করা হয়েছে এবং সেগুলো সহজে বিস্মৃত হওয়ার মতো নয়। মহিলা ও ছোট ছোট শিশুদের ঠা ক্ষ্য, এ সংক্রান্ত প্রমাণ এবং অন্যত্র একই ধরনের ভয়ঙ্কর হত্যাকা র ঘটনা কি আমাদের মনে কাতরতার সৃষ্টি করে না? এমন একটি স্বীকৃত ঘটনা এখানে প্রমাণ করার জন্য আমি উপস্থিত হয়েছি। এ ধরনের অন্য ঘটনাগুলোও করুণ, কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাহোক, এতে দেখানো হয়েছে যে বন্দী কেমন নিবিড়ভাবে এমন একটি বর্বর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং ৪৯ জন মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যার জন্য তিনি দায়ী। বিদ্রোহে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি সহিংস ঘটনার জন্য দায়ী সকল ব্যক্তির জড়িত থাকার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাপারে আমার বলার কিছু নেই। এ ঘটনাগুলো যাদের সাথে তারা অবৈধভাবে যোগ দিয়েছিল তাদের সাথে ঘটিয়েছে মিলিতভাবে, যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘটে থাকতে পারে, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে তারা হয়তো জানতোও না। আমি এইসব মহিলা ও শিশুর মৃত্যুর সাথে বন্দীর জড়িত থাকার প্রতিটি ঘটনাকে

www.pathagar.com

পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করতে চাই। আমি তাদের আটক করা, তাদের বন্দী করে রাখার স্থান, তাদের প্রতি ভীতিকর আচরণ এবং তাদের বন্দী করা থেকে শুরু করে যে নিষ্ঠুরতা তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হয়েছে সেসবের উলে-খ করতে চাই। প্রথম যে ব্যক্তির সাক্ষ্য থেকে আমি উদ্ধৃতি দিতে চাই তিনি হাকিম আহসান উল্লাহ খান। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, "ব্যাপারটা কেমন যে এতোগুলো ইংরেজ নারী ও শিশুকে কিল-ায় এনে কয়েদখানায় রাখা হলো," তিনি উত্তরে বলেন, "বিদ্রোহীরা নগরীতে তাদেরকে আটক করে এবং যেহেতু তারা কিল-ায় নিজেদের আস্তানা গেড়েছিল, অতএব বন্দীদেরকেও তাদের সাথে কিল্লায় নিয়ে আসে।" আরো জেরা করার পর তিনি জানান যে, বিদ্রোহিরা বন্দীদেরকে তাদের দায়িত্বে রাখেনি এবং প্রতিবার একজন করে বন্দীকে আনার পর বাদশাহ'র কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এবং ইউরোপীয়দের রন্ধনশালায় নিয়ে সেখানে আটকে রাখতে বলা হয়। পুনরায় প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে রান্নাঘরে বন্দীদের আটক রাখার সিদ্ধান্ত বাদশাহই দিয়েছিলেন। ওই সময়ে এটি ছিল একটি বিরাট সুপরি-সর অট্টালিকা, কিন্তু সেটি খুব যত্নে সংরক্ষিত ছিল না। বাদশাহ্ বন্দীদের জন্য জায়গাটি যে স্থির করেছিলেন সেই স্থান সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি নিজে এটিকে একটি সুপরিসর বড় অট্টালিকা বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেটি সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না, এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা যাতে না হয় সেজন্য আহসান উল্লাহ খানের সাক্ষ্যের পর আমি স্বয়ং জায়গাটি পরিদর্শন করেছি এবং এর পরিমাপ করেছি। অট্টালিকাটি ৪০ ফুট দীর্ঘ, ২০ ফুট প্রশস্ত এবং প্রায় ১০ ফুট উঁচু। এটি পুরনো, নোংরা ও ভঙ্গুর জীর্ণ দশাগ্রস্ত, যে অট্টালিকার পলেস্তারা উঠে গেছে, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ দিক হচ্ছে, এটি অন্ধকার, ভাঙ্গাচোরা মেঝে, জানালাবিহীন এবং বাতাস বা আলো প্রবেশের কোন স্থান নেই। একটিমাত্র ফাঁকা জায়গা আছে, সেটি করুণ দর্শন ছোট্ট কাঠের একটি দরজা। কিন্তু আমি এখন মিসেস অল্ডওয়েলকে তার নিজ ভাষায় সে জায়গার বর্ণনা করতে দেব, "আমরা সকলে একটি ছোট্ট কক্ষে আবদ্ধ ছিলাম, ঘরটি অন্ধকার, যেখানে একটি মাত্র দরজা, কোন জানালা বা আর কোন খোলা স্থান ছিল না। কোন মানুষের বসবাসের উপযুক্ত স্থান ছিল না সেটি, বিশেষ করে আমরা সংখ্যায় যতোজন ছিলাম। আমরা গাদাগাদি করে ছিলাম। তার ওপর সিপাহিরা যখন তখন এসে শিশুদের ভয় দেখাতো বলে আমরা প্রায় সারাক্ষণ দরজা বন্ধ করে রাখতাম। ফলে আমরা কোন আলো বা বাতাস পেতাম না। সিপাহিরা আসতো তাদের বন্দুকে গুলী ভরে ও বেয়নেটযুক্ত করে এবং আমাদের প্রশ্ন করতো যে, বাদশাহ যদি আমাদের জীবন ভিক্ষা দেন তাহলে কি আমরা মুসলমান ও দাস হতে সম্মত আছি কি না। কিন্তু বাদশাহ'র বিশেষ সশস্ত্র অনুচরেরা, যারা আমাদের প্রহরা দেয়ার কাজে নিয়োজিত প্রহরীদের নিয়ন্ত্রণ করতো তারা সিপাহিদের বলতো আমাদের জীবন রক্ষার ব্যাপার নিয়ে প্রীত না থাকতে। তারা বলতো যে আমাদেরকে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে সেগুলো চিল বা কাকের খাদ্য হিসেবে দেয়া হবে। আমাদেরকে যাচ্ছেতাই খাওয়ানো হতো, কিন্তু দু'বার বাদশাহ আমাদের জন্য ভালো খাবার পাঠান।" ইংরেজরা এই বিশ্বাসঘাতক ও তার পরিবারকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং ভাতা প্রদান করা সত্ত্বেও তার

www.pathagar.com

বিনিময় এভাবেই দিয়েছে। একজন সাক্ষী সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, "যথেষ্ট সংখ্যক কামরা থাকা সত্ত্বেও এইসব ইংরেজ মহিলা ও শিশুদের তার নিজের মহলে মহিলাদের সাথে রাখার সুযোগ থাকলেও তাদেরকে সেখানে নিরাপদে রাখা হয়নি, যেখানে গোপন কক্ষ ছিল, যেখানে পাঁচশ' লোককে লুকিয়ে রাখা যেতো এবং যেখানে জেনানার পবিত্রতা লংঘন করা এমনকি বিদ্রোহিদের পক্ষে পর্যন্ত সম্ভব হতো না এবং তারা খুঁজেও পেত না।" এবং অপর একজন সাক্ষীর মতে প্রাসাদে শূন্য ভবনের কোন ঘাটতি ছিল না যেখানে মহিলা ও শিশুদের আটক করে রাখা যেত এবং তারা সব ধরনের সুযোগ সুবিধাও ভোগ করতে পারতো। ইংরেজদের উদারতা তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু ইংরেজ বন্দীদের আরো দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে যেখানে অপরাধী ও বদমাশদের রাখা হতো। এবং তাদেরকে অপরাধীদের চেয়েও জঘন্য অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল। তারা ছোট্ট একটি জায়গায় গাদাগাদি করে ছিল এবং প্রতিদিন তাদেরকে অপমানের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়েছে, যার যেভাবে খুশী নিপীড়ন করেছে। উদার ভাতা প্রদান ও রাজকীয় প্রাসাদে বসবাসের সুযোগ দেয়ার বিনিময় ছিল এটি! আহসান উল্লাহ খান ও মিসেস অল্ডওয়েলের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে তারা দু'জনই বন্দীদের এই পরিণতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাদশাহকে দায়ী বলে মনে করেন। তাছাড়া আমরা যদি ছোটখাট বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করি যেগুলো সবই বাদশাহ'র সাথে জড়িত এবং যা দরবারে পুরোপুরিই প্রত্যক্ষ করা গেছে, যা শুধু মনোযোগ আকর্ষণই করেনি, বরং তার স্বাক্ষর দ্বারা স্বীকৃত ও নির্দেশিত হয়েছে, অতএব সন্দেহ করার কি কোন অবকাশ আছে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তার বিশেষ নিয়ন্ত্রণে ছিল? বাস্তবিক পক্ষে বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং তার হাতের লিখাই অকাট্য প্রমাণ যে প্রকৃত ঘটনা কি ছিল। অতএব, আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, বন্দীশালা নির্ধারণ করেছিলেন বাদশাহ, বাদশাহ'র বিশেষ সশস্ত্র প্রহরীরা বন্দীদের ওপর সারাক্ষণ নজরদারি করেছে, বাদশাহ তাদেরকে অত্যন্ত বাজে খাবার সরবরাহ করেছেন এবং মাত্র দু'বার ভালো খাবার সরবরাহ করেছেন। এছাড়া সিপাহিরা তাদেরকে প্রশ্ন করেছে যে তারা মুসলমান ও দাস হতে সম্মত কি না যদি বাদশাহ তাদের জীবন রক্ষা করেন। এমনকি আরো সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যায় যে এসব করার ক্ষমতা তার ছিল। এমন একটি ক্ষেত্রেও যদি দেখা যেত যে বন্দী এমনকি তাদের জীবন রক্ষা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন অথবা তাদের প্রতি কোনরকম সৌজন্যমূলক ও দয়াসুলভ আচরণ দেখিয়েছেন, তাহলেও কথা ছিল। বরং এসব থেকে দূরে যারা বন্দীদের সাথে অমানবিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে তাদের সেসব অসদাচরণ ঠেকাতে কোন নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত দেখা যায়নি। একজন খ্রিস্টানকে খাদ্য ও পানীয় প্রদানের সাধারণ বদান্যতা প্রদর্শনের অপরাধে একজন মুসলিম রমনীকে পর্যন্ত ইংরেজ বন্দীদের দলভুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্বেষের এমন জঘন্য দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? এইসব নিরীহ মহিলা ও শিশুদের আটক রাখার স্থানের অবস্থা দেখে কি প্রথম থেকেই ধারণা করা সম্ভব ছিল না যে নিষ্ঠুর মৃত্যুই তাদের জন্য নির্ধারিত এবং মুকুন্দ লালের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে তাদেরকে সংগ্রহ করা হয়েছে, বাস্তবিক পক্ষে তরবারির প্রান্ত অপেক্ষা করছিল তাদের মৃত্যু দেখার জন্য। বছরের এমন এক মওসুমে এমন একটি জঘন্য স্থানে বন্দী থাকার শাস্তি মৃত্যুতুল্য।

www.pathagar.com

এখানেই হয়তো আমার চুপ করা উচিত এবং আস্থার সাথে বন্দীর বিরুদ্ধে আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণ বিপুল এবং আমি এর কোন অংশই বাদ রাখতে চাই না। চাপরাসি কিংবা বার্তাবাহকের দায়িত্বে নিয়োজিত গুলাব অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে হত্যাকা সংঘটিত হওয়ার কয়েকদিন আগে জানা যায় যে, মধ্যে ইউরোপীয়দের হত্যা করা হবে এবং আদালতে এই দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী সকলে বলেছে যে হত্যাকা র জন্য নির্ধারিত দিনে অসংখ্য লোক এসে হাজির হয় কিল্লায়, দর্শক হিসেবে এবং হত্যাকা অংশ নিতে। যেহেতু সময়টি ছিল সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে, সেজন্য এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই যে কিল্লায় কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে অবশ্যই পূর্ব ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কোনকিছু দ্বারাই এমন বুঝা যায় না যে এমন ভয়ঙ্কর একটি বিপর্যয় ঘটানোর জন্য জনগণ অথবা সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। বরং সাক্ষী সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে কোনরকম আদেশ ছাড়া এটা ঘটতেই পারে না এবং দু'টি উৎস ছাড়া আর কোন স্থান থেকে এমন আদেশ আসতে পারে না, অর্থাৎ বাদশাহ্ অথবা তার পুত্র মির্জা মোগল। সে আরো বলেছে যে কে আদেশ দিয়েছে তা সে জানে না। সে পরিস্কারভাবে আরো উল্লেখ করেছে যে, হত্যাকা র সময় সে উপস্থিত ছিল এবং দেখেছে যে ইউরোপীয় বন্দীরা দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল এবং বাদশাহ'র ভৃত্য ও অনুচরেরা সশস্ত্র অবস্থায় চারদিক থেকে তাদের ঘিরে রেখেছিল। তাদের সাথে কিছু বিদ্রোহী পদাতিকও ছিল। সাক্ষী কোন সংকেত দিতে অথবা আদেশ দিতে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ করে লোকগুলো তাদের তরবারি বের করে যুগপৎ বন্দীদের ওপর হামলা করে এবং তাদের সকলকে কুপিয়ে হত্যা না করা পর্যন্ত আর থামেনি। দ্বিতীয় এক সাক্ষী বার্তা লেখক চূনী লালকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে কার হুকুমে ইউরোপীয়দের হত্যা করা হয়েছে, তখন তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর দেন যে, "এটি ঘটানো হয়েছে বাদশাহ'র হুকুমে, তিনি ছাড়া কে আর এমন একটি হুকুম দিতে পারেন?" তিনি এবং অন্যান্য সাক্ষী অভিন্নভাবে উলে-খ করেছেন যে বাদশাহ'র পুত্র মির্জা মোগল তার ভবনের ছাদ থেকে একজন দর্শক হিসেবে হত্যাকা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই মির্জা মোগল তখন বাদশাহ'র পর কর্তৃত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন। ওই পরিস্থিতিতে যে বাদশাহ'র নিজস্ব দেহরক্ষী, তার বিশেষ সশস্ত্র অনুচররা তার নির্দেশ ও তার ইচ্ছার বাইরে এমন একটি ভীতিকর নৃশংসতা পরিচালনা করতে সাহসী হবে না তা বলাই বাহুল্য। এমন একটি বিষয়ে যদি সন্দেহ পোষণ করা হতো তাহলে বাদশাহ্ অবিলম্বে তা লিখিতভাবে তা জানাতেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে রক্ত পিপাসা ততোটা প্রমাণিত হতো না। মির্জা মোগলের উপস্থিতি এবং এইসব নিরীহ মহিলা ও শিশুদের হত্যাকা বাদশাহ'র নিজস্ব আদেশের আরো প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য আমি বাদশাহ'র একান্ত সচিব মুকুন্দ লালের সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি দেব, "কিল্লায় বন্দী মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা হয়েছে কার আদেশে?" – এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "তিন দিন ধরে এই লোকগুলোকে সংগ্রহ করা হয়। চতুর্থ দিবসে পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহিদের সাথে নিয়ে মির্জা মোগল বাদশাহ'র মহলের প্রবেশ পথে এসে বাদশাহকে অনুরোধ করেন তাদেরকে হত্যার অনুমতি দিতে। বাদশাহ্ তখন তার খাস কামরায় ছিলেন। মির্জা মোগল ও বসন্ত আলী খান ভিতরে প্রবেশ

www.pathagar.com

করেন এবং সিপাহিরা বাইরে অবস্থান করে। বিশ মিনিট পর তারা ফিরে আসে এবং বসন্ত আলী খান চিৎকার করে ঘোষণা করেন যে বাদশাহ্ বন্দীদের হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তারা বন্দীদের নিয়ে যেতে পারে। অতএব, বাদশাহ'র সশস্ত্র অনুচরেরা, যাদের অধীনে বন্দীরা ছিল তারা তাদেরকে বন্দীশালা থেকে বের করে আনে এবং কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী সৈন্যের সাথে মিলে তাদেরকে হত্যা করে।" এতে বুঝা যায় যে মির্জা মোগল বন্দীর কাছ থেকে তখন বের হয়ে এসেছেন এবং তার কাছে ছিল হত্যাকা পরিচালনার আদেশ। এই বক্তব্যের পর আর কোন কিছু যোগ করা অর্থহীন, কিন্তু প্রমাণ চূড়ান্ত হয় বন্দীর দিনপঞ্জী থেকে যা এতো গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাস সৃষ্টিকর যে আমার মনে হয় তা উদ্ধৃত করা উচিত। এ ব্যাপারে হাকিম আহসান উল্লাহ্ খানের সাক্ষ্য নিরূপ। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "বিদ্রোহের সময় বাদশাহ'র আদেশে কি কিল্লায় সংঘটিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো?" উত্তরে তিনি বলেন, "দরবারের দিনপঞ্জী সংরক্ষণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী করা হতো, যা বিদ্রোহের বহু আগে থেকেই চলে আসছিল।" প্রশ্ন : "এই পৃষ্ঠাটি দেখুন এবং এতে যে হাতের লিখা তা আপনি সনাক্ত করতে পারেন কি না?" উত্তর : "জি হ্যাঁ, এটি যে লোকটি দরবারের দিনপঞ্জী লিখার দায়িত্বে ছিল তার হাতের লিখা, এই পৃষ্ঠাটি তারই অংশ।"

১৮৫৭ সালের ১৬মে লিপিবদ্ধ দরবারের দিনপঞ্জীর তরজমার সারাংশ : "বাদশাহ দিওয়ান-ই-খাসে দরবার অনুষ্ঠান করেন ৪৯ জন ইংরেজ বন্দী ছিল, সেনাবাহিনী দাবী করে যে বন্দীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে তুলে দেয়া উচিত। বাদশাহ তাদেরকে বলেন, 'সেনাবাহিনীর যেমন ইচ্ছা তা তারা করতে পারে।' এবং পরিণতিতে বন্দীদের তরবারির শিকারে পরিণত করা হয়। দরবারে বিপুল উপস্থিতি ছিল এবং সকল প্রধান, অমাত্য, অফিসার ও লেখকরা দরবারে হাজির হয়ে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।" তাহলে এখানে আমাদের মৌখিক সাক্ষ্যের পাশাপাশি সন্দেহাতীত লিখিত সাক্ষ্য বিদ্যমান, যার সবই এ সম্পর্কিত এবং অপরাধ সম্পর্কে আমরা যদি বন্দীর লিখিত স্বীকারোক্তি না পেতাম তাহলে প্রমাণ করা অনেকটা অসম্ভবই হতো। আদালতে তার পক্ষে প্রস্তুত দলিল সম্পর্কে আমি বলতে চাই না। আমি তার পুত্র মির্জা মোগলকে লিখা দীর্ঘ চিঠি প্রসঙ্গে বলতে চাই, যে চিঠিতে তিনি খ্রিস্টান বন্দীদের হত্যার বিষয় স্পষ্ট করেছেন। অতঃপর এ ব্যাপারে কোন যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এরপর চতুর্থ অভিযোগের শেষ অংশটুকু মন্তব্যহীন রয়ে যায়, যা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কাছে বাদশাহ'র পক্ষ থেকে কচ্ছ ভোজের শাসক রাও ভারা, জয়সলমীরের প্রধান রণজিৎ সিং এবং জম্মুর রাজা গুলাব সিং এর কাছে পাঠানো চিঠি রয়েছে, যার সারসংক্ষেপ এখানে উপস্থাপন করাই যথেষ্ট।

"বরাবর

রাও ভারা, কচ্ছের শাসক,

আমি জানতে পেরেছি যে আপনি এবং প্রতিটি বিশ্বস্ত মানুষ সকল বিধর্মীকে তরবারির শিকারে পরিণত করেছেন এবং তাদের অপবিত্র উপস্থিতি থেকে আপনার ভূখণ্ডকে করা

www.pathagar.com

হচ্ছে। আপনি আপনার রাজ্যে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সৃষ্টিকর্তার কোন সৃষ্টি যাতে ক্ষুব্ধ বা নিপীড়িত না হয়। এছাড়া, আপনার ভূখণ্ডে যদি কোন বিধর্মী সমুদ্র পথে পৌঁছে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করবেন। এ কাজের মাধ্যমে আপনি প্রকৃতপক্ষে আমার সন্তুষ্টি অর্জন ও ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করেছেন বলে বিবেচনা করা হবে।"

"বরাবর
রণজিৎ সিং, জয়সলমীরের প্রধান
আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে আপনার ভূখণ্ডের কোথাও আর ওইসব অশুভ বিধর্মী, ইংরেজদের নাম নিশানা পর্যন্ত নেই। যদি কোনভাবে এখন পর্যন্ত কেউ কেউ পালিয়ে থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকে, কোথাও আত্মগোপন করে থাকে, প্রথমেই তাদেরকে হত্যা করুন এবং এরপর আপনার ভূখণ্ডের প্রশাসন পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপনি আমার দরবারে হাজির হোন আপনার সমগ্র সামরিক বাহিনীকে নিয়ে। সুবিবেচনা ও বন্ধু বাৎসল্য হাজার বার আপনার ওপর বর্ষিত হবে এবং খেতাব ও পদমর্যাদা দিয়ে আপনার অবস্থানকে মহিমান্বিত করা হবে, যা আপনার যোগ্যতার ধারণ ক্ষমতারও অধিক।"

বরাবর
রাজা গুলাব সিং, জম্মুর শাসক
আপনার দরখাস্তের মাধ্যমে আমি আপনার ভূখণ্ড থেকে অভিশপ্ত অবিশ্বাসী ইংরেজদের হত্যা সংক্রান্ত বিষয়ের বিস্তারিত জানতে পেরেছি। আপনি শত প্রশংসার যোগ্য। এ ব্যাপারে আপনার কর্ম দ্বারা আপনি নিজেকে সকল সাহসী মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, আপনি দীর্ঘজীবী হোন ও আপনার সমৃদ্ধি হোক।"

পুনশ্চঃ "আপনি শাহী দরবারে আগমন করুন এবং অভিশপ্ত, অবিশ্বাসী ইংরেজদের এবং অন্য সকল শত্রুদের যেখানেই পান সেখানে হত্যা করুন। আপনার আশা আকাংখা যাই হোক না কেন, আপনার সমতুল্যদের মধ্যে আপনাকে এমন মর্যাদায় উন্নীত করা হবে যে আপনি তা কল্পনা করতে পারছেন না এবং আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে ও রাজা উপাধিতে ভূষিত করা হবে।"

চতুর্থ অনিয়মিত অশ্বারোহী রেজিমেন্টের একজন দফাদারের পক্ষ থেকে বাদশাহকে পাঠানো এক দরখাস্তে মুজাফফরনগরে তার অফিসারদের হত্যা করার ব্যাপারে উচ্ছাস প্রকাশ করা হয়েছে। বিনিময়ে বন্দী নিজ হাতে তাকে একটি পদে নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন।
অভিযোগগুলো সম্পর্কে আমার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত করতে চাই। ভদ্রমহোদয়গণ, এখন বিষয়টি আপনাদের রায়ের জন্য ন্যস্ত করছি, সিদ্ধান্ত নিতে নিবেদন করছি যে আদালতে উপস্থিত বন্দী, যিনি অবসরপ্রাপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন, এখনো ক্ষমতাচ্যুত বাদশাহ'র সম্মান দাবী

www.pathagar.com

করতে পারেন অথবা তাকে ইতিহাসের সেরা অপরাধীদের একজনের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। আপনাদের ওপরই এটা ঘোষণা করা নির্ভর করছে যে তৈমুরের বংশের শেষ বাদশাহকে আজ তার পূর্বপুরুষের প্রাসাদ থেকে উৎখাত করা হবে, যিনি বয়স ও দুর্ভাগ্যের ভারে ন্যুজ, কিন্তু সম্ভবত যাতনা ও তার বংশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দীর্ঘ বিপর্যয়ে উন্নীত, অথবা এই অপূর্ণ দরবারে, ন্যায়বিচারের উচ্চতর এই সৌধে আজ একটি রায়ের মধ্য দিয়ে বিজয় সূচিত হবে এবং যার রেকর্ড আজ ও সকল যুগে রয়ে যাবে যে, অপরাধের দ্বারা রাজারা দুর্বৃত্তে পর্যবসিত হতে পারে এবং কোন রাজবংশের দীর্ঘ ঐতিহ্য একদিনেই চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

অতঃপর আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য এবং দোভাষি মি. মারফিকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি এই মামলা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মামলায় যোগ্যতার সাথে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। প্রাচ্যের একজন পণ্ডিত হিসেবে তার উচ্চ জ্ঞান অত্যন্ত লক্ষ্যনীয়। মৌখিক পরীক্ষায় তার অনর্গল বলে যাওয়া এবং বিভিন্ন জনের লিখা সকল ধরনের কাগজপত্র দ্রুততার সাথে তৈরি করা, পাঠোদ্ধার ও সঠিকভাবে তা পাঠ করা এবং দলিলাদির লিখিত তরজমায় মূল লিখার চেতনা বজায় রাখা খুব সহজ কাজ নয়। উর্দু ও ফারসি ভাষায় তার সম্পূর্ণ জ্ঞান যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। দোভাষি হিসেবে মি. মারফির উচ্চ যোগ্যতায় আমি নিজের কাছে ও তার কাছে ঋণী থাকবো।

এফ জে হ্যারিওট — দিল্লি
মেজর — ৯ মার্চ, ১৮৫৮ সাল
ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল ও
সরকারি উকিল।

রায়
শুনানীর রায় বিবেচনার জন্য আদালতের কাজ বন্ধ রাখা হয়।

আদালত তার সামনে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করে যে দিলি-র সাবেক বাদশাহ মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সকল ও প্রতিটি অংশের জন্য দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছেন।
এম ডাওয়েস
লে. কর্নেল
প্রেসিডেন্ট

এফ জে হ্যারিওট — দিল্লি
মেজর — ৯ মার্চ, ১৮৫৮ সাল
ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল

www.pathagar.com

অনুমোদিত ও নিশ্চিতকরণ
ক্যাম্প শাহ্রুন
এন রেজি
মেজর জেনারেল
কমান্ডিং মিরাট ডিভিশন এপ্রিল ২, ১৮৫৮

বেলা তিনটায় আদালত অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা।

www.pathagar.com

হাকিম আহসান উল্লাহ্ খানের সাক্ষ্য :

লর্ড অ্যালেনবরোর শাসনামলে যখন গভর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে দিল্লির বাদশাহকে নজর প্রদানের রীতি বন্ধ ঘোষণা করা হয় তখন থেকে বাদশাহ সবসময় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রথমে ইংল্যান্ডে লিখেন এবং পরে সবসময় এ আদেশের ব্যাপারে অভিযোগ করতেন এবং সেজন্য তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

পরবর্তীতে বাদশাহ আরো ক্ষুব্ধ হন তার কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা জওয়ান বখতকে তার উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ইচ্ছা সরকার পূরণ না করায়। সরকার বাদশাহ'র পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা ফতেহ্-উল-মুলককে। কিছুদিন পর মির্জা সোলায়মান শিকোহ'র পুত্র মির্জা খান বখশের পুত্র মির্জা হায়দার তার ভাই মির্জা মুবীদের সাথে লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লিতে আসে। বাদশাহ'র কাছে তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল এবং প্রথম সুযোগেই তিনি বৃটিশ এজেন্টকে লিখেন যে বাদশাহ দুই শাহজাদাকে সরকারি দফতরে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের এজেন্ট, অবশ্য বাদশাহ'র এই ব্যবস্থায় সম্মতি দেননি কারণ শাহজাদাদ্বয় তাদের সাথে কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায় সেগুলোতে বাদশাহ'র সিলমোহর যুক্ত করে। বাদশাহ'র জেনানাতেও এই দুই শাহজাদার অবাধ যাতায়াত ছিল।

লক্ষ্ণৌতে ফিরে মির্জা হায়দার শাহ আব্বাসের মাজারে বাদশাহ'র পক্ষ থেকে একটি পতাকা এবং মাজারের মুজতাহিদকে (প্রধান খাদেম) দিল্লির বাদশাহ'র সিলমোহরযুক্ত পেন্সিলে লিখা একটি চিঠি প্রদান করেন, যাতে বাদশাহ সুন্নী মতবাদ ছেড়ে শিয়া মতবাদ গ্রহণের ব্যাপারে সম্মতির কথা জানিয়েছেন। এই তথ্য বয়ে নিয়ে গেছেন এক অথবা দু'জন শাহজাদা, যারা সুন্নী। বাদশাহকে সম্বোধন করে লিখা কিছু সুন্নীর দরখাস্তেও বিষয়টি জানা যায়। তাদের মধ্যে দিল্লির বাসিন্দা আমিন-উল-রহমান খানের কথা আমার মনে আছে, তিনি তখন লক্ষ্ণৌতে বসবাস করছিলেন। আরেকজন সিদি বিলাল, যিনি আগে বাদশাহ'র চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, পরে লক্ষ্ণৌতে চাকুরি নেন। বিষয়টি দিলি-তে জানাজানি হলে কিছুসংখ্যক আলেম বাদশাহ'র সাথে সাক্ষাৎ করে প্রকৃত ঘটনা জানতে চায়। বাদশাহ উত্তর দেন যে, মির্জা হায়দার কোনভাবে বাদশাহ'র সিলমোহর সংগ্রহ করে তাদের নিজেদের লিখিত সকল কাগজপত্রে সিলমোহর লাগিয়ে সেগুলো লক্ষ্ণৌতে নিয়ে গেছে এবং বাদশাহ মুজতাহিদকে একটি ফরমান লিখেছেন এবং তিনি তাতে উলে-খ করেছেন যে, তিনি শুধু আহলে বায়েতদের (রসুলুল-াহ'র পরিবারের সদস্য) ভালোবাসেন এবং যারা তাদেরকে ভালোবাসে না তাদেরকে তিনি মুসলমান বলে গণ্য করেন না। পরবর্তীতে বাদশাহ'র অনুরোধে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের এজেন্ট লক্ষ্ণৌ থেকে বাদশাহ কর্তৃক মুজতাহিদকে লিখা ফরমানের একটি কপি সংগ্রহ করেন। সেটির বিষয়বস্তু লক্ষ্ণৌ থেকে প্রাপ্ত দরখাস্তগুলোর বক্তব্যের সাথে মিলে যায়। তখন বিশ্বাস করা হয় যে মুজতাহিদের কাছে পাঠানো বাদশাহ'র ফরমান ছাড়াও বাদশাহ অবশ্যই অযোধ্যার বাদশাহকেও চিঠি লিখেছেন, যিনি একজন শিয়া এবং মির্জা হায়দার আশা করেছিলেন যে

www.pathagar.com

তিনি যদি অযোধ্যার বাদশাহ'র সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন তাহলে তার পক্ষে দিলি-র বাদশাহ'র আনুকূল্য লাভ সহজ হবে।

এর এক বছর পর একটি খবর পাওয়া যায় যে মির্জা নজফ পারস্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। মির্জা নজফ ছিলেন মির্জা হায়দারের ভাই এবং দিল্লির বাদশাহ'র ভাগ্নে। মৌলভি বকর প্রকাশিত সংবাদপত্রেও খবরটি প্রকাশিত হয়, যাতে উলে-খ করা হয়েছিল যে, পারস্যের বাদশাহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মির্জা নজফের সফরকে বিবেচনা করেছেন। মির্জা নজফের ঘনিষ্ট বন্ধু মির্জা আলী বখতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মির্জা নজফ দিলি-র বাদশাহ'র কোন চিঠি পারস্যের সুলতানের কাছে নিয়ে গিয়েছিল কি না। সে ইতিবাচক উত্তর দেয় এবং বলে যে চিঠির বিষয়বস্তু ছিল দিল্লির বাদশাহ শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেছেন এবং পারস্যের বাদশাহ'র উচিত তাকে সাহায্য করা। তাছাড়া সেই চিঠিতে দিলি-র বাদশাহ তার দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন। মির্জা আলী বখত আরো বলে যে পারস্য থেকে চিঠির কোন উত্তর আসেনি। কয়েক মাস পর সিদি কাম্বার মক্কায় হজ্বে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছুটি প্রার্থনা করে। দিল্লির পীরজাদা হাসান আসকারির মাধ্যমে ছুটি মঞ্জুর হয় এবং রাহা খরচের জন্য তাকে কিছু অর্থও দেয়া হয়। কিছুদিন পর কিল-ায় নিয়োজিত বৃটিশ সরকারের এক কর্মচারি জাটমলকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে সিদি কাম্বার যে হজ্ব করতে গেছে তা কি সত্য। জাটমল উত্তর দেয় যে তার বিশ্বাস লোকটি হজ্ব করতে যায়নি, পারস্যে গেছে। আমি বলি যে এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু একান্তে খোঁজখবর নিয়ে, বিশেষ করে খোঁজাদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, লোকটি আসলে পারস্যে গেছে। বাদশাহ'র অনুচর পীরজাদা হাসান আসকারি তাকে রাতের বেলায় বাদশাহ'র সিলমোহরযুক্ত কিছু কাগজপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এ থেকে আমার কাছে স্পষ্ট হয় যে সিদি কাম্বারকে মির্জা নজফের কাছে পাঠানো হয়েছে বাদশাহ'র পূর্বেকার পাঠানো চিঠির উত্তর সংগ্রহ করতে। বিষয়টি আমিসহ সকল সুন্নীর কাছ থেকে গোপন রাখা হয়, কারণ মির্জা হায়দার বাদশাহকে তার ধর্মমত পাল্টানোর কারণ ঘটিয়েছে। কিন্তু আমি এই খবর পেয়েছি অন্যান্য লোকের কাছ থেকে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে বাদশাহ সবসময় পারস্যে কি ঘটছে সে সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকতেন, বিশেষ করে যখন বুশায়ারে যুদ্ধ চলছিল।

মির্জা হায়দার গুরুত্বহীন কোন লোক ছিলেন না। তিনি দিল্লির বাদশাহ'র আত্মীয় অর্থাৎ ভাগ্নে ছিলেন এবং লক্ষ্মৌ থেকে মাসিক এক হাজার রুপি ভাতা লাভ করতেন। তিনি ছিলেন বংশানুক্রমে শিয়া, তার দাদা সোলায়মান শিকোহ এবং পিতা খান বখশও শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। তার বিশ্বাস অনুসারে দীক্ষা দানের কাজ অতি পূণ্যের। তাছাড়া দিলি-র বাদশাহকে শিয়া মতে দীক্ষিত করতে পারলে তার ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিলের দিকও ছিল। তাহলে দিল্লি, লক্ষ্মৌ ও পারস্য– এই তিন ভূখণ্ডের বাদশাহ'ই শিয়া মতের অনুসারী হতেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে পারস্যের বাদশাহ'র সাথে যোগাযোগ স্থাপনের পরামর্শ মির্জা হায়দারই প্রথম দেন, যার মধ্যে তিনি নিজের অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

সম্ভবত তিনি আশা করেছিলেন যে বাদশাহ'র শিয়া মতে দীক্ষার বিষয়টি সংবাদপত্রের মাধ্যমে পারস্যের বাদশাহ'র কাছে পৌঁছা উচিত, তার ভাই এর সেখানে পৌঁছার আগেই, যাতে তার ভাই মির্জা নজফ সেখানে সম্মান লাভের অধিকারী হয়।

বাদশাহ বাহাদুর শাহ তার রাজনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপারে কোন ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের বিষয় কমই বিবেচনা করতেন। তার ওপর তার সাধারণ অনুচরবৃন্দের দারুণ প্রভাব ছিল। খোজাদের কাছে কোনকিছুই গোপন থাকতো না, কারণ সর্বত্র এবং সবসময় তাদের প্রবেশাধিকার ছিল। বাদশাহ তার বেগমদের সাথেও তার রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময় করতেন। সে অনুসারে বেগম জিনাত মহলকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি উপযুক্ত বয়সে উন্নীত না হওয়া সত্ত্বেও তার পুত্র জওয়ান বখতকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আবেদন করেন। খোজারা প্রতিটি গোপন বিষয় সম্পর্কে জানতো, কারণ গোপন কামরায়ও তারা যাতায়াত করতে পারতো। খোজা মাহবুব আলী খান বাদশাহ'র সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের প্রধান ছিলেন।

দিল্লির বাদশাহ কর্তৃক পারস্যের বাদশাহকে লিখা চিঠি আমি পড়িনি। আমি পুনরায় বলছি যে চিঠির বিষয়ে আমি শুনেছি শাহজাদা আলী বখতের কাছ থেকে। আমার ধারণা, দিলি-র বাদশাহ নিশ্চয়ই অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে বলেছিলেন। বাদশাহ অর্থের পূজা করতেন, যার প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে বৃদ্ধ বয়সে এ কারণে তিনি গোপনে তার বিশ্বাস পরিবর্তন করেছিলেন।

আমি কখনো এমন শুনিনি যে পারস্যের বাদশাহ'র কাছে লিখা চিঠিতে দেশীয় সৈন্যদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্ররোচনামূলক কোনকিছুর উলে-খ ছিল। সে সময়ে এমন একটি পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়েছিল বলেও আমি মনে করি না। কারণ তখন এ ধরনের কোনকিছু আলোচিত হতো না। আমার মনে হয়, দিলি-র বাদশাহ যখন পারস্যের সাথে একটি মৈত্রীর কথা ভাবছিলেন, তখন কারোই এমন ধারণা হয়নি যে দেশীয় বাহিনীর ওপর প্রভাব সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে।

খোজা বসন্ত আলী খান ও কালী খানের কাছ থেকে আমি শুনেছি, সিদি কাম্বারের কাছে যখন তারা সিলমোহরযুক্ত কাগজপত্র এনে দেয়, বাদশাহ তাকে বলেন সেগুলো মির্জা নজফের কাছে নিয়ে যেতে এবং সেগুলোর উত্তর আনতে। আমার মনে হয় সিদি কাম্বারকে দেয়া কাগজপত্রে নতুন কোনকিছু ছিল না, যদিও আমি সেগুলো পড়িনি। কিন্তু নতুন কিছু থাকলে খোজারা নিশ্চয়ই আমাকে তা জানাতো।

সিদি কাম্বার পারস্যে যাওয়ার পর বিষয়টি জানা যায় এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী মির্জা নজফ পারস্যে পৌঁছে গিয়েছিল। সিদি কাম্বার হিন্দুস্থান ত্যাগ করার প্রায় এক বছর পর অযোধ্যা বৃটিশ ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়।

বাদশাহ'র আলোচনা থেকে দেখা যায় যে বুশায়ারে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন তিনি দৃঢ় আশা করছিলেন যে পারস্য থেকে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য পাবেন এবং তখন তিনি সারাক্ষণ

www.pathagar.com

এ বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি যখন প্রথম পারস্যে লিখেন তখন তার আকাংখা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি, কারণ সবকিছু গোপনীয় ছিল। কিন্তু যখন জানা গেল যে মির্জা নজফ পারস্যে উপনীত হয়েছেন এবং বুশায়ারে যুদ্ধ চলছে, তখন মনে হয় বাদশাহ ওই পক্ষ থেকে কিছু লাভের আশা করছেন।

বাহাদুর শাহ তার মৃত্যুর পর রাজ পরিবারকে লাল কিল-া খালি করে দেয়ার ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় অবস্থানের ব্যাপারে খুব বিচলিত ছিলেন না। কারণ মির্জা-ফতেহ-উল-মূলককে উত্তরাধিকার প্রদানের সাথে সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ইচ্ছা তার জানা ছিল। বাদশাহ মির্জা ফতেহ-উল-মুলকের উত্তরাধিকারের বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মন্তব্য করতেন যে মির্জা ফতেহ-উল-মুলকে এই উত্তরাধিকার লাভে আনন্দ করার কিছু নেই, কারণ তার (বাদশাহ) পর তার উত্তরাধিকারীর কোন কর্তৃত্ব থাকবে না এবং প্রাসাদে বসবাসের অনুমতিও পাবে না। এতে দেখা যায় যে, প্রাসাদ খালি করে দেয়ার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তে বাদশাহ'র কোন মাথাব্যথা ছিল না।

পারস্যের সাথে যুদ্ধ চলাকালে কোন কোন শাহজাদা মনে করতেন যে রুশ সম্রাট যদি পারসিকদের সাহায্য করে তাহলে ইংরেজরা পরাজিত হবে এবং পারসিকরা তখন হিন্দুস্থানের প্রভুতে পরিণত হবে। বাদশাহও অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন। আমি কখনো শুনিনি যে মির্জা নজফ পারস্য থেকে দিল্লিতে কোন গোপন তথ্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি খবর পাঠিয়ে থাকতে পারেন এবং তা লক্ষ্মৌতে তার ভাই মির্জা হায়দারের কাছে।

বাদশাহ যখন পারস্য থেকে সাহায্যের আশা করছিলেন, তখন দেশীয় রাজন্যদের ওপর প্রভাব সৃষ্টির কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি এবং তার কারণ মির্জা হায়দার লক্ষ্মৌ থেকে আর কখনো দিল্লিতে ফিরে আসেননি। এই লোকটি অত্যন্ত দক্ষ কুশলী। তিনি প্রথমে পারস্যের বাদশাহ'র সাথে যোগসূত্র স্থাপনের পরামর্শ দেন এবং এটাও হতে পারে যে তিনি বাদশাহ'র দরবারে সে সময় উপস্থিত থাকলে দেশীয় রাজন্যদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ারও পরামর্শ দিতেন।

লর্ড অ্যালেনবরোর সাথে বাদশাহ'র সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল, যেহেতু তিনি ঈদ, নওরোজ এবং বাদশাহ'র জন্মদিন উপলক্ষে নজর প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আগ্রার লেফটেন্যান্ট জেনারেলের সাথেও তার মন কষাকষি চলছিল। যেহেতু তিনি মির্জা জওয়ান বখতকে উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন মির্জা ফতেহ-উল-মুলককে। সাধারণভাবে বৃটিশ সরকারের সাথে এবং ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য বৃটিশ অফিসারদের ব্যাপারে বাদশাহ অসন্তুষ্ট ছিলেন না, এমনকি খ্রিস্টধর্মের প্রতিও তিনি কোন বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না।

বাদশাহ তার মুরীদ বা ভক্ত বানানোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে জাগতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হতেন। দেশীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরাই যে মুরীদ হতো এমন নয়। অন্যেরাও তাকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করতো। গোলযোগের

www.pathagar.com

পূর্বে এটি একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। বাহাদুর শাহের পিতাও মুরীদ করতেন, যদিও বাহাদুর শাহ মুরীদ করার সাথে মুরীদদের একটি করে হালকা লাল রং এর রুমাল প্রদানের রীতি চালু করেছিলেন। দিল্লির পীরজাদারা, যারা দিলি-র বাদশাহদের আধ্যাত্মিক নির্দেশক ছিলেন, তারাও মানুষের মাঝে এমন ধারণা দিতে থাকেন যে বাদশাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

সকল ব্যাপারে আধ্যাত্মিক নেতাকে অনুসরণ করার মধ্যে অনেক সুবিধা ছিল, যে রীতি প্রথম চালু হয়েছিল বাহাদুর শাহের পিতার আমলে, কিন্তু বাহাদুর শাহ বিপুল সংখ্যক মুরীদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুরীদ করার ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতিই অনুসৃত হতো। আমি কখনো শুনিনি যে বাদশাহ দেশীয় সিপাহিদের মধ্য থেকে মুরীদ করছেন তাদেরকে বৃটিশ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এটি স্পষ্ট ছিল যে একজন 'পীর' বা আধ্যাত্মিক নেতা আশা করবেন যে তার মুরীদরা সকল পরিস্থিতিতে তার সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

আমি এমন কথাও কখনো শুনিনি যে দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে যারা দিল্লিতে বিদ্রোহে শামিল ছিল তারা কখনো উল্লেখ করেছে যে বাদশাহ'র মুরীদ ছিল বলে তারা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্রোহে কোন মুরীদ আসেনি অথবা বাদশাহ'র দেয়া লাল রুমাল প্রদর্শন করেনি। তাছাড়া দিল্লি দখল করে রাখার পাঁচ মাসে সিপাহিদের কেউই বাদশাহকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা বলে গ্রহণ করেনি। এর কারণ আমি জানি না। সম্ভবতঃ যারা বাদশাহ'র মুরীদ ছিল তারা সে সময়ে ছুটিজনিত অনুপস্থিত ছিল এবং মির্জা মোগলের বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে আমি যা জানতে পেরেছি তাতে আমি বাদশাহ'র কোন মুরীদের উল্লেখ পাইনি। অথবা কোন দরখাস্ত কোন মুরীদ কর্তৃক লিখিত হয়েছে এমনও পাওয়া যায়নি। চর্বিযুক্ত গুলীর প্রশ্ন উঠার পরবর্তী পাঁচ মাসে কোন সিপাহি বাদশাহ'র মুরীদ হয়নি। আমি সারাক্ষণ বাদশাহ'র সাথে ছিলাম, অতএব কেউ তার মুরীদ হলে আমি অবশ্যই জানতাম।

বাদশাহ'র মুরীদরা মুসলমানদের মধ্য থেকেই হয়েছে, অন্য কোন জাতি থেকে নয়। আমি কখনো শুনিনি যে বাদশাহ দেশীয় সৈন্যদের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগসূত্র রক্ষা করেছেন। কিন্তু যখন কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তখন তিনি দেশীয় সৈন্যদের ব্যাপারে উদ্বেগের সাথে খোঁজখবর নিতেন। বৃটিশ সরকারের প্রতি যেহেতু তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন, অতএব তাদের পরাজয়ের খবর তাকে আনন্দিত করতো। তিনি আশা করতেন যে অন্য কোন শাসক যে বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করবে তিনি তাকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা দেবেন তার বংশের মহিমার কথা ভেবে। সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি বিশ্বাস করতেন যে বৃটিশ শক্তির ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তার নিজের সমৃদ্ধি আসবে।

আমি ভালোভাবে স্মরণ করতে পারছি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে পাঞ্জাবকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করার পর পণ্য বিনিময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কিছুসংখ্যক

www.pathagar.com

দেশীয় রেজিমেন্টের বিদ্রোহের কথা বাদশাহ'র কাছে অবশ্যই পৌঁছে থাকবে। এবং আমার মোটেও সন্দেহ নেই যে বাদশাহ এ ঘটনা সন্তুষ্টির সাথেই শুনেছিলেন।

কলকাতার নিকটে একটি রেজিমেন্ট চর্বিযুক্ত গুলী গ্রহণে যে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল সেটি কোন্ মাস ছিল তা আমি সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারি না। আমি শুধু জানি যে এ তথ্যটি কলকাতার একটি সংবাদপত্রে পাওয়া গিয়েছিল এবং যখন জানা যায় যে, গুলী সম্পর্কিত আলোচনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তখন মন্তব্য শোনা যায় যে বিষয়টি মানুষের ধর্মকে স্পর্শ করেছে, উত্তেজনা সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং দেশীয় সৈন্যরা বৃটিশ সরকারকে পরিত্যাগ করতে পারে, তাহলে তাদের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। বাদশাহ মন্তব্য করেন যে সেক্ষেত্রে তিনি ভালো অবস্থায় উন্নীত হবেন এবং নতুন যারা ক্ষমতায় আসবে তারা তাকে আরো সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করবে।

রাজ পরিবারের শাহজাদারা মন্তব্য করতে শুরু করে যে, দেশীয় সিপাহিরা হয় নেপালে অথবা পারস্যে যাবে। কিন্তু তাদের কোন ধারণা ছিল না যে, বাদশাহ'র সাথে তারা যুক্ত হতে পারে। কারণ বাদশাহ'র কোন অর্থ বা সেনাবাহিনী ছিল না। যদিও নতুন চর্বিযুক্ত গুলীর বিষয়টি বিদ্রোহের আপাত কারণ ছিল, কিন্তু বাস্তব কারণ তা ছিল না। দেশীয় সৈন্যদের বড় একটি অংশ দীর্ঘদিন আগে থেকেই বৃটিশ সরকারের প্রতি বিরূপ ও অসন্তুষ্ট ছিল। তারা বিবেচনা করতো যে তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করা হচ্ছে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে চর্বিযুক্ত নতুন গুলীর প্রশ্নটিকে পক্ষত্যাগের চমৎকার অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের ভিতরে যে গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল তা ক্রমে সমগ্র সেনাবাহিনীতে ব্যাপ্ত হয়ে তাদের শাসকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণের রূপ পরিগ্রহ করে এবং তার সাথে যুক্ত হয় ধর্মীয় উপাদান, সৈন্যদের মন সরকার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা বিশ্বাস করতো যে সরকারের শক্তি একমাত্র তারাই এবং তাদের বিরুদ্ধে বৃটিশদের যুদ্ধ করার কোন উপায় নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তারা বিশ্বাস করতো যে সরকার তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করছে। বাস্তবিক পক্ষে, এটা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক যে কমান্ডার-ইন-চীফ নিজের ওপর দায়িত্ব নিয়েছিলেন দুই বছরের মধ্যে গোটা হিন্দুস্থানের জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টানে পরিণত করতে। এর ফলে তাদের পরিকল্পনা আরো গতি লাভ করে এবং তার সাথে যুক্ত হয় অজ্ঞতা। আমার মনে হয় যে, দেশীয় সিপাহিরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল এবং নতুন গুলী তখন পর্যন্ত তাদেরকে ব্যবহারের জন্য দেয়া না হলেও তারা বিদ্রোহ করার জন্য অন্য কোন অজুহাদের আশ্রয় নিত। কারণ তারা যদি শুধুমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্য দ্বারা তাড়িত হতো, তাহলে তারা বৃটিশের চাকুরি ছেড়ে দিতে পারতো এবং তারা যদি চাকুরি করতে চাইতো তাহলে তারা বিদ্রোহ করতো না।

বাদশাহ মনে করতেন যে সরকার আসলেই মানুষের ধর্ম পরিবর্তন করতে চাইছে। কিন্তু আমি প্রায়ই তাকে বলেছি যে এটি দুষ্ট লোকের সৃষ্ট গুজব ছাড়া আর কিছু নয়। সেজন্য আমি আরো বলেছি যে বৃটিশরা বিজ্ঞ, যারা সমগ্র জনগোষ্ঠীকে আহত করতে পারে এমন

www.pathagar.com

কিছু করবে না অথবা আমি এমনটিও বিশ্বাস করি না যে তারা একটি সেনাবাহিনীকে কলুষিত করতে চাইবে, যাদের কাছ থেকে তারা ভালো কাজ পাওয়ার আশা করে। এই যুক্তি বাদশাহকে সন্তুষ্ট করতো যখন আমি তাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতাম। কিন্তু তিনি যখন তার নিজস্ব উপায়ে ভাবতেন এবং তার খোজা ও রাণীদের কথা শুনতেন তখন গুজবেই কান দিতেন।

আমার উপস্থিতিতে মিরাট থেকে কোন গোয়েন্দা তথ্য আসেনি। সোমবার সূর্যোদয়ের একটু পরই স্বেচ্ছাসেবী দলের একজন সিপাহি, যে লাহোর গেটে কর্তব্যরত ছিল, সে এসে দিওয়ান-ই-খাসের প্রহরীদের জানায় যে সরকারি সৈন্যরা মিরাটে বিদ্রোহ করেছে এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যরা শিগগিরই দিল্লিতে এসে পৌঁছবে। এর প্রায় এক ঘন্টা পর দিলি- ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত রেজিমেন্ট লালকিল্লায় প্রবেশ করে এবং অল্পক্ষণ পরই মিরাট বাহিনীও কিল্লায় পৌঁছে। এর আগে এ সম্পর্কিত কোন খবর পাওয়া যায়নি।

আমার উপস্থিতিতে কখনো বলা হয়নি যে মিরাটে কোর্ট মার্শাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাতে নতুন গুলী ব্যবহার করতে অস্বীকারকারী সিপাহিদের বিচার করা হয়েছে। সাধারণতঃ এ ধরনের খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঘটনার পাঁচ বা ছ'দিন পর পাওয়া যায়।

আমি বিশ্বাস করি না যে মিরাটে কোর্ট মার্শাল সংক্রান্ত তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে বাদশাহ কাউকে মিরাটে পাঠিয়েছিলেন। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে জিনাত মহল মিরাটে কাউকে পাঠিয়েছিলেন বলেও আমি শুনিনি।

তবে হ্যাঁ, সৈন্যরা তার কাছে এসেছে দেখে বাদশাহ বিস্মিত হয়েছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ তাদের আগমনের পূর্বে এ সম্পর্কে কোনকিছুই জানা যায়নি, যার ফলে তাদের আগমন সম্পর্কে আশা করা যেতে পারতো। যদিও গুলী সম্পর্কিত আলোচনা যখন শোনা যায়, তখন ধারণা করা গিয়েছিল যে এর ফলে একটি অঘটন ঘটতে পারে।

যেদিন সৈন্যরা এসে পৌঁছে ওইদিন সন্ধ্যায় আমি বাদশাহকে বলি যে তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না, কারণ তারা তাদের মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং আমি আগ্রার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে একটি চিঠি লিখি বাদশাহ'র পক্ষ থেকে এবং ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যা করার বিষয়ে তাকে অবহিত করে আরো জানাই যে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বাদশাহ অক্ষম এবং ইউরোপীয় সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করার জন্য নিবেদন করি।

সকালে বাদশাহ'র সাথে আমার কোন একান্ত আলাপ হয়নি, কারণ বিদ্রোহী সৈন্যে প্রাসাদে এতো অধিক ভিড় ছিল যে আমি তার সাথে কথা বলার কোন সুযোগ পাইনি। বিদ্রোহিদের উপস্থিতির ব্যাপারে বাদশাহ'র কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। কারণ বাদশাহ'র উকিল গোলাম আব্বাস ও আমি যখন কিল্লা রক্ষীদের কমান্ডান্ট ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরের এজেন্টের পক্ষ থেকে দু'টি কামান, গোলন্দাজ সৈন্য এবং বেহারাসহ দু'টি পালকি

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন ডগলাসের কাছে লাহোর গেটে পাঠানোর অনুরোধ বাদশাহ'র কাছে জানাই, বাদশাহ কোন অজুহাত প্রদর্শন ছাড়াই অনুরোধ অনুসারে সেগুলো পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কেউ বলতে পারে না যে রুটি বিতরণের উদ্দেশ্য কি ছিল। কে প্রথম এই পরিকল্পনা করেছিল তাও জানা যায় না। কিল্লায় সকলে বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে এর অর্থ কি হতে পারে। এ ব্যাপারে বাদশাহ'র সাথে আমার কোন আলোচনা হয়নি, কিন্তু অন্যেরা এ বিষয়ে তার উপস্থিতিতে কথা বলেছে একই বিস্ময়ে যে এর উদ্দেশ্য কি। আমার মনে হয়েছে যে রুটির বিষয়টি সম্ভবত দেশীয় সৈন্যদের দ্বারাই উদ্ভূত, যা প্রথমে অযোধ্যায় বিতরণ শুরু হয়। আমিও বিস্মিত হয়েছি যে, এটি কেন হচ্ছে, কিন্তু মনে হয়েছে নিশ্চয় এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে। আমি আবার বলছি যে, প্রথমে অযোধ্যা থেকে রুটি বিতরণের সূচনা হয়েছে।

কারো কারো অভিমত ছিল যে কোন বিশেষ প্রতীকি উদ্দেশ্যে দেশীয় সৈন্যরা চাপাতি বিতরণ শুরু করে। অন্যদের বিশ্বাস যে, এর সাথে কোন যাদুটোনা জড়িত, কারণ অজ্ঞাতভাবে সারা দেশে এর বিতরণ শুরু হয়েছিল, কিন্তু কোথায় এ ধারণার উৎস এবং কখন প্রথম পাঠানো হলো সে সম্পর্কে কেউ জানে না। জনগণ অবশ্য এটাও বিশ্বাস করতো যে এই রুটি গোপন রহস্যের সাথে জড়িত, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশের ধর্মকে পবিত্রতার সাথে সংরক্ষণ করা। কারণ, সরকার দু'বছরের মধ্যে এ দেশের ধর্মকে পদানত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে জানা গেছে।

সেনাবাহিনীর দফতর থেকে আমি জানতে পেরেছি যে সরকার গুলী প্রস্তুত করতে চর্বি ব্যবহার করেছে এবং আটার সাথে পশুর অস্থি চূর্ণ মিশ্রিত করেছে জনগণকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে। সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে অস্ত্র তুলে ধরার এটিই কারণ বলে দৃশ্যত মনে হয়, কিন্তু আমি সেনা অফিসারদের অতি পরিচিত হায়দর হাসানের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে সৈন্যরা একান্তে একথা বলতো, "আমরা যদি একত্রে আমাদের অভিযান চালিয়ে যেতে পারি, তাহলে সরকারি সৈন্যদের কাছে আমরা পরাজিত হবো না, বরং আমরাই হবো দেশের প্রভু।" আমার মনে হয় যে, দেশীয় সৈন্যরা পার্থিব লাভের আশায় বিদ্রোহ করেছিল। ধর্মকে মিশ্রিত করা শুধুমাত্র তাদের আসল উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা ছিল। তারা যদি প্রকৃতপক্ষে ধর্মের জন্য লড়াই করতো তাহলে তারা সাধারণ মানুষের বাড়ি ও সম্পত্তি লুন্ঠন করতো না, কিংবা তাদের নিপীড়ন বা আহত করতো না, বরং শুধুমাত্র বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়তো। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর বিদ্রোহী সিপাহিরা বলতে শুরু করেছিল যে তারাই দেশের মালিক এবং তারা বিভিন্ন রাজন্যকে দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দায়িত্বে ন্যস্ত করবে।

দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী রেজিমেন্ট এর ভাষ্যমতে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে মিরাটের বাহিনীর সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল এবং মিরাটের বাহিনীই অন্যান্য স্থানের সিপাহিদের সাথে যোগাযোগ করেছে। ফলে প্রত্যেক সেনানিবাস থেকে সৈন্যরা দিলি-তে আসে। দেশীয় সিপাহিরা দলত্যাগ করার পর একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে তারা আগে থেকেই

www.pathagar.com

নিজেদের মধ্যে অভিন্ন কার্যকারণ স্থির করে নিয়েছিল। দিল্লির বিদ্রোহি সৈন্যরা অন্য রেজিমেন্টের সৈন্যদের লিখে দিল্লিতে চলে আসার জন্য। বাস্তবিক পক্ষে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী অফিসারের অনুরোধে বাদশাহ নিমাচ, ফিরোজপুর ও অন্যান্য স্থানের সৈন্যদের প্রতি আদেশ জারি করেন তার সাথে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে। দিল্লির বিদ্রোহিদের লিখা চিঠির সাধারণ বক্তব্য ছিল, "আমাদের অসংখ্য লোক এখানে চলে এসেছে, আপনারাও কি আপনাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুততার সাথে এখানে চলে আসবেন?"

বিদ্রোহী অফিসারদের অনুরোধে বাদশাহ মুনশিদের নির্দেশ দিতেন তারা যেভাবে চায় সেভাবে লিখতে। দেশীয় সৈন্যদের পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত সম্পর্কে আমার পক্ষে আর কোন তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। আমি যা জানি, তার সবই বলেছি।

দেশীয় সৈন্যরা পক্ষ ত্যাগ করার আগে প্রতিটি সেনানিবাসে নারী ও শিশুসহ ইউরোপীয়দের হত্যা করার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারবো না যে পক্ষ ত্যাগের আগে বিদ্রোহিরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তবু আমার মনে হয় যে যখন বিদ্রোহ ঘটে যায় তখনও তাদের সকল পরিকল্পনা পরিপক্কতা লাভ করেনি।

বিদ্রোহিরা তাদের বিদ্রোহ শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট কোন তারিখ স্থির করেছিল বলে আমি শুনিনি, কিন্তু আমার মনে হয় যে আসলে কোন তারিখই ঠিক করা হয়নি, যদি কোন তারিখ থাকতো তাহলে সে সম্পর্কে অবশ্যই কোথাও উল্লেখ থাকতো বিদ্রোহের সময়সহ, দিল্লির বিদ্রোহিরা অন্যান্য সৈন্যদের যে চিঠিপত্র লিখেছে সেগুলোতে উল্লেখ থাকতে পারতো, কিন্তু কোথাও ছিল না। আমার মনে আছে যে ওইসব চিঠিতে নিচের ভাষায় ছিল, "আপনারা এমন একটি তারিখ জেগে উঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু এখনো আপনারা আসেননি, অর্থাৎ আপনারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি।"

আমি যখন উপরোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করছি, তখন বিদ্রোহিদের পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভের পূর্বেই 'ঘটনা' ঘটে গেছে এবং যে 'ঘটনার' উল্লেখ করছি তা ঘটেছে মিরাটে। আমার মনে হয় মিরাটের ঘটনা যদি এতো শিগগির না ঘটতো, তাহলে বিদ্রোহিদের পরিকল্পনা এবং তাদের ঐক্য আরো কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী হতো। মিরাটে উপযুক্ত সময়ের কিছু আগে বিদ্রোহ ঘটার পিছনে দু'টি কারণের মধ্যে একটিকে দায়ী করা যায়, হয় মিরাটের সৈন্যরা অতিরিক্ত হঠকারী ছিল অথবা সরকার তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করেছিল।

থার্ড ক্যাভালরির অফিসার গুলাব শাহ, যিনি মিরাট থেকে আসেন, তিনি সরকারের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে সরকার সৈন্যদের নিরস্ত্র করে এবং বেড়ি দিয়ে আটকে কয়েদখানায় পাঠায়।

তাছাড়া নতুন গুলী সম্পর্কে অধিকাংশ সিপাহির মধ্যে অভিযোগ ছিল এবং সরকারের সাথে এ নিয়ে তাদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, সৈন্যদের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছুটি দান, পণ্য বিনিময় বন্ধ হয়ে যাওয়া, জাহাজযোগে সৈন্যদের সাগর পাড়ি দেওয়ানো এবং আগের চেয়ে তাদের সাথে স্বল্প বিবেচনার বিষয়গুলো তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে। কিন্তু তারা চর্বিযুক্ত গুলীর

www.pathagar.com

বিষয়টিকেই সামনে আনে, যা বিদ্রোহের সবচেয়ে জোরালো কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের অন্যান্য অভিযোগ অতোটা গুরুত্ব পায় না। এর কারণ ছিল স্পষ্ট। গুলী নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কে ধর্মীয় উপাদান জড়িত ছিল, যা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে। সাধারণ মানুষ যারা অনিবার্য কারণেই অজ্ঞ, তারা প্রতারিত হয়ে সত্যিসত্যি বিশ্বাস করেছে যে, তারা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছে। দুষ্ট লোকেরা লাভের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

বিদ্রোহিরা ঘৃণার সাথে বৃটিশদের সম্পর্কে বলতো। তারা তাদেরকে বলতো 'নাসারা' ও বিধর্মী, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে নোংরা ভাষা ব্যবহার করতো না। তারা বলতো যে সরকার কোন অগুরুত্ব প্রধানকে ভূমি সত্ব রাখতে দেবে না এবং হিন্দুস্থানের দেশীয়দের কোনরকম বিবেচনায় আনবে না। দেশীয় সেনাবাহিনীর হিন্দু ও মুসলমানরা সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল এবং হিন্দুরা ছিল সংখ্যায় অধিক। কিন্তু দিল্লির বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে অসন্তুষ্টি ছিল কম। মুসলমানদের বেশি অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ ছিল যে 'বকরী ঈদ' উপলক্ষে গরু কোরবানি নিয়ে যখন বিবাদ সৃষ্টি হয়, তখন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তদুপরি জানা যায় যে, সরকার হিন্দুস্থানের দেশীয়দের শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করে তাদেরকে খ্রিস্টান হিসেবে দীক্ষিত করতে ইচ্ছুক।

পরে একটি বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় যে, সিপাহিরা তাদের ভুলের জন্য অনুশোচনা করেছে এবং এর প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় যে বহু সিপাহি গোপনে তাদের রেজিমেন্ট ত্যাগ করে গেছে, অনেকে তাদের অফিসারদরে কাছে পদোন্নতির জন্য, বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছে এবং যখন তাদের আবেদন গৃহীত হয়নি, তখন তারা প্রকাশ্যে দল ছেড়ে গেছে।

প্রাসাদের লোকজন অথবা শাহজাদারা আগে থেকে জানতো না যে দিলি-র স্বেচ্ছাসেবী রেজিমেন্টের সিপাহিদের সাথে মিরাটের বাহিনীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্রোহি বাহিনীর অফিসাররা যখন দিল্লিতে পরবর্তীতে একথা বলে তখনই তা জানা যায়। আমার বিশ্বাস, বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পূর্বে সিপাহি ও দেশীয় প্রধানদের মধ্যে কোন চিঠি চালাচালি হয়নি। কারণ, যদি চিঠি প্রেরণ করা হতো তাহলে প্রধানদের কাছে প্রেরিত পরবর্তী চিঠিগুলোতে তার উল্লেখ থাকতো। তাছাড়া, এ ধরনের কোন কিছু যদি থাকতোই তাহলে বিদ্রোহী সিপাহিদের কিছু অংশ প্রধানদের দিকেও এগিয়ে যেত, যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল না।

আমার আরো মনে হয় যে বিদ্রোহী সিপাহিরা তাদের নিজস্ব শর্তে বিদ্রোহ করেছে এবং কোন প্রধানের প্ররোচনায় নয়। কারণ প্ররোচিত হলে বিদ্রোহিরা তাদের প্ররোচনা দানকারীর দিকে যেত এবং তাকে তাদের সাথে যোগ দিতে বাধ্য করতো। তাছাড়া বিদ্রোহিরা দেশের জনসাধারণের ওপর বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না, তারা যদি তা পারতো, তাহলে তাদের সাথে সদয় আচরণ করতো এবং তাদের ওপর নিপীড়ন করতো না ও লুণ্ঠন চালাতো না।

www.pathagar.com

নগরীর পরিত্যক্ত শ্রেণীর লোকজনের মাথাচাড়া দিয়ে উঠার জন্য কোন প্ররোচনার প্রয়োজন পড়ে না। উদ্ভূত পরিস্থিতির দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিশৃংখলা সিপাহিদের সাথে তাদের আঁতাত সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিল। আমার অভিমত হচ্ছে, গুজ্জার ও বিদ্রোহী সিপাহিদের মধ্যে পূর্বে কোন মতৈক্য গড়ে উঠেনি। কিন্তু পরে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী অফিসার বাদশাহকে সম্মত করান দিল্লির আশেপাশের দু'টি গুজ্জার এলাকার জন্য, একটি ঢাক ও একটি পতাকা প্রদানের জন্য, যারা বৃটিশ সেনা ছাউনির রসদ লুণ্ঠনের কাজে নিয়োজিত ছিল। একইভাবে বুলন্দশহর জেলার সিকান্দ্রার নিকটে বসবাসরত একজন রাওকে অনুরূপ কাজের জন্য একটি ঢাক ও একটি পতাকা প্রদান করা হয়।

গোলযোগের মেয়াদে বৃটিশ শাসনাধীন বেসামরিক প্রশাসন থেকে পক্ষ ত্যাগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠেনি। সিপাহিরা কোন অভিযোগ করেনি। কারণ তারা স্বয়ং স্বৈরাচারমূলক কাজ করছিল এবং জনগণ সিপাহিদের নির্যাতনমূলক আচরণের এমন শিকার ছিল যে বৃটিশের বিরুদ্ধে তারা কোন অভিযোগ করেনি।

পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় ও খ্রিস্টানকে হত্যা করার জন্য প্রধান প্ররোচনা দানকারীদের মধ্যে ছিলেন অশ্বারোহী রেজিমেন্টের গুলাব শাহ, একাদশ ও ৭৪তম দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের অফিসারবৃন্দ এবং বাদশাহ'র অনুচরদের মধ্যে খোজা সিদি নাসির খান ও বসন্ত আলী খান। এর কারণ ছিল, গুলাব শাহ ও তার বাহিনী ছাউনি ফেলেছিল হায়াত বখশ উদ্যানে, যা শাহী মহলের প্রবেশ পথে ছিল এবং খোজারা যেখানে থাকতো।

শাহজাদাদের মধ্যে ইউরোপীয়দের হত্যার ব্যাপারে মির্জা আবুবকর ও মির্জা খায়ের সুলতানের প্রধান ভূমিকা ছিল। অন্যেরা ছিল তাদের সহযোগী।

আমি খোজাদের সামনেই এ ব্যাপারে বাদশাহ'র সাথে কথা বলেছি। খোজারা গুলাব শাহ এর অনুরোধে ইউরোপীয়দের হত্যার জন্য বাদশাহ'র আদেশ লাভের পক্ষে উকালতি করলে আমি বাদশাহকে বলি যে আমাদের ধর্মে নারী ও শিশুকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। আমি তাকে পরামর্শ দেই বাস্তবসম্মত কারণেই তাদেরকে জীবিত রাখার জন্য। আমি তাকে আরো বলি ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট নেতার কাছ থেকে ফতোয়া সংগ্রহ করে নারী ও শিশুদের হত্যা নিষিদ্ধ করতে এবং সেই ধর্মীয় নেতার রায় সিপাহিদের অফিসারদের প্রদর্শন করতে এবং বন্দীদের নিরাপদ স্থানে রাখতে ও তাদেরকে নিজের পরিবার ও সন্তানের মতো হেফাজত করতে। আমি তাকে এবং এর তাৎক্ষণিক ও দূরবর্তী সুবিধাগুলোও ব্যাখ্যা করি। তাকে বলি যে, আফগান যুদ্ধ চলাকালে কাবুলের সরদার মোহাম্মদ আকবর খান তার ইউরোপীয় বন্দীদের সাথে এমন আচরণই করেছিলেন। বাদশাহকে আরো বলি যে, এই আচরণের কারণেই আকবর খান তার পিতা আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানকে বৃটিশের বন্দীশালা থেকে মুক্ত করতে সফল হয়েছিলেন এবং এভাবেই আমীর শেষ পর্যন্ত তার দেশের শাসন ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

আমার পরামর্শের ফল হিসেবে খ্রিস্টানদের হত্যা সে সময়ের জন্য স্থগিত ছিল এবং

www.pathagar.com

পরবর্তী দু'দিন তাদের জীবন নিরাপদ ছিল। কিন্তু পরে আবেদনকারীরা বাদশাহ'র ওপর চাপ প্রয়োগ করে তার সম্মতি আদায়ের জন্য এবং এক পর্যায়ে খোজা বসন্ত আলী খান ও সিদি নাসির খান খ্রিস্টানদের তুলে দেয় গুলাব শাহের হাতে, যিনি কিল্লার পুকুরের পাশে নিয়ে তাদেরকে হত্যা করেন।

বাদশাহ যদি নারী ও শিশুদের তার জেনানায় রাখতেন এবং সিপাহিদের দাবীর মুখে যদি বলতেন যে ইউরোপীয়দের হত্যার সাথে তিনি একমত নন, তার নিজের মহিলা ও শিশুদের প্রথমে হত্যা করেই বন্দীদের হত্যা করা সম্ভব, তাহলেই সম্ভব ছিল যে সিপাহিরা প্রাসাদে প্রবেশ করে খ্রিস্টানদের হত্যা করার মতো সাহসী হতো না। বাদশাহ খুব সহজে একথা বলতে পারতেন এবং সেভাবে কাজ করতে পারতেন। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সিপাহিদের সাথে অনমনীয়ভাবে কথা বলেছেন। বাদশাহ যদি সম্মতি না দিতেন, তাহলে তিনি অনুমতি দিয়েছেন বলে ভ্রান্ত আদেশ তৈরি করা সম্ভব ছিল না।

একাদশ ও ৭৪তম রেজিমেন্টের অফিসাররা ইউরোপীয় ও খ্রিস্টানদের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং গুলাব শাহ ও দুই খোজা বসন্ত ও নাসিরের অস্তিত্ব যদি নাও থাকতো তাহলেও পূর্বোক্তরা খ্রিস্টানদের হত্যার দাবী করতো। কিন্তু আমি মনে করি না যে তারা ছাড়া খ্রিস্টানদের প্রতি এতো ক্ষুব্ধ আরো কেউ ছিল।

এইসব খ্রিস্টানদের হত্যা করে সিদি নাসির, আল-াহ দাদ ওয়ালিয়াতি, গুলাব শাহের ঘোড়সওয়ার এবং বাদশাহ'র খাস-বরদাররা। তাদেরকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হয়। আল্লাহ দাদ ওয়ালিয়াতি বাদশাহ'র কর্মচারি ছিলেন।

প্রথমে নিয়মিত অশ্বারোহীরা আসে, এরপর আসে দিলি-র ভলান্টিয়ার রেজিমেন্ট এবং তারা কিল্লায় প্রবেশ করে। অশ্বারোহীদের সাথে ছিল দুই কোম্পানি ভলান্টিয়ার, যাদেরকে কিল্লার গেটে মোতায়েন করা হয়। ভলান্টিয়ার রেজিমেন্টের অফিসাররা উচ্চকণ্ঠে বলে, "মিরাট থেকে ঘোড়সওয়াররা এসেছে, শিগগিরই পদাতিক রেজিমেন্টও আসছে।" দিলি-র রেজিমেন্টের অফিসারদের কথাবার্তা শুনে আমার ধারণা হয় যে দিলি- ও মিরাটের সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সেনানিবাসে দেশীয় রেজিমেন্টগুলোকে লিখা চিঠি ও আদেশে সিপাহিরা কখনো দিলি-র দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেনি। ওইসব চিঠিতে শুধু বলা হয়েছে যে, অমুক অমুক রেজিমেন্ট এসেছে, আপনারাও আসুন।

আমার ধারণা যে দিল্লি নগরীতে সমবেত হওয়ার পিছনে বিদ্রোহী সিপাহিদের বেশ কিছু কারণ ছিল–

প্রথমতঃ দিল্লি মিরাটের নিকটবর্তী, যেখানে প্রথমে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল এবং দিল্লির দেশীয় সিপাহিদের সাথে মিরাটের সিপাহিদের যোগসূত্র ছিল।

দ্বিতীয়তঃ দিল্লিতে উলে-খযোগ্য পরিমাণে সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল।

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ দিল্লির চারদিকে প্রাচীর ছিল এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে ভালো অবস্থানে ছিল।

চতুর্থতঃ দিল্লির বাদশাহ'র কোন সেনাবাহিনী ছিল না এবং তিনি ছিলেন প্রতিরোধহীন।

পঞ্চমতঃ বাদশাহ এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার ওপর সকল প্রধান, তারা হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন, নির্ভর করতেন এবং নিজেদের মর্যাদার প্রতীক বলে মনে করতেন তাকে।

সিপাহিরা পূর্বে বাদশাহকে জানায়নি যে তারা তার কাছে যাবে অথবা ভলান্টিয়ার রেজিমেন্ট যে মিরাটের বাহিনীর সাথে অভিন্ন স্বার্থে গাঁটছড়া বেঁধেছে তাও তার জানা ছিল না।

আমি দিল্লির লোকদের কাছে কখনো শুনিনি যে তারা 'ইনাম' বা দায়হীন মঞ্জুরি দাবী করছে। কারণ আমার জানা ছিল না যে এ ধরনের কোন মঞ্জুরি চালু হয়েছে। কিন্তু সিপাহিরা বলাবলি করছিল যে সরকার পর্যায়ক্রমে সকল 'ইনাম' ও ভাতা চালু করবে এবং কেউ এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না।

অযোধ্যাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্তিকরণের বিষয়টি দিল্লিতে বহুল আলোচিত ছিল। কিন্তু দিল্লির সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান যেহেতু সুন্নী ছিল এবং তাদের একজন নেতা মৌলভি আমীর আলীকে যেহেতু অযোধ্যার বাদশাহ'র আদেশে হনুমান গরহি'র ঘটনায় আরো প্রায় চার পাঁচশ সুন্নী মুসলমানের সাথে কামানের তোপের মুখে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, অতএব দিল্লির মুসলমানরা অযোধ্যার সংযুক্তিকরণকে অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখেনি। বরং তারা বিশ্বাস করতো যে নিরীহ সুন্নীদের রক্তপাত ঘটানোর শাস্তি লাভ করেছে অযোধ্যার বাদশাহ এবং তার রাজ্য হারিয়েছে। দিল্লির হিন্দুদের ব্যাপারে আমি কখনো শুনিনি যে তারা কোনভাবে অযোধ্যার সংযুক্তিকরণে বিরূপ হয়েছে।

সিপাহিরা বলাবলি করতো যে ইংরেজরা যে কৌশলে অযোধ্যা দখল করেছে, একইভাবে তারা প্রতিটি রাজ্যের দখল নিয়ে নেবে। কিন্তু আমার কখনো এমন মনে হয়নি যে অযোধ্যা সংযুক্তিকরণে তারা বিশেষভাবে ব্যথিত হয়েছে। আমি বরং বৃটিশ শাসনাধীনে অযোধ্যায় রাজস্ব প্রশাসন নিয়ে সিপাহিদের মাঝে ক্ষোভ দেখেছি।

আমি মনে করি না যে, সিপাহি বিদ্রোহের কারণগুলোর মধ্যে অযোধ্যার সংযুক্তিকরণও একটি কারণ ছিল। আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারে তাদের আদৌ কোন মাথাব্যথা ছিল না, এর দ্বারা তারা কিছুই হারায়নি, বরং অযোধ্যার সরকারের পরিচালিত নিপীড়ন থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। দিল্লিতে যেসব সিপাহি ছিল তারা কখনো অযোধ্যার সংযুক্তিকরণ নিয়ে কোন অভিযোগ করেনি। কিন্তু তারা অবশ্যই বলেছে যে, ইংরেজরা অযোধ্যার মতোই অন্যান্য রাজ্য ও প্রদেশ তাদের দখলে নিয়ে নেবে। কারণ সেই রাজ্যের বাদশাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও তারা সেটি দখল করে নিয়েছে। আমি মনে করি যে, অযোধ্যা যদি সংযুক্ত নাও করা হতো তাহলেও সিপাহিরা বিদ্রোহ করতো, কারণ বিদ্রোহের জন্য

www.pathagar.com

পরিস্থিতি তৈরি হয়েই ছিল।

লক্ষ্ণৌর তিন অথবা চারটি বিদ্রোহী রেজিমেন্ট বাদশাহ'র কাছে পাঠানো দরখাস্তে উলে-খ করেছিল যে তারা অযোধ্যায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার পর দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। তারা আরো জানায় যে তারা বেইলি গার্ডে বৃটিশদের অবরোধ করে রেখেছে। রিসালদার কুদরত উল্লাহ্ একশ সওয়ারসহ অযোধ্যার বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত আনেন এবং বখত খানের মাধ্যমে বাদশাহ'র সামনে হাজির হন। বাহাদুর শাহের নামে সম্প্রতি চালু করা একটি মুদ্রা তিনি বাদশাহকে অর্পন করেন, যাতে খোদাই করা ছিল, "সিরাজ-উদ-দীন বাহাদুর শাহ্ গাজী বিজয়ের সুবর্ণ মুদ্রা চালু করেছেন।"

দরখাস্তকারীরা আরো উল্লেখ করে যে তারা ওয়াজিদ আলী শাহের এক পুত্রকে গদিতে বসিয়েছে এই শর্তে যে তিনি হবেন বাহাদুর শাহের উজির এবং বাদশাহ'র কাছে আনুগত্যের শপথ নেবেন। তারা আরো জানান যে তারা এই মর্মে শাহজাদাকে একটি চুক্তি লিখতে বাধ্য করেছে এবং তার কাছে ব্যাখ্যা করেছে যে তাকে সিংহাসনে আসীন করা হয়েছে বাদশাহ অনুমোদন সাপেক্ষে।

বাদশাহ এই দরখাস্তের উত্তরে বখত খানকে আদেশ প্রদান করেন এ বন্দোবস্তে তার অনুমোদন রয়েছে বলে জানানোর জন্য।

রিসালদার কুদরত-উল্লাহ খান বাদশাহকে যে সোনার মোহরটি উপঢৌকন দিয়েছিলেন তা এখন দিল্লির কমিশনারের হেফাজতে রয়েছে। আমি মনে করি না যে অযোধ্যার বাদশাহ ওয়াজিদ আলী শাহের এসব ব্যাপারে কোন হাত ছিল। ওয়াজিদ আলী শাহ অথবা আলী নকি খানের যদি সিপাহিদের কোন যোগসূত্র থাকতো তাহলে বিষয়টি এতো গোপন থাকতে পারতো না এবং সেক্ষেত্রে সিপাহিরা লক্ষ্ণৌর উদ্দেশ্যে যেত। তাছাড়া সেক্ষেত্রে সিপাহিরা ওয়াজিদ আলী শাহ ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাদ দিয়ে কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে বসাতো না।

আমার অভিমত হচ্ছে অযোধ্যার সিপাহিরা বেইলি গার্ডের দখল নিয়ে নেয়ার পর দিলি-র উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো না, কারণ তাদেরকে অযোধ্যায় বিশাল ভূখণ্ডের প্রশাসনের ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হতো। আমি মনে করি যে, ওয়াজিদ আলী শাহের যে পুত্রকে তারা সিংহাসনে বসিয়েছিল তাদের কর্তৃত্ব ছিল নামে মাত্র।

আমি কখনো শুনিনি যে ওয়াজিদ আলী শাহ যখন কলকাতায় বাস করছিলেন তখন তার সাথে সিপাহিদের কোন যোগাযোগ ছিল এবং আমার বিশ্বাস তখন এমন কিছুই ঘটেনি। আলী নকি খানের সাথেও কোন যোগাযোগ হয়নি। ইতিপূর্বে মির্জা হায়দারের মাধ্যমে কিছু চিঠি চালাচালি হয়েছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন লক্ষ্ণৌতে গুজব ছড়ান যে দিল্লির বাদশাহ শিয়া মতবাদে দীক্ষা নিয়েছেন এবং বাদশাহ দিল্লিতে তা অস্বীকার করেন, তখন মির্জা হায়দার বাদশাহ'র কাছে চিঠি লিখা বন্ধ করেন এবং পরে তিনি আর দিল্লিতেও আসেননি।

www.pathagar.com

মির্জা হায়দার যেহেতু অযোধ্যার বাদশাহ ও দিল্লির বাদশাহ'র মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন এবং সেই লোকটি অযোধ্যার বাদশাহ'র সাথে কলকাতায় যাননি, অতএব, দুই বাদশাহ'র মধ্যে আর কোন পত্র বিনিময় হয়নি।

আমি সিপাহিদের কারো কাছ থেকেই শুনিনি যে অযোধ্যার বাদশাহ অথবা তার কোন আত্মীয় বা নির্ভরশীলরা সিপাহিদেরকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছে। আমি অযোধ্যার সিপাহিদের কথা বলতে পারি না, কারণ তাদের কেউ তখন দিলি-তে আসেনি।

গোলযোগ চলাচালে আমি শুনেছি যে মির্জা হায়দর লক্ষ্মৌতে আছেন, কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রভাবশালী দেশীয় প্রধানদের সাথে বৃটিশ অফিসারদরে পাশে বেইলি গার্ডে রয়েছেন। গোলযোগের সময় মির্জা হায়দর ও দিল্লির বাদশাহ'র মধ্যে কোন যোগাযোগ হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে তাদের মধ্যে সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু মির্জা হায়দর লক্ষ্মৌতে প্রচার করেছিলেন যে দিল্লির বাদশাহ শিয়া ধর্মমত গ্রহণ করেছেন।

এখন আমি উল্লেখ করবো যে বাদশাহ কোন রেজিমেন্ট ও স্থান থেকে দরখাস্ত লাভ করেছিলেন।

নিমাচ

নিমাচ বাহিনী বাদশাহ'র বরাবরে একটি দরখাস্ত পাঠায়, যাতে তারা উল্লেখ করে যে তারা আগ্রায় উপনীত হয়েছে, যেখানে তারা একটি বিজয় অর্জন করেছে এবং বৃটিশদের দুর্গে তাড়িয়ে দিয়ে এখন দুর্গ অবরোধ করে আছে। কিন্তু তারা এটাও যোগ করে যে তাদের কোন ভারি কামান নেই, সেজন্য তারা দিল্লির উদ্দেশ্যে যেতে আগ্রহী এবং এরপর পুনরায় আগ্রায় ফিরে আসবে সাথে ভারি কামান নিয়ে এবং অতঃপর তারা আগ্রা দুর্গ দখল করবে। দরখাস্তে তারা আরো উল্লেখ করে যে তারা তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যা করেছে। দরখাস্তটি তারা লিখেছিল মথুরা থেকে এবং সুবেদার গাউস খান ও সুবেদার হীরা সিং এর নামে ও সেটা বয়ে এনেছিল একজন ঘোড়সওয়ার এবং বাদশাহ'র কাছে তা পেশ করেন বখত খান, যিনি নিমাচ বাহিনীর সৈন্যদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। বাদশাহ নির্দেশ দেন যে দরখাস্তের উত্তরে তাদেরকে দিলি-তে আসতে বলা হোক। সে অনুযায়ী উত্তর পাঠানো হয়।

ঝাঁসি

ঝাঁসির সিপাহিদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত নিয়ে আসে একজন দূত এবং সেটি খোজাদের হাতে দিলে তা বাদশাহ'র কাছে দেয়া হয়। এই দরখাস্তের নিবেদনকারীরা উলে-খ করে যে তারা তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যা করেছে এবং দিল্লিতে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। বাদশাহ একটি উত্তর পাঠাতে নির্দেশ দেন তাদেরকে দিলি-তে আসতে বলে।

দানাপুর (দিনাপুর)

দিনাপুর থেকে দরখাস্ত আনে দিল্লির সৈন্যদের একজন অফিসার এবং সেটি বিদ্রোহের প্রায়

www.pathagar.com

আড়াই মাস পর। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে তারা দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে অথবা যাত্রা করতে প্রস্তুত। বাদশাহ দরখাস্তের উত্তরে তাদেরকে দিল্লিতে আসার জন্যে বলে দেন। আমি সঠিকভাবে বলতে পারি না যে দিনাপুর থেকে কোন সৈন্য এসেছিল কি না।

এলাহাবাদ

দু'জন সিপাহি মুসাফিরের ছদ্মবেশে এলাহাবাদের সৈন্যদের কাছ থেকে একটি দরখাস্ত নিয়ে আসে। ভলান্টিয়ার রেজিমেন্টের অফিসারদের মাধ্যমে সেটি বাদশাহ'র কাছে পেশ করা হয়। দরখাস্তটি আসে বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার দেড় মাস পর। তারা বাদশাহ'র প্রতি তাদের ভক্তির বিষয় উল্লেখ করে এবং দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্যের কথাও জানায়। তাদেরকে আসতে বলে একটি উত্তর পাঠানো হয়।

আলীগড়

বিদ্রোহের আড়াই মাস পর দিল্লির বিদ্রোহিদের একজন অফিসারের মাধ্যমে আলীগড়ের সৈন্যদের পক্ষ থেকে বাদশাহ'র কাছে একটি দরখাস্ত পাঠানো হয়। আমি জানি না যে দরখাস্তটি কোন দূত মারফত এসেছিল, না ডাকযোগে পৌঁছেছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল, দরখাস্তকারীরা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে অথবা রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। তাদেরকে বলা হয় যে তারা দিল্লিতে আসতে পারে।

মথুরা

মথুরার সৈন্যদের পক্ষ থেকে দু'জন দূত একটি দরখাস্ত নিয়ে আসে বিদ্রোহের প্রায় বিশ দিন পর। ভলান্টিয়ার রেজিমেন্টের অফিসাররা সেটি বাদশাহ'র কাছে উপস্থাপন করেন। এতে উলে-খ করা হয়েছিল যে তারা দিল্লির উদ্দেশ্যে আসছে সাথে সম্পদ নিয়ে। বরাবরের মতো একই ধরনের উত্তর দেয়া হয়। এর অল্পদিন পরই সৈন্যরা দিল্লিতে উপনীত হয় সাথে এক লাখ রুপিসহ।

বুলন্দশহর

মির্জা মোগল বাদশাহ'র কাছে একজন সিপাহিকে হাজির করেন, যে বুলন্দশহরের বাহিনীর সদস্য ছিল। তার আনীত দরখাস্তে বলা হয়েছিল যে তারা দিল্লিতে আসছে তাদের সাথে থাকা অর্থসম্পদ নিয়ে। সে অনুযায়ী তারা ত্রিশ হাজার রুপি আনে। কিন্তু আমি শুনেছি যে সিপাহিরা অর্থের একটি অংশ নিজেদের প্রয়োজনের জন্য রেখে দিয়েছিল।

রুরকি

আমার বিশ্বাস, মুসাফিরের ছদ্মবেশে একজন সিপাহি রুরকি বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত আনে, যা বাদশাহ'র কাছে পেশ করা হয় বিদ্রোহের দেড় মাস পর। মাপার্ট রেজিমেন্টের অফিসাররা এটি পেশ করে। এর বিষয়বস্তু ছিল যে তারা দিল্লিতে আসতে এবং বাদশাহ'র সেবায় আত্মনিয়োগ আগ্রহী। পূর্বেকার উত্তরগুলোর মতোই উত্তর পাঠানো হয় এবং কাদার বখশের নেতৃত্বে তিনশ' সৈন্য দিল্লিতে উপনীত হয়। কাদার বখশ মির্জা খায়ের সুরতানের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন এবং বাদশাহ'র ওপরও তার কিছু প্রভাব

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডে তার একটি ভূমিকা থাকতো এবং বখত খানের সাথে মিলে তিনি নগরীর মহাজন ও বিত্তবান মুসলমানদের কাছ থেকে অর্থ আহরণের অনুমতি সংগ্রহ করেন।

ফররুখাবাদ

বখত খান দিল্লিতে আসার আগে ফররুখাবাদে কিছু সৈন্য রেখে এসেছিলেন। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার দু'মাস পর তিনি বাদশাহকে তা অবহিত করেন।

হানসি

দু'জন ঘোড়সওয়ার হানসি থেকে একটি দরখাস্ত নিয়ে আসে, যাতে বলা হয়েছিল যে তারা বাদশাহ'র জন্য যুদ্ধ করছে এবং ধর্মের জন্য লড়াই করতে দিলি-তে আসছে। বাদশাহ'র কাছে দরখাস্তটি পাঠানো হয়, আমার যতদূর বিশ্বাস মিরাট বাহিনীর সেনাপতি গুলাব শাহের মাধ্যমে এবং গোলযোগ শুরু হওয়ার প্রায় ছয় সপ্তাহ পর। এই সওয়াররা হানসি থেকে এসেছিল।

শিরসা

শিরসা থেকে তিনটি দরখাস্ত পাওয়া যায়। একটি 'তুকইয়ার' রেজিমেন্টের অফিসার গৌরি শংকরের কাছ থেকে, দ্বিতীয়টি একজন অশ্বারোহী রিসালদারের কাছ থেকে, যার নাম আমি ভুলে গেছি এবং তৃতীয়টি কমিশারিয়েট বিভাগের শাহজাদা মোহাম্মদ আজিমের কাছ থেকে। দরখাস্তকারীরা উল্লেখ করে যে তারা ইতোমধ্যে বাদশাহ'র সেবায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে এবং শুল্ক বিভাগের সমুদয় অর্থ নিয়ে তারা দিল্লিতে আসছে। বিদ্রোহের ছয় সপ্তাহ পর দু'জন বার্তাবাহক এই দরখাস্তগুলো আনে। বরাবরের মতোই উত্তর পাঠানো হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই সিপাহিরা উপস্থিত হয় ত্রিশ হাজার রুপি, দু'শ বলদ এবং পঞ্চাশ বা ষাটটি ভেড়া নিয়ে।

কর্নাল

কর্নালের সিপাহিদের পক্ষ থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি।

নাসিরাবাদ

দু'জন সিপাহি একটি দরখাস্ত বয়ে আনে, যাতে দিলি-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রস্তুতির কথা ছিল। মির্জা মোগল দরখাস্তটি বাদশাহকে দেন এবং স্বাভাবিক উত্তর পাঠানো হয়। অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়ে দুই থেকে আড়াই হাজার সৈন্য কিছুসংখ্যক কামান নিয়ে দিলি-তে পৌঁছে।

সাউগড় ও জব্বলপুর

আমার বিশ্বাস এই স্থানগুলো থেকেও দরখাস্ত এসেছিল এবং সেগুলোর উত্তরও যথারীতি দেয়া হয়েছে।

পাঞ্জাব (ফিরোজপুর)

একজন সিপাহি ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে ফিরোজপুরের সৈন্যদের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত

www.pathagar.com

আনে, যা মির্জা মোগল কর্তৃক বাদশাহ'র কাছে পেশ করা হয়। দূতকে বলা হয় যে পরদিন এর উত্তর দেয়া হবে। লোকটি আমাকে বলে যে সে ফিরোজপুর থেকে এসেছে এবং সেখানকার সৈন্যরা দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে প্রস্তুত এবং তারা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমি দরখাস্তটি দেখিনি এবং মির্জা মোগলও আমাকে বলেনি যে ফিরোজপুর থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া গেছে। দরখাস্তটি পাওয়া গিয়েছিল গোলযোগ আরম্ভ হওয়ার প্রায় ছয় সপ্তাহ পর এবং বখত খান যোগ দেয়ার আগে। বখত খান আসার পর শুধুমাত্র নিমাচ ও ঝাঁসির সৈন্যরা দিল্লিতে আসে। অন্যান্য বাহিনীর বড় অংশ বখত খানের আগেই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছিল।

আম্বালা

ভিক্ষুকের বেশে একজন সিপাহি আম্বালার সৈন্যদের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত আনে। আমি এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারি না অথবা এর উত্তর পাঠানো হয়েছিল কি না সে সম্পর্কেও আমি নিশ্চিত নই।

ফিলে-ার

আমি যদি সঠিকভাবে মনে করতে পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস বেইলি রেজিমেন্টের জনৈক অফিসার ফিল্লোর বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত নিয়ে আসে। সে বাহিনীর কেউ তার সাথে ছিল না। এটি বিদ্রোহ শুরু হওয়ার দু'মাস পরের কথা। দরখাস্তকারীরা দিলি-র দিকে যাত্রার কথা বলেছিল, যা তারা করবে ফিল্লোরে বাদশাহ'র উদ্দেশ্য সাধনের পর। উত্তর পাঠানোর দীর্ঘদিন পর প্রায় দু'শ সৈন্য দিল্লিতে আসে।

জলন্ধর

আমার বিশ্বাস মুসাফিরের বেশে কিছু সৈন্য জলন্ধরের সৈন্যদের নিকুট থেকে একটি দরখাস্ত আনে এবং একাদশ দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্টের কোন অফিসার তা বাদশাহকে দেয়। দরখাস্তের বিষয়বস্তু অভিন্ন এবং উত্তরও ছিল বরাবরের মতোই।

শিয়ালকোট

কোন সিপাহি দরখাস্ত নিয়ে শিয়ালকোট থেকে আসেনি। কিন্তু বিদ্রোহের দু'মাস বা আরো কিছু সময় পর দিল্লির বিদ্রোহী রেজিমেন্টগুলোর কোন একটির একজন অফিসার সেখান থেকে পাওয়া একটি দরখাস্ত বাদশাহ'র কাছে পেশ করেন। দরখাস্তকারীরা তাদের দিলি-আগমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল। একটি উত্তর পাঠানো হয়। আমার মনে নেই যে শিয়ালকোট থেকে কোন সৈন্য এসেছিল কি না।

ঝিলাম

বিদ্রোহ সূচিত হওয়ার তিন মাস পর ঝিলাম থেকে একটি দরখাস্ত আসে। আমার মনে হয় যে সেটি রুরকি বাহিনীর কাদার বখশের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এর বিষয়বস্তু অন্য দরখাস্ত গুলোর মতোই এবং একই উত্তর পাঠানো হয়।

www.pathagar.com

রাওয়ালপিন্ডি

ব্রাহ্মণ মুসাফিরের বেশে দু'জন সিপাহি রাওয়ালপিন্ডির সেনাবাহিনীর কাছ থেকে একটি দরখাস্ত নিয়ে আসে, যাতে উল্লেখ ছিল যে তারা বাদশাহ'র কাজে নিয়োজিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লি আসতে প্রস্তুত। 'মাপার্ট' রেজিমেন্টের অফিসাররা এটি বাদশাহ'র কাছে পেশ করেন। যথারীতি উত্তর দেয়া হয়। এই দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছিল বিদ্রোহ শুরু হওয়ার প্রায় দু'মাস পর।

লুধিয়ানা

আমি শুনেছি যে লুধিয়ানা থেকে একটি দরখাস্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু কার মাধ্যমে এসেছে আমি তা জানি না। আমার বিশ্বাস এর একটি উত্তরও পাঠানো হয়েছে। এর বিষয়বস্তু আমি জানি না, কিন্তু আমি শুনেছি যে সেখান থেকে দিল্লিতে সৈন্য আসছে বলে আশা করা হচ্ছে। কোন দরখাস্ত যদি সেখান থেকে পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে সেটি বিদ্রোহ শুরু হওয়ার প্রায় দু'মাস পর পাওয়া গিয়েছিল।

বেনারস, আজিমগড়, গোরখপুর, কানপুর, মিরাট, সাহরানপুর, বিজনোর, মুরাদাবাদ, ফতেহগড়, ফতেহপুর, বেরেলি, বদাউন, আগ্রা, শাহজাহানপুর, গাজীপুর, অমৃতসর, হোসিয়ারপুর, কাংরা, লাহোর, আটক, পেশোয়ার, মুলতান, গুগাইরা, গুজরাট, ডেরা ইসমাইল খান, শাহপুর, খানগড় অথবা লেয়া থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি।

একইভাবে কলকাতা, ব্যারাকপুর অথবা পূর্বাঞ্চলীয় সেনানিবাসগুলো থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি।

বোম্বে অথবা সিন্ধ বাহিনীর পক্ষ থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু বিদ্রোহিরা বাদশাহকে জানিয়েছে যে বোম্বে বাহিনী তাদেরকে জানিয়েছে যে, তারা দিল্লিতে আসতে প্রস্তুত। এক বা দু'বার আমি কথাটি শুনেছি। আমি সঠিকভাবে জানি না যে সেখান থেকে কোন দরখাস্ত এসেছিল কি না।

চম্বল ছাড়িয়ে একটি জায়গা (যার নাম আমি বিস্মৃত হয়েছি) থেকে গোয়ালিয়রের সৈন্যদের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত পাওয়া যায়, যাতে তারা উল্লেখ করেছিল যে, তাদের কাছে পঞ্চাশটি কামান এবং প্রচুর পরিমাণে বারুদ আছে, যা বয়ে নিতে পাঁচ হাজার গরুর গাড়ির প্রয়োজন হবে। কিন্তু প্রবল স্রোতের কারণে তারা চম্বল নদী অতিক্রম করতে পারছে না। গোলযোগ শুরু হওয়ার দু'মাস পর দরখাস্তটি পাওয়া গিয়েছিল। উত্তরে তাদেরকে বলা হয় যে নদীতে পানি হ্রাস পেলে তারা আসতে পারে।

দিল্লির বিদ্রোহিরা বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, ঝাজ্জার, আলওয়ার, কোতাহ অথবা বুন্দির সেনাবাহিনীর সাথে কোন যোগাযোগ করেনি এবং তাদের নিকট থেকেও দিল্লিতে কোন দরখাস্ত আসেনি।

বাদশাহ ঝাজ্জার, বল্লভগড় ও ফররুখনগরের প্রধানদের কাছ থেকে এবং বুলন্দশহর

www.pathagar.com

জিলার মালাগড়ের ওয়ালিদাদ খানের কাছ থেকে দরখাস্ত লাভ করেন। এগুলোর মাধ্যমে তারা বাদশাহ'র কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাদের নিজ নিজ এলাকায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে আশংকায় তারা ব্যক্তিগতভাবে তার দরবারে হাজির হতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ঝাজ্জারের নওয়াব তার শ্বশুর আবদুল সামাদ খানের নেতৃত্বে তিনশ সওয়ার প্রেরণ করেন। বল্লভগড়ের প্রধান পনের জন সওয়ার পাঠান। ফররুখনগর থেকে কোন সৈন্য আসেনি। ওয়ালিদাদ খান সৈন্য ও কামান পাঠাতে অনুরোধ জানান, কিন্তু দীর্ঘদিন তা পাঠানো সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত দু'শ সওয়ার পাঠানো হয়। বিদ্রোহ যখন সূচিত হয় তখন ওয়ালিদাদ খান স্বয়ং দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দোয়াবের প্রশাসনের সাথে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পর দিল্লি ত্যাগ করেন।

বখত খানের মাধ্যমে খান বাহাদুর খান একজন উকিল ও একটি দরখাস্ত পাঠান। তিনি একটি হাতি, একটি ঘোড়া, রৌপ্য অলংকার, ১০১টি স্বর্ণমুদ্রা পাঠান উপঢৌকন হিসেবে। রাও তোলা রামের কাছ থেকে বেশ ক'টি দরখাস্ত পাওয়া যায়, তিনি সৈন্য চেয়ে পাঠাচ্ছিলেন। বাদশাহ'র কোষাগারে তিনি চলি-শ হাজার রুপি প্রেরণ করেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের অনুরোধে ঝাজ্জার, বল্লভগড়, ফররুখনগর, বেরেলির খান বাহাদুর খান, জয়পুর, আলওয়ার, যোধপুর, বিকানীর, গোয়ালিয়র, রাজা বাঙ্গী ও জয়সলমীরের প্রধানদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। তাদেরকে বলা হয় সৈন্যসহ দিল্লিতে আসতে। রাজা বাঙ্গীকে দু'টি চিঠি দেয়ার পর তিনি একটিরও উত্তর দেননি।

বখত খানের মাধ্যমে পাতিয়ালার রাজার কাছে চিঠি পাঠানো হয়। এতে আবুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে মহারাজা যে ভুল করেছিলেন বাদশাহ তা মার্জনার কথা এবং মহারাজাকে নগদ অর্থ প্রেরণ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান।

জম্মুর প্রধানের কাছেও একটি চিঠি পাঠানো হয় ইতিপূর্বে এই লোকটি বাদশাহ'র কাছে এটি আরজি (যা ভুঁয়া ছিল বলে জানা যায়) পাঠান, যেটি ছিল রাজা গুলাব সিং এর লিখা, যাতে রাজা জানান যে শিগগিরই তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। পথে তিনি পাতিয়ালার মহারাজার শাস্তি বিধান করবেন এবং জম্মুর মিত্র আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানের ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেবেন ও বাদশাহ'র সেবায় নিয়োজিত হতে ব্যর্থ হবেন না।

ঝাজ্জার, বল-ভগড়, ফররুখনগরের প্রধানদের কাছে প্রেরিত চিঠির উত্তর পাওয়া যায়। বেরেলির খান বাহাদুর খানের কাছ থেকেও চিঠি আসে। কিন্তু জয়পুর, আলওয়ার, যোধ-পুর, বিকানীর, গোয়ালিয়র, জয়সলমীর, পাতিয়ালা বা জম্মু থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। শেষোক্ত স্থানগুলোর প্রধানদের বাদশাহ'র পক্ষে থাকার আগ্রহ ছিল না বলে তাদের উত্তর পাওয়া যায়নি।

যোধপুর ও গোয়ালিয়রের প্রধানরা বৃটিশ সরকারের সাথে তাদের মৈত্রীবন্ধন রক্ষা করতে

www.pathagar.com

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলে মনে হয়। তাদের সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ সত্ত্বেও তারা ব্যক্তিগতভাবে বৃটিশদের থেকে নিজেদের সরিয়ে নেননি।

ভরতপুরে কোন চিঠি পাঠানো হয়নি, কারণ দিল্লিতে সৈন্যরা জানায় যে সেখানকার রাজা একজন শিশু এবং বৃটিশ অফিসাররা প্রশাসন চালায়। ইন্দোরে কোন চিঠি পাঠানো হয়নি, বা সেখান থেকে কোন দরখাস্ত আসেনি।

শাহাবাদের বিদ্রোহী কুনওয়ার সিংকে কোন চিঠি পাঠানো হয়নি এবং তার পক্ষ থেকেও কোন চিঠি পাওয়া যায়নি।

বেনারস ও রেওয়াহ'র রাজাদের কাছে, বান্দার নওয়াবের কাছে কোন চিঠি প্রেরিত হয়নি এবং এই প্রধানদের কারো কাছ থেকে কোন দরখাস্ত আসেনি। বাদশাহ ও নাগপুরের প্রধানদের মধ্যেও কোন পত্র বিনিময় হয়নি।

বাহওয়ালপুর, কাপারথুলা ও হিলার প্রধানদের উদ্দেশ্যে কোন চিঠি লিখা হয়নি এবং তারাও কোনকিছু পাঠায়নি। নেপালের প্রধানকে কোন চিঠি লিখা হয়নি এবং তিনিও কোন দরখাস্ত পাঠাননি।

দিল্লিতে বিদ্রোহী সৈন্যরা জড়ো হওয়ার পর যেসব প্রধানের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল সেগুলো লিখার জন্য মূলতঃ সেসব স্থানের সৈন্যরাই বলেছিল। নেপালের সৈন্যরা যেহেতু তাদের প্রধানকে লিখতে বলেনি, সেজন্য তাকে লিখা হয়নি। বাদশাহ ও গুজরাটের প্রধানের মধ্যেও কোন চিঠি বিনিময় হয়নি। একইভাবে বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও খাইবার পাসে কোন চিঠি পাঠানো হয়নি।

প্রথমে সিপাহিরা অভিযোগ করেছিল যে যেসব প্রধানের কাছ থেকে উত্তর আসেনি তাদের কাছে বাদশাহ'র ভৃত্যরা কোন চিঠি লিখেনি। কিন্তু তারা নিজেরা লিখার পরও যখন উত্তর পাওয়া যায়নি, তখন তারা বলে যে ওইসব প্রধান অবাধ্য ও বৃটিশদের নির্মূলের পর তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

সিপাহিদের মধ্যে বুদ্ধিমানরা বলে যে প্রধানরা পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নেয় তা যাচাই করছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা ভীত বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। গৌরশংকর নামে বিচক্ষণ এক অফিসার পাহাড়ের ওপর বৃটিশ বাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলেন বেদনার্তভাবে। তিনি বলতেন, এই কন্টক যত শিগগির দূর করা যাবে তত শিগগিরই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

সিপাহিরা বলতো যে পাহাড়ের ওপরে প্রথমে মাত্র দু'টি ইউরোপীয় রেজিমেন্ট ছিল, যার সংখ্যা নেমে এসেছিল দুই থেকে তিনশ'র মধ্যে। তাদের হত্যা করা হলে বৃটিশরা পাহাড় ত্যাগ করবে।

বাহওয়ালপুরের নওয়াবকে লিখার জন্য সেনা অফিসারদের কেউই পরামর্শ দেয়নি এবং

www.pathagar.com

নওয়াবও বাদশাহকে লিখেননি। দু'জনের মাঝে তিক্ত সম্পর্ক ছিল। বাহওয়ালপুরের মরহুম প্রধান যখন দিল্লি হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বাদশাহ তার পুত্রকে দিওয়ান-ই-খাসে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, যদি না সে তার অস্ত্র ও অলংকার খুলে রাখে।

অযোধ্যার চুকলাদার বা গভর্নরদের কাছ থেকেও কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি। এলাহাবাদের জিহাদিদের নেতা মৌলভি লিয়াকত আলীর কাছ থেকে একটি দরখাস্ত পাওয়া যায়, যাতে তিনি ইঙ্গিত দেন যে তিনি দিল্লির দিকে অগ্রসর হতে প্রস্তুত এবং তিনি কিছু সামরিক সাহায্য কামনা করেন। তিনি দিলি-তে পৌঁছলে তাকে বাদশাহ'র সামনে হাজির করেন বখত খান এবং লক্ষ্ণৌর গভর্নর পদে নিয়োগ লাভ করে ফিরে যান। গোলযোগ শুরু হওয়ার তিন মাস পর এ ঘটনা ঘটে।

নানা'র পক্ষ থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার দু'মাস পর নানা'র একজন প্রতিনিধি, দিল্লিতে এলে মির্জা মোগল তাকে বাদশাহ'র কাছে নিয়ে যান। মির্জা মোগলের অনুরোধে বাদশাহ নানাকে একটি চিঠি লিখে তাকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানান। মারাঠা প্রতিনিধি ফিরে যায়।

কোন মহাজনের কাছ থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু সেনাবাহিনীর চাপে শেঠ লক্ষ্মী চাঁদের কাছে একটি আদেশ পাঠানো হয় এক লক্ষ স্টার্লিং এর সমপরিমান অর্থ ঋণ দেয়ার জন্য। শেঠকে বলা হয় যে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করা হবে এবং তিনি তার ঋণের ওপর সুদ ধার্য করতে পারবেন। কিন্তু শেঠের পক্ষ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

আমি যতদূর জানি, সরকারি কর্মচারিদের পক্ষ থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু আমি শুনেছি যে একজন হিন্দুস্থানী, বুলন্দশহরের এক মুসলিম, যিনি সরকারের উচ্চ পদে ছিলেন, তিনি ওয়ালিদাদ খানের সাথে যোগ দিয়েছেন। আমি তার নাম জানি না। প্রধান সদর আমিন মুফতি সদর উদ্দিন, মুন্সেফ করম আলী খান, দিল্লির সদর আমিন মৌলভি আব্বাস আলী এবং মেহরুলির তহশিলদার মির্জা মোহাম্মদ আলী বেগের কাছে চিঠি পাঠানো হয় তাদেরকে স্ব স্ব পদে বাদশাহ'র চাকুরিতে যোগ দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বখত খান যখন দিল্লির উলেমা ও মৌলভিদের এক সমাবেশ জুমা মসজিদে আহ্বান করেন এবং তাদেরকে ঘোষণা করতে বাধ্য করেন যে বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা জরুরী। আমাকে বলা হয়েছিল যে বখত খান মুফতি সদর উদ্দিনকে বাধ্য করেন এই ঘোষণায় তার সিলমোহর যুক্ত করতে। মৌলভি আব্বাস আলী দিল্লি ত্যাগ করে বখত খান আসার আগেই যমুনা নদীর ওপারে তার বাড়ির দিকে চলে যান।

আগ্রার কারো পক্ষ থেকেই কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু সদর বোর্ড দফতরে কর্মরত মৌলভি ফয়েজ আহমদ দিল্লিতে এসে বাদশাহ'র অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। তাকে আদালতের দায়িত্ব দেয়া হয়।

www.pathagar.com

রামপুরের নওয়াবের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হলেও তার কোন উত্তর আসেনি। বখত খান বলেন যে তিনি যখন রামপুরে গিয়েছিলেন তখন নওয়াব তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন।

লোহারুর জাগিরদার, নওয়াব আমিন-উদ-দীন খান ও জিয়া-উদ-দীন খান, ঝাজ্জারের নওয়াব হাসান আলী খানের ভাই, নওয়াব হামিদ আলী খানের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়, যারা দিল্লি-তে বাস করতেন, পাতিয়ালার মহারাজার চাচা অজিত সিং এর কাছেও চিঠি পাঠিয়ে তাদেরকে বাদশাহ'র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়। এসব প্রধান অপেক্ষায় থাকলেও তাদেরকে পাঠানো চিঠির কোন উত্তর লিখেননি। সিপাহিদের অনুরোধে প্রধানদের নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদানের জন্য বলা হলে প্রত্যেকে কোন না কোন অজুহাত প্রদর্শন করে এবং কোন অর্থ দেয় না। এ কারণে সিপাহিরা তাদের ওপর লুটপাট চালানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করে এবং একটি ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছাকে কার্যকর করে। বাদশাহ'র নাতি মির্জা আবুবকর, যিনি অশ্বারোহী দলের কমান্ডার ছিলেন তিনি তার দলবলসহ হামিদ আলী খানের বাড়িতে প্রবেশ করে লুটপাট চালান ও নওয়াবকে বন্দী করে কিল্লায় নিয়ে আসেন। কিন্তু জিয়া উদ্দিন খান ও আমিন উদ্দিন খান সৈন্যদের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, ফলে তারা লুটপাট থেকে রক্ষা পান।

পতৌদির প্রধানের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হলেও সেটির উত্তর আসেনি। দোজানার প্রধানকে কোন চিঠি দেয়া হয়েছিল কি না তা আমার মনে নেই, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি।

আমি এবার বর্ণনা করবো যে দেশের কোন কোন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছিল।

গুরগাঁও

গুরগাঁও এর জমিদাররা একটি দরখাস্তের মাধ্যমে তাদের জিলায় বিরাজমান বিশৃংখল অবস্থা বাদশাহ'র গোচরে এনে একজন অফিসার পাঠানোর অনুরোধ জানান যাতে তিনি প্রশাসনের হাল ধরতে পারেন। সে অনুযায়ী আলওয়ার থেকে আগত মৌলভি ফয়জুল হক প্রস্তাব করেন যে তার বোনের পুত্র, যিনি আগে বৃটিশ সরকারের অধীনে সেই জিলায় নিয়োজিত ছিলেন তাকে সেখানে নিয়োগ করা যেতে পারে। তাকে অতঃপর 'জিলাদার' হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমি জানি না যে তিনি গুরগাঁও এ গিয়েছিলেন কি না। দিল্লির পতনের পনের বা বিশ দিন আগে এই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। জিলাদারের অধীনে বেশ কিছুসংখ্যক তহশিলদারও নিয়োগ করেছিলেন ফয়জুল হক।

রেওয়ারি

রেওয়ারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত রাও তোলা রাম তার নিজস্ব এক প্রতিনিধিকে একটি দরখাস্তসহ বখত খানের মাধ্যমে পাঠান, যাতে উল্লেখ করা ছিল যে তিনি তার ভূখ পরিচালনা করছেন, কিন্তু বর্তমান ফসল থেকে অর্জিত রাজস্ব সেনাবাহিনীর পিছনে ব্যয়

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। তবুও তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূখ হাসিলের সুবাদে পঁয়তাল্লিশ হাজার রুপি 'নজরানা' পাঠানোর প্রস্তাব করেন। বখত খানের মাধ্যমে রাও তোলা রাম রেওয়ারির চিরস্থায়ী জাগির লাভ করেন। বিদ্রোহের তিন মাস পর এ ব্যবস্থা হয়। দিল্লির পতনের দশ দিন আগে চল্লিশ হাজার রুপি বাদশাহ'র কোষাগারে জমা দেন তোলা রাম।

বাদশাহপুর

বাদশাহপুরের জমিদাররা একজন তহশিলদারের জন্য আবেদন করেন। জিলাদারকে নির্দেশ দেয়া হয় একজন তহশিলদার নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে।

দিল্লি

দিল্লির প্রাচীরের বাইরে কোন পক্ষ থেকেই কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি।

রোহতাক

রোহতাকের জনগোষ্ঠী বাদশাহ'র কাছে কোন দরখাস্ত পাঠায়নি, কিন্তু সৈন্যদের জন্য রসদ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল তারা।

হিসার

হিসার কারাগারের প্রহরীরা এবং শুল্ক বিভাগের কর্মচারিরা বাদশাহ'র কাছে একটি দরখাস্ত পাঠায়। দরখাস্তকারীদের নাম আমার মনে নেই, তারা উলে-খ করেছিল যে দিল্লিতে আসার জন্য তারা উদগ্রীব। গোলযোগ শুরু হওয়ার দু'মাস পর এই দরখাস্ত পাওয়া যায়।

বিজনোর

বিজনোর জিলার জমিদারদের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত পাওয়া যায়। তারা অনুরোধ জানায় যে প্রশাসনের দায়িত্ব নেয়া উচিত বাদশাহ'র। উত্তরে তাদেরকে জানানো হয় যে ওই জিলার উদ্দেশ্যে সৈন্যরা যাত্রা করার পরই প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। বিদ্রোহের তিনমাস পর এই দরখাস্ত পাওয়া যায়।

বেরেলি

খান বাহাদুর খানের কাছ থেকে একটি দরখাস্ত পাওয়া যায়, যাকে বখত খান গভর্নরের পদে উন্নীত করেছিলেন। তিনি একটি হাতি, একটি ঘোড়া, ১০১টি স্বর্ণ মুদ্রা বাদশাহ'র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে। বাদশাহ'র সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে তাকে চিঠি লিখা হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয় যে ব্যয় কর্তন করে অর্জিত রাজস্বের উদ্বৃত্ত অংশ পাঠিয়ে দিতে।

মথুরা

দুন্ডি খানের ভাই, মথুরার নিকটবর্তী গরহির জাগিরদার তার ভাগ্নের মাধ্যমে একটি দরখাস্ত পাঠান, যাতে তিনি বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে দেয়া জাগির ছাড় করানোর আবেদন জানান। বখত খান দরখাস্ত নিয়ে আসা প্রতিনিধিকে তার সাথে আনা সৈন্যদের নিয়ে বৃটিশ বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে নির্দেশ দেন। এতে লোকটি আহত হয় এবং

www.pathagar.com

এক সপ্তাহে মধ্যে মারা যায়। বখত খান দরখাস্তকারীকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ মঞ্জুর করেন। কিন্তু প্রতিনিধি উমরাও বাহাদুর দিল্লিতে মারা যাওয়ার কারণে আদেশনামাটি আর পৌঁছেনি।

আগ্রা

আগ্রা থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু ইতোমধ্যে আমি উলে-খ করেছি যে মৌলভি ফয়েজ আহমদ আগ্রা থেকে দিল্লিতে আসেন। ডাক্তার ওয়াজির খানও আসেন, যিনি ভালো ইংরেজি জানতেন। বখত খান তার সমর্থক ছিলেন এবং তাকে আগ্রার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। বখত খানের দিল্লি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ওয়াজির খান তার সাথে ছিলেন।

মাইনপুরী

মাইনপুরীর রাজার কাছ থেকে একটি দরখাস্ত পাওয়া যায়, যাতে তিনি সৈন্য চেয়ে পাঠান। সিপাহিদের অফিসারদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মির্জা মোগলকে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু পরদিন অফিসাররা জানায় যে দিল্লির আশপাশ থেকে বৃটিশ সৈন্যদের বিতাড়ন করার পূর্বে সিপাহিরা কোথাও যেতে অনিচ্ছুক।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের কোন পক্ষ থেকে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি। বারী দোয়াব জিলার জমিদাররাও দরখাস্ত করেনি বা দিল্লি থেকেও তাদের কাছে কোন চিঠি দেয়া হয়নি। বান্দেলা উপজাতির সাথেও কোন চিঠি চালাচালি হয়নি। বাদশাহ ও সোয়াতের আখুন্দের মধ্যে কোন যোগাযোগ হয়নি, তবে আখুন্দের প্রেরিত দু'জন লোককে বখত খান বাদশাহ'র কাছে হাজি করেন এবং হাসান আসকারিও উপস্থিত ছিলেন। ওই দু'জন লোক আফগানিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন। তাদের একজন আখুন্দের পক্ষ থেকে বাদশাহকে একটি তরবারি উপহার দেন। আখুন্দের সিলমোহরযুক্ত একটি চিঠিও দেন তাকে। এতে উল্লেখ ছিল যে পত্রবাহক আখুন্দে খলিফা। তিনি বাদশাহকে অনুরোধ করেন নগরীতে ঘোষণা করতে যে সোয়াতের আখুন্দের অনুসারীরা দিল্লির পথে রয়েছে জিহাদে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পরদিন একজন সৈয়দ বাদশাহকে বলে যে সোয়াতের আখুন্দ লোকটিকে পাঠায়নি, কিংবা সে আখুন্দের অনুসারীও নয়। লোকটি আখুন্দে যে চিঠি পেশ করেছে তা জাল চিঠি। বাদশাহ প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য বখত খানকে নির্দেশ দেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বখত খান কি করেছিলেন আমি তা জানি না। অবশ্য আমি জানি যে তিনদিন পর লোকটি দিল্লি ছেড়ে যায়।

বাদশাহ'র প্রশাসনিক নীতি

একবার একটি আদেশ জারি করা হয় যে রাষ্ট্রের সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে সেনাবাহিনীও শাহজাদারা যাতে হস্তক্ষেপ না করে। প্রস্তাব করা হয় যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে মুফতি ও সদর-উল-সুদররা এবং সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগের অফিসাররা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু এই আদেশ কখনো কার্যকর হয়নি। সৈন্যদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে

www.pathagar.com

শাহজাদারা সবসময় হস্তক্ষেপ করতো। খাজনা আদায়ের জন্য বাদশাহ নিজে কোন তহশিলদার নিয়োগ দিতেন না, কিন্তু বখত খান পালওয়াল, হোদাল ও শাহদরার তহশিলদার এবং গুরগাঁও এর জিলদারকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন খাজনা আদায় হয়নি। শাহজাদারাও তাদের সৈন্যদের খাজনা আদায়ের জন্য পাঠান, কিন্তু সে ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। আগ্রা থেকে আগত মৌলভি ফয়েজ আহমদ আদালত পরিচালনা করতেন। এর সাথে জড়িত ছিলেন মির্জা খায়ের সুলতান ও মির্জা মোগল। নগরীতে একজন কোতোয়াল ও কিছু থানাদার নিয়োগ করা হয়, কিন্তু তাদের নাম আমার মনে নেই। প্রথমে দিল্লির বাসিন্দা নওয়াব কুদরত উল-াহ খানের পুত্র মুঈন উদ্দিন হাসান খানকে কোতোয়াল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাকে বরখাস্ত করা হয় মানুষের ওপর নিপীড়ন করার অভিযোগে। এরপর পদটি দেয়া হয় কাজী ফয়জুল-াহকে এবং পরে মুবারক শাহকে। নজফগড়, মেহরুলি, শাহদরা, পাহাড়গঞ্জ ও জয়পুরের থানাদার নিয়োগ করা হয়েছিল। শাহজাদারা ছাড়াও বখত খান এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। তিনি কোতোয়াল ও থানাদারদের আদেশ দিয়েছিলেন তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে।

সিপাহিরা বলতো যে তারা সমগ্র দেশে প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশের দায়িত্বভার শাহজাদাদের ওপর ন্যস্ত করবে।

আমার বিশ্বাস প্রশাসন পরিচালনার জন্য খুব বেশিসংখ্যক লোককে নিয়োগ দেয়া হয়নি, আর যাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা হয় বখত খান অথবা শাহজাদাদের দ্বারা মনোনীত।

মিরাটের কোন গভর্নর নিয়োগ করা হয়নি। বুলন্দশহরের গভর্নরের পদ দেয়া হয় ওয়ালিদাদ খানকে। ডাক্তার ওয়াজির খানকে অযোধ্যার গভর্নর নিয়োগ দেয়া হলেও তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কখনো দিল্লি ছেড়ে যাননি। আলীগড়ে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। খান বাহাদুর খান রোহিলাখণ্ডের গভর্নর ছিলেন। আর কোন নিয়োগ দেয়া হয়নি। গুরগাঁও জিলায় একজনকে দায়িত্ব দেয়া হলেও তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি।

সেনাবাহিনীর শৃংখলার ব্যাপারে আমি বিস্তারিত কিছু বলতে পারবো না। এ ব্যাপারে কখনো বাদশাহ'র সাথে আলোচনা করা হতো না। কিন্তু যতটা জানি, তাতে সৈন্যদের যখন বৃটিশ বাহিনীর ওপর হামলা চালানোর জন্য পাঠানো হতো তখন তিন বা চারটি বিভাগে ভাগ করা হতো। যেমন, নাসিরাবাদ ও নিমাচ বিভাগ ইত্যাদি। মির্জা মোগলের বাসভবনে আলোচনার মাধ্যমে হামলার দিন, ক্ষণ ও কৌশল স্থির করা হতো। অন্য সময়ে সৈন্যরা তাদের মর্জিমত যে রেজিমেন্টে খুশী সেখানে সংশ্লিষ্ট থাকতো।

গৌরি শংকর অনুমতি সংগ্রহ করেছিলেন যে বৃটিশ বাহিনীতে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারদের জড়ো করে একটি শৃংখলার মধ্যে আনবেন, কিন্তু এ ধরনের কোন সমাবেশ হয়নি। কোন শূন্য স্থান পূরন করা সম্ভব হয়নি প্রত্যেকে যার যার সাবেক পদ ধারণ করে ছিল।

www.pathagar.com

আমার অভিমত হচ্ছে যে সেনাবাহিনীতে যথাযথ শৃংখলা বিধান করা সম্ভব ছিল না। বখত খানকে গভর্নর জেনারেলের পদ দেয়ায় সেনাবাহিনী সামগ্রিকভাবে অসন্তুষ্ট হয়। তারা বাদশাহ'র কাছে একটি দরখাস্তে উল্লেখ করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে বখত খান কর্তৃক পরিচালিত হতে অনিচ্ছুক। তারা জানায় যে বখত খান শুধুমাত্র একজন গোলন্দাজ অফিসার, যিনি গভর্নর জেনারেলের পদের উপযুক্ত নন, তাছাড়া তিনি কোন কোষাগারও সাথে আনেনিন, কিংবা বাদশাহ'র কাছে তার উপযুক্ততাও প্রমাণ করতে পারেননি। তারা আরো বলে যে মির্জা মোগল, যিনি ইতোমধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করছেন, তিনিই গভর্নর জেনারেল পদের জন্য উপযুক্ত এবং সৈন্যরা তার দ্বারা পরিচালিত হতে আগ্রহী। বাদশাহ এই দরখাস্ত বখত খানের কাছে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে উপযুক্ত উত্তর দিতে বলেন। তিনি পরামর্শ দেন যে সেনাবাহিনীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা উচিত। একটি হবে দিল্লি ও মিরাটের পদাতিক রেজিমেন্টগুলোর দ্বারা, দ্বিতীয়টি বখত খানের সাথে সংশি-ষ্ট সৈন্যদের দ্বারা যাদের সাথে থাকবে নিমাচ ব্রিগেড ও শিরসার সৈন্যরা, আর তৃতীয়টি অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হবে। বাদশাহ মির্জা মোগলকে তলব করে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন।

বখত খানের পদমর্যাদা লাভের কারণ ছিল, যখন তিনি প্রথম দিলি-তে পৌঁছেন তখন বাদশাহকে পরামর্শ দেন যে, তার পুত্রদের হাতে অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা সঙ্গত হবে না এবং সকল আদেশের সাথে তাকে সংশি-ষ্ট রাখার জন্য বলেন। তাহলে সবকিছুই বাদশাহ'র ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। বাদশাহ তার পুত্রদের অবাধ্য আচরণে ইতোমধ্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন, অতএব বখত খানের পরামর্শ তার কাছে মনপুত হয় এবং তার কাছে বখত খানের মর্যাদা প্রতিদিনই বাড়তে থাকে।

ওয়াহাবী

বিদ্রোহ চলাকালে বেশ কিছুসংখ্যক ওয়াহাবী টংক থেকে দিল্লিতে আসে। তারা অভিযোগ করে যে নওয়াব তাদেরকে অর্থ দেয়নি বা অন্য সাহায্যও করেনি। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও ওয়াহাবীদের আগমন ঘটে।

বখত খান নিজেও একজন ওয়াহাবী ছিলেন। রিসালদার মোহাম্মদ ঘাফি, মৌলভি ইমাম খান, মৌলভি আবদুল গফুর, মৌলভি সরফরাজ আলীও অনুরূপ ওয়াহাবী ছিলেন। সরফরাজ খানকে জিহাদিদের নেতার দায়িত্বে ন্যস্ত করেন বখত খান। মূলত বখত খানের আগমনের পর বিপুল সংখ্যক ওয়াহাবী দিল্লিতে বিদ্রোহিদের সাথে যোগ দেয়।

এইসব ওয়াহাবীরা একটি ঘোষণা প্রকাশ করে সকল মুসলমানকে অস্ত্র হাতে নিয়ে তাদের ধর্মের জন্য যুদ্ধ করতে আহ্বান জানায়। একটি ফতোয়াও প্রকাশ করা হয়, যাতে উল্লেখ ছিল যে ধর্ম যুদ্ধে অংশ নেয়া সকল মুসলমানের কর্তব্য, তা না হলে তাদের পরিবার ও সন্তানাদি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ঘোষণা বখত খানের ঘোষণার চাইতে সুনির্দিষ্ট ছিল।

দিল্লির বাইরের হিন্দুরা বৃটিশদের প্রতি বিরূপ ছিল। কিন্তু বখত খানের আগমনের পর

www.pathagar.com

মুসলমানদের সমাবেশ ডেকে মৌলভিদের বাধ্য করা হয় ফতোয়া দিতে যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য, কারণ এটি একটি জিহাদ। এর ফলে বৃটিশ বিরোধিতা ক্রমে উগ্রবাদে পরিণত হয় এবং তারা একত্রে বৃটিশের বিরুদ্ধে জেগে উঠে।

বুলন্দশহর, আলীগড় ও মিরাটে হিন্দুরাও মুসলমানদের মতোই বৃটিশ সরকারের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল।

www.pathagar.com